# ঈমানদার

শফীউদ্দীন সরদার

www.nagorikpathagar.org

# ঈমানদার

(ঐতিহাসিক উপন্যাস)

শফীউদ্দীন সরদার

www.nagorikpathagar.org

**Imander**
Written by . **Shafiuddin Sarder**
**Published by** Abdul Mannan Talib.
Director, Bangla Shahitta Parishad.
171, Bara Maghbazar, Dhaka-1217.
Phone: 9332410, 01711581255
**Price Tk.140.00 Only.**
**ISBN-984-485-111 -4**
**BSP-140 -2007**

**ঈমানদার**
(ঐতিহাসিক উপন্যাস)
**শফীউদ্দীন সরদার**

**প্রকাশক**
আবদুল মান্নান তালিব
পরিচালক, বাংলা সাহিত্য পরিষদ
১৭১, বড় মগবাজার, (ডাক্তারের গলি)
ঢাকা-১২১৭
ফোন-৯৩৩২৪১০, ০১৭১১৫৮১২৫৫

**প্রথম প্রকাশ**
**আগস্ট- ২০০৭**

**লেখক কর্তৃক সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত**
**বাসাপপ্র ১৪০**

**প্রচ্ছদ**
মশিউর রহমান

**মূদ্রক**
ইছামতি প্রিন্টিং প্রেস, ঢাকা

বিনিময়: **১৪০.০০ টাকা মাত্র**

www.nagorikpathagar.org

# ঈমানদার

(ঐতিহাসিক উপন্যাস)

শফীউদ্দীন সরদার

প্রকাশনায়
বাংলা সাহিত্য পরিষদ

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

# ১

ঝড়ের কাকের মতো বিধ্বস্ত এক নওজোয়ান দৌড়ে এসে সরাসরি ঢুকে পড়লো শাহজাদী মাখ্‌দুমা মোসাম্মাৎ মেহেরুন নেছার বিশেষ আবাসে। ঝড়ের কাকের চেয়েও অধিক করুণ তার চেহারা। কপাল দিয়ে রক্ত ঝরছে। মাথায় ঘামে ভেজা উসকো খুস্‌কো চুল, মুখে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি-গোঁফ। পরণে ছিন্ন-ভিন্ন লেবাস, কাঁধে বাঁশের মতো মোটা একটা লাঠি আর সে লাঠির আগায় বাঁধা এক বোচকা। সর্বাঙ্গ তার ধুলি ধুসর।

ফটকের দারোয়ান খৈনী খেয়ে দূরে বসে ঝিমুচ্ছিল। এমন সময় বাড়িতে ঢুকে পড়ে এই বিধ্বস্ত তরুণটি। শাহজাদীর খাস্‌ বাঁদী মতিয়া বিবি কি এক কাজে আঙিনায় এসেছিল। দেখতে পেয়েই রে-রে করে এসে তার গতিপথ রোধ করে দাঁড়ালো এবং চিৎকার করে বললো, আরে এই! এই, কোথায় যাও? কোথায় যাও? ভাগো, ভাগো......

সামনে জেনানা এসে দাঁড়ানোর ফলে বিস্মিত হলো নওজোয়ান। এখানে কোন জেনানা থাকেত পারে সে ধারণা তার ছিল না। কিন্তু এ বিস্ময় তার ক্ষণিকের। নিজের নিরাপত্তার দিকটাই তার কাছে এখন বড় বিষয়। চকিত নজরে সে দেখে নিলো চারদিক। একমাত্র ফটক ছাড়া স্থানটি প্রাচীর দিয়ে ঘেরা দেখে সে আশ্বস্ত হলো কিছুটা। মতিয়া বিবি ফের ব্যস্তকণ্ঠে বললো, কি সর্বনাশ! দারোয়ানটা করছে কি? আস্ত এক পাগল এই মহলে ঢুকে পড়লো কি করে?

অতঃপর সে নওজোয়ানটিকে লক্ষ্য করে বললো, আরে এই বেয়াকুফ, তুমি এখানে ঢুকলে কেন? এদিকে যাবে কোথায়? সামনের দিকে ইংগিত করে নওজোয়ানটি হাঁপাতে হাঁপাতে বললো, আমি সামনের ঐ কক্ষের মধ্যে যাবো। আমার আত্মগোপন করা প্রয়োজন!

শুনে বাঁদীটা ক্ষিপ্তকণ্ঠে বললো, হুঁশিয়ার। এটা শাহজাদী মোসাম্মাৎ মেহেরুন নেছার মহল। তুমি ঐ কক্ষের মধ্যে যাবে মানে? বিলকুল দিউয়ানা নাকি!

বিস্মিত হলো নওজোয়ান। মুখ তুলে বললো, সেকি! এটা শাহজাদীর মহল হবে কেন? শাহজাদীর মহল তো ঐ শাহী মহলের ভেতরে। শাহী মহলের অনেক বাইরের এই ঘরদোর শাহজাদীর মহল হবে কেন?



www.nagorikpathagar.org

বাঁদীটা ঐ একই রকম ঝাঁঝের সাথে বললো, কেন, সেটা তোমার জানার দরকার নেই। এইটেই শাহজাদীর মহল, ব্যস্-কথা শেষ! তুমি এখানে ঢুকে পড়েছো কোন সাহসে? ভাগো শিগ্গির! জানে বাঁচতে চাও তো এক্ষুণি পালাও।

বাঁদীর চিৎকার শুনে ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো শাহজাদী মেহেরুন নেছা। বেরিয়ে আসতে আসতে বললো, কি হয়েছে মতিয়া বিবি, এত চেঁচাচ্ছো কেন?

মতিয়া বিবি আকুলকণ্ঠে বললো, পাগল ঢুকেছে হুজুরাইন, আস্ত এক পাগল এসে আপনার এই মহলে ঢুকে পড়েছে। যেতে বললেও যাচ্ছে না।

শাহজাদী বললো, সেকি! কোথায়?

বাঁদী বললো, এই দেখুন, এই আঙিনায়।

চোখ তুলে চেয়ে শাহজাদী বললো, আরে, সেকি।

ওড়না দিয়ে আব্রু করে এগিয়ে এলো শাহজাদী। অতি সুদর্শনা একদম কম বয়সের মেয়ে। নওজোয়ানটির কাছে এসে প্রশ্ন করলো, আরে, এই কে তুমি? নাম কি তোমার?

নওজোয়ানটি ক্লান্তকণ্ঠে বললো, আমার নাম মাহমুদ মনসুর।

মাহমুদ মনসুর? মাহমুদ গাওয়ানের কেউ নাকি?

চকিতে একটু কৌতুক করলো শাহজাদী। মাহমুদ মনসুর চোখ তুলে প্রশ্ন করলো, জি?

শাহজাদী বললো, কোথা থেকে এসেছো?

চোখ নামিয়ে মাহমুদ মনসুর বললো, পথ থেকে।

শাহজাদী এবার উষ্মার সাথে বললো, পথ থেকে তো এখানে এসেছো কেন?

আত্মরক্ষা করার জন্যে।

আত্মরক্ষা! তাজ্জব! বাড়ি কোথায় তোমার? তুমি কি এই দেশের লোক? এই বাহমনী রাজ্যের?

জি না, আমি পরদেশী। আমার বাড়ি ছিল কাস্পিয়ান সাগরের তীরে জিলানে।

সে কি! এত দূরের লোক তুমি? তা এই দেশে কেন?

এসেছিলাম সওদাগরীর ধান্দায়। মানে ব্যবসা-বাণিজ্য করার উদ্দেশ্যে বেশ কিছুদিন আগে এই দেশে আসি। কিন্তু ব্যবসা-বাণিজ্য হয়নি, পরিবর্তে হয়েছে এই বর্তমান অবস্থা।

জোরে জোরে হাঁপাতে লাগলো মাহমুদ মনসুর। শাহজাদী তার কপালের দিকে চেয়ে সমবেদনার সুরে বললো, ইশ্! কপাল দিয়ে রক্ত ঝরছে এখনও! এ অবস্থা কে করলো তোমার?

মাহমুদ মনসুর বললো, দুশমনে।



www.nagorikpathagar.org

শাহজাদী ফের প্রশ্ন করলো, দুশমনে! কারা তোমার সেই দুশমন?

সেটাই সুস্পষ্ট জানিনে। আমার অপরাধ কি, তাও জানিনে। অথচ আমাকে তাড়া করেছে এ দেশেরই কয়েকজন সেপাই। তাড়া করে সেপাইরা আমার পেছনে পেছনে আসছে। কয়েদ করে কয়েদখানায় নিয়ে যাবে আমাকে।

বলতে বলতে মাহমুদ মনসুর চঞ্চল হয়ে উঠলো। ফটকের দিকে চেয়ে সে শংকিতকণ্ঠে বললো, ওরা এক্ষুণি এসে পড়বে এখানে। আমি লুকাই। আমাকে লুকাতে দিন।

শাহজাদী ঈষৎ হেসে বললো, ভয় নেই। এ দেশের কোন সেপাইয়ের সাহস নেই যে আমার এই মহলে ঢোকে। কিন্তু তুমি এখানে লুকাবে কোথায়?

মাহমুদ মনসুর ক্লান্তিতে থরথর করে কাঁপছিল। দাঁড়িয়ে থাকা ক্রমেই তার সাধ্যের বাইরে চলে যেতে লাগলো। জড়িয়ে এলো তার কণ্ঠস্বর। সে ধুঁকতে ধুঁকতে বললো, জানিনে। কোথায় লুকাবো জানিনে। তবে লুকাতে আমাকে হবেই। নইলে, নইলে ওরা এ-খ-ন-ই......

বলতে বলতেই আঙিনায় ধপ করে বসে পড়লো মাহমুদ মনসুর। বসে পড়ে হাঁপাতে লাগলো সমানে। তা দেখে শাহজাদী বিভ্রান্তকণ্ঠে বললো, আরে-আরে, সেকি! বসে পড়লে যে!

জবাব দেয়ার সাধ্য আর তার ছিল না। ওখানেই কাত হয়ে শুয়ে পড়লো মাহমুদ মনসুর।

শাহজাদী এতে কিছুটা হকচকিয়ে গেল। পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়ে তাঁর বাঁদীকে সে ব্যস্তকণ্ঠে বললো, কলিমুদ্দীনটা গেল কোথায়? কলিমুদ্দীন আর দারোয়ান জগলুল খাঁকে ডেকে আনো জলদি। ওরা দুইজন ধরাধরি করে একে এই মহলের পেছন দিকে যে ঘরটা ফাঁকা পড়ে আছে, ওখানে নিয়ে যাক আর নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিক।

বাঁদীটা তাজ্জব হয়ে বললো, হুজুরাইন!

শাহাজীদী বললো, ওর শুশ্রূষা করাটাও এখন খুব জরুরী। যতটা পারে ওরা তা করুক। দরকার হলে তুমিও সাহায্য করো ওদের।

বাঁদীটার বিস্ময়ের ঘোর কাটলো না। সে বিস্মিতকণ্ঠে বললো, সে কি হুজুরাইন! আপদটাকে মহলের বাইরে ফেলে না দিয়ে ঘরে তুলে নেবেন? ওর শুশ্রূষা করার কথাও ফের বলছেন! কোথাকার কে.....

শাহজাদী শক্তকণ্ঠে বললো, যেখানকার যে-ই হোক, সে এখন অসহায়। মরণাপন্ন এক আর্তজন। আর্তের সেবা করা প্রতিটি মুসলমানের জন্যে অশেষ সোয়াবের কাজ।



www.nagorikpathagar.org

হুজুরাইন!

কথা বাড়ানোর সময় নেই। যা বললাম, তাই করো জলদি-

বলে শাহজাদী নিজেই, কলিমুদ্দীন, কলিমুদ্দীন বলে ডাকতে ডাকতে ছুটে গেল ফুল বাগানের দিকে।

কর্তার ইচ্ছায় কর্ম। শাহজাদী নিজে তত্ত্বাবধানে থাকায় সব কিছুই হতে লাগলো ঠিক ঠিক। এছাড়া কলিমুদ্দীনটা খুবই সেবাপরায়ন লোক। সে একাই কয়েক বালতি পানি ঢেলে পরিষ্কার করে ধুইয়ে দিলো মাহমুদ মনসুর নামের ঐ আর্তজনকে। নিরাপদ আশ্রয় আর ঠাণ্ডা পানির পরশ পেয়ে মাহমুদ মনসুর কিছুটা সজীব হয়ে উঠলো। ফের উঠে বসলো সে। তার ইশারায় খোলা হলো লাঠিতে বাঁধা পোঁটলাটা। এবার সবাই অবাক হয়ে দেখলো, পোঁটলায় আদৌ কোন ছেঁড়া-ময়লা কাপড় নেই। পোঁটলার সবই অভিজাত ও মূল্যবান পোষাক। তা দেখে শাহজাদী বিস্মিতকণ্ঠে প্রশ্ন করলো, সেকি! এ পোষাক তুমি পেলে কোথায়?

মাহমুদ মনসুর ক্ষীণকণ্ঠে বললো, ওগুলো আমারই পোষাক হুজুরাইন। আমার নিজের পোষাক।

নিজের?

জি! আমি একজন সওদাগর। সওদাগরী কাজে এসে ঘুরতে ঘুরতে এই বিপাকে পড়েছি।

আবার ধুঁকতে লাগলো মাহমুদ মনসুর। শাহজাদী তার দাস-দাসীদের বললো, ঠিক আছে। ওকে ওর ঐ শুকনো লেবাস পরিয়ে দাও আর এখনই কিছু হালকা-পাতলা খাবার এনে ওকে খাইয়ে দাও। দেখেই বোঝা যাচ্ছে, সে অনাহারে আছে। বুঝেছো?

শেষের কথাটা শাহজাদী তার বাঁদী মতিয়াকে লক্ষ্য করে বললো। জবাবে মতিয়া বিবি বললো, জি হুজুরাইন, বুঝেছি।

ঘুরে দাঁড়ালো শাহজাদী। যাওয়ার আগে ফের বললো, খেয়ে-দেয়ে ঘুমিয়ে পড়ুক বেচারা। শক্ত ঘুম ছাড়া ওর ঐ ক্লান্তি দূর হবার নয়।

একদিকে শাহজাদীর আদেশ অমান্য করার সাধ্য কোন দাস-দাসীর ছিল না, অন্যদিকে আগন্তুকের লেবাসটা দেখেও দাস-দাসীরা সতর্ক হয়ে গেল। তারা বুঝে নিলো, এ লোক কোন কেউকেটা হতে পারে। তাই মনোযোগের সাথে আগন্তুকের তদবিরে মনোনিবেশ করলো তারা।

যাবতীয় করণীয় সম্পন্ন করে আহার করিয়ে মাহমুদ মনসুরকে শুইয়ে দেয়া হলো। শুইয়ে দেয়ার অল্পক্ষণের মধ্যেই গভীর নিদ্রায় অচেতন হয়ে গেল সে। বেলা আর বেশী ছিল না। সন্ধ্যা হয় হয় এমনই সময় ঘুমিয়ে পড়লো মাহমুদ



www.nagorikpathagar.org

মনসুর। ঐ এক ঘুমেই কেটে গেল তার গোটা রাত। শাহজাদীর মহলে একমাত্র মালী কলিমুদ্দীন আর দারোয়ান ছাড়া অন্য কোন পুরুষ মানুষ ছিল না। দারোয়ানকে সব সময় ফটক পাহারায় থাকতে হয়। বেখেয়াল হলেই মাহমুদ মনসুরের মতো এতবড় না হলেও ছোট খাটো অনেক অঘটনই ঘটে। এতে করে, অসুস্থ এই মাহমুদ মনসুরকে দেখা-শুনা করার দায়িত্বটা মালী কলিমুদ্দীনের উপর প্রায় ষোল আনাই বর্তে গেল। মাহমুদ মনসুর ঘুমিয়ে পড়লে রাত্রিকালে কলিমুদ্দীনই ঘন ঘন এসে তার খোঁজ খবর করলো।

মাহমুদ মনসুরের ঘুম ভাঙলো পরের দিন সকালে। কলিমুদ্দীনের সহায়তায় প্রাতঃক্রিয়াদি সম্পন্ন করে এসে বিছানায় বসতেই প্রাতঃরাশ (নাস্তাপানি) নিয়ে এলো বাঁদী মতিয়া বিবি। ঘুম ভাঙার পর থেকেই মাহমুদ মনসুরের খুবই ক্ষুধার উদ্রেক হয়েছিল। তাই নাস্তা আসার সাথে সাথেই মতিয়া বিবিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে নাস্তায় বসে গেল মাহমুদ মনসুর এবং সব কিছুই গোগ্রাসে গিলতে লাগলো। তার খাওয়ার ধরন দেখে মতিয়া বিবি ও কলিমুদ্দীন মুখ চাওয়া-চাওয়ী করতে লাগলো। কলিমুদ্দীন মতিয়া বিবিকে বললো, কয় দিন ধরে যে অনাহারে ছিল, তা কে জানে! গতকালের ঐ হাল্‌কা খাবারে কি সে ক্ষুধা পুরোপুরি সারে?

মতিয়া বিবি সমর্থন দিয়ে বললো, তা বটে, তা বটে।

লম্বা ঘুম আর পেটপুরে নাস্তা খাওয়ার বদৌলতে মাহমুদ মনসুর অনেকটাই সতেজ হয়ে উঠলো। আসলেই সে একজন সুপুরুষ। স্বাস্থ্যবান ও দর্শনধারী তরুণ। ঘুম ও আহারান্তে বেশ ফুটে উঠলো তার বিলুপ্ত কান্তি।

খানিক পরেই মাহমুদ মনসুরের খবর নিতে এলো শাহজাদী। দেখতে এলো তার অসুস্থ মেহমানকে। মাহমুদ মনসুরের নতুন এই চেহারা দেখে কিছুটা তাজ্জব হলো সে। অতঃপর প্রশ্ন করলো। এখন কেমন বোধ করছেন?

মাহমুদ মনসুর থমমত করে বললো, জি?

শাহজাদী বললো, আপনি এখন কেমন বোধ করছেন?

বিস্মিত নেত্রে চেয়ে মাহমুদ মনসুর বললো, আপনি! মানে আপনি আমাকে 'আপনি' করে বলছেন?

শাহজাদী বললো, কেন, তাতে দোষ কি?

না, কথা হলো, আমি একজন পথের মানুষ। অসুস্থ আর অসহায়। আপনার দয়ায় জানে বেঁচে গেলাম। সেই আমাকে আপনি 'আপনি' বলে সম্বোধন করছেন?

শাহজাদী ঈষৎ হেসে বললো, করছি। তবে এখনকার এই আপনাকে নয়, আপনি যখন সওদাগর ছিলেন, সেই আপনাকে।



www.nagorikpathagar.org

জি?

আপনি ফকিরও নন মিস্কীনও নন। আপনার কথা যদি সত্যি হয়, তাহলে আপনি একজন সওদাগর মানুষ।

জি না, আমি মিথ্যা কথা বলিনে।

তবে? একজন সওদাগর মানুষকে কি 'তুই' 'তুমি' বলা যায়?

মাহমুদ মনসুরের মস্তক নত হয়ে এলো। সে আপ্লুতকণ্ঠে বললো, আপনি সত্যিই একজন মহৎ দিলের মানুষ।

শাহজাদী এবার ক্লীষ্ট হাসি হেসে বললো, মহৎ না পাষণ্ড, তা না জেনেই আমাকে মহৎ বলছেন আপনি?

জি?

তা থাক সে কথা। আপনার শরীরের অবস্থা এখন কেমন, তাই বলুন।

জি অনেক ভাল। গতকালের চেয়ে অনেকখানি বল পাচ্ছি শরীরে।

এখন তাহলে চলে যেতে পারবেন?

এ প্রশ্নে ঘাবড়ে গেল মাহমুদ মনসুর। অস্ফুটকণ্ঠে বললো, এখন? তার মানে....

শাহজাদী সাহস দিয়ে বললো, এখনও পুরোপুরি শক্ত হয়নি শরীর আপনার- এই কথা কি?

মাহমুদ মনসুর সাগ্রহে বললো, জি, জি। কিছুটা সুস্থ হয়ে উঠলেও এখনো চলে যাওয়ার মতো......

শাহজাদী বললো, শক্তি সঞ্চার হয়নি?

জি, জি, এখনো জিয়াদাই দুর্বল আছি আমি। আর তাছাড়া.......

তা ছাড়া?

এই এখনই এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়া আমার জন্যে নিরাপদও নয়। যে হন্যে হয়ে সেপাইরা আমার পিছু নিয়েছে, তাতে আমার হদিস না করে এখনই তারা এ এলাকা ছেড়ে চলে যাবে– এমনটি চিন্তা করাও বাতুলতা। অন্তত দুই তিন দিন ধরে তারা আমার খোঁজ করবে এখনে।

তার অর্থ, আরো দুইতিন দিন আপনি থাকতে চান এখানে?

আপনি দয়া না করলে, অন্য কোথাও গিয়ে আমাকে আত্মগোপন করতেই হবে। কিন্তু এই শরীর নিয়ে আবার কোথায় আমি যাবো আর আত্মগোপনের স্থান আবার কোথায় খুঁজে পাবো-এইটেই হবে আমার সামনে আবার জীবন মরণের সমস্যা।

দুশ্চিন্তায় মাহমুদ মনসুরের মুখমণ্ডল পাংশু বর্ণ ধারণ করলো। শাহজাদী বললো, আর দয়া করলে?



www.nagorikpathagar.org

আশার আলোতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো মাহমুদ মনসুরের চোখ মুখ। বললো, আপনার কাছে আমি চির ঋণী হয়ে থাকবো। চিরকৃতজ্ঞ হয়ে থাকবো। সম্ভব হলে এ ঋণ আমি শোধ দেয়ারও চেষ্টা করবো প্রাণ পণে।

দুই তিন দিন থাকতে দিলেই হবে?

জি-জি, তা দিলেও অন্তত এই দুঃসময়ে আমার মহাউপকার করা হবে। এতে আপনার খরচ যা হবে, মানে আমার থাকা-খাওয়া সংক্রান্ত খরচ, পুরোপুরি সুস্থ হয়ে ওঠার পরেই আমি তা শোধ করে দেব।

কি করে শোধ করবেন? আপনার তো ব্যবসা-বাণিজ্য হয়নি কিছুই। কোথায় পাবেন পয়সা?

পরিশ্রম করে আয় করবো। জোয়ান মানুষ আমি। শারীরিক পরিশ্রম করলে খরচের এ পয়সা ক'টা আয় করা খুব শক্ত কিছু হবে না।

কোথায় করবেন সেই পরিশ্রম?

সেটা তো কিছু ঠিক নেই এখনো। সুস্থ হওয়ার পরে খোঁজ করে সে জায়গা বের করে নেবো।

শাহজাদী হাসি মুখে বললো, তা যদি পরিশ্রমই করতে চান, সুস্থ হয়ে উঠে সে পরিশ্রম তো এখানেও করতে পারবেন।

এখানে?

হ্যাঁ আমার এই মহলে। দেখছেন তো, একজন মালী ছাড়া আমার এই মহলে আর কোন পুরুষ মানুষ নেই। দুই তিন জন বাঁদী আর রাধুনী আছে বটে, কিন্তু তাদের দিয়ে তো সব কাজ হয় না। অনেক কাজের জন্যেই পুরুষ মানুষের দরকার হয়। একা ঐ কলিমুদ্দীন এদিকে এলে বাগানের কাজ ব্যাহত হয়। কলিমুদ্দীনের সাথে আপনিও থাকলে–

মাহমুদ মনসুর উৎসাহ ভরে বললো, বাগানের ঐ মালীর কাজ? হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওটা আমি পারবো।

কিন্তু আপনি তো একজন সওদাগর! মালীর কাজ করতে আপনার মনে আঘাত লাগবে না?

কি যে বলেন? শারীরিক পরিশ্রম করা ছাড়া পয়সা উপায়ের আর কোন পথই যার আপাতত নেই, তাতে মালীর কাজই কি আর জালীর কাজই কি! একটা কাজ পেলেই তো বর্তে যাবো আমি। আপনি তাহলে ঐ মালীর কাজটাই মেহেরবাণী করে আমার জন্যে রাখুন। ঐ কাজ করেই আমি শোধ করবো আমার আহারাদীর খরচ। কোথায় আবার কাজ খুঁজতে যাবো আমি। ঐ কাজটাই রাখুন তাহলে দয়া করে।



www.nagorikpathagar.org

মাহমুদ মনসুর খুবই ব্যস্ত হয়ে উঠলো। শাহজাদী বললো, রাখতে তো ইচ্ছে হচ্ছে। কিন্তু আপনি কতটা বিশ্বাসী লোক, আপনার ঈমান-আখলাক কেমন– এ সব তো কিছুই যাচাই করে দেখা হয়নি। জেনানা মহলে থাকার মতো যোগ্যতা আপনার আছে কিনা সেটা তো আগে নিশ্চিত হতে হবে আমাকে।

মাহমুদ মনসুর হতাশকণ্ঠে বললো, কিন্তু সেই নিশ্চিতটা আপনি হবেন কী করে? তাহলে? সেটা নিশ্চিত না হলে তো সত্যিই আপনি আমাকে এই মহলে কাজ দিতে পারেন না।

আপনাকে এই মহলে থাকতে দিয়ে। দুই তিন দিন নয়, পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠতে যে কয় দিন লাগে আপনি থাকুন এখানে। আপনার বিশ্বস্ততা এর মধ্যেই আঁচ করে নিতে পারবো আমি।

হুজুরাইন দরাজ দিল।

কিন্তু হুঁশিয়ার। মহলে আমার পুরুষ মানুষ তেমন না থাকলেও কিঞ্চিৎ ইংগিতেই শাহী মহলের হাজারজন সেপাই ছুটে আসবে আমার আদেশ পালনে। কিছু মাত্র চালাকী করার চেষ্টা করলে, প্রাণ নিয়ে এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার কোন ফুরসুত্ই পাবেন না আপনি।

মাহমুদ মনসুর নত মস্তকে আর স্মিতকণ্ঠে বললো, পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

পরীক্ষায় আশাতীত ভাল ফল করে অচিরেই সকলের আস্থা অর্জন করলো শাহজাদীর আশ্রয় প্রাপ্ত আগন্তুক মাহমুদ মনসুর। এজন্যে তাকে কোন কসরত করতে হলো না। স্বভাবজাত সারল্য ও সদাচরণের দ্বারাই সে অর্জন করলো শাহজাদীর আস্থা এবং জয় করলো বাঁদী মতিয়া বিবি ও মালী কলিমুদ্দীনের হৃদয়। প্রতিদিন আর প্রতি ওয়াক্তে একবারেই নির্ধারিত সময়ে মতিয়া বিবিকে আহার্য নিয়ে হাজির হতে দেখে এবং সেজন্যে তার মধ্যে ক্লান্তি বা বিরক্তির কোন অভিব্যক্তি না দেখে মুগ্ধ হলো মাহমুদ মনসুর। একদিন যথা সময়ে আহার্য এনে মাহমুদ মনসুরের সামনে রাখার পর মতিয়া বিবি এক পাশে দাঁড়ালে কৃতজ্ঞতার আবেগ চেপে রাখতে পারলো না মাহমুদ মনসুর। নতমস্তকে বললো, বহিন, আপনার বাহিরটা দেখলে বোঝাই যায় না আপনার অন্তরটা এতখানি কোমল।

অন্যমুখি হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল মতিয়া বিবি। বুঝতে না পেরে দ্রুত ঘুরে দাঁড়িয়ে বললো, আপনি ভুল করছেন জনাব। আমি হুজুরাইন নই হুজুরাইনের বাঁদী মতিয়া বিবি। হুজুরাইন আসেননি।

সবিস্ময়ে মুখ তুলে মাহমুদ মনসুর বললো, কেন, হুজুরাইনের কথা বলছেন কেন?

মতিয়া বিবি বললো, আমাকে শাহজাদী মনে করে আপনি যে কথাগুলো বললেন, আমি সেজন্যে বলছি।



www.nagorikpathagar.org

সে কি! আপনাকে শাহজাদী মনে করবো কেন? আপনাকেই তো আমি কথাগুলো বললাম। সত্যিই আপনার মানবতাবোধ অতুলনীয়।

মতিয়া বিবি বললো, ওমা! সেকি! আমাকে?

জি, আপনাকে। আমি আপনার কোন আত্মীয় বা উপকারী বন্ধু নই। বরং অহেতুক এসে আপনাদের ঘাড়ে চেপে বসেছি আর আপনার তকলিফ বৃদ্ধি করেছি। তবু এমন দরদ দিয়ে আমার আহারাদি আপনি যেভাবে প্রতিদিন আনছেন, তাতে কে বলবে আমি আপনার আপনজন নই?

বিস্ময়ে মতিয়া বিবি বাক হারিয়ে ফেলেছিল। মাহমুদ মনসুর থামতেই হুঁশে এসে মতিয়া বিবি ব্যস্তকণ্ঠে বললো, আরে-আরে, হুজুরাইনের হুকুম আছে বলেই আপনার খানাপিনা যথা সময়ে জোগান দিচ্ছি আমি। এর মধ্যে আমার দরদ দেখলেন কোথায়?

মাহমুদ মনসুর হেসে বললো, দরদটা কোন দেখার জিনিস নয় বহিন, অনুভব করার জিনিস। আপনার এই পরিশ্রমের মধ্যে শুধু হুকুম পালনের ব্যাপারটাই নেই, অসহায় আর অসুস্থ জনের প্রতি মানবতার ব্যাপারটাও আছে।

ওমা, সেকি! তা যদি বা থাকেই কিছুটা, সে জন্যে আপনি আমাকে এভাবে বলবেন আর 'আপনি আপনি' করবেন? বড্ড বিশ্রী দেখায় না? কোথায় আপনি আর কোথায় আমি!

অর্থাৎ?

এখন অসহায় হলেও আপনি একজন সওদাগর মানুষ আর আমি একজনের বাঁদী! বাঁদী মানুষকে কি কেউ 'আপনি-আপনি' করে?

কেন করবে না? মুসলমানের মধ্যে কি কোন ছোট বড় আছে? একজন বাদশাহও একজন মিস্‌কীনের পেছনে খোশদিলে নামাজ পড়ে। আপনিও মুসলমান আমিও মুসলমান। তদুপরি আপনি আমার চেয়ে বয়সে অনেক বড়ই হবেন। আমার বড় একটা বহিন ছিল। সে বেঁচে থাকলে আপনার বয়সেরই হতো। আপনাকে কি আমি 'আপনি' না বলে পারি?

ওমা, বলেন কি?

কেন, বিস্মিত হচ্ছেন কেন? আপনি যদি সত্যি সত্যিই আমার নিজের বহিন হতেন, পরের বাঁদীগিরি করলেও কি আমি আপনাকে 'তুই-তুকারী' করতে পারতাম?

স্তব্ধ হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো মতিয়া বিবি। এরপরে সে আপ্লুতকণ্ঠে বললো, সত্যিই আপনি একজন সরল দিলের মহৎ মানুষ জনাব। প্রথম দিনেই চিনতে আপনাকে ভুল করেননি হুজুরাইন। আমারই কেবল ঠুলি ছিল দুই চোখে।



www.nagorikpathagar.org

ঘরের বারান্দায় চুপচাপ বসেছিল মাহমুদ মনসুর। মালী কলিমুদ্দীন দ্রুতপদে এসে উচ্ছ্বাস ভরে বললো, আপনি নাকি আমার খোঁজে ফুল বাগানে গিয়েছিলেন জনাব? ওখানে নাকি অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেছেন আমার জন্যে?

মাহমুদ মনসুর প্রসন্ন কণ্ঠে বললো, হ্যাঁরে ভাই, আপনার খোঁজেই গিয়েছিলাম। ফুল বাগানে একজন মালীকে কি-কি কাজ করতে হয়, সেটা জানার আর দেখার খাহেশ হয়েছিল তো, তাই একবার গিয়েছিলাম। গিয়ে দেখি কলিমুদ্দীন ভাই হাওয়া। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকেও ভাইয়ের আমার কোন হদিসই পেলাম না।

যে উৎসাহ নিয়ে কলিমুদ্দীন এসেছিল, তা উবে গেল। সে বিষণ্নকণ্ঠে বললো, জনাব কি সেইজন্যে আমাকে উপহাস করছেন?

বুঝতে না পেরে মাহমুদ মনসুর বললো, উপহাস?

জি জনাব, উপহাস। এর আগেও দুই একদিন আপনি 'ভাই' বলেছেন আমাকে। শুনেও গায়ে মাখিনি, চুপ করে থেকেছি। কিন্তু আর তো চুপ থাকতে পারছিনে!

কি ব্যাপার! হঠাৎ তা নিয়ে এত নাখোশ হলেন কেন আপনি?

হবো না? আপনি আমাকে 'ভাই' বলবেন, 'আপনি' বলবেন, আর আমি চুপ করে থাকবো? এসবের মানে কি আমি বুঝিনে? সমপর্যায়ের লোককে মানুষ এসব বলে। আমি কি আপনার সম পর্যায়ের মানুষ যে, এমন সম্মান করে কথা বলবেন? আমাকে উপহাস করার জন্যেই এসব বলছেন, নয় কি?

তওবা-তওবা! এ সব আপনি কি ভাবছেন ভাই! আমরা একজন আর একজনকে 'ভাই' বলবো, সবাই সবাইকে সম্মান করবো, এইটেই তো ইসলামের শিক্ষা।

তা শিক্ষা যেটাই হোক, আমি তো একজন সামান্য মালী। আপনার মতো লোক

মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে মাহমুদ মনসুর বললো, আপনি একজন মালী আর আমি এমনকি রাজা-বাদশাহ যে, আপনাকে ভাই বললে জাত যাবে আমার?

না-মানে, একজন পিয়ন চাপরাসীও তো এমন সম্মান করে কথা বলেনা আমাদের। আর আপনি–

আমি কি তাদের চেয়ে খুব বড় কিছু? বরং দেখতে গেলে আমি তো একদিক দিয়ে আপনার চেয়ে নিম্নমানের লোক। মালীর কি কাজ, আপনি তা সবই জানেন। আমি তা কিছুই জানিনে। অথচ ঐ কাজেই হয়তো আমি বহাল হবো শিগ্গিরই আর তখন আপনার কাছ থেকেই আমাকে শিখতে হবে সব কিছু। সে ক্ষেত্রে আপনি তো আমার ওস্তাদের পর্যায়ে চলে যাবেন। ভাই না বলে তখন তো আপনাকে হুজুর বলাটাই উচিত হবে আমার।



www.nagorikpathagar.org

হাসতে লাগলো মাহমুদ মনসুর। কলিমুদ্দীন আরো তাজ্জব হয়ে বললো, সেকি! আপনি মালীর কাজে বহাল হবেন মানে?

মানে, শাহজাদীর কাছে যে ঐ কাজই চেয়েছি আমি। আমাকে এখান থেকে বিদায় করে না দিয়ে আপনার সহকারী করে উনি রাখুন আমাকে এখানে, এই আরজই করেছি আমি উনার কাছে। উনি যদি দয়া করে রাখেন আমার আরজ, মানে আপনার সহকারী করে আমাকে উনি রাখেন যদি এখানে, তাহলে আপনাতে আমাতে আর তফাৎ থাকবে কি?

বলেন কি! আপনি করবেন এই কাজ?

সৎপথে রোজগার করার বেলায়, কোন কাজই ছোট কাজ নয়, বরং অসৎ পথে রোজগার করাই ছোট বা হীন কাজ।

জনাব!

দিনরাত আপনারা আমার খেদমত করবেন, আর আপনাদের আমি একটু 'ভাই' আর 'বহিন'ও বলবো না- এটা কি কখনো হয়? এটা তো চরম নীচু মনের কথা।

কলিমুদ্দীন থতমত করে বললো, তা কথা হলো, আপনি তো দেখছি বড়ই তাজ্জব লোক জনাব। তাইতো মাতিয়া বিবি বলছিল, আপনি একজন অলি আল্লাহ মানুষ! বলছিল আমি যেন আপনার কোন অতদবির আর অসম্মান না করি।

বলছিল নাকি?

জি-জি বলছিল, পই পই করে বলছিল। কিন্তু আর তো তাকে বলার দরকার হবে না। আমি তো এখন নিজেই বুঝে গেলাম, আপনি একজন ফেরেশতা তুল্য লোক। আর কি চিনতে আপনাকে ভুল হবে আমার?

বলবেন না ভাই সাহেব, ওভাবে বলবেন না। আমরা মানুষ। আমরা কি কেউ কখনো ফেরেশতার কাছাকাছি কিছু হতে পারি? ফেরেশতাতুল্য হবো কি করে? ওসব বলা চলে না।

ঠিক আছে জনাব, ফেরেশতা বলা না চলে, না চলুক। আপনাকে তো চিনে নিলাম পুরোপুরি। আপনার খেদমতে আল্লাহ যেন কোনরকম গাফিলতি কখনো না দেন আমার মধ্যে।

তখনকার মতো চলে গেল কলিমুদ্দীন। একটা কথা জানতে চেয়েও মাহমুদ মনসুর সাহস করে তখন সেটা জিজ্ঞাসা করতে পারলো না। পরে আবার কলিমুদ্দীন যখন এলো, কিছুটা ইতস্তত করে মাহমুদ মনসুর জিজ্ঞাসা করেই ফেললো কথাটা। বললো, তা বলছিলাম কি কলিমুদ্দীন ভাই একটা কথা যে আমার জব্বোর জানতে ইচ্ছে হচ্ছে।

কলিমুদ্দীন সাগ্রহে বললো, কি কথা জনাব বলুন-বলুন, কি জানতে চান, বলুন?



www.nagorikpathagar.org

কথাটা হলো, শান-শওকতপূর্ণ শাহী মহল বাদ দিয়ে শাহজাদী এই নিম্নমানের এক বিরান বাড়িতে পড়ে আছেন কেন? উনি কি তাহলে ঐ শাহী বংশের কেউ নন? মানে, প্রকৃত শাহজাদী নন?

শুনে কলিমুদ্দীন সোচ্চারকণ্ঠে বললো, ওরে বাপরে! প্রকৃত শাহজাদী নন মানে? প্রকৃতই শাহজাদী। ষোল আনার উপর আঠার আনাই শাহজাদী। ঐ বংশের একমাত্র শাহজাদী আমাদের এই হুজুরাইন।

তাহলে?

আমাদের এই বর্তমান সুলতানের আপন ভাইঝি। এই শাহজাদীর বাপ ছিলেন আমাদের এই সুলতানের আপন বড় ভাই। মারা না গেলে, এই শাহজাদীর বাপই ছিলেন সুলতান। প্রকৃত শাহজাদী আবার বলে কাকে? এদিকে আবার নিজের কোন কন্যা সন্তান না থাকায়, আমাদের সুলতান এই শাহজাদীকেই নিজের কন্যার মতো মনে করেন।

তাহলে এখানে এই পৃথক বাড়িতে কেন? এর কারণ কি?

মুষড়ে পড়লো কলিমুদ্দীন। চরম আপত্তি তুলে বললো, না জনাব, জানলেও সে কারণটা বলতে পারবো না আমি। এটা শাহজাদীর ব্যক্তিগত ব্যাপার আর-মুনিবদের পারিবারিক বিষয়। আমরা দাস। নগণ্য চাকর বাকর মানুষ। মুনিবদের পারিবারিক ব্যাপার নিয়ে কোন আলোচনা করা আমাদের শোভা পায় না। সেটা আমাদের অপরাধ। গুনাহও বটে।

ভাই সাহেব!

দোহাই জনাব, এ অনুরোধ আমাকে করবেন না। যেটা আমাদের জন্যে নিষিদ্ধ বা নাজায়েজ, সেটা নিয়ে কথা বললে আমার ঈমানদারী থাকবে না। আমি নেমকহারাম আর বেঈমান হয়ে যাবো।

কলিমুদ্দীন অনুনয়-বিনয় করতে লাগলো। মাহমুদ মনসুর তাকে আশ্বস্ত করে বললো, আচ্ছা থাক-থাক। ওটা বলতে হবে না আপনাকে। আপনাকে আমি নীতিভ্রষ্ট করতে চাইনে।

জনাব!

আর এসব জানার আমার দরকারই বা কি? শাহজাদী যদি আমার আরজ মঞ্জুর না করেন, আমাকে যদি চলেই যেতে হয় এখান থেকে, তাহলে ও খবর না জানলে কিই বা আসবে যাবে আমার।

বিদ্যুৎ বেগে মাথা তুলে কলিমুদ্দীন বললো, কি বললেন জনাব? আপনি চলে যাবেন এখান থেকে? না জনাব, এটা কখখনো হতে দেবো না আমরা। কভ্ভি নেহী।



www.nagorikpathagar.org

কি করবেন?

শাহজাদীকে আমি নিজে অনুরোধ করবো জনাব। দরকার হলে পায়ে ধরবো তাঁর। তবু আপনাকে এখান থেকে চলে যেতে দেবো না।

না কলিমুদ্দীন মিয়া, ও সব করতে যাবেন না। শাহজাদী যদি নিজে আগ্রহ করে আমাকে না রাখেন, তাহলে কারো সুপারিশে উনি আমাকে রাখুন, এটা আমি চাইনে। তার মধ্যে কোন আন্তরিকতা থাকে না। উনি এই যে বেশ কিছুদিন রাখলেন আমাকে, আমার বিপদের সম্ভাবনা দূর হয়ে গেল-এ জন্যেই আমি তাঁর কাছে চিরকৃতজ্ঞ। এর উপর আবার ধড়পাকড় করতে গেলে উনি হয়তো রুষ্ট হতেও পারেন।

রুষ্ট হবেন তো হবেন। আপনাকে উনি না রাখলে, অর্থাৎ আমাদের কথা না শুনলে, রুষ্ট হবো আমরাও। আপনার সাথে সাথে আমরাও চলে যাবো এখান থেকে। শুভাকাঙ্ক্ষীদের বাদ দিয়ে উনি কাকে নিয়ে থাকবেন। থাকুন। আপন মনে বকতে বকতে চলে গেল কলিমুদ্দীন।

এক ফাঁকে শাহজাদীর কাছে এসে কলিমুদ্দীন কাঁচুমাচু করে বললো, হুজুরাইন, অভয় দিলে একটা কথা বলতাম।

কলিমুদ্দীন কখনো এভাবে কথা বলে না। আজ তা বলতে দেখে শাহজাদী উৎসুককণ্ঠে বললো, কথা? কি কথা?

কলিমুদ্দীন বললো, হুজুরাইন, কথাটা হলো ঐ মেহমান মাহ্‌মুদ মনসুর সাহেবকে নিয়ে। বেশ কিছু দিন তো হয়ে গেল, উনাকে নিয়ে হুজুরাইন এখন কি ভাবছেন?

শাহজাদীর দুচোখ প্রসারিত হলো। বললো, কি ভাবছি মানে?

মানে, উনাকে কি হুজুরাইন এখন বিদায় করে দেবেন?

কপট গাম্ভীর্য টেনে শাহজাদী বললো, বিদায় করে দেবো নাতো কি উনাকে চিরকাল বসে বসে খাওয়াবো?

কলিমুদ্দীন সংগে সংগে সরবে বললো, না হুজুরাইন, দয়া করে রাখলে উনি বসে বসে খাবেন না।

শাহজাদী ভ্রূকুটি করে বললো, খেটেই খাবেন?

কলিমুদ্দীন বললো, জি জি। যে কাজ দেবেন, সেই কাজ করেই উনি খাবেন। কথা হলো, নিজের খানার দাম উনি পরিশ্রম করেই শোধ করবেন।

সেই কথাই কি উনি বলতে বলেছেন তোমাকে?

কে? ঐ মেহমান? ওরে বাপরে। যে চাপা মানুষ, এ কথা কি উনি কখনো কাউকে বলেন? হুজুরাইন কি করবেন, একমাত্র সেদিকে চেয়েই উনি আছেন।



www.nagorikpathagar.org

বটে! তাহলে একথা তুমি বলছো কেন?

কলিমুদ্দীন হাত কচলিয়ে বললো, কথা হলো কি হুজুরাইন, উনি খুবই সৎ, সরল আর ঈমানদার মানুষ। এমন মানুষের সাক্ষাৎ কালেভদ্রে পাওয়া যায়। এমন লোক হঠাৎ যখন এসেই পড়েছেন, তাকে বিদায় করে দিলে কাজটা বোধ হয় ভাল হবে না হুজুরাইন। আর না হোক, এমন লোককে বিদায় হতে দেখলে আমরা বড়ই দুঃখ পাবো।

শাহজাদী ফের উৎকর্ণ হয়ে প্রশ্ন করলেন, তোমরা?

তোমরা কারা?

আমি, মতিয়া বিবি, রাঁধুনী বিবি– মানে আমরা যারা তাঁর কাছে গিয়েছি, তারা সবাই। এতভাল মানুষ অথচ এদেশে তার বাড়িঘর আত্মীয়-স্বজন কোথাও কেউ নেই। এদেশের কথাই বা বলি কেন? এ দুনিয়ায় তার কোথাও কোন আশ্রয় আছে কি না, কে জানে?

আড়চোখে চেয়ে শাহজাদী বললো, বটে! কলিমুদ্দীন মিয়ার যে দেখছি খুব দরদ!

মতিয়া বিবি ইতিমধ্যেই এসে অদূরে দাঁড়িয়ে ছিল।

এই সময় সে সাহস করে সামনে এসে বললো, দরদ হওয়াটা তো খুবই স্বাভাবিক হুজুরাইন!

পর পর কয়েকটা ভাঁজ পড়লো শাহজাদীর কপালে। সে কটাক্ষ করে বললো, ও বাবা! মতিয়া বিবিও তাহলে এর মধ্যে আছে?

মতিয়া বিবি মুখ তুলে বললো, কার মধ্যে হুজুরাইন?

শাহজাদী বললো, এই ষড়যন্ত্রের মধ্যে।

ষড়যন্ত্র! ওমা সেকি! কিসের ষড়যন্ত্র হুজুরাইন?

ঐ মেহমান মনসুর সাহেবকে রাখার ষড়যন্ত্রে। আমি যাতে করে রাখি তাকে, তোমরা এই দুজন মিলে সেই ষড়যন্ত্র করেছো তাহলে?

জি না হুজুরাইন। উনাকে রাখার ব্যাপারে আমরা দুজন কথা বলেছি বটে, কিন্তু কোন ষড়যন্ত্র তো করিনি!

তাহলে সেই কথাই বা বললে কেন?

লোকটা খুবই আল্লাহওয়ালা আর ঈমানদার হুজুরাইন। উনার আলাপ-আচরণ একেবারেই মন ভেজানো হুজুরাইন। তার দুটো কথা শুনলেও মনটা ভরে যায়। এতটুকু অহংকার নেই, চালাক চাতুরীর লেশমাত্রও নেই তাঁর মধ্যে। এমন লোক এসে আবার চলে যাবে এটা ভাবতেও...

শাহজাদী বললো, মনটা পোড়ায়?



www.nagorikpathagar.org

মাথা নীচু করে মতিয়া বিবি বললো, জি হুজুরাইন, জি!

শাহজাদী ঠেস্ দিয়ে বললো, কেন, পয়লা দিন তো ওকে ঘরেই তুলতে চাওনি। ওকে আমি মহলের বাইরে ফেলে দিই, এই আবদারই তো তোমরা করেছিলে?

আমার গুনাহ হয়েছে হুজুরাইন। আসলে হুজুরাইনের দৃষ্টি আর একজন বাঁদীর দৃষ্টি কি এক হয়? আমি সেদিন বুঝতেই পারিনি যে, তিনি এত ভাল লোক! ভেবেছিলাম, চালাকী করে এসে ঐভাবে ভণ্ডামী করছে।

অথচ আমি দেখেই বুঝেছিলাম, লোকটা সত্যি সত্যিই বিপদগ্রস্ত, কোন ভণ্ডামী সে করছে না।

জি-জি, সেই কথাই তো বলছি। হাজার হোক হুজুরাইনের নজর বলে কথা। তাঁর নজরে যেটা ধরা পড়বে, আমাদের নজরে কি তা পড়ে?

তা বেশ। এবার বলো; কি বলতে চাও তোমরা। এ প্রশ্নে কলিমুদ্দীন সঙ্গে সঙ্গে বললো, রেখে দিন হুজুরাইন, উনাকে এই মহলেই রেখে দিন, বিদায় করে দেবেন না। দেয়া উচিত হবে না হুজুরাইন।

কেন উচিত হবে না?

কলিমুদ্দীনের বুদ্ধিতে আর কুলালো না। বললো, তা কথা হলো, উচিত হবে না, এই আর কি!

কথার জের ধরে মতিয়া বিবি বললো, আমি বলছি হুজুরাইন। এই মহলে তো দেখতে গেলে একমাত্র পুরুষ মানুষ এই কলিমুদ্দীন ভাই। ফুল বাগানের কাজ গুলোই সে একা একা সামাল দিতে পারে না। অন্যদিকে নজর দেয়ার তার ফুরসুত্ কোথায়?

বটে!

এই মহলে আর একজন যে পুরুষ মানুষ দরকার, একথা হুজুরাইন নিজেই অনেক দিন থেকে বলছেন। যদি কখনো আর একজন পুরুষ মানুষ হুজুরাইন রাখতেই চান, তাহলে তিনি এমন মানুষ তখন পাবেন কোথায়? এই রকম আদব-আখলাক আর এই রকম ঈমান-আকিদা কয়জন মানুষের আছে? শেষে কোন চোর-বাটপার মহলে ঢুকিয়ে সব কিছু তছনছ করে ফেলবেন নাকি?

হয়েছে, হয়েছে। এবার থামো দেখি।

থামছি। কিন্তু তার আগে দয়া করে বলুন, তাকে নিয়ে কি এ যাবত কিছুই ভাবেননি?

তোমাদের হুজুরাইন যা ভেবেছে, তার অর্ধেকটাও তোমরা কেউ ভাবোনি।

ওমা সেকি! তার অর্থ কি হুজুরাইন?



www.nagorikpathagar.org

ঐ মেহমান এখানে থাকবেন। যতদিন তার মন চায়, ততদিন থাকবেন। ব্যস্! আর অর্থ খুঁজতে যেও না।

মতিয়া বিবি ও কলিমুদ্দীনের চোখ মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। তারা এক সাথে বাললো, হুজুরাইন মহানুভব! হুজুরাইনের জয় হোক। তাঁর এই মনোভাব কায়েম থাক।

শাহজাদী অনেকটা আপন মনেই বললো, লোকটা যে ঈমানদার আর সৎ সরল মানুষ, এটা কেবল তোমরাই বুঝতে পারলে, ভেবেছো তোমাদের হুজুরাইন তা মোটেও বোঝেনি? লোকটার উপর দরদ আর স্নেহ-মায়া কেবল তোমাদের দিলেই জন্মেছে। ভেবেছো তোমাদের হুজুরাইনের দিল বলে কিছু নেই আর থাকলেও সেখানে ওসব কিছুই জন্মায় না?

উভয়ে ফের এক সাথে বললো, হুজুরাইন।

শাহজাদী বললো, আছে-আছে। স্নেহমায়া ভালবাসা এখনও দিলে তার বিদ্যমান আছে। দিলটা তার একেবারেই মরে যায়নি এখনো।

বলতে বলতে সেখান থেকে চলে গেল শাহজাদী।

সেদিনই বিকেলে শাহজাদী মাহমুদ মনসুরের কক্ষের বারান্দায় এসে হাজির হলো। তা দেখে দ্রুতপদে কক্ষ থেকে বেরিয়ে এলো মাহমুদ মনসুর। কোন রকম ভূমিকা না করে শাহজাদী তাকে সরাসরি বললো, মতিয়া বিবি আর কলিমুদ্দীনকে একেবারে বশ করে ফেলেছেন দেখছি।

হতবুদ্ধি হয়ে মাহমুদ মনসুর বললো, হুজুরাইন।

মুখের হাসি লুকিয়ে শাহজাদী বললো, কি দিয়ে বশ করলেন, তাই জানতে এলাম। কোন তুক্‌তাক্ যাদু টোনা জানেন নাকি?

কি যে বলেন হুজুরাইন! ওসবে আমার কোন বিশ্বাস নেই।

তাহলে ওরা আপনার এতটা ভক্ত হলো কি করে?

ওরা যে আসলেই ভাল মানুষ। আমার কাছে ভাল ব্যবহার পেয়েই ওরা আমাকে ভালবেসে ফেলেছে। ওরা বড়ই সাফ দিলের মানুষ হুজুরাইন।

তা বটে! তাদের এই হুজুরাইনের মতো পাপ দিলের মানুষ তারা নয়, এটা ঠিক।

হুজুরাইন!

ওদের মতো সাফ দিল যদি আমারও হতো তাহলে মাহমুদ মনসুর সাহেব ওদের মতো আমাকেও বশ করে ফেলতেন!

সেকি হুজুরাইন! আমি আপনাকে বশ করবো কি? আপনিই তো আমাকে বশ করে ফেলেছেন। আর না হোক, আপনার উদার মন আর মহানুভবতা দিয়ে আমাকে চির ঋণী বানিয়ে রেখেছেন।



www.nagorikpathagar.org

কি বললেন? উদার মন আর মহানুভবতা না কি বললেন?

জি জি, আপনি উদার আর মহানুভব বৈকি? একজন অপরিচিত আর্তজনের প্রতি আপনি যে মহানুভবতা দেখিয়েছেন, তারই তো নজীর মেলা ভার। অন্য কেউ হলে, পয়লা দিনই আমাকে এই মহল থেকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিতো। তা না দিয়ে আপনি যে আজও আমাকে এভাবে আশ্রয় দিয়ে রেখেছেন, মহত্বের বিচারে এটাই কি কম কথা? সবাই এতটা পারে না। যাদের দিল পবিত্র আর সাফ, যাদের কোন অপরাধ বা পাপ নেই দিলে, একমাত্র তারাই পারে।

শাহজাদী বক্রকণ্ঠে বললো, ওঃ! এইবার ধরে ফেলেছি আপনার কৌশল। এভাবে তোয়াজ করেই আপনি বশ করেছেন কলিমুদ্দীন আর মতিয়াকে। কিন্তু ও কৌশল আমার উপর খাটিয়ে লাভ নেই। আমি কোন তোয়াজে ভুলিনে।

মনে মনে রুষ্ট হলো মাহমুদ মনসুর। বললো, মাফ করবেন হুজুরাইন। আমি অসহায় আর আর্তজন ঠিকই, আপনার সাহায্য আর সহানুভূতির আমার প্রয়োজন আছে-এটাও ঠিক। কিন্তু তোয়াজ করে সে সব আদায় করার অভ্যাস আর রুচি আমার নেই। তোয়াজ করাকে আমি ঘৃণা করি।

তাই নাকি?

জরুর তাই। আপনার দিল আমার কাছে নিরপরাধ আর নিষ্পাপ বলে মনে না হলে, কোন কিছুর বিনিময়েই আমার মুখ থেকে এ কথা আদায় করতে পারতেন না আপনি।

শাহজাদী কণ্ঠে জোর দিয়ে বললো, সাব্বাস! আপনার মত মানুষের কাছ থেকে আমি এমন কথাই আশা করি। তবে আপনার এমনটি মনে হওয়াটা সম্পূর্ণই ভুল। এটা মোটেই সত্য নয়।

সত্য নয়?

শাহজাদী এবার দৃঢ়কণ্ঠে বললো, না সত্য নয়। আদৌ আমি নিষ্পাপ আর নিরপরাধ নই। মস্তবড় অপরাধ আছে আমার।

হুজুরাইন!

আমি খুনী। আমার স্বামীকে নিজের হাতে খুন করেছি আমি।

চমকে উঠলো মাহমুদ মনসুর। তারস্বরে প্রতিবাদ করে বললো, না-না, এটা হতে পারে না। আপনি মিথ্যা বলছেন হুজুরাইন। এ যাবত আপনার যে দিল আমি অন্তর দিয়ে অনুভব করেছি, তার মধ্যে এমন কোন গর্হিত অপরাধ থাকতে পারে না কখনো। এমন কোন পাপ আর অপরাধ যার দিলে আছে, সে কখনো এতটা হৃদয়বান হতে পারে না। আমাকে ভুল বোঝানোর জন্যে মিথ্যা কথা বলছেন আপনি।



www.nagorikpathagar.org

শাহজাদী আরো অধিক শক্তকণ্ঠে বললো, সত্য, সবই সত্য। এক বিন্দু মিথ্যা নয়। সর্বজনবিদিত যে ঘটনা, সেটাকে আপনি মিথ্যা বানাতে চাইলেই কি তা মিথ্যা হয়ে যাবে? সম্পূর্ণ সত্য ঘটনা।

হুজুরাইন!

যেটা জানেন না, সেটা নিয়ে বাড়াবাড়ি করবেন না। অপ্রকৃতিস্থভাবে সেখান থেকে দ্রুতপদে চলে গেলেন শাহজাদী।

সারারাত ঘুম হলো না মাহমুদ মনুসুরের। ঘটনার সাথে তার মনটাকে সে খাপ খাওয়াতে পারলো না। প্রথম দিন থেকেই শাহজাদীর যে অন্তরটা সে গভীরভাবে অনুভব করে আসছে, সে অন্তর এমন একটা হীন কাজের সাথে সম্পৃক্ত হতে পারে, মাহমুদ মনসুরের মন এটা কিছুতেই মেনে নিতে চাইলো না। পরের দিন মতিয়া বিবি খানা নিয়ে এলেই মাহমুদ মনসুর তড়িঘড়ি প্রশ্ন করলো, আচ্ছা বহিন, এ কথা কি ঠিক যে, আমাদের এই হুজুরাইন একজন খুনী?

চমকে উঠে মতিয়া বিবি বললো, সেকি! এ কথা কোথায় পেলেন আপনি?

মাহমুদ মনসুর বললো, তা যেখানেই পাই, কথাটা ঠিক কিনা, তাই বলুন।

মতিয়া বিবি ব্যস্তকণ্ঠে বললো, দোহাই জনাব, এ সম্বন্ধে আমাকে কিছু বলতে বলবেন না দয়া করে। হুজুরাইনের ব্যক্তিগত কোন ব্যাপার নিয়ে আমাকে প্রশ্ন করলে, আমি তার উত্তর দিতে অক্ষম। কারণ সেটা আমার এক্তিয়ারের বাইরের ব্যাপার।

কিন্তু আপনার সেই হুজুরাইনই তো নিজের মুখে বললেন, তিনি খুনী। তিনি নিজের হাতে খুন করেছেন তার স্বামীকে।

আর এক দফা চমকে উঠলো মতিয়া বিবি। বললো, সেকি! হুজুরাইন সে কথা বলেছেন?

নইলে এ কথা আমি পেলাম কোথায়? খুন করার কথা তো অনেক দুরের ব্যাপার, উনি যে বিবাহিতা মহিলা, উনি না বললে, এটাও তো জানতাম না আমি। এমন কাঁচা বয়সের মেয়ে...

জনাব!

যে ঘটনার কথা উনি নিজে আমাকে বলেছেন, সে ঘটনা নিয়ে কথা বলতে আপনার তো দোষ কিছু দেখিনে আমি?

তাই? আপনি ঠিক বলছেন, এতে আমার দোষ কিছু হবে না?

হবে কেন? উনি তো নিজেই বলেছেন এ কথা।

মতিয়া বিবি আশ্বস্ত হয়ে বললো, তাইতো। তাহলে বলি শুনুন; আমাদের এই হুজুরাইন সত্যিই একজন বিবাহিতা মেয়ে আর এক্ষণে উনি বিধবা। সত্যিই নিজে উনি খুন করেছেন তাঁর খসমকে।



www.nagorikpathagar.org

মাহমুদ মনসুর এবার যারপরনাই আশ্চর্যান্বিত হলো। ঘটনাটা যে সত্য শাহজাদীর মুখে শুনেও সে বিশ্বাস করেনি পুরোপুরি। মতিয়ার মুখে শুনে আর তার অবিশ্বাস করার কিছু রইলো না। গুম হয়ে কিছুক্ষণ বসে থাকার পর সে মতিয়া বিবিকে প্রশ্ন করলো, নিজের হাতে খুন করলেন কিভাবে? কোন ধারালো অস্ত্র দিয়ে কি?

মতিয়া বিবি বললো, জি না, বিষ দিয়ে। নিজের হাতে উনি বিষ খাইয়েছেন তাঁর স্বামীকে।

তাজ্জব! তাহলে তার খসমটা, মানে স্বামীটা কি তাঁর মনের মতো ছিলেন না?

সে প্রশ্নই আসে না। যে খসমকে তিনি নিজে কখনো দেখলেন না, জানলেন না, সে খসম মনের মতো কিনা তা উনি বুঝবেন কি করে?

কি রকম! দেখেননি, জানেননি মানে?

মানে, উনি আগে কখনো দেখেনওনি, জানেনওনি– কার সাথে শাদী হচ্ছে তাঁর। অভিভাবকেরাই সব করেছেন আর অভিভাবকদের নির্দেশে উনি 'কবুল' কথাটা উচ্চারণ করেছেন শুধু। খসমকে দেখা ও জানার প্রশ্নই তখনো কিছু আসেনি। প্রথম যখন দেখলেন তখনই তো খুন হলো তাঁর স্বামী।

অর্থাৎ, খুন করলেন তাঁর স্বামীকে। ঘটনাটা বড় ঘোলাটে হয়ে গেল! আরো খোলাসা করে বলুন তো!

ঘটনাটা ঘটেছে ফুলশয্যার সময়। শাদী পড়ানোর পর হুজুরাইনকে যখন ফুলশয্যার জন্যে বাসর ঘরে নেয়া হলো, তখনই এই ঘটনাটা ঘটলো। বাসর ঘরে ঢুকেই উনি বিছানায় বসা স্বামীর দিকে এক খিলি পান বাড়িয়ে ধরলেন। স্বামীটা সেই পান মুখে দেয়ার সাথে সাথেই গড়িয়ে পড়ে গেলেন বিছানায়। পানের সাথে মেশানো বিষটা এতই তীব্র ছিল যে, ঐ স্বামী-বেচারা একটু আ-উ করার অবকাশও পেলেন না। সংগে সংগে ঢলে পড়লেন মৃত্যুর কোলে।

কি সাংঘাতিক! আর হুজুরাইন তখন কি করলেন?

হুজুরাইন প্রস্তর মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইলেন বিছানার পাশে। স্বামীকে কিছু বলা বা স্বামীর বিছানায় উঠার আগেই ঘটে গেল ঘটনাটা।

বহিন!

কলেমাটাই হলো শুধু। বাসর ঘরে এসে খসমকে এক ঝলক হয়তো দেখলেনও হুজুরাইন। ব্যস্! ওখানেই সব শেষ। আর কিছুই হলো না। মাঝখান থেকে হুজুরাইন বিবাহিতা আর সাথে সাথেই বিধবাও হয়ে গেলেন।

লহমা খানেক নীরব থাকার পরে মাহমুদ মনসুর ফের প্রশ্ন করলো, তা তুমি এসব জানলে কি করে? সব কি তোমার শুনা কথা?



www.nagorikpathagar.org

না-না, তা হবে কেন? সব তো আমার নিজের চোখে দেখা ঘটনা। হুজুরাইনকে বাসর ঘরে আমরাই, অর্থাৎ আমি আর হুজুরাইনের কয়েকজন সখী– এই আমরাই নিয়ে যাই। আমি হুজুরাইনের একদম পাশেই ছিলাম। হুজুরাইনকে তাঁর বাসর শয্যার কাছে পৌঁছে দিয়েই আমরা সবাই বাসর ঘর থেকে বেরিয়ে আসবো, এই ছিল আমাদের পরিকল্পনা। কিন্তু আমরা বেরিয়ে আসার আগেই মারা গেলেন তাঁর স্বামীটা।

কি আশ্চর্য। তা হুজুরাইন ঐ সময় পানটা পেলেন কোথায়! উনি কি সেটা হাতে করে নিয়ে গিয়েছিলেন?

না। বাসর ঘরে ঢোকার সময়ই কে যেন পানটা তার হাতে ধরিয়ে দিয়ে গেল। অবশ্য বাসর শয্যায় উঠার আগে খসমকে উনি সুমিষ্ট পান দিয়ে অভ্যর্থনা করবেন, সবাই মিলে তাঁকে এই পরামর্শই দিয়েছিলেন। এটা আমরা সবাই জানি। এতে নাকি স্বামী অধিক বশ হয়। পানটা যে হুজুরাইন নিজেই বানিয়েছিলেন, এটাও আমরা জানি আর দেখেছি।

বলেন কি! পানের ভেতর বিষটা কি হুজুরাইন নিজেই দিয়েছিলেন?

সেটা আমরা কেউ বলতে পারবো না। কখন উনি বিষটা মেশালেন, সেটা উনি আমাদের দেখতে দেননি।

তাই কি? কিন্তু এমনও তো হতে পারে, মানে হুজুরাইন না মিশিয়ে, পানে বিষ অন্য কেউ মিশিয়ে থাকতে পারে? কিংবা পানটা গোটাই বদল হয়ে যেতে পারে?

মতিয়া বিবি মাথা নেড়ে বললো, না তা পারবে কি করে? পানের বাটাটা সব সময় হুজুরাইনের হেফাজতেই ছিল। ঐ বাটার কাছে অন্য কারো যাওয়ার বা পান বদল করার কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। বিচারের সময় এ নিয়ে অনেক জেরা হয়েছে। কিন্তু হুজুরাইন ছাড়া ঐ পানের মধ্যে অন্য কেউ বিষ মিশিয়েছেন বলে প্রমাণিত হয়নি।

মাহমুদ মনসুর মুখ তুলে বললো, বিচার?

মতিয়া বিবি বললো, জি জনাব! আমাদের বর্তমান সুলতান এই দ্বিতীয় আহমাদ শাহ বাহাদুর নিজে এর বিচার করলেন আর নিজেই দণ্ডবিধান করলেন।

দণ্ডবিধান?

জি, এই অবরুদ্ধ জীবন যাপনের শাস্তি উনিই শাহজাদীকে দিলেন। শাস্তি বিধান করার সময় সুলতান বাহাদুর বললেন, 'খুনের শাস্তি খুন দিয়েই হতে পারতো। কিন্তু সাক্ষীদের কথায় কিছু অসঙ্গতি থাকায়, আসামীকে শুলে দেয়ার হুকুম দেয়া গেল না। কারাদণ্ডই এর যুক্তিযুক্ত শাস্তি। কিন্তু যেহেতু মহিলাদের জন্যে কোন পৃথক কারাগার নেই, একই কারাগারের এক অংশে রাখা হয়



www.nagorikpathagar.org

মহিলাদের এবং যেহেতু শাহী বংশের মেয়েকে ওখানে রাখা মানে গোটা শাহী বংশের মান-মর্যাদাকে বিপন্ন করা। তাছাড়া একের পাপে অন্যের শাস্তির মতো আমার নিজের এবং এই বংশের পরবর্তী সুলতানদের ভাবমূর্তিকে চরমভাবে ক্ষুণ্ন করা এবং সর্বোপরি আমার মরহুম ভাইয়ের আত্মাকে আহত করা, সেই হেতু আমার এই ভাইঝিকে পৃথক গৃহে অবরুদ্ধ রেখে কারাগারের শাস্তি ভোগ করাবো আমি। সেখানে তার স্বাধীনতা থাকবে, স্বাধীনভাবে সে জীবন যাপন করতে পারবে, কিন্তু শাহী মহলে ফিরে আসার কোন সুযোগ তার থাকবে না।

মতিয়া বিবি থামলে মাহমুদ মনসুর ফের প্রশ্ন করলো, তাহলে এই সুলতানই এই দণ্ড বিধান করলেন?

জি জনাব, এই সুলতানই। বাহমনী রাজ্যের বর্তমান সুলতান এই আলাউদ্দীন আহমাদ শাহ, মানে দ্বিতীয় আহমাদ শাহ! সুলতানই রাজ্যের সর্বেসর্বা কিনা, তাই কাজীর শরণাপন্ন না হয়ে তিনি নিজেই বিচার করেছেন আর শাহজাদীকে এই পৃথক আর বিরান বাড়িতে অবরুদ্ধ করে রেখেছেন। অল্প দাস-দাসী রাখার অধিকার শাহজাদীর আছে, অধিক দাস-দাসী রাখার অধিকার তার নেই।

কিন্তু আসামী যেখানে আত্মীয়া সেখানে কাজীর হাতে না দিয়ে সুলতান নিজেই এই বিচার হাতে নিলেন কি করে?

তা বলতে পারবো না জনাব। তবে শুনেছি। রাজা বাদশাহরা ইচ্ছা করলে যে কোন বিচার নিজের হাতে নিতে পারেন। বিশেষ করে, সুলতান হাসান বাহমন হুজুর এই নজীরই অনেক বার প্রতিষ্ঠা করে গেছেন।

হাসান বাহমন!

জি জনাব। এই বাহমনী রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা সুলতান।

প্রতিষ্ঠাতা সুলতান? তা এই রাজ্যের প্রতিষ্ঠা কিভাবে হয়, সে ইতিহাস কি তুমি জানো?

জি না জনাব। আমি যা জানি তা অতি সামান্য আর অস্পষ্ট ইতিহাস। আপনি এটা জানতে চাইলে আমাদের দারোয়ান জগলুল খাঁকে জিজ্ঞাসা করতে পারেন। ঐ খৈনী খোর বুড়োটা এসব খবর পুরোটাই রাখে।

তাই নাকি?

জি জনাব। ঐ যে কথায় বলে না, জাতে মাতাল তালে ঠিক? ওর ব্যাপারটাও অনেকটা ঐ রকম।

বলেই খাবারের দিকে তাকিয়ে মতিয়া বিবি ব্যস্তকণ্ঠে বললো, আরে সেকি! খাবারগুলো যে সব ঠাণ্ডা হয়ে গেল জনাব?

সচকিত হয়ে মাহমুদ মনসুর বললো, আরে হ্যাঁ, তাইতো!

আর কোন কথায় না গিয়ে মাহমুদ মনসুর আহারে মনোনিবেশ করলো।



www.nagorikpathagar.org

# ২

সুলতান মুহম্মদ বিন তুঘলকের রাজত্বকালের শেষভাগে তাঁর দাক্ষিণাত্যের কিছু আমীর বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং তারা দাক্ষিণাত্যে একটি স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। ইসমাইল নামক এক বৃদ্ধ আফগানকে করা হয় সেই রাজ্যের রাজা। কিন্তু অতি বৃদ্ধ এই আফগানের পক্ষে রাজ্য পরিচালনা করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ায়, ইসমাইল স্বেচ্ছায় মসনদ ত্যাগ করেন এবং জাফর খান হাসান নামক দিল্লীর এক পারস্যদেশীয় কর্মচারীকে মসনদে বসান। ঈসায়ী ১৩৪৭ সালে জাফর খান হাসান আবুল মোজফফর আলাউদ্দীন বাহমন শাহ নাম ধারণ করে মসনদে আরোহন করেন। তিনি পারস্য দেশের বিখ্যাত বীর (ইস্কান্দরের পুত্র) বাহমনের বংশধর বলে নিজেকে দাবী করেন এবং তার বংশ বাহমনী বংশ এবং তার রাজ্য বাহমনী রাজ্য (বাহমনী কিংডম) নামে পরিচিত হয়।

সুলতান হাসান বাহমন তাঁর রাজধানী দৌলতাবাদ থেকে গুলবর্গায় স্থানান্তর করেন এবং তার নাম দেন আহসানাবাদ। মুহম্মদ বিন তুঘলকের মৃত্যুর পরে হাসান বাহমন শাহ দাক্ষিণাত্যের অধিকাংশ এলাকাই জয় করে নিজ রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত করেন। এতে করে, তার মৃত্যুকালে বিশাল আকার ধারণ করে তাঁর এই বাহমনী রাজ্য এবং তা উত্তরে পেনগঙ্গা নদী, দক্ষিণে কৃষ্ণা নদী, পূর্বে ভোঙ্গীর ও পশ্চিমে আরব সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। আলাউদ্দীন হাসান বাহমন শাহ একজন ন্যায় পরায়ণ ও বলিষ্ঠ শাসক এবং একজন খাঁটি মুসলমান ছিলেন। ইসলামের প্রসারে তিনি অনেক কাজ করে যান দাক্ষিণাত্যে।

হাসান বাহমনের পরে তাঁর পুত্র প্রথম মুহম্মদ শাহ বাহমনী রাজের সুলতান হন। তাঁর রাজত্বের অধিকাংশ সময়ই এই প্রথম মুহম্মদ শাহকে বরঙ্গল ও বিজয়নগরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকতে হয়। হিন্দু রাজ্য এই বরঙ্গল আর বিজয় নগর মুসলিম রাজ্য বাহমনী কিংডমের বিরুদ্ধে বরাবরই চরম হিংসা ও বিদ্বেষভাব পোষণ করে এবং এই বাহমনী রাজ্য উৎখাত করার অভিপ্রায়ে বারংবার সসৈন্যে চড়াও হয় বাহমনী রাজ্যের উপর। এই সুলতানের আমলেও চড়াও হয়। কিন্তু প্রথম মুহম্মদ শাহ নিজে ছিলেন একজন বীর এবং তাঁর ছিল দুর্ধর্ষ এক সৈন্য বাহিনী। ফলে, বরঙ্গল আর বিজয় নগরের যৌথ বাহিনী বার বার শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয় এবং শেষ বারে একেবারেই ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। এতে করে বরঙ্গল ও বিজয় নগরের রাজাগণ মুহম্মদ শাহর সাথে অত্যন্ত অপমানজনক শর্তে সন্ধি করতে বাধ্য হয়।



www.nagorikpathagar.org

পরবর্তী সুলতান ছিলেন মুজাহিদ। বংকপুর দুর্গ জয় করে ফেরার পথে তাঁকে হত্যা করে তার চাচা দাউদ এবং অপরপক্ষে দাউদ আবার নিহত হয় মুজাহিদের সৎভগ্নির হাতে। অতঃপর হাসান বাহমনীর চতুর্থপুত্র দ্বিতীয় মুহম্মদ শাহ আরোহন করেন মসনদে। দ্বিতীয় মুহম্মদ শাহ শান্তিপ্রিয় সুলতান ছিলেন। তাঁর রাজত্ব কালে বাহমনী রাজ্যে সাহিত্য ও স্থাপত্য কর্মের বিশেষ প্রসার ঘটে।

দ্বিতীয় মুহম্মদ শাহের পরে কয়েক জন দুর্বল সুলতান বাহমনী রাজ্যের মসনদে আসেন এবং তাঁদের পরে মসনদে আসেন হাসান বাহমনীর পৌত্র (নাতী) তাজউদ্দীন ফিরুজ শাহ। ফিরুজ শাহ ছিলেন এই রাজ্যের অষ্টম সুলতান এবং তাঁর রাজত্বকালের বড় ঘটনা ছিল বিজয়নগরের রাজার সাথে উল্লেখযোগ্য যুদ্ধ। বিজয় নগরের রাজা রায়চূড় ও মুদকল নামক দুইটি এলাকা ছিনিয়ে নেয়ার উদ্দেশ্যে বাহমনী রাজ্যে হানা দেন। কিন্তু সুলতান তার দাঁতভাঙা জবাব দেন। তাঁর পাল্টা আক্রমণে বিজয় নগরের শক্তি একেবারেই বিধ্বস্ত হয়ে যায়। মুসলিম সৈন্যগণ মার মার রবে বিজয় নগরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে এবং বিজয় নগর রাজ্য দখল করে নেয়।

ফলে, এই মুসলিম সৈন্যদের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যে এবং তাদের বিজয় নগরের ভেতর থেকে বের করে নিয়ে যাওয়ার জন্যে বিজয় নগরের রাজা নগদ বাহান্ন লাখ টাকা বাহমনী সুলতানকে ভেট দিতে বাধ্য হন। সেই সাথে বাহমনী সুলতান তাজউদ্দীন ফিরুজ শাহকে বার্ষিক কর প্রদানেও বাধ্য হন। অপর এক ঘটনায় বিজয় নগরের রাজা বিজয় নগরের এক রাজ কন্যাকে উপহার দিয়ে সন্ধি করেন বাহমনী রাজ্যের সুলতানের সাথে।

সুলতান তাজউদ্দীন ফিরুজ শাহ জ্ঞানীগুণী লোকদের যথেষ্ট সম্মান করতেন। শিক্ষা ও সংস্কৃতির চরম উন্নতি হয় তাঁর রাজত্ব কালে। নির্মিত হয় বিশাল বিশাল মসজিদ, তৈরী হয় অনেক নয়নাভিরাম অট্টালিকা। বাহমনী রাজবংশ জাঁক-জমকের শীর্ষে ওঠে এই সুলতান তাজউদ্দীন ফিরুজ শাহর আমলে। বৃদ্ধ হয়ে যাওয়ায়, ফিরুজ শাহ স্বেচ্ছায় মসনদ ত্যাগ করেন এবং তাঁর ভাই আহমাদ শাহকে মসনদে অধিষ্ঠিত করেন।

মসনদে আরোহণ করার পরেই আহমাদ শাহ সৈন্য চালনা করেন হিন্দু রাজাদের বিরুদ্ধে। ফিরুজ শাহের আমলের শেষের দিকে যে ক্ষতি হয় তার প্রতিশোধ নেয়ার জন্যেই এই অভিযান। বাহমনী রাজ্যের সৈন্য বাহিনী বিজয় নগর অবরোধ করে রেখে বিজয় নগরের অস্তিত্ব বিলুপ্তির পথে নিয়ে আসে এবং বিজয় নগরের রাজাকে প্রচুর ক্ষতিপূরণ ও ভেট দিয়ে শান্তি স্থাপন করতে হয়।



www.nagorikpathagar.org

আহমাদ শাহ অতঃপর বরঙ্গল দখল করেন এবং অবশেষে সে রাজ্যের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যায়। সুলতান তাঁর রাজধানী গুলবর্গা (আহসানাবাদ) থেকে বিদরে স্থানান্তর করেন। এই সুলতান আহমাদ শাহ ছিলেন জ্ঞানী-গুণী ও পণ্ডিত লোকদের আর এক মস্তবড় পৃষ্ঠপোষক।

আহমাদ শাহের মৃত্যুর পরে তার পুত্র এবং বর্তমান সুলতান আলাউদ্দীন আহমাদ শাহ বা দ্বিতীয় আহমাদ শাহ বাহমনী রাজ্যের মসনদে আরোহণ করেন। তিনিই এই শাহজাদী মাখদুমা মোসাম্মাৎ মেহেরুন নেছাকে এই অবরুদ্ধ জীবন যাপন বা নির্জন নিবাসের শাস্তি প্রদান করেছেন। এই হলো বাহমনী রাজ্যের অতীত আর বর্তমান ইতিহাস।

ইতিহাস জানার জন্যে শাহজাদীর বাঁদী মতিয়া বিবি মাহমুদ মনসুরকে জগলুল খাঁর কাছে আসার কথা বললেও, খৈনীর ঘোরে জগলুল খাঁ সব কথা গুছিয়ে বলতে পারলো না। অবশেষে সে গিয়ে ধরে আনলো এক বয়স্ক ও সৌম্যদর্শন আলেমকে। এই আলেম সাহেবই এক এক করে সব কথা সবিস্তারে বললেন। শেষে তিনি বললেন, এতটার পরেও বিজয় নগরের দুশমনী আজও শেষ হয়নি বাপজান। সুযোগ পেলেই অন্য হিন্দু রাজাদের সাথে নিয়ে তারা হামলা চালায় এই বাহমনী রাজ্যে।

ফটকের বাইরে বসে এই ইতিহাস শুনতে শুনতে মাহমুদ মনসুরের অনেক সময় অতিবাহিত হয়ে গেল। উঠি উঠি করে চলে এলো দুপুর ওয়াক্ত। এতে করে শোর উঠলো শাহজাদীর মহলে। বাইরে আসার সময় মাহমুদ মনসুর বলে আসেনি কাউকে কিছু। নাস্তার ওয়াক্তের পর থেকেই মাহমুদ মনসুর লাপাত্তা। তাকে মহলের মধ্যে না দেখে শুরু হলো খোঁজা-খুঁজি। মতিয়া বিবি আর কলিমুদ্দীন মিলে ফুলবাগান ও মহলের ভেতরে সর্বত্র পই পই করে খুঁজলো। কিন্তু মাহমুদ মনসুরের কোথাও কোন সন্ধান না পেয়ে তারা রব তুললো, মাহমুদ মনসুর পালিয়েছে। শাহজাদীর কাছে এসে সে একথা বলতেই শাহজাদীও চমকে উঠে বললো, সেকি! তার ঘরে কি উনি নেই?

মতিয়া বিবি বললো, ঘরে কি বলছেন হুজুরাইন? এই মহলের মধ্যে কোথাও উনি নেই। নির্ঘাৎ উনি এখান থেকে চলে গেছেন এক ফাঁকে।

শাহজাদী বললো, বলোকি! এভাবে উনি চলে গেলেন কাউকে কিছু না বলে?

তাইতো দেখছি।

কিন্তু গেল কি করে? জগলুল খাঁ কি ফটকে নেই? চলে গেলে তো জগলুল খাঁ জানতে পারবে।

কলিমুদ্দীন বললো, তা জানতেও পারে আবার নাও পারে। খৈনী খেয়ে বেহাল থাকলে তো ও ব্যাটা কিছুই জানতে পারবে না।



www.nagorikpathagar.org

শাহজাদী বললো, তা ঠিক। সে খৈনী খেয়ে বেহাল থাকার কারণেই মাহমুদ মনসুর বিনে বাধায় ঢুকে পড়েন এই মহলে। আজ আবার কি ঐ ঘটনাই ঘটলো? খৈনী খেয়ে বেয়াকুফটা বেঁহুশ থাকার ফাঁকেই কি মাহমুদ মনসুর সাহেব চলে গেলেন এখান থেকে?

হুজুরাইন!

চলো তো ফটকে। গিয়ে দেখি তো জগলুলটা কি করছে ওখানে। তারা ফটকের কাছে আসতেই ধড়মড় করে উঠে দাঁড়ালো ফটকের বাইরে বসে থাকা মাহমুদ মনসুর ও জগলুল খাঁ। তাদের দেখাদেখি উঠে দাঁড়ালেন ঐ আলেম সাহেবও। উঠে দাঁড়িয়েই মাহমুদ মনসুর সামনের দিকে এগিয়ে এলো কয়েক কদম আর তাকে দেখতে পেয়েই মতিয়া বিবি সোল্লাসে বলে উঠলো, ওমা, ঐ তো ঐ সাহেব! পালাননি, এই ফটকেই বসে ছিলেন!

শাহজাদী মাহমুদ মনসুরকে লক্ষ্য করে বললো, এখানে আপনি কি করছেন? এই কলিমুদ্দীনেরা সারাবেলা আপনাকে খুঁজে খুঁজে হয়রান! এতক্ষণ ধরে এখানে কি করছেন বসে বসে?

মাহমুদ মনসুর নত মস্তকে বললো, ইতিহাস শুনছি হুজুরাইন। আপনাদের বংশের ইতিহাস।

আমাদের বংশের ইতিহাস! তা এখানে এলে ইতিহাস শুনতে পাবেন, একথা আপনাকে কে বললো?

ঐ মতিয়া বহিন। উনিই তো আমাকে বলেছিলেন, জগলুল খাঁর কাছে এলে সেই ইতিহাস শুনা যাবে।

শাহজাদী কটাক্ষ করে বললো, বটে! তা হঠাৎ আপনার দিলে আমাদের বংশের ইতিহাস শোনার এত আগ্রহ কেন জাগলো? মতলবটা কি?

ঠিক আপনার বংশের ইতিহাস নয় হুজুরাইন! আপনার ইতিহাস শুনতে গিয়েই আপনার বংশের ইতিহাস জানার আগ্রহ হয়েছিল। এর মধ্যে আমার কোন মতলব নেই।

শাহজাদী ফের সবিস্ময়ে বললেন, আমার ইতিহাস! আমার ইতিহাসও শুনেছেন আপনি?

জি হুজুরাইন, মোটামুটি শুনেছি।

কে শুনালো সে ইতিহাস আপনাকে?

এই মতিয়া বহিন। তাঁকে বিশেষভাবে অনুরোধ করায় এই বহিনই আমাকে মোটামুটি কথাগুলো বলেছেন।

শাহজাদী গালে হাত দিয়ে বললো, ও বাবা! তলে তলে এই সব কারবার চলছে? চলছে এত খোঁজ খবর!



www.nagorikpathagar.org

এই সময় মাহমুদ মনসুরকে লক্ষ্য করে আগন্তুক আলেম সাহেব বললো, আমি তাহলে এখন আসি বাপজান। আর তো আমাকে দরকার নেই আপনার!

শাহজাদীর চোখ পড়লো আলেম সাহেবের উপর। চোখ পড়তেই শাহজাদী চমকে উঠে বললো, একি, হুজুর যে! আসসালামু আলাইকুম হুজুর! আমি লক্ষ্যই করিনি এতক্ষণ! আপনি এখানে এই ধুলোয় বসে?

সালামের জবাব দিয়ে আলেম সাহেবও সবিস্ময়ে বললেন, আম্মাজান তুমি এখানে! আব্রু করে থাকায় আমিও তো চিনতে পারিনি তোমাকে।

তাই? তা আপনি এখানে হঠাৎ?

মাহমুদ মনসুরের প্রতি ইংগিত করে আলেম সাহেব সহাস্যে বললেন, এই বাপজানকে এ রাজ্যের ইতিহাস শুনানোর জন্যেই একটু এসেছিলাম। মানে, এই জগলুল মিয়ার বিশেষ অনুরোধে।

বলেন কি! তা আপনি কবে ফিরলেন বাড়িতে?

গতকাল। এই জগলুল খাঁর সামনে দিয়েই গেলাম তো। সেটা দেখতে পেয়েই এখানে সে ধরে এনেছে আমাকে।

আচ্ছা! তাহলে শুনেছেন তো সব কিছু। মানে আমার বর্তমান অবস্থার কথা?

মলিন হলো আলেম সাহেবের মুখমণ্ডল। তিনি বিষণ্নকণ্ঠে বললেন, হ্যাঁ আম্মাজান। বাড়িতে ফিরে আসার আগেই সব শুনেছি। কিন্তু তোমাকে যে এই বাড়িতে রাখা হয়েছে, সেটা জানতাম না। এই জগলুল মিয়াও বলেনি আমাকে সেকথা।

হুজুর!

সবই নসীব আম্মা! নইলে এমনটি হয় কি করে? আমাদের সুলতান এই দ্বিতীয় আহমদ শাহের মতো একজন বিজ্ঞ ব্যক্তিও এমন ভুল বিচার করবেন কেন?

ভুল বিচার?

জরুর। সন্দেহের অবকাশ যেখানে যথেষ্ট, পানে বিষ মেশালো কে, সেটা যখন আবিষ্কৃতই হলো না, সেক্ষেত্রে আসামীর শাস্তি হয় কি করে? 'সন্দেহের ফায়দা' বলে বিচার ব্যবস্থায় যে একটা বিধান আছে, সেটা তো আসামীরই পাওয়ার কথা। দোষী খালাস পায় পাক, নির্দোষ ব্যক্তি যাতে করে শাস্তি কখনো না পায়, সেই জন্যেই এই বিধান।

অথচ শাহজাদী ম্লানকণ্ঠে বললো, যাক হুজুর। যা চুকে বুকে শেষ হয়ে গেছে, তা নিয়ে আর আফসোস্ করে হবে কি? বরং এখানেই এই আমি ভাল আছি। আব্বাজান নেই, আম্মাজান তাঁর পরে পরে চলে গেলেন, ঐ শাহী মহলের প্রতি আর কি মোহ আছে আমার, বলুন?



www.nagorikpathagar.org

আম্মাজান!

সে সব কথা থাক হুজুর। আসুন, আপনি আমার এই নতুন বাসস্থানের ভেতরে আসুন! হায়-হায়! আপনি এসে এই ধুলোর মধ্যে বসে আছেন!

আজ থাক আম্মাজান! সবে গতকাল বাড়িতে ফিরেছি। ঠিক মতো স্থির হতেই পারিনি। এই জগলুল মিয়া আমাকে নাছোড়বান্দা হয়ে ধরে আনলো বলেই আসতে হলো। অন্য একদিন আসবো আম্মাজান।

শাহজাদী অনুনয় করে বললো, কিছুক্ষণের জন্যেও কি আজ–

না আম্মাজান। অল্পদিনের মধ্যেই আবার আসবো একদিন। আজ যাই। অনেক কাজ পড়ে আছে আমার। আরো দেরী হলে অনেক অসুবিধা হবে।

শাহজাদীর অনুরোধ এড়িয়ে ব্যস্তপদে চলে গেলেন আলেম সাহেব। মাহমুদ মনসুর শাহজাদীকে প্রশ্ন করলো, উনি কে হুজুরাইন? আপনার খুবই শ্রদ্ধেয়জন মনে হচ্ছে?

শাহজাদী জোরকণ্ঠে বললো, শুধুই শ্রদ্ধেয়? আমার পরম শ্রদ্ধেয়জন উনি।

হুজুরাইন।

উনি আমার হুজুর। আমার শিক্ষক। আমার যেটুকু এলেম, তা সবই এই হুজুরের দান। ছয় সাত বছর টানা উনি আমাকে এলেম শিক্ষা দিয়েছেন।

মাহমুদ মনসুর সবিস্ময়ে বললো, সেকি হুজুরাইন! তাহলে তো উনি আপনার অত্যন্ত মাননীয় ব্যক্তি। চরম সম্মানীয় জন! এই দুপুর বেলা তাকে আপনি এভাবে যেতে দিলেন? তাঁর যথাযথ তদবির আপ্যায়ন করলেন না?

শাহজাদী ঠেস দিয়ে বললেন, কেউ চলে যেতে চাইলে তাকে কি জোর করে ধরে রাখা যায়? দেখলেন তো, কত সাধাসাধি করলাম–

মাহমুদ মনসুর ক্ষান্ত হয়ে বললো, তা বটে!

শাহজাদী বললো, এই আপনিই যদি চলে যেতেন এখান থেকে, আপনাকে কি আমি জোর করে আটকে রাখতে পারতাম? আমরা তো ভাবলাম, আপনি চলেই গেছেন।

সেকি! সেটা ভাবলেন কি করে? আমার কাপড়-চোপড়-লাঠি, সব ঘরেই রইলো আর আপনারা ভাবলেন–ওগুলো ফেলেই আমি চলে গেছি?

ওগুলো তো খেয়াল করে দেখিনি। আপনি এ মহলে না বলে এসেছেন আবার না বলে চলে গেছেন–এটা ভাবাই তো স্বাভাবিক!

মাহমুদ মনসুর উদাসকণ্ঠে বললো, চলে তো আমাকে যেতেই হবে একদিন, তবে না বলে যাবো না।

শাহজাদী উৎকর্ণ হয়ে প্রশ্ন করলেন, কি বললেন?



www.nagorikpathagar.org

মাহমুদ মনসুর বললো, বলছি, চলে তো আমাকে যেতেই হবে। অনন্তকাল তো আর বসে বসে খেতে পারিনে এখানে?

কি রকম! আমি কি চলে যেতে বলেছি আপনাকে?

কোন কাজ না দিলে আমি এখানে থাকি কি করে, বলুন? কোন কাজ তো আজও আমাকে দেননি!

কাজ? কাজ আপনার খুবই দরকার? ঠিক আছে, আজ থেকে আপনি তদারকীর কাজ করবেন এখানে। জগলুল খাঁ, ঠিক মতো কাজ করছে কি না, এসব আপনি দেখবেন। অর্থাৎ এদের আপনি ঠিক মতো চালাবেন। সংকুচিতকণ্ঠে মাহমুদ মনসুর বললো, তওবা-তওবা! এরা বড়ই ঈমানদার আর সৎ মানুষ। এদের উপর খবরদারী করবো আমি?

কণ্ঠে জোর দিয়ে শাহজাদী বললো, তবু আপাতত: তাই আপনি করবেন। দেখাশুনা করবেন আপনি এদের কাজকর্ম। শিগ্গিরই অন্য একটা কাজ আপনাকে দেয়া হবে দেখেশুনে।

হুজুরাইন।

চলে যাওয়ার চিন্তা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে আপাতত: বহাল থাকুন এই কাজেই। আমার এই মহলে আর একটা পুরুষ মানুষ দরকার–এটা আমি অনেকদিন থেকেই খুবই অনুভব করছি। আপনাকে যখন পেয়েই গেছি, তখন আর আপনাকে ছাড়ছে কে?

হুজুরাইন!

থাক। আর হুজুরাইন না করে মহলের ভেতরে চলে আসুন। দুপুর পার হয়ে যাচ্ছে। নাওয়া খাওয়া কি নেই আমাদের কারো?

দ্রুত ঘুরে দাঁড়িয়ে শাহজাদী ভেতরের দিকে রওনা হলো অগত্যা সকলেই অনুসরণ করলো তাকে।

বছরে দুই ঈদে দুদিন মহিলাদের বাজার বসে শাহী মহলের কিছুটা নিকটবর্তী এক মনোরম চত্বরে। ক্রেতা বিক্রেতা সবাই এখানে মহিলা। পুরুষের এখানে প্রবেশ নিষেধ। সাধারণ ঘরের মেয়েরা এই বাজারে আসে পদব্রজে আর খানদানী ঘরের মেয়েরা আসে পালকী ও টাঙ্গা যোগে। অবশ্য এই পাল্‌কী ও টাঙ্গাগুলোকে বাজারের নিকটবর্তী একটি নির্দিষ্ট স্থানে রেখে পায়ে হেঁটে বাজারে ঢুকতে হয়।

প্রতি ঈদেই কয়েদখানার কয়েদীরা উন্নতমানের খানাসহ কিছু বিশেষ সুবিধে পায় ঈদ উদযাপন উপলক্ষ্যে। কয়েদখানায় না থাকলেও, শাহজাদী মেহেরুন



www.nagorikpathagar.org

নেছাও একজন কয়েদী। পার্থক্য শুধু, তাকে এক বিশেষ আবাসে অবরুদ্ধ রাখা হয়েছে। সুতরাং কয়েদী হিসাবে দুই ঈদে শাহজাদী মেহেরুন নেছাও একটি সুবিধে পায় ঈদের আনন্দ উপভোগ করার জন্যে। আর সে সুবিধেটা হলো-দুই ঈদে দুইবার মহিলাদের ঐ বাজারে কেনাকাটা করতে আসা। বিচারের রায়েই এ সুবিধেটা দেয়া হয়েছে তাকে। হাঁফ ছাড়ার জন্যে এবং বাইরের জগৎটাকে একবার চোখ ভরে দেখার জন্যে শাহজাদী মেহেরুন নেছা এই বাজারে আসে প্রতি ঈদেই। তার আবাসস্থল থেকে এই বাজারের দূরত্ব আধাক্রোশের সামান্য একটু উপরে। তাই শাহজাদী এই বাজারে আসে পালকী যোগে।

মাহমুদ মনসুর শাহজাদীর মহলে আসার মাস দেড়েকের মধ্যেই চলে এলো ঈদুল ফেতর। ঈদের দিনের প্রথমভাগে শাহজাদী দাসী বাঁদীদের নিয়ে জামাত করে ঈদের নামাজ আদায় করার এবং ঈদের অন্যান্য আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করার পরে দিনের দ্বিতীয়ভাগে অর্থাৎ বিকেলে তৈরী হলো মহিলাদের ঐ বাজারে যাওয়ার জন্যে। দারোয়ন জগলুল খাঁ মারফত আগেই শাহী মহল থেকে বিশ্বস্ত পালকী বাহকদেরসহ একটি পালকী এনে ফটকে মোতায়েন রাখা হয়েছিল। সাব্যস্ত হলো, বাঁদী মতিয়া বিবি শাহজাদীর সাথে যাবে পালকীতে চড়ে আর মালী কলিমুদ্দীন যাবে পালকী বাহকদের সাথে সাথে পায়ে হেঁটে। সাথে একজন পুরুষ মানুষ থাকতে হয়, তাই কলিমুদ্দীনকে সাথে নেয়া। নইলে, পালকী বাহকেরা শাহী মহলের মাইনেভুক্ত বিশ্বস্ত লোক। বেঈমানীর ছিটে ফোঁটা আলামত দেখা গেলেও প্রাণ নিয়ে টানাটানি হবে তাদের। দুই এক জায়গায় সামান্য কিছু ঝোপঝাড় থাকলেও, পথটাও নিরাপদ ও জনবহুল। বস্তুত পালকী বাহকদের ছাড়া অতিরিক্ত পাহারাদার কোন লোক লাগেই না।

তাদের বেরিয়ে পড়তে দেখে মাহমুদ মনসুর শাহজাদীকে বললো, শুধু এই কলিমুদ্দীন ভাই আপনাদের সাথে যাবেন, হুজুরাইন? শুনলাম, পথটা বেশ দূরের আর মাঝে মাঝে ঝোপ জঙ্গলও আছে। পথে কোন বিপদ-আপদ হলে কলিমুদ্দীন ভাই একা কি তা সামাল দিতে পারবেন?

শাজহাদী তাচ্ছিল্যের সাথে বললো, আরে কলিমুদ্দীন মিয়া একা সামাল দেবে কি? আল্লাহ না করুন, তেমন কিছু হলে, পাল্‌কীর সাথে চার চারজন পালোয়ান পালকী বাহক থাকছে না? তারাই তো সব কিছু সামাল দিতে যথেষ্ট। মাহমুদ মনসুর জিদ ধরে বললো, তা হতে পারে। কিন্তু সব ক্ষেত্রেই তারা যথেষ্ট নয় হুজুরাইন! পথে যদি ফৌজী ধরনের কোন দুশমন দুশমনী করে, তাহলে তো ঐ অদক্ষ বাহকেরা তাদের বিরুদ্ধে কিছুই করতে পারবে না।



www.nagorikpathagar.org

আরে না-না। গত দুই ঈদে দুইবার ঐ বাজারে গেলাম না? বিপদ আপদ ওসব কিছুই হয়নি।

অতীতে হয়নি বলে যে ভবিষ্যতেও কিছুই হবে না, তাতো বলা যায় না হুজুরাইন। ভবিষ্যৎ তো অন্ধকার।

বটে! তারপর?

কসুর নেবেন না হুজুরাইন। আপনি কোন সাধারণ মেয়ে নন। আপনি একজন শাহজাদী। বয়স আপনার খুবই কাঁচা আর অত্যন্ত সুন্দরী মেয়ে আপনি। যাকে বলে অপরূপ সুন্দরী। কার মনে কি আছে তা কি বলা যায়?

আচ্ছা! তাহলে কি করতে বলছেন?

হুজুরাইন!

আমাদের দেরী হয়ে যাচ্ছে। কি করতে বলছেন, তাড়াতাড়ি বলুন দেখি?

মাহমুদ মনসুর ইতস্তত করে বললো, বলছি আর না হোক, কিছুটা সাবধানতা অবলম্বন করা ভাল। একা ঐ কলিমুদ্দীন ভাইকে সংগে না নিয়ে আমাকেও সঙ্গে নিন। আমি সাথে থাকলে বিপদকালে কলিমুদ্দীন ভাইও কিছুটা সাহস পাবেন।

বিস্মিত নেত্রে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকার পর শাহজাদী সহাস্যে বললেন, আপনি সাথে থাকলে সাহস বাড়বে কলিমুদ্দীনের? কি যে বলেন। আপনার নিজেরই তো কিছুমাত্র সাহস বা শক্তি সামর্থ নেই।

হুজুরাইন!

তা থাকলে কয়েকজন মাত্র সেপাইয়ের তাড়া খেয়ে হুমড়ি খেয়ে এসে আপনি আমার এই আঙিনায় পড়তেন না। তাদের প্রতিরোধ করে কেটে পড়তে পারতেন।

কথা হলো, শুধু প্রতিরোধ করা কেন, তাদের আমি হয়তো জখম করতেও পারতাম। কিন্তু তারা কে, কেন তারা দুশমনী করলো, সেটা না জেনে কাউকে জখম করলে পরে কোন্ ফ্যাসাদে পড়ি– এইভয়ে কোন প্রতিরোধ না করে আমাকে কেবলই পালাতে হয়েছে হুজুরাইন!

কপট বিস্ময়ে শাহজাদী বললো, ওরে বাপরে! এতবড় বীর আপনি? ঐ এক সামান্য বাঁশ, মানে লাঠি দিয়ে সশস্ত্র সেপাইদের জখম করতেও পারতেন আপনি?

জি না হুজুরাইন, কোন বীর আমি নই। কিন্তু পুরুষ মানুষ তো বটে! টগ্‌বগে এক নওজোয়ান। শুধুই না পালিয়ে রুখে দাঁড়াতে তো পারতাম! কিন্তু ঐ যে বললাম, দুশমনেরা আসলেই কারা– তা না জেনে.....

অধৈর্য হয়ে শাহজাদী বললো, ওহো। আমাদের তো যারপরনাই দেরী হয়ে গেল! আপনি কি বলতে চান, ঠিক করে বলুন তো? আমাদের সাথে যেতে চান?



www.nagorikpathagar.org

মাথা নীচু করে মাহমুদ মনসুর বললো, গেলে বোধ হয় ভালই হতো হুজুরাইন! পিঁপড়ের বলও তো একটা বল। অনুমতি দেন তো এক্ষণি আমি তৈরী হয়ে আসি।

শাহজাদী বিরক্তির সাথে বললেন, তবেই হয়েছে! আপনি গিয়ে তৈরী হতে থাকুন আর আমরা এখানে আপনার এন্তেজারে বেলাটা কাটিয়ে দিই!

না হুজুরাইন, তৈরী আমাকে হতে হবে না, যেভাবে আছি, এতেই চলবে। শুধু ঘর থেকে আমার লাঠিটা নিয়ে আসি...

শুধু লাঠিটা আনবেন? ঠিক আছে! কলিমুদ্দীন, যাও তো। একদৌড়ে গিয়ে আনোতো উনার লাঠিটা? উনার আর ঘরে গিয়ে কাজ নেই। মোটেই আর দেরী করা যাবে না।

সঙ্গে সঙ্গে দৌড় দিলো কলিমুদ্দীন। আস্ত বাঁশের মতো মোটা ঐ লাঠিটা কাঁধে করে নিয়ে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বললো, ওরে বাপ্‌রে! কি ভারী এই লাঠি! আধামণ না হলেও, কমছে কম পনের সের তো হবেই। এত ভারী লাঠি নিয়ে আপনি চলাফেরা করেন কি করে জনাব?

মুচ্‌কি হেসে মাহমুদ মনসুর বললো, ওটা আমার অভ্যাস হয়ে গেছে। আমার কাছে আর তেমন ভারী লাগে না। পথে ঘাটে বিপদ-মুসিবত হলে যে, এই লাঠিটাই চাই আমার।

শাহজাদী তাকিদ দিয়ে বললো, হয়েছে-হয়েছে! এবার চলুন সবাই জলদি। দ্রুতপদে সবাই ফটকে রাখা পালকীর দিকে রওনা হলো।

এগিয়ে চলেছে পাল্‌কী। 'হুম্‌-হুম্‌-হুমা, হুম্‌-হুমা হুম্‌' রবে অতি দ্রুত পা ফেলছে বাহকেরা। তাদের পেছনে দৌড়াচ্ছে কলিমুদ্দীন ও মাহমুদ মনসুর।

লোকালয় পার হয়ে ফাঁকা রাস্তায় চলে এলো পাল্‌কী। ফাঁকা রাস্তায় কিছুদূর এগুতেই সামনে পড়লো অল্পকিছু ঝোপ-ঝাড় ঘেরা রাস্তা। সে ঝোপ-ঝাড় পার হয়ে পাল্‌কী আবার ফাঁকা রাস্তায় এলো। এই ফাঁকা রাস্তার পরেই আবার সামনে পড়লো অপেক্ষাকৃত অনেক বেশী ঝোপ-ঝাড়। রাস্তায় আজ লোক সমাগম নেই তেমন। এই অধিক ঝোপ-ঝাড়ের ভেতরে রাস্তাটা একেবারেই জনশূন্য। 'হুম্‌-হুমা-হুম' রবে পালকীটা এসে এই ঝোপ-ঝাড়ে ঢুকলো এবং কিছুদূর নির্বিবাদেই এগুলো।

এরপরেই 'হা-রে-রে-রে'! হুংকার দিয়ে সাত সাতজন রাহাজান হয়েনার মতো এসে ঘিরে ধরলো পালকীটাকে। এদের দেখেই বোঝা গেল, এরা কেউ সাধারণ লুটেরা বা সাধারণ রাহাজান নয়। এদের ছয়জনই পেশাদার সেপাই আর এদের



www.nagorikpathagar.org

দলপতি একজন বেসামরিক লোক হলেও, তলোয়ার চালনায় কম যায় না সেও। এই হামলাকারীরা পালকীটাকে ঘিরে ফেললে, পালকীর বাহকেরা কাঁধ থেকে পালকীটা নামিয়ে রেখে লাঠি হাতে হামলাকারীদের বাধা দিতে এলো। কিন্তু হামলাকারীদের লেবাস আর তাদের হাতে তলোয়ার দেখে চমকে উঠলো তারা। বুঝতে পারলো, এরা সামরিক লোক। তাই সামান্য একটু প্রতিরোধের চেষ্টা করতেই তলোয়ারের খোঁচা খেয়ে 'ওরে বাবারে, মরে গেলামরে' বলে ঊর্ধশ্বাসে পালিয়ে গেল বাহকেরা।

পালকীর কাছে রইলো শুধু কলিমুদ্দীন ও মাহমুদ মনসুর। কলিমুদ্দীন লাঠি উচিয়ে কিঞ্চিৎ লম্ফঝম্ফ করেই 'বাঁচাও-বাঁচাও' আওয়াজ দিতে দিতে থপ্ করে বসে পড়লো পাল্‌কীর পাশে। বাকী রইলো একা মাহমুদ মনসুর। ইতিমধ্যেই হামলাকারীরা সকলেই একজোটে হয়ে ধেয়ে এলো পাল্‌কীর দুয়ারের কাছে। তাদের সকলেরই নজর পাল্‌কীর মধ্যের শাহজাদীর উপর নিবদ্ধ।

মাহমুদ মনসুর এবার লাফ দিয়ে এসে পালকীর দুয়ার আগলে দাঁড়ালো। হামলাকারীরা সগর্জনে তার দিকে এগুতেই, মাহমুদ মনসুর তার লাঠিটার গোড়ায় হাত রেখে কৌটা খোলার মতো কয়েকটা পাক দিতেই খুলে গেল বাঁশের মতো মোটা তার ঐ লাঠির মুখ। কৌটার ঢাকনার মতো লাঠির মুখের ঐ ঢাকনাটা পকেটে রেখেই সংগে সংগে লাঠির ভেতর থেকে একটা বিশাল আকারের চকচকে ও ক্ষুরধার তলোয়ার একটানে বের করলো মাহমুদ মনসুর এবং সেই তলোয়ার হাতে রুখে দাঁড়ালো হামলাকারীদের বিরুদ্ধে। মাহমুদ মনসুরের হাতে তলোয়ার দেখে হামলাকারীরা আরো অধিক ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো। 'তবেরে শালা' বলে তারা এক সাথে ঝাঁপিয়ে পড়লো মাহমুদ মনসুরের উপর। শুরু হলো লড়াই।

কিন্তু সে লড়াই মোটেই দীর্ঘস্থায়ী হলো না। মাহমুদ মনসুরের ঐ বিশাল তলোয়ার বিদ্যুৎ বেগে কয়েকপাক ঘুরতেই, পাল্‌কীর দুয়ারের নিকট থেকে দূরে ছিট্‌কে পড়লো ঐ তলোয়ারধারী সেপাইরা। তাদের তিন চারজন আহত হলো। মাহমুদ মনসুরের তলোয়ার চালনার ধরন দেখেই চমকে উঠলো তারা। এ তলোয়ারের গতি রোধ করার সাধ্য তাদের নেই, সেটা বুঝতে পেরেই আহত অবস্থায় দৌড় দিয়ে পালিয়ে গেল চার চারজন সেপাই। বাকী দুইজন সেপাই নিয়ে আবারও পালকীর দুয়ারে এগিয়ে এলো হামলাকারীদের দলপতি। দলপতিটা একটা বেসামরিক যুবক। তবে তলোয়ার চালানোর অভ্যাস যে তার আছে– তা তার তলোয়ার ধরার ধরন দেখেই বুঝতে পারলো মাহমুদ মনসুর।

সেপাই দুইজন নিয়ে দলপতি ফের এগুতেই মাহমুদ মনসুর তলোয়ার হাতে তেড়ে এলো তাদের দিকে। এতে করে পাল্‌কীর দুয়ারটা কিঞ্চিৎ অরক্ষিত হয়ে



www.nagorikpathagar.org

গেল। ইতিমধ্যে ঐ দুই সেপাইয়ের একজন ছুটে এলো পাল্কীর কাছে বসে থাকা কলিমুদ্দীনের দিকে। কলিমুদ্দীন তখনো দুই হাতে মাথা ঢেকে 'বাঁচাও-বাঁচাও' রবে এন্তার চিৎকার করে যাচ্ছিল। কোনদিকের কোন কিছুই খেয়ালে তার ছিল না। সেপাইটা এসে কলিমুদ্দীনের মাথার উপর তলোয়ার তুললো। তা দেখেই লাফিয়ে উঠলো মাহমুদ মনসুর। বিদ্যুৎ বেগে ছুটে এসে সে ঐ সেপাইটির কাঁধের উপর তলোয়ারের এক ঘা মারতেই সেপাইটা আর্তনাদ করে উঠে পড়িমরি দৌড় দিলো টলতে টলতে।

এ সবের কারণে পাল্কীর দুয়ারটা ক্ষণকালের জন্যে একেবারেই আরক্ষিত হয়ে গেল। এই সুযোগে ঐ দলপতিটা এসে লাফিয়ে পড়লো পাল্কীর দুয়ারে। পালকীর মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে সে ধরে ফেললো শাহজাদীর এক বাহু। শাহজাদীকে পালকী থেকে টেনে নামানোর জন্যে শাহজাদীর বাহু ধরে দলপতিটা মারলো এক হেচ্কা টান

সংগে সংগে ছুটে এসে ফের দলপতির মেলে ধরা হাতে তলোয়ারের ঘা মারলো মাহমুদ মনসুর। ঘা লাগলো দলপতির বাহুতে এবং মাংস কেটে তলোয়ার ঠেকে গেল হাড়ে। চিৎকার দিয়ে উঠে তৎক্ষণাৎ পালকীর দুয়ার থেকে অনেকখানি দুরে গিয়ে গড়িয়ে পড়লো দলপতি।

শাহজাদীর বাহু ধরে হেঁচ্কা টান মারার ফলে শাহজাদীও ঐ একই সাথে ছিট্কে এসে পড়ে যাচ্ছেল পালকীর দুয়ারের বাইরে।

এক নিমেষের ঘটনা। দলপতিকে তলোয়ার মেরেই পতনোন্মুখ শাহজাদীকে ধরতে এলো মাহমুদ মনসুর। এতে করে শাহজাদী মাটিতে না পড়ে ছিট্কে এসে পড়লো একদম মাহমুদ মনসুরের কাঁধের উপর।

আতংকে শাহজাদীর তখন হুঁশ বুদ্ধি তেমন একটা ছিল না। সে মাহমুদ মনসুরের কাঁধে এসে পড়েছে, এক ঝলক দেখে তা বুঝতে পেরেই শাহজাদী ভয়ে সবলে আঁকড়ে ধরলো মাহমুদ মনসুরকে। যথেষ্ট চেষ্টা করেও মাহমুদ মনসুর শাহজাদীকে কাঁধ থেকে নামাতে পারলো না। অগত্যা, শাহজাদীকে কাঁধে নিয়েই মাহমুদ মনসুর ফের তলোয়ার হাতে ঘুরে দাঁড়ালো দুশমনদের দিকে।

কিন্তু দুশমনেরা তখন প্রায় সাফ। সেপাইরা তখন আর কেউ ছিল না সেখানে। তলোয়ারের ঘা খেয়ে দলপতিকে গড়িয়ে পড়তে দেখেই, দলপতির সংগে থাকা সেপাইটাও আঁতকে উঠে পালিয়ে গিয়েছিল। একমাত্র দলপতিটাই তখন অদূরে পড়ে থেকে কাত্রাচ্ছিল। তলোয়ার হাতে মাহমুদ মনসুর তার দিকে এগুতেই দলপতিটাও আছাড় খেয়ে পড়তে পড়তে পালিয়ে গেল সেখান থেকে।



www.nagorikpathagar.org

কেটে গেল মুসিবত। দুর হলো দুশমনেরা। কিন্তু অনেক পথচারীও ইতিমধ্যে সেখানে এসে দাঁড়ালো। শাহজাদীকে কাঁধে নিয়ে মাহমুদ মনসুর ফের ফিরে এলো পালকীর দুয়ারের কাছে! 'দুশমনেরা পালিয়ে গেছে, ভয় নেই আর ভয় নেই', বলে জোরে কয়েকটা ঝাঁকুনী দিলে, হুঁশে এলো শাহজাদী। দুশমনেরা বিদায় হয়েছে- এটা বুঝতে পেরেই শাহজাদী ধড়মড় করে নেমে এলো মাহমুদ মনসুরের কাঁধ থেকে। মাটিতে পা রেখেই সে কাঁপতে কাঁপতে বললো, পালিয়েছে? দুশমনেরা সবাই পালিয়েছে?

মাহমুদ মনসুর বললো, জি হুজুরাইন, আর ভয় নেই। আপনি এবার পালকীতে উঠে বসুন।

পালকীর মধ্যে অন্য আসনে বেঁহুশ হয়ে পড়ে ছিল মতিয়া বিবি। হুঁশ ফিরে এলো এবার তারও। সেও সরবে বলতে লাগলো, এ্যাঁ! পালিয়েছে দুশমনেরা? আল্‌হামদুলিল্লাহ! আলহামদুলিল্লাহ।

হুঁশে এসে বেধড়ক লাফাতে লাগলো কলিমুদ্দীন। তাকে থামিয়ে রাখা দায় হয়ে গেল। সে কেবলই চিৎকার করে বলতে লাগলো, বাহাদুর-বাহাদুর! দুনিয়ার সেরা বাহাদুর এই মাহমুদ মনসুর সাহেব। হায়-হায়! এতদিন এক সাথে থেকেও চিনতে পারিনি তাঁকে। তাজ্জব-তাজ্জব! কি তাজ্জবরে বাবা, একপাল দস্যু এক পলকে সাফ! তলোয়ারের কয়েকটা ঘা মেরেই উনি তুলার মতো উড়িয়ে দিলেন সব ব্যাটাদের!

কলিমুদ্দীনকে লক্ষ করে মাহমুদ মনসুর স্মিতহাস্যে বললো, কি হলো কলিমুদ্দীন ভাই? এত লাফাচ্ছেন কেন?

কলিমুদ্দীন বিপুল আবেগে বললো, লাফাবো না? একি কম তাজ্জব কথা? বাঁশের ঐ লাঠিটা যে লাঠি নয়, ওটা যে তলোয়ার লুকিয়ে রাখার একটা খাপ, এটাই কি এত দিন বুঝতে পেরেছি আমরা কেউ? কি রহস্য-কি রহস্য! এই জনাব কিছুতেই কোন সাদামাটা লোক নন। নির্ঘাত! নির্ঘাৎ! আমি হলপ করে বলতে পারি! তিনি নির্ঘাত কোন এক জগৎবিখ্যাত ব্যক্তি!

বকেই চললো কলিমুদ্দীন। নিরাপদ বোধে এক্ষণে পালকীর বাহকেরাও ফিরে এলো পালকীর কাছে। পালকী তুলবে কিনা– বাহকেরা শাহজাদীর কাছে একথা জানতে চাইলে। শাহজাদী মাহমুদ মনসুরের মুখের দিকে তাকিয়েই আর্তনাদ করে উঠলো। আর্তকণ্ঠে বলতে লাগলো, ও মাগো! রক্ত-রক্ত! রক্তে ভেসে যাচ্ছে জামা কাপড়! হায় আল্লাহ, একি গজব!

সংগে সংগে সকলেই মাহমুদ মনসুরের মুখের দিকে তাকালো। সবাই দেখলো, মাহমুদ মনসুরের কপাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত। অনেকখানি তার কেটে গেছে কপালের উপরের দিকে।



www.nagorikpathagar.org

রক্ত দেখেই কলিমুদ্দীন ফের আওয়ারা বনে গেল। চিৎকার করে বলতে লাগলো, ওরে বাবারে, একি সর্বনাশ! এত রক্ত। হায়-হায়! সব রক্তই তো বেরিয়ে গেল শরীর থেকে।

মৃদু গুঞ্জরণের সাথে পালকীর বাহকেরা বলতে লাগলো, তাইতো! ক্ষতস্থানটা তো এখনই বেঁধে ফেলা দরকার!

তাদের কথার খেই ধরে কলিমুদ্দীন বলে উঠলো, হ্যাঁ, হ্যাঁ, বেঁধে ফেলা দরকার, বেঁধে ফেলা দরকার। কিন্তু বাঁধবো কি দিয়ে? ছেড়া কাপড়-চোপড় কিছুই তো হাতের কাছে নেই।

গলার পেঁচানো ওড়ানাটা খুলতে খুলতে শাহজাদী বললো, এই ওড়না দিয়ে বেঁধে দাও কপাল উনার। শক্ত করে বেঁধে দাও।

কলিমুদ্দীনের হাতে ওড়টানা দ্রুত ছুড়ে দিলো শাহজাদী। কলিমুদ্দীন বললো, এত দামী ওড়না! এটারই কি একদিক ছিঁড়ে বেঁধে দেবো হুজুরাইন?

শাহজাদী বললো, ছিঁড়বে কেন? গোটা ওড়নাটাই পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে বেঁধে দাও কপালটা।

কলিমুদ্দীন বাঁধতে লাগলো ব্যস্তভাবে। সকলের এই ব্যস্ততা দেখে মাহমুদ মনসুর স্মিতহাস্যে বললো, আরে, আপনারা সবাই এত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? এত ব্যস্ত হওয়ার মতো কিছু তো ঘটেনি? কলিমুদ্দীন ভাইকে বাঁচানোর জন্যে ঘুরে দাঁড়াতেই, অন্য সেপাইটার তলোয়ারের একটা খোঁচা লেগেছে মাত্র। এমন অধিক কিছু কাটেনি।

বেদনাসিক্তকণ্ঠে শাহজাদী বললো, অধিক কাটেনি কেমন? টপ্‌টপ্ করে রক্ত পড়ছে কপাল বেয়ে আর আপনি বলছেন অধিক কিছু কাটেনি? ইস কত রক্ত!

মাহমুদ মনসুর বললো, না না, ও এমন কিছু নয়। বাঁধা পড়লে এ রক্ত এখনই বন্ধ হয়ে যাবে।

শাহজাদী ফের খেদের সাথে বললো, বন্ধ হলেই রক্ষে! হায়-হায়! এক লহমায় এ কি হয়ে গেল!

মাহমুদ মনসুর বললো, দুর্ঘটনা যখন ঘটে, এক লহমাতেই ঘটে হুজুরাইন। এবার বলুন, বাহকেরা সব হাজির, কোন দিকে যাবেন এখন? বাজারের দিকে কি?

শাহজাদী রুষ্টকণ্ঠে বললো, কোন দিকে যাবো মানে? বাড়িতে ফিরে যাবো। আগুন দেই ঐ বাজারের মুখে।

মেহেরবানী করে আপনি তাহলে পাল্‌কীতে উঠে বসুন এখনই! বাহকদের পালকী তুলতে বলি।

আমি তো পাল্‌কীতে উঠে বসবো, কিন্তু আপনি? আপনি কি এই অবস্থায় হেঁটে যেতে পারবেন?



www.nagorikpathagar.org

হেঁটে যেতে পারবো না মানে! কি বলছেন? দৌড়ে যেতে পারবো। বলছি তো, মোটেই গুরুতর কিছু হয়নি।

তাই কি?

জি জি, তাই। নিন, পালকীতে উঠে বসুন জলদী। ক্রমেই জমে যাচ্ছে লোকজন। এ অবস্থায় এখানে আর দেরী করা ঠিক নয়। নানাজনের নানা প্রশ্ন শুরু হবে এখনই!

চারদিকে দ্রুত নজর দিয়েই শাহজাদী ঢুকে পড়লো পালকীর ভেতর। মাহমুদ মনসুরের নির্দেশে বাহকেরা পালকী কাঁধে তুলে নিয়ে 'হুম্-হুমা-হুম্' রবে ফিরে চললো শাহজাদীর মহলের দিকে।

পালকী এসে ফটকে পৌঁছলে, শাহজাদী সংগে সংগে নেমে এলো পাল্কী থেকে এবং কলিমুদ্দীন ও মতিয়া বিবিকে উদ্দেশ্য করে বললো, যাও শিগ্গির, এই সাহেবকে জলদি তাঁর কক্ষে নিয়ে যাও। নিয়ে গিয়ে তাঁর জামাকাপড় পাল্টে দাও আর কপালের বাঁধন খুলে দিয়ে কাটা ঘা'টা ধুয়ে দাও। ঘা'এর মলম আর ঘা বাঁধার পরিষ্কার কাপড় নিয়ে আমি এখনই আসছি।

শাহজাদীর ব্যস্ততা দেখে মাহমুদ মনসুর বললো, ব্যস্ত হবেন না হুজুরাইন। এঁদের কাউকে কিছু করতে হবে না। যা করার, আমার ঘরে গিয়ে আমি একাই করতে পারবো।

শাহজাদী বাধা দিয়ে বললো, থাক, কথা বাড়িয়ে খামাখা সময় নষ্ট করবেন না। কাটা ছেঁড়ার ব্যাপার। দেরী হলে পেকে উঠবে ঘা'টা।

হুজুরাইন!

আপনি যে অনেক কিছুই পারেন, তার প্রমাণ আমরা পেয়েছি। এবার যৎসামান্য আমরা যা পারি, তা করি।

জি?

আপনি তো অনেক কিছুই করলেন, এবার আমাদের কিছু করতে দিন। বিলম্বে গায়ে আপনার জ্বরও উঠতে পারে। তাড়াতাড়ি ঐ কাপড় চোপড় পাল্টে ফেলা প্রয়োজন....

বলেই শাহজাদী সামনে দাণ্ডায়মান কলিমুদ্দীন আর মতিয়া বিবিকে ধমক দিয়ে বললো, হা করে দেখছো কি তোমরা? মাহমুদ সাহেবকে তার ঘরে নিয়ে যাও এক্ষুণি। জলদি করো...

মাহমুদ মনসুরের আপত্তি সত্ত্বেও কলিমুদ্দীন ও মতিয়া বিবি মাহমুদ মনসুরকে তার ঘরের দিকে এক রকম তাড়িয়ে নিয়েই চললো। শাহজাদী ছুটলেন তার নিজ কক্ষের দিকে।



www.nagorikpathagar.org

কক্ষে এসেই শাহজাদী ক্ষিপ্রহস্তে নিজের পরিধেয় পরিবর্তন করলো এবং হাত-মুখ ধুয়ে পোষাক পরলো পরিপাটি করে। অত:পর মলমের কৌটা ও পরিষ্কার বস্ত্রখণ্ড নিয়ে দ্রুত পদে হাজির হলো মাহমুদ মনসুরের কক্ষে।

ইতিমধ্যেই মাহমুদ মনসুরের কাপড় জামা পাল্টানো ও ওড়নার প্যাঁচ খুলে ক্ষতস্থান ধুয়ে দেয়ার কাজ শেষ হয়ে গিয়েছিল। তাকে শুইয়ে দেয়া হয়েছিল তার বিছানায়। ক্ষতস্থানের রক্ত পড়া বন্ধ হয়ে গিয়েছিল অনেক আগেই। কিন্তু ধুয়ে দেয়ার ফলে আকারে ক্ষুদ্র হলেও, ক্ষতটা খুবই স্পষ্ট হয়ে উঠলো আর লাল টকটক করতে লাগলো। কৌটা ও কাপড় হাতে এসে শাহজাদী মাহমুদ মনসুরের একদম শিয়রে এসে বসলো এবং তার কপালে মলম লাগাতে গেল।

সচকিত হয়ে উঠে মাহমুদ মনসুর বললো, সেকি! এ আপনি কি করছেন হুজুরাইন?

শাহজাদী সহজকণ্ঠে বললো, ক্ষতস্থানে মলম লাগিয়ে দিচ্ছি। বড়ই শক্তিশালী মলম। এই মলম লাগিয়ে ঘা'টা বেঁধে দিলে বিষ-বেদনা বলে আর কিছুই থাকবে না।

মাহমুদ মনসুর বাধা দিয়ে বললো, বেশতো তা না থাকুক। কিন্তু এ কাজে আপনি কেন? কলিমুদ্দীন ভাইও তো একাজ করতে পারবেন। আপনাকে এটা করতে হবে কেন?

শাহজাদী চোখ পাকিয়ে বললো, কেন কি? তাতে কি জাত যাবে আপনার?

না, আমার নয়। আপনি নিজ হাতে এসব করলে...

আমার জাত যাবে? এক প্রহর ধরে যে কাঁধে রাখলেন আমাকে, তখন কি জাত যায়নি আমার? জাত যা যাবার তা তো আমার তখনই গেছে। নতুন করে আর জাত যাবে কি?

বলেই শাহজাদী দ্রুত মতিয়া বিবির দিকে তাকালো। তারপর বললো, আরে মতিয়া বিবি, তুমি এখনো দাঁড়িয়ে আছ এখানে? শিগ্গির পাকশালার দিকে যাও! শিগ্গির এক গ্লাস গরম দুধ আনো এঁর জন্যে। হাল্কা পাত্লা কিছু খাবারও প্রয়োজন। যে ধকল গেছে এঁর উপর দিয়ে।

মতিয়া বিবি বললো, সে জন্যে কলিমুদ্দীন ভাই আগেই ছুটে গেছে পাকশালায়। আমিও কি যাবো?

শাহজাদী তাকিদ দিয়ে বললো, হ্যাঁ, যাও। কলিমুদ্দীন পুরুষ মানুষ। ও এসবের কি বুঝবে? তুমি গিয়ে দেখে শুনে আনো সব।

জি হুজুরাইন, যাই তাহলে...

মতিয়া বিবি পাকঘরের দিকে গেল। কথা বলতে বলতেই ঘা-এ মলম লাগানো শেষ করলো শাহজাদী। এবার সে মাহমুদ মনসুরকে বললো, এখন একটু উঠুন দেখি। উঠে বসুন। ঘা'টা এই পরিষ্কার কাপড় দিয়ে বেঁধে দিই। উঠুন-উঠুন!



www.nagorikpathagar.org

তাকিদ দিলো শাহজাদী। অগত্যা উঠে বসতে বসতে মাহমুদ মনসুর বললো, ওরে বাপ্‌রে! বেঁধেও দেবেন আপনি, হুজুরাইন?

নইলে কে দেবে?

কলিমুদ্দীন তো এখনই এসে পড়বে। সে বেঁধে দিতে পারতো!

শাহজাদী ঝাঁঝালোকণ্ঠে বললো, ততক্ষণ ঘা'টা খোলা থাক আর মাছি পড়ে পোকা হোক!

হুজুরাইন!

খামাখা আর এত লুকোচুরি খেলছেন কেন বলুন তো? কোন্ যে বিরাট আর বিখ্যাত লোক আপনি এভাবে ছদ্মবেশে পড়ে আছেন এখানে, তা আপনি আর আল্লাহ তায়ালাই জানেন। ভয়ংকর এক মুসিবত থেকে আমাকে বাঁচাতে গিয়ে আহত হলেন আপনি। পরিবর্তে আপনার এই সামান্য খেদমতটুকুও যদি আমি না করি, তাহলে পরে কি অকৃতজ্ঞ বলে বদনাম করবেন না আমার?

কথার মধ্যেই কাজ করে ক্ষতস্থান বেঁধে দিলো শাহজাদী।

মাহমুদ মনসুর মৃদু হেসে বললো, বদনাম! কি যে বলেন হুজুরাইন! মুসিবতকালে যে উপকার করেছেন আপনি আমার, তার তুলনা হয় না। বদনাম করার ফাঁক কি আর রেখেছেন কিছু?

শাহজাদীও স্মিতহাস্যে বললো, তাই কি?

মাহমুদ মনসুর বললো, জি হুজুরাইন। আমি তো বানিয়ে কিছু বলছিনে, হুজুরাইন সবই জানেন। সেদিন যদি হুজুরাইন আমাকে...

শাহজাদী হঠাৎ করেই সচেতন হয়ে ব্যস্তকণ্ঠে বললো, আরে, কি বার বার 'হুজুরাইন, হুজুরাইন করছেন? এটা কি আর আপনার মুখে মানায়?

মাহমুদ মনসুর আবার অজ্ঞাতেই বললো, হুজুরাইন!

শাহজাদী ধমক দিয়ে বললো, ফের হুজুরাইন!

এতদিন অজ্ঞাত অপরিচিত ছিলেন বলেই আপনার ঐ হুজুরাইন সম্বোধনে কিছু মনে করিনি আমি। কিন্তু এখন তো বুঝতে পারছি আপনি মোটেই কোন তুচ্ছ লোক নন, নির্ঘাত কোন বিরাট লোক। হয়তো বা আমারই হুজুর পর্যায়ের লোক আপনি।

তাই কি?

হ্যাঁ, তাই। আপনি নিজে তা চেপে গেলেও, ওটা আর দীর্ঘদিন চাপা পড়ে থাকবে না। কাজেই, খবরদার ঐ হুজুরাইন-হুজুরাইন করবেন না আর আমাকে!

মাহমুদ মনসুর হেসে বললো, আরে বাবা, এ যে দেখছি ভালো সমস্যা! হুজুরাইন বলবো না তো কি বলবো আপনাকে? সম্বোধন করার জন্যে একটা কিছু তো বলতেই হবে জরুর!



www.nagorikpathagar.org

শাহজাদী নিঃসংকোচে বললো, মেহেরুন নেছা বলবেন। আমার নাম মেহেরুন নেছা। ঐ নাম ধরেই ডাকবেন আমাকে।

মাহমুদ মনসুর আপত্তি তুলে বললো, তাই কি হয়? আমি আপনার আপনজন নই, আত্মীয়জন নই, ময়মুরুব্বীও নই। একজন অজ্ঞাত আগন্তুক মাত্র। হঠাৎ আমি আপনাকে নাম ধরে ডাকতে গেলে লোকে বলবে কি? অন্যের কথা দূরে থাক, এই মতিয়া বিবি আর কলিমুদ্দীন মিয়াই বা ভাববে কি? এদের সামনে আমি আপনাকে নাম ধরে ডাকবো কোন মুখে? যে শাহজাদীকে আমি এযাবত...

মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে শাহজাদী বললো, হ্যাঁ হ্যাঁ, তাহলে ঐ 'শাহজাদী' বলেই ডাকবেন। শাহজাদী বলতে তো সংকোচের বিশেষ কিছু নেই। আপনি আমাকে 'শাহজাদী' বলে সম্বোধন করবেন।

শাহজাদী বলে?

হ্যাঁ, শাহজাদী বলে। এর অধিক সম্মানের আর কিছু বলে নয়, বুঝতে পেরেছেন?

জি।

ঠিক তো?

জি শাহজাদী।

শাহজাদী হেসে বললো, সাব্বাস!

এই সময় গরম দুধ আর হালকা কিছু খাবার নিয়ে হাজির হলো কলিমুদ্দীন ও মতিয়া বিবি। শাহজাদী মতিয়া বিবিকে বললো, খাবার গুলো ঢেকে রেখে ঐ গরম দুধই খাইয়ে দাও আগে। ক্লান্ত শরীরটা একটু চাঙ্গা হয়ে উঠুক। খাবার খাবেন একটু পরে। মতিয়া বিবি দুধের গ্লাসটা এনে মাহমুদ মনসুরের হাতে দিলে, আপত্তি নিরর্থক বোধে, মাহমুদ মনসুর বিনা বাক্যে মুখ লাগলো গ্লাসে। দুধটা পান করে খালি গ্লাস মতিয়া বিবির হাতে ফেরত দিতেই শাহজাদী মাহমুদ মনসুরকে সহাস্যে প্রশ্ন করলো, আচ্ছা, একটা কথার ঠিক ঠিক জবাব দিন তো? আপনি যে একজন বিস্ময়কর বীর, এ নিয়ে আর সন্দেহ নেই। সেই সাথে একজন সবজান্তা মানে ভবিষ্যৎ দ্রষ্টাও কি আপনি?

মুখ তুলে মাহমুদ মনসুর বিস্মিতকণ্ঠে পাল্টা প্রশ্ন করলো, কি রকম? হঠাৎ এমন অদ্ভূত প্রশ্ন করছেন যে? একেবারেই এক অপ্রাসঙ্গিক প্রসঙ্গ?

শাহজাদী বললো, অপ্রাসঙ্গিক মোটেই নয়। একেবারেই প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন! তখন বুঝতে না পারলেও এখন বুঝতে পারছি।

তখন কখন?

ঐ যে ঐ বাজারে যাওয়ার সময় আপনিও আমাদের সাথে যাওয়ার জন্যে যখন জিদ ধরলেন তখন। আপনাকে সাথে নিতে আমি তো মোটেই আগ্রহী ছিলাম না।



www.nagorikpathagar.org

দুর্বল অক্ষম বলে আমি যথেষ্ট অবহেলা করলাম আপনাকে। হায়-হায়! ঐ অবহেলা করে যদি রেখে যেতাম আপনাকে, তাহলে এখন আমি কোথায় থাকতাম আর কি হালে থাকতাম!

শাহজাদী!

আপনিই পুনঃপুন, জোর দিয়ে বলতে লাগলেন পথে বিপদ আপদ হতে পারে– এই কথা। দুই দুইবার যাতায়াতে আমার কোন বিপদ আপদ হয়নি– একথা আমি জোর দিয়ে বলার পরও আপনি জোর দিয়ে ভবিষ্যতের প্রসঙ্গ টানতে লাগলেন। জোর দিয়ে বলতে লাগলেন, অতীতে হয়নি বলে যে ভবিষ্যতেও হবে না– এ কথার কোন যুক্তি নেই। এ জোর আপনি পেলেন কোথায়?

কোথায় পেলাম?

জি। সেরেফ অনুমানের উপর এতটা জোর দিতে তো পারেন না আপনি? এ ছাড়া, অকারণেই এই বিপদ-আপদের প্রসঙ্গ আপনার মনে আসারও কথা নয়! কারণ একটা আছেই জরুর। আপনি কি ভবিষ্যৎটা দেখতে পান?

শাহজাদী!

ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা না হলে এম্‌নি এ প্রসঙ্গ নিশ্চয়ই মাথায় আপনার আসেনি। ঠিক করে বলুন তো, ঘটনাটা কি? দোহাই আপনার, লুকোবেন না কিছু!

ক্ষণকালের জন্যে মাহমুদ মনসুর নীরব হয়ে গেল। এরপরে খানিকটা গম্ভীরকণ্ঠে বললো, না, আমি ভবিষ্যৎ দ্রষ্টাও নই, আবার আপনার বিপদের চিন্তা এম্‌নি এম্‌নিও মাথায় আমার আসেনি। এর পেছনে কারণ, মানে সূত্র আছে একটা।

সূত্র? তাহলে কি সে সূত্র?

সে সূত্রটা হলো আপনার জীবন ইতিহাস। আপনার এই অবরুদ্ধ জীবন যাপনের ইতিহাস। কেন আপনাকে এই দণ্ড দেয়া হয়েছে, সে ইতিহাস জানতে যেদিন পেরেছি, সেদিন থেকেই আমি বুঝেছি আপনি অজাতশত্রু নন। আপনার পেছনে শত্রু আছে।

অতিশয় আগ্রহী হয়ে উঠে শাহজাদী প্রশ্ন করলো, কি রকম?

মাহমুদ মনসুর বললো, রকমটা আপনিও জানেন। মুখে স্বীকার করবেন না- এই আর কি!

অর্থাৎ?

অর্থাৎ, আপনি যতই বলুন না কেন, নিজে আপনি বিষ দিয়ে স্বামী হত্যা করেছেন, আমি তা বিশ্বাস করতে পারিনি আজও। ঘটনা সত্যি হলেও, আমার বিশ্বাসে তা কিছুতেই আসছে না। আপনাকে যতটা আমি জেনেছি, তাতে বিষ



www.nagorikpathagar.org

আপনি দেননি, দিতে পারেন না। স্বেচ্ছায় আর সজ্ঞানে স্বামী হত্যা করার মতো পংকিল মন আপনার কখনই নয়।

নয়?

না শাহজাদী। আপনার মন-মানসিকতা আর আপনার চরিত্র তা বলে না।

বটে! এ থেকেই আপনি বুঝলেন, বিষ আমি দেইনি?

মাহমুদ মনসুর জোর দিয়ে বললো, না দেননি। বিচারে কখনই প্রমাণিত হয়নি যে, বিষ আপনি দিয়েছেন বা এর সাথে আপনার কোন সম্পৃক্ততা আছে।

তাহলে ঐ পানের মধ্যে বিষ এলো কিভাবে?

অন্য কেউ দিয়েছে। ঐ বিষ দেয়ার পেছনে অবশ্যই চক্রান্ত আছে একটা।

চক্রান্ত!

হ্যাঁ, চক্রান্ত। আর ঐ চক্রান্তের লক্ষ্য বস্তু আপনি। অন্তত: এইটেই আমার স্থির ধারণা।

জনাব!

আমার এ ধারণাটা দৃঢ় হওয়ার ফলেই আপনার এই বিপদের চিন্তা মাথায় এসেছে আমার।

বলেন কি!

আমার ধারণায় চক্রান্ত যেখানে আছে, সেখানে দুশমনও আছে নির্ঘাত। আর আমার ধারণায় ঐ দুশমনের লক্ষ্যবস্তু যেহেতু আপনি, সেহেতু সে আপনার পেছনে ছায়ার মতো লেগে থাকবে– এটাই স্বাভাবিক। থাকবে সুযোগের অপেক্ষায়। সুতরাং আপনার বিপদের আশংকা আমার মনে আসা মোটেই বিচিত্র কিছু নয়।

শাহজাদী এবার বিহবলকণ্ঠে বললো, বলেনকি জনাব! এত প্রখর আপনার চিন্তাশক্তি।

মাহমুদ মনসুর হেসে বললো, হতে পারে কিছুটা।

শাহজাদী শক্তকণ্ঠে বললো, কিছুটা কি বলছেন জনাব? ঐ বিষ দেয়ার ঘটনাটা যা-ই হোক, ওটার সত্য মিথ্যার বিচারে আর যেতে চাইনে আমি। কিন্তু জনাবের যুক্তি আর চিন্তা-ভাবনার তীক্ষ্ণতা তাক লাগিয়ে দিচ্ছে আমাকে। জনাব নিশ্চয়ই...

এবার মাহমুদ মনসুর বাধা দিয়ে বললো, আরে! আপনি আবার 'জনাব-জনাব' শুরু করলেন? এতটা সম্মান দেখাতে লাগলেন কেন হঠাৎ?

দেখাতেই হবে। আপনাকে যতই দেখছি ততই যে তাজ্জব হয়ে যাচ্ছি আমি। আপনার বীরত্ব, আপনার চরিত্র, আপনার মেধা– সবই স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক



www.nagorikpathagar.org

অনেক উপরে। এত উপরে যে, আপনি কতটা উচ্চ পর্যায়ের মানুষ, তা আর এখন আমি ঠাহর করতে পারছিনে।

আরে ঠাহর করবেন কি? আমি এক যাযাবর মানুষ।

নিশ্চয়ই আপনি মস্তবড় খানদানের লোক। যাযাবর বললেই কি আর তা বিশ্বাস করাতে পারবেন আমাকে?

তাই?

একশো ভাগ তাই। কে আপনি? কি আপনার পরিচয়? নিজের পরিচয় দিতে এত কুণ্ঠা কেন আপনার?

শাহজাদী!

আপনি কি চোর, বাটপার, খুনী, না ফেরারী আসামী? নিজের পরিচয় দিতে এত ভয় কেন আপনার।

শাহজাদী!

আজ আপনাকে বলতেই হবে আপনি কে! কোথা থেকে এসেছেন আর কেন এভাবে আত্মগোপন করে আছেন?

মাহমুদ মনসুর গম্ভীর হলো। ধীর অথচ সুস্পষ্ট কণ্ঠে বললো, আত্মগোপন করে আছি একজনের উপর অভিমান করে। আমার কি অপরাধ আমি জানলাম না, অথচ আপনাদের সুলতানের কায়েকজন সেপাই তস্করের মতো তাড়া করলো আমাকে। কিন্তু সে লোক সেখানে উপস্থিত থেকেও, একেবারেই নিষ্ক্রীয় হয়ে রইলেন, কোন রকম উচ্চবাচ্য করলেন না। যার একটা অঙ্গুলী হেলনে সেখানকার গোটা বাহিনী যেখানে উঠে আর বসে, সেক্ষেত্রে তিনি ঐ কয়জন সেপাইকে আদৌ থামালেন না।

শুনতে শুনতে শাহজাদী থতমত করে বললো, জনাব!

বলেই চললো মাহমুদ মনসুর, আমার সন্দেহ হচ্ছে, ঐ সেপাইদের উনিই লেলিয়ে দিলেন কিনা। আর এই সন্দেহের কারণেই আমি ঐ সেপাইদের পাল্টা হামলা করতে পারলাম না।

শাহজাদী এবার আগ্রহীকণ্ঠে প্রশ্ন করলো, কেন, পারলেন না কেন?

যদি উনিই সেপাইদের হুকুম দিয়ে থাকেন, তাহলে তো তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধরা আমার শুধু অপরাধই নয়। চরম বেয়াদবীও বটে।

বলেন কি! কে সেই ব্যক্তি?

উনি খাজা মাহমুদ গাওয়ান।

নিজের কানকে বিশ্বাস না করে শাহজাদী সংগে সংগে প্রশ্ন করলেন, কে-কে? কার কথা বললেন?

তাঁর নাম খাজা মাহমুদ গাওয়ান। আপনাদের সুলতানের সেনাপতি।



www.nagorikpathagar.org

শাহজাদী চমকে উঠে বললেন, সেকি! চাচাজানের সেই বিখ্যাত সিপাহসালার খাজা মাহমুদ গাওয়ানের কথা বলছেন? যে সালার আর তাঁর ভাতিজা কয়েকজন সঙ্গীসহ চাচাজানকে জানে বাঁচিয়েছিলেন, সেই মাহমুদ গাওয়ান সাহেব?

জি-জি, উনিই।

আচ্ছা! তা উনার সংগে কি সম্পর্ক আপনার? অভিমানের কথা বললেন যে?

উনি আমার চাচা। আমার আপন চাচা।

পুনরায় উৎকর্ণ হয়ে শাহজাদী প্রশ্ন করলেন, তার মানে? আপনিই কি তাহলে মাহমুদ গাওয়ান সাহেবের সেই ভাতিজা?

মাহমুদ মনসুর স্মিতহাস্যে বললো, জি। বিস্ময়ে ও আবেগে শাহজাদী আচ্ছন্ন হয়ে গেল। আবেগ আপ্লুতকণ্ঠে বললো, কি তাজ্জব ব্যাপার! সেই আপনিই এসে আমার এখানে আত্মগোপন করে আছেন?

শাহজাদী!

আপনাদের কথা আমি অনেক শুনেছি। কিন্তু আপনাদের কাউকে আমি দেখিনি, কি আপনাদের ইতিহাস, কোথা থেকে এসেছেন আপনারা, তা কিছু জানিও না। দয়া করে তাহলে বলবেন কি সে সব একটু?

মাহমুদ মনসুর ক্লান্তকণ্ঠে বললো, সে সব? ওরে বাপরে! সে সব তো অনেক কথা শাহজাদী! এই অবস্থায় আজ আর তা বলা আমার সম্ভব নয়। অন্যদিন বলবো।

অন্যদিন?

জি শাহজাদী। বাস্তবিকই আমি এখন খুব ক্লান্তি বোধ করছি। একটু ঘুম আমার এখন বড়ই প্রয়োজন।

হুঁশে এসে শাহজাদী বললো, হ্যাঁ হ্যাঁ, তাইতো! বিশ্রাম যে আপনার এখন খুবই প্রয়োজন– এ কথাটা আমি ভুলেই গেছি।

অত:পর শাহজাদী মতিয়া বিবিকে বললো, মতিয়া বিবি, ঐ ঢেকে রাখা হালকা খাবারটা জনাবকে এখনই খাইয়ে দাও। পেটে কিছু গেলে তবেই তাড়াতাড়ি ঘুম আসবে চোখে উনার।

মতিয়া বিবি সংগে সংগে হুকুম পালনে প্রবৃত্ত হলো।

## ৩

মাহমুদ গাওয়ান। আদি নিবাস কাস্পিয়ান সাগর উপকূলে জীলান নগরে। সেখানে তাঁর পরিবারের সদস্যগণ উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।



www.nagorikpathagar.org

কালক্রমে তাঁরা অবমাননাজনক পরিস্থিতিতে নিপতিত হলে, মাহমুদ গাওয়ান তাঁর জন্মস্থান ত্যাগ করেন এবং স্থান থেকে স্থানান্তরে পরিভ্রমণ করতে থাকেন। তাঁর সাথে ছিল তাঁর প্রিয় ভাতিজা মাহমুদ মনসুর। অপুত্রক মাহমুদ গাওয়ানের কাছে এই ভাতিজাই ছিল পুত্রতুল্য। এই চাচা-ভাতিজা দুইজনই ছিলেন দক্ষ সামরিক ব্যক্তিত্ব। কিন্তু জন্মস্থান ত্যাগ করার পরে তাঁরা বণিকের পেশা, অর্থাৎ সওদাগর বৃত্তি গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সেই উদ্দেশ্যে ঘুরতে ঘুরতে তাঁরা এক সময় দাক্ষিণাত্যে চলে আসেন এবং বাহমনী রাজ্যের বন্দর দাবুলে এসে উপনীত হন।

এখানে এসে মাহমুদ গাওয়ান কিরমানের বিখ্যাত দরবেশ দাক্ষিণাত্যে বসবাস স্থাপনাকারী শাহ নিয়ামতুল্লাহর পুত্র শাহ মুহিব্বুল্লাহর খিদমতে হাজির হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেন আর এই ইচ্ছা পূরণের উদ্দেশ্যে ভাতিজাসহ চলে আসেন বাহমনী রাজ্যের রাজধানী বিদরে। এই রাজধানী বিদরে আসার পথে যে ঘটনা ঘটে, সেই ঘটনা সম্পূর্ণরূপে পাল্টে দেয় মাহমুদ গাওয়ান আর তার ভাতিজার জীবিকা ও পেশা। সওদাগরী পেশার পরিবর্তে ফের তাঁরা প্রশাসন, বিশেষ করে সামরিক পেশায় নিয়োজিত হন।

বিদরে পৌঁছার অভিপ্রায়ে ভাতিজাকে সংগে নিয়ে জনশূন্য প্রান্তরের পথ ধরে এগিয়ে চলেছেন মাহমুদ গাওয়ান। এগিয়ে চলেছেন কখনো বা পাহাড়-টিলার পাশ দিয়ে, কখনো বা বন জঙ্গলের ভেতর দিয়ে। এভাবে চলতে চলতে এক সময় এক বনের পথে ঢুকে দেখলেন, তাঁদের সামনে এই পথেই এগিয়ে আসছেন ছয় সাতজন সঙ্গী সাথী সহকারে জনৈক শাহী পুরুষ। সকলেই তাঁরা অশ্বারোহী, এবং তাঁদের সকলেরই কোমরে ঝুলছে কোষবদ্ধ তলোয়ার। আরামে আয়েসে ও ধীরলয়ে সামনের দিকে এগিয়ে আসছেন তাঁরা।

ঘন বনের মধ্যে দিয়ে সরুপথ। লোকজন ও গবাদিপশু চলাচলের ফলে পথটা দুদিকের বনভূমি থেকে কিছুটা নিচু হয়ে গেছে। এই পথেই সঙ্গীদের নিয়ে এগিয়ে আসছেন শাহী পুরুষটি। এঁদের মুখোমুখি হয়ে যাচ্ছেন দেখে, খানিকটা দুরে থাকতেই পথ থেকে সরে দাঁড়ালেন মাহমুদ গাওয়ান ও তাঁর ভাতিজা মাহমুদ মনসুর। পথ থেকে সরে পথের এক পাশে সামান্য গাছ গাছড়ার মধ্যে দাঁড়িয়ে রইলেন তাঁরা। সেখান থেকে দেখলেন, গল্প করতে করতে এগিয়ে আসছে শাহী পুরুষ ও তাঁর দলটি।

এরপরেই বিপর্যয়। চাচা-ভাতিজা দুইজন চমকে উঠে দেখলেন, আনমনে এগুতে গিয়ে তিন তিন জন সঙ্গীসহ অকস্মাৎ এক গর্তের মধ্যে পড়ে গেলেন শাহী পুরুষটি। ঘোড়া সমেত পড়ে গেলেন তাঁরা এবং পড়ে গিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।



www.nagorikpathagar.org

অবশিষ্ট চারজন সঙ্গী চমকে উঠে অশ্বের লাগাম টেনে ধরে দাঁড়াতেই মার মার রবে এসে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো বিশ পঁচিশ জন সৈন্য নিয়ে জনৈক সেনাধ্যক্ষ। এই গর্তের পাশেই বনের মধ্যে লুকিয়ে ছিল তারা।

গর্তের সামনে দণ্ডায়মান শাহী পুরুষটির অবশিষ্ট ঐ চারজন সঙ্গী তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারলেন, তাঁরা দুশমনের কবলে নিপতিত হয়েছেন। বুঝতে পারলেন, সামনের ঐ গভীর গর্তটি কোন পুরাতন গর্ত নয়, সদ্যই খোঁড়া হয়েছে এটা এবং পাতলা আচ্ছাদনের উপর কিছু খড় পাতা বিছিয়ে আড়াল করে রাখা হয়েছিল গর্তটা। এটি একটি পরিকল্পিত ফাঁদ আর সেই ফাঁদে তারা এখন নিপতিত।

এর অধিক অনুধাবন করার অবকাশ ঐ চারজন সঙ্গীর তখন আর ছিল না। তখন তাদের মাথার উপর উত্থিত দুশমনদের বিশ-পঁচিশটি তলোয়ার। মোটামুটি তাঁরাও কিছুটা যুদ্ধবিদ্যায় অভ্যস্ত হেতু, একেবারেই মুষিকের মতো প্রাণ দিতে রাজী তারা ছিলেন না। সংগে সংগে তলোয়ার খুললেন তারাও। শুরু হলো যুদ্ধ।

একেবারেই এক অসম যুদ্ধ। একদিকে বিশ পঁচিশজন সৈন্যের একটা সংঘবদ্ধ বাহিনী, অন্যদিকে আক্রান্ত ও অপ্রস্তুত চারজন মাত্র লোক। অশ্বপৃষ্ঠে সওয়ার থাকাটাই ছিল তাদের জন্যে কিছুটা বাড়তি সুবিধা। এতে করে কিছুক্ষণের জন্যে জমে উঠলো লড়াই। এর পরেই শাহী পুরুষের ঐ সঙ্গীরা নেতিয়ে পড়তে লাগলেন। তাদের তলোয়ার চালনা দেখে মাহমুদ গাওয়ান বুঝতে পারলেন, এঁরা ঐ শাহী পুরুষের সভাসদ বা সঙ্গী সাথী হবেন মাত্র, দক্ষ কোন লড়াইবাজ নন। দক্ষ লড়াইবাজ হলে অশ্বপৃষ্ঠে সওয়ার থাকার ফায়দাটা তাঁরা কাজে লাগাতে পারতেন। ছোট খাটো বিপদ মুসিবতের মোকাবিলা করার জন্যেই হয়তো ঐ তলোয়ারাদি সংগে রেখেছেন তাঁরা।

অশ্বচারটিকে চারদিক দিয়ে ঘিরে ধরায় হামলাকারীদের ঠেকাতে হাঁপিয়ে উঠলেন ঐ চারজন অশ্বারোহী। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঐ অশ্বারোহীদের একজন পড়ে গেলেন অশ্বপৃষ্ঠ থেকে। সংগে সংগে তাকে ঘিরে ধরে তার মাথার উপর তলোয়ার তুললো কয়েকজন হামলাকারী। আত্মরক্ষার জন্যে তলোয়ার হাতে তিনি প্রাণপণে চেষ্টা করতে থাকলেও তাঁর সে চেষ্টা যে মোটেই দীর্ঘস্থায়ী হবে না এবং তিনি যে অচিরেই লাশ হয়ে গড়িয়ে পড়বেন– এটা বুঝতে পেরেই মাহমুদ গাওয়ান আর নিষ্ক্রীয় থাকতে পারলেন না। পূর্বপেশায় তিনি আর তাঁর ভাতিজা কেবল সামরিক লোকই ছিলেন না, ছিলেন অতি দক্ষ ও প্রভূত খ্যাতি সম্পন্ন সামরিক লোক। আত্মরক্ষার প্রয়োজনে তলোয়ার তাঁদের সাথে থাকে সব সময়। ওদিকে আবার তাঁরা ধর্মপ্রাণ ও ঈমানদার মানুষ। সামর্থ-অনুযায়ী আর্তজনকে রক্ষা করা প্রতিটি ঈমানদারের আশু কর্তব্য।



www.nagorikpathagar.org

সুতরাং আর্তের রক্ষায় লাফিয়ে উঠলেন মাহমুদ গাওয়ান। তাঁর ভাতিজাকে লক্ষ্য করে বললেন, মাহমুদ মনসুর, আর নীরব থাকার অবকাশ নেই। ঝাঁপিয়ে পড়ো ঐ রাহাজানদের বিরুদ্ধে...

বলেই তিনি তাঁর কোমর থেকে তলোয়ার টেনে বের করলেন এবং বিদ্যুৎ বেগে ছুটে গেলেন আর্তের রক্ষায়। বাঁশের মতো মোটা একটা লাঠির ভেতর থেকে তলোয়ার টেনে বের করে মাহমুদ মনসুরও ক্ষিপ্রবেগে ছুটে গিয়ে তার চাচার পাশে দাঁড়ালো।

মুহূর্তের মধ্যে পাল্টে গেল যুদ্ধের গতি প্রকৃতি। হামলাকারীরা সকলেই সামরিক লোক হলেও, কোন দক্ষ সামরিক লোক নয়। অতি সাধারণ ও আটপৌরে সৈনিক তারা। তাদের দলপতি, অর্থাৎ সৈন্যাধ্যক্ষটি কিছুটা দক্ষ লড়াকু হলেও, এমন কিছু আহামরি বীর সে ছিল না। মাহমুদ গাওয়ান আর মাহমুদ মনসুরের বিস্ময়কর তলোয়ার চালনার সামনে দাঁড়ানোর সাধ্য তার কোথা থেকে আসবে?

এতে করে, অশ্বপৃষ্ঠ থেকে পড়ে যাওয়া শাহী পুরুষটির সঙ্গীটিকে শত্রু মুক্ত (বিপদ মুক্ত) করার পরেই মাহমুদ গাওয়ান লাফিয়ে উঠে বসলেন একপাশে দণ্ডায়মান ঐ সওয়ার বিহীন অশ্বের পৃষ্ঠে। ঘোড়সওয়ারীতে দক্ষ ও এলেমদার সওয়ার পৃষ্ঠের উপর উঠে বসায় অশ্বটিও প্রাণবন্ত হয়ে উঠলো এবং মাহমুদ গাওয়ানের লাগামের টানে টানে অশ্বটি বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগলো দুশমনদের উপর। দুশমনেরা আর যায় কোথায়? ক্ষিপ্রগতিতে অশ্ব চালনা করে মাহমুদ গাওয়ান পলকেই ঐ বিশপঁচিশজন দুশমনের অর্ধেকটাকে কদলীবৃক্ষের মতো গড়িয়ে দিলেন জমিনে। এদিকে বিদ্যুৎ চমকানোর মতো অসি চালনা করে মাহমুদ মনসুরও ক্ষণিকের মধ্যেই পাঁচ ছয় জন দুশমনকে ধরাশায়ী করলো। অকল্পনীয়ভাবে এই সাহায্য আসায়, শাহী পুরুষটির ঐ চারজন সঙ্গীও এবার অধিক সাহসী হয়ে উঠলেন। তাঁরাও লড়তে লাগলেন বীর বিক্রমে।

আকস্মিক এই বিপর্যয়ে ভূত দেখার চেয়েও অধিক চমকে উঠলো দুশমন দলের ঐ সেনা নায়ক। তার সৈন্যেরা প্রায় সকলেই লাশ হয়ে গড়িয়ে পড়ছে দেখে আঁতকে উঠলো সে। পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা পড়ে মরুক, অধিক বিলম্বে নিজের প্রাণটা বাঁচানোও আর সম্ভব নয় দেখে, রণেভঙ্গ দিয়ে সে তৎক্ষণাৎ দৌড় দিলো পেছন দিকে। সেনাপতিকে পালিয়ে যেতে দেখে যে চার পাঁচজন দুশমন সৈন্য তখনও জীবিত ছিল, তারাও দৌড় দিলো সেনাপতির পেছনে।

কিন্তু অধিক দূরে যেতে তারা পারলো না। মাহমুদ গাওয়ানের সাথে ঐ তিন অশ্বারোহী অশ্ব ছুটিয়ে এসে মুহূর্তেই তাদের পলায়নের পথ রোধ করে দাঁড়ালেন এবং তলোয়ার চালিয়ে সৈন্যদের সবাইকে লাশ বানিয়ে দিলেন। ঐ



www.nagorikpathagar.org

সৈন্যাধ্যক্ষকেও সেই সাথে লাশ বানাতে পারতেন তাঁরা। কিন্তু ঘটনাটা কি, সে তথ্য জানার জন্যে তাকে লাশ না বানিয়ে বেঁধে ফেললেন আষ্টেপৃষ্ঠে এবং বেদম মারতে মারতে তাকে টেনে নিয়ে ফিরে এলেন ঐ গর্তের পাশে।

এবার শুরু হলো ঐ শাহী পুরুষ এবং তাঁর সঙ্গে অদৃশ্য হয়ে যাওয়া ঐ তিন সঙ্গীর উদ্ধার কাজ। মারের চোটে সৈন্যাধ্যক্ষটির উত্থান শক্তি রোহিত হয়ে গিয়েছিল। তবু তাকে একটা গাছের সাথে শক্ত করে বেঁধে রেখে ভাতিজাসহ মাহমুদ গাওয়ান ও শাহী পুরুষটির ঐ চারজন সঙ্গী-মোট ছয়জন লোক এবার এক সাথে লিপ্ত হলেন উদ্ধার কাজে।

গর্তের মুখ ঢেকে রাখা বাকী আচ্ছাদনটা সরিয়ে ফেলে তাঁরা দেখলেন, গর্তটা আকারে মস্তবড়। গভীরও অনেক। তাঁরা দেখলেন, গর্তের মধ্যে আটকা পড়ে ঐ তিনজন সঙ্গীসহ শাহী পুরুষটি গর্ত থেকে উঠে আসার প্রাণপণ চেষ্টা করছেন। কখনো বা একা একা, কখনো বা অশ্বপৃষ্ঠে সওয়ার হয়ে চেষ্টা করছেন উঠে আসার, কিন্তু উপরের ভূমির নাগাল তারা পাচ্ছেন না। কিভাবে এঁদের তুলে নেয়া যায়, এ কথা ভাবতেই, মাহমুদ গাওয়ান এসে ঐ সেনাপতির পিঠে শুকনো ডালের শক্ত একটা বাড়ি মেরে প্রশ্ন করলেন, বল, ঐ গর্তটা কে খুঁড়েছে, শিগ্গির বল্। নইলে...

আর একটি বাড়ি মারতেই সেনাপতিটা ডুকরে উঠে বললো, বলছি-বলছি। সব বলছি। ঐ গর্তটা খুঁড়েছি আমরাই। আমি আর আমার সৈন্যরাই।

তাহলে সে ডালী কোদাল কোথায়?

ঐ যে ঐ ঝোপের মধ্যে সব গাদা করে রাখা আছে।

নিকটের একটা ঝোপের দিকে ইংগিত করলো সেনাপতি। মাহমুদ গাওয়ানের নির্দেশে মাহমুদ মনসুর ও ঐ চারজন শাহীলোক ছুটে গেলেন সেখানে এবং সেখান থেকে অনেক গুলো ডালী কোদাল বের করে আনলেন।

গর্তটা ছিল খাড়া। মাটি কেটে গর্তটাকে ঢালু করে দিলেই, আটকে পড়া ঐ ব্যক্তিরা গর্ত থেকে উঠে আসতে পারবেন বিবেচনায়, মাহমুদ গাওয়ান নিজে একটা কোদাল হাতে নিয়ে গর্তের খাড়া মাথা' কেটে মাটিগুলো গর্তের মধ্যে গড়িয়ে দিতে লাগলেন এবং অন্যদেরও ঐ কাজে লিপ্ত হওয়ার ইংগিত দিলেন। এবার ছয় ছয়খানা কোদাল লিপ্ত হলো ঐ কাজে। কিছুক্ষণের মধ্যেই গর্তটার একদিক ভরাট ও ঢালু হয়ে এলো এবং এভাবে তৈরী হলো গর্ত থেকে উঠে আসার পথ। ঢালু পথ বেয়ে গর্ত থেকে পড়িমরি উঠে এলেন ঐ শাহী পুরুষ এবং তাঁর ঐ তিনজন সঙ্গী। ঢালুপথ বেয়ে উঠে এলো তাঁদের চারজনের চারটি ঘোড়াও। মৃত্যুর গহবর থেকে উঠে আসতে পারায়, ঐ তিন জন সঙ্গীসহ শাহী পুরুষটি সর্ব প্রথম আল্লাহতায়ালার দরবারে প্রাণঢেলে শুকরিয়া আদায় করলেন। তারপরে



www.nagorikpathagar.org

উপরের চারজন সঙ্গীর কাছে ঘটনাটা জানতে চাইলেন শাহী পুরুষটি। গাছের সাথে বেঁধে রাখা ঐ সৈন্যাধ্যক্ষটির প্রতি ইংগিত করে শাহী পুরুষটির এই চারজন সঙ্গীর একজন জবাবে বললো, ঐ দুরাচারটাই এই ঘটনার হোতা জনাব। ঐ লোকই এই সব কিছুর জন্যে দায়ী।

শাহী পুরুষটি ফের প্রশ্ন করলেন, কি করেছে সে এখানে?

জবাবদাতা বললো, এই গর্তটা এরাই খুঁড়েছে।

এরাই মানে?

মানে, বিশ পঁচিশজন সৈন্যের একটা বাহিনীর সে অধিনায়ক। বিশ পঁচিশজন সৈন্য নিয়ে এসে সে এখানে এই চোরা-গর্ত খুঁড়েছে আর অস্ত্রেশস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে সসৈন্যে এখানে ওঁৎপেতে বসে থেকেছে।

তারপর?

তারপর জনাবেরা এই গর্তের মধ্যে পড়ে যাওয়ার সংগে সংগে ঐ পাষণ্ড তার সৈন্যবাহিনী নিয়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে আমাদের উপর এবং আমাদের হত্যা করার চেষ্টা করে।

বলেন কি! সৈন্য বাহিনী নিয়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে আপনাদের উপর?

জি জনাব, জি-জি!

সেকি! তাহলে আপনারা এখনও বেঁচে আছেন কি করে? অস্ত্র চালনায় কিছুটা এলেম আপনাদের থাকলেও, যত ছোটই হোক, একটা বাহিনীকে এঁটে উঠার এলেম তো আপনাদের কারো নেই! চারজন মাত্র লোক আপনারা। ঐ অবস্থায় আপনাদের তো জিন্দা থাকার কথা নয়?

জি জনাব! অনুমান আপনার সম্পূর্ণ সঠিক। অশ্বপৃষ্ঠে ছিলাম বলে কিছুক্ষণ আত্মরক্ষা করার চেষ্টা করলেও, ঐ সুসংগঠিত বাহিনীটাকে অধিকক্ষণ ঠেকিয়ে রাখার সাধ্য আমাদের ছিল না। অল্পক্ষণের মধ্যেই আমরা লাশ বনে যেতাম।

তবে? লাশ বনে না গিয়ে জিন্দা থাকলেন কি করে?

সবই ঐ পরম করুণাময় আল্লাহতায়ালার ইচ্ছা জনাব। তিনিই করুণা করে এই দুজন ফেরেশতাকে পাঠিয়ে দিলেন আমাদের সাহায্যে আর এঁরাই আমাদের বাঁচালেন।

অদূরে দণ্ডায়মান মাহমুদ গাওয়ান ও তার ভাতিজার প্রতি ইংগিত করলেন বর্ণনাদাতা সঙ্গীটি। শাহী পুরুষটি দ্রুত তাঁদের দিকে তাকাতেই মাহমুদ গাওয়ান লজ্জিত কণ্ঠে বললো, তওবা-তওবা! আমরা দুজন নেহাতই সাধারণ মানুষ জনাব। দুজন সাধারণ পথচারী। কোন ফেরেশতা বা আসামানী কেউ নই। ও কথায় আমাদের গুনাহ্ হবে।



www.nagorikpathagar.org

শুনে শাহী পুরুষটি সবিস্ময়ে বললেন, আচ্ছা তা আপনারা এই দুজন সাধারণ মানুষই বাঁচালেন আমার এই সঙ্গীদের?সংগে সংগে বক্তা সঙ্গীটি প্রতিবাদ করে বললেন, না জনাব, অসাধারণ-অসাধারণ। মোটেই কোন সাধারণ মানুষ এরা নন। আসমানী পুরুষ না হলেও একেবারেই অসাধারণ মানুষ আর অকল্পনীয় বীর এরাঁ। সেকি অচিন্তনীয় রণকৌশল এঁদের!

অচিন্তনীয় রণকৌশল?

যুদ্ধের সমুদয় ঘটনা বর্ণনা করে বক্তাটি বললেন, এঁরাই, বিশেষ করে এই বয়ঃজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিটিই, ঘায়েল করেছেন দুশমনদের গোটা বাহিনীটাকে। এঁকে অসম্ভব রকমের সাহায্য করেছেন এই বয়ঃকনিষ্ঠ, মানে এই নওজোয়ান। বাহিনীটাকে কব্জার মধ্যে এনে ওদের লাশ বানিয়ে দিয়েছেন এই দুই ব্যক্তিই। ঐ ব্যাটা সেনাপতিটাকেও কয়েদ করেছেন মূলত এঁরাই। দুশমনদের হত্যাও করেছেন এঁরাই।

বলেন কি!

ঐ পেছন দিকে চেয়ে দেখুন, দুশমনের লাশ কেমন গাদা হয়ে পড়ে রয়েছে ঐ রাস্তার উপর।

গর্তের পেছন দিকের রাস্তার প্রতি শাহী পুরুষটির দৃষ্টি টানলেন বক্তা। রাস্তার উপর রক্ত আর লাশের ছড়াছড়ি দেখে শাহী পুরুষটি বক্তাকে লক্ষ্য করে বিস্মিতকণ্ঠে বললেন, কি তাজ্জব! এতগুলো দুশমনকে এভাবে শায়েস্তা করেছেন আপনারা?

বক্তাটি চমকে উঠে বললো, আমরা কি বলছেন জনাব? আমরা শুধুই উপলক্ষ মাত্র। যা করার তা প্রায় সবই করেছেন এই দুই অসাধারণ বাহাদুর।

বক্তাটি আবার মাহমুদ গাওয়ানদের প্রতি আঙ্গুল তুললেন।

শাহী পুরুষটি বললেন, বলেন কি! এতো জব্বোর কথা! আচ্ছা, এঁদের খেদমতে একটু পরেই আসছি। আগে আমাকে জানতে হবে, ঐ দুশমনেরা কারা? কেন ওরা আমাদের প্রাণনাশে প্রবৃত্ত হয়েছিল।

বলতে বলতে শাহী পুরুষটি বন্দী সৈন্যাধ্যক্ষের কাছে গেলেন এবং সগর্জনে বললেন, এই দুর্জন, যদি প্রাণে বাঁচতে চাও, তাহলে ঠিক ঠিক বলো, তুমি কে আর কেন ঐই হীনকাজে লিপ্ত হয়েছিলে? সত্য করে না বললে কিছুতেই তোমার প্রাণ রক্ষা হবে না।

লড়াইয়ে ক্ষতবিক্ষত শরীরের উপর মারের পরিমাণটা এতই বেশী হয়েছিল যে, সৈন্যাধ্যক্ষটি ইতিমধ্যেই মৃত্যু পথের যাত্রী বনে গিয়েছিল। শাহী পুরুষটির প্রশ্নের জবাবে সে মুমূর্ষুকণ্ঠে বললো, চেষ্টা করলেও আমার প্রাণ আর কেউ বাঁচাতে



www.nagorikpathagar.org

পারবে না হুজুর! আমার শেষ সময় ঘনিয়ে এসেছে। আমি উপরের ডাক শুনতে পাচ্ছি। তাই মরার আগে আর মিথ্যা কথা বলবো না। বরং আমার পাপের কিছুটা প্রায়শ্চিত্য হোক, এই আশায় সত্য কথাগুলোই বলে যাবো সব।

আচ্ছা! তাহলে বলো, তুমি কে?

আমি বিজয়নগর বাহিনীর একজন সাধারণ সৈন্যাধ্যক্ষ বিজয়নগরের রাজা দ্বিতীয় দেবরায়ের হুকুমে এই কাজে লিপ্ত হতে হয়েছে আমাকে।

শাহী পুরুষটি আকাশ থেকে পড়লেন। বললেন, বলো কি! বিজয়নগরের সৈন্যাধ্যক্ষ তুমি? বিজয়নগরের রাজা দ্বিতীয় দেবরায় তোমাকে এই কাজে পাঠিয়েছে? অসম্ভব! এটা হতেই পারে না। সে আমার বড়ই অনুগত ব্যক্তি।

এইটেই সত্য কথা হুজুর। এই পৃথিবীতে অসম্ভব বলে কিছু নেই। সবই সম্ভব।

কিন্তু যুদ্ধে পরাজিত হয়ে দেবরায় যে পা ছুয়ে আমার বশ্যতা স্বীকার করেছেন। সেজন্যে বিজয়নগর দখল করে না নিয়ে তাঁর রাজ্য আমি ফেরত দিয়েছি তাঁকে। সে কারণে তিনি খুশী হয়ে আমাকে প্রচুর উপঢৌকন দিয়েছেন। বার্ষিক কর প্রদানেও রাজী হয়েছেন। আমার সাথে বেঈমানী আর কখনো করবেন না বলে, দেবরায় দেবতার নাম নিয়ে শপথ করেছেন সর্বসমক্ষে।

অথচ তিনিই আমাকে পাঠিয়েছেন আপনার আজকের এই গৃহে ফেরার পথে আপনাদের জীবন্ত সমাধি দেয়ার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে। পরিকল্পনাটি তাঁর একান্ত নিজেরই।

সেকি! তাঁর নিজস্ব পরিকল্পনা?

আজ্ঞে হ্যাঁ। এই গর্তের মধ্যে ফেলে দিয়ে এখানেই আপনাদের জীবন্ত সমাধি দেয়ার হুকুম ছিল আমার উপর। সেই উদ্দেশ্যে একদল সৈন্য আর ডালী কোদাল এনে এখানে এই গর্ত খোঁড়া হয়েছে। আপনাদের মাটি চাপা দেয়ার জন্যে ডালী কোদাল ও মজুত রাখা হয়েছিল এখানে। কিন্তু...

থেমে গিয়ে দ্রুত হাঁপাতে লাগলো সেনাপতি। হাঁপাতে হাঁপাতে ফের ক্ষীণ কণ্ঠে বললো, আমাদের ধারণা ছিল, সকলেই একসাথে গর্তের মধ্যে পড়ে যাবেন আপনারা। দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে এলে তাই পড়ে যেতেন। কিন্তু ধীর লয়ে আসার দরুণ তা আপনারা পড়লেন না। এটা দেখে, আপনার অবশিষ্ট লোকদের হত্যা করে ঐ গর্তের মধ্যে ফেলে দেয়ার উদ্দেশ্যেই আমাদের এই যুদ্ধে লিপ্ত হতে হয়েছে। আপনাদের সবাইকে ইহদুনিয়া থেকে বিদায় করে দিতেই এখানে এসেছিলাম আমরা।

আচ্ছা!



www.nagorikpathagar.org

সেনাপতিটির কণ্ঠস্বর আড়ষ্ট হয়ে এলো। সে টেনে টেনে বলতে লাগলো, কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা কে বুঝতে পারে। সেই আপনারাই রয়ে গেলেন এই দুনিয়ায় আর আ-ম-রাই বি-দা-য় নি-য়ে চ-লে-যা-চ্ছি....

ঢলে পড়লো সেনাপতিটির মাথা। তার মুখ থেকে আর কোন কথাই এলো না। সবাই এসে পরীক্ষা করে দেখলেন, ইহদুনিয়া থেকে সত্যি সত্যিই বিদায় নিয়ে চলে গেছে সেনাপতিটা। তা দেখে সবাই মৃদু আফসোস্ করে বললেন, হায়রে বেচারা!

অত:পর শাহী পুরুষটি ফিরে এলেন মাহমুদ গাওয়ানের কাছে। তাঁর কাছে এসে তিনি অত্যন্ত কৃতজ্ঞকণ্ঠে বললেন, তারপর জনাব! আপনাদের কাছে আমার আর আমাদের সকলের যে ঋণ তা কোন দিন পরিশোধ করার সাধ্য আমাদের নেই। জীবনের দাম কোন কিছু দিয়েই শোধ করা যায় না। মেহেরবানী করে এবার আপনাদের আসল পরিচয়টা বলুন।

জবাবে মাহমুদ গাওয়ান সসম্ভ্রমে বললেন, নাম আমার মাহমুদ গাওয়ান জনাব! মূলতই আমরা পথচারী। বিরাট কোন পরিচয় আমাদের নেই। কিন্তু জনাবকে তো মনে হচ্ছে একজন বিশাল ও মহামান্য ব্যক্তি। জনাব কি কোন.....

শাহী পুরুষটি স্মিতহাস্যে বললেন, আল্লাহতায়ালার এই নগণ্য বান্দাটি সামনের ঐ বাহমনী রাজ্যের সুলতান। নাম আমার আলাউদ্দীন আহমাদ শাহ। সংক্ষেপে দ্বিতীয় আহমাদ শাহ বলেন সবাই।

শুনেই দ্রুত দু'কদম পেছনে সরে গিয়ে তাজিমের সাথে কুর্নিশ করলেন চাচা-ভাতিজা দুজনই। কুর্নিশ শেষে মাহমুদ গাওয়ান শশব্যস্তে বললেন, সোবহান আল্লাহ! সোবহান আল্লাহ! খোদ বাহমনীরাজ্যের মহামান্য সুলতান বাহাদুর! গোস্তাখী মাফ হয় হুজুর। চিনতে না পেরে হুজুরের প্রতি এতক্ষণ আমরা যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করতে পারিনি।

সুলতান বাহাদুর ফের সবিনয়ে বললেন, গোস্তাখী বলছেন কেন? যাঁদের অনুগ্রহে প্রাণ বেঁচেছে সুলতানের, সেই সুলতানের কাছে তাঁদের গোস্তাখী হলো কিসে আর সে প্রশ্ন আসে কোথা থেকে? আপনাদের দয়া যদি না হতো, তাহলে কোথায় থাকতো এখন এই মহামান্য সুলতান আর কোথায় থাকতো তার শাহী মর্যাদা আর মানসম্মান?

হুজুর!

আপনারা আমাদের নবজীবন দান করেছেন। এই অর্থে আপনারা আমাদের জীবনদাতা। আমার কাছে আপনাদের গোস্তাখীর কিছু নেই। বরং আপনাদের এই পর্বত প্রমাণ ঋণের কিছুটা পরিশোধ করতে না পারলে, গোস্তাখী হবে আমাদেরই। জীবনদাতার প্রতি....



www.nagorikpathagar.org

মাহমুদ গাওয়ান বাধা দিয়ে ব্যস্তকণ্ঠে বললেন, তওবা-তওবা। ও কথা বলতে নেই হুজুর। জীবনদানের একমাত্র মালিক ঐ মহান আল্লাহতায়ালা। আমরা শুধুই অছিলা মাত্র। জীবনদাতা বলে আমাদের গুনাহ্‌গার করবেন না হুজুর।

তা না হোক, আমাদের তো সীমাহীন উপকার করেছেন আপনারা। আসমান চুম্বি উপকার। আমাদের বাঁচাতে নিজেদের জান বাজি রেখে দুশমনদের বিরুদ্ধে লড়েছেন আপনারা।

আমাদের সাধ্যে যতটুকু কুলিয়েছে, ততটুকু লড়েছি আমরা, এটা অবশ্য ঠিক। তবে হুজুরের এই সঙ্গীরাও এ লড়াইয়ে কম করেননি কিছু। এঁদের পরিচয় কি হুজুর? এঁরা কি হুজুরের....

এঁরা আমার সভাসদ। আমার দরবারের বিশিষ্ট জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিবর্গ মাত্র।

আমারও তাই মনে হয়েছে হুজুর। এবার এজাযত দিলে আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করতাম।

স্বচ্ছন্দে করুন। যা কিছু জানতে চান, স্বচ্ছন্দে বলুন। আপনারা ইতস্তত করলে আমাকেই শরমিন্দা করা হবে।

বলছিলাম, হুজুরের এতবড় মারাত্মক দুশমণ যেখানে বিদ্যমান, সেখানে হুজুর এমন অরক্ষিতভাবে কোথায় যাচ্ছিলেন? কোন সৈন্য সামন্ত সাথে না নিয়ে এমন অরক্ষিতভাবে হুজুর পথে নেমেছেন কেন? হুজুর ভুলে গেলেন কি করে যে, তিনি কোন সাধারণ মানুষ নন, একটা মস্ত বড় রাজ্যের সুলতান তিনি?

ভাই সাহেব!

হুজুরের এই মাননীয় সভাসদদের প্রতি যথাযথ শ্রদ্ধা রেখেই বলছি, হুজুরের নিরাপত্তা বিধানে এঁরাই তো যথেষ্ট নন?

না-না, এরা যথেষ্ট হবেন কেন? বিশাল এক সৈন্যবাহিনী সাথেই ছিল আমাদের। এক্ষণে প্রয়োজন না থাকায়, তাদের বিদায় করে দিয়েছি। তারা ভিন্ন পথে চলে গেছে।

সেকি! সেনাবাহিনী সাথে রাখার প্রয়োজন নেই! এটা হুজুর ভাবলেন কি করে? কি করে ভাবলেন, তিনি অজাতশত্রু? তার কোন শত্রু আজও জন্মায়নি?

অন্তত এই স্থানে সেধারণাই ছিল আমার। কারণ, এই স্থান বিজয়নগর রাজ্যের শেষ সীমান্ত আর এরপরে সামনেই আমার বাহমনী রাজ্য। বিজয়নগরে বা আমার রাজ্য সীমানায় সভাসদসহ আমাকে এভাবে হত্যা করার মতো কোন শত্রু থাকতে পারে, এটা আমি ভাবিনি।

হুজুর!



www.nagorikpathagar.org

নিজের রাজ্যে আমার এমন কোন দুশমনের অস্তিত্ব আছে, এটা আমি এখনো ভাবিনে। বিজয়নগর রাজ্যেও এমন দুশমন থাকবে, এমনটি ভাবার কোন প্রসঙ্গই আমার এর আগে ছিল না।

কেন হুজুর?

মৃত সৈন্যাধ্যক্ষটির প্রতি আঙ্গুল তুলে সুলতান দ্বিতীয় আহমাদ শাহ বললেন, ঐ মৃত সেনাপতিটির সাথে কথাপোকথনে নিশ্চয়ই আপনি বুঝতে পেরেছেন, বিজয়নগর রাজ্যের বিরুদ্ধে লড়াই করতেই আমি বেরিয়েছিলাম। বিজয়নগরের রাজা পরাস্ত হয়ে বশ্যতা স্বীকার করলে জীবনে সে আর আমার সাথে কোন দুশমনী করবে না বলে দেবতার নাম নিয়ে শপথ গ্রহণ করলে, আমি তার রাজ্য তাকে ফিরিয়ে দিয়েছি। বিনিময়ে সে আরো অনুগত হয়েছে আমার। গদগদকণ্ঠে সেই ভাবই প্রদর্শন করেছে।

হুজুর!

কাজেই, সৈন্য বাহিনী সাথে রাখার আর প্রয়োজন মনে না করে আমার বাহিনীটাকে আমি অন্য পথে বিদায় করে দিয়েছি আর এই কয়জন সভাসদসহ আমি নিশ্চিন্ত মনে দেশে ফিরে চলেছি। সেনাবাহিনী চলার পক্ষে সংকীর্ণ হলেও, এই পথটাই সোজাপথ হওয়ায়, এই পথই ধরেছি। কিন্তু....

কিন্তু কি হুজুর?

বিজয়নগরের রাজা যে এতবড় প্রবঞ্চক হতে পারে, তা আমার কল্পনাতেও আসেনি। সর্ব সমক্ষে দেবতার নাম নিয়ে শপথ করার পরও এমন বেঈমানী সে আমার সাথে করবে, এটা ভাবতেও আমি পারিনি। অথচ শপথ নেয়া তো দূরের কথা, মুখের একটা জবান দিলেও তো সেই জবানের বরখেলাফ কখনোই করতে পারতাম না আমি।

হুজুর বলছেন ঈমানদারীর কথা। হুজুর ঈমানদার আর তাই তিনি এই রকম বেঈমানী করতে পারতেন না, এটা সৰ্বৈব ঠিক। কিন্তু হুজুর কেন ভাবেননি বিজয়নগরের রাজা কোন ঈমানদার নন, তিনি ভিন্ন ধর্মের লোক? আল্লাহ রসূলের প্রতি কোন ঈমান তিনি আনেননি? ঈমান যারা আনেননি, জবান দিয়ে জবানের বরখেলাপ করাটা তাদের কাছে আদৌ কোন কঠিন কাজ নয় হুজুর।

ভাই সাহেব!

ওরা পৌত্তলিক। বহু দেবতায় বিশ্বাসী। 'মারি অরি পারি যে কৌশলে'-এটাই ওদের নীতি। এই চাণক্যনীতিই ওদের মূলমন্ত্র। বিজয়নগরের ধূর্ত অমুসলিম রাজা যে কোন মহূর্তে বেঈমানী করতে পারে, এটা না ভেবেই হুজুর সৈন্যবাহিনী বিদায় করে দিয়ে পথে নেমেছেন এমন অরক্ষিত ভাবে?



www.nagorikpathagar.org

ক্রোধে দাঁত পিষে সুলতান বাহাদুর বললেন, ভুল হয়েছে। আমার মস্তবড় ভুল হয়েছে। ঐ বেঈমানকে বিশ্বাস করে আমি মস্তবড় ভুল করেছি।

সত্যিই এটা ভুল হয়েছে হুজুরের।

এর বদলা আমি নেবোই। বেঈমান প্রতারককে কিছুতেই আমি ছেড়ে কথা বলবো না। আগে দেশে ফিরে যাই। এরপর সুবিধা মতো সময়ে আরো অধিক শক্তি নিয়ে গিয়ে আমি বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়বো ঐ প্রতারকের ঘাড়ে আর এবার তার ঘাড় মট্‌কিয়েই ছাড়বো।

হুজুর!

আমার কথা আপাতত থাক। এবার আপনার কথা বলুন। আপনারা কারা? পথচারী হলেও তো বাড়ি-ঘর আপনাদের আছে কোথাও কিছু?

মাথা নীচু করে মাহমুদ গাওয়ান বললেন, না হুজুর, বর্তমানে আমাদের বাড়ি-ঘর কিছু নেই।

সবিস্ময়ে মাথা তুলে বাহমনী সুলতান বললেন, তার অর্থ? আপনারা কি যাযাবর?

জি হুজুর! বর্তমানে যাযাবরই বলা চলে আমাদের। যাযাবরের মতোই পথে নেমেছি আমরা।

সুলতান কিছুটা অসহিষ্ণুকণ্ঠে বললেন, তাহলে বর্তমানের কথা থাক। কি আপনাদের অতীত, সেইটেই বলুন।

মাহমুদ গাওয়ান এবার ধীরকণ্ঠে তাঁর অতীত জীবনের একটা সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিলেন। বর্ণনায় জানালেন, কাস্পিয়ান সাগর উপকূলে জীলাননগরের তাঁদের অতীত জীবনের কথা। এরপরে বললেন, বনি-বনার অভাবে জীলাননগর প্রশাসনের প্রশাসনিক আর সামরিক জীবন ত্যাগ করে, এমন কি নিজের জন্মস্থান ঐ জীলাননগর ত্যাগ করে, আমরা পথে নেমেছি নয়া জিন্দেগীর সন্ধানে।

নয়া জিন্দেগী!

জি হুজুর! প্রশাসনের অবিচারে ঐ প্রশাসনিক আর সামরিক পেশাতে ঘেন্না ধরে গেছে আমাদের। তাই আমরা ঐ জিন্দেগী, অর্থাৎ ঐ পেশা, ছেড়ে বণিকের তথা সওদাগরের পেশা নিয়ে এই দাক্ষিণাত্যে এসেছি।

আচ্ছা! এক্ষণে তাহলে বণিকের বৃত্তি গ্রহণ করেছেন আপনারা?

জি হুজুর। এখনো পুরোপুরি গ্রহণ না করলেও, ঐ ইরাদা নিয়েই আমরা এই দাক্ষিণাত্যে এসেছি আর ঘুরছি।

বলেন কি! এখন তাহলে কোথায় যাচ্ছেন?

আপনার বাহমনী রাজ্যের রাজধানী বিদরে হুজুর।



www.nagorikpathagar.org

সুলতান ফের চমৎকৃত হলেন। বললেন, বিদরে? কেন?

মাহমুদ গাওয়ান বললেন, কিরমানের বিখ্যাত দরবেশ শাহ্ নিয়ামতুল্লাহর পুত্র শাহ মুহিব্বুল্লাহর দরবারে হাজির হওয়ার জন্য আমরা বিদরের পথ ধরেছি হুজুর। এক্ষণে উনি ঐ বিদরেই অবস্থান করছেন। তাঁরা পিতা-পুত্র দুজনই আমাদের পরম শ্রদ্ধেয়জন। তাই বণিকের পেশায় পুরোপুরি নিয়োজিত হওয়ার আগে উনার পরামর্শ আর দোআ গ্রহণ আমাদের বিশেষ প্রয়োজন বলে মনে করছি আমরা।

সেকি! বিদরে যাবেন তো এখন কোন দিকে চলেছেন আপনারা? আপনারা যেদিকে চলেছেন, সেটা তো বিদরের পথ নয়, বিজয়নগরের পথ।

মাহমুদ গাওয়ান চমকে উঠে বললেন, হুজুর!

সুলতান বাহাদুর বললেন, আমরা ঐ বিজয়নগর থেকেই আসছি আর আমার রাজধানী বিদরেই ফিরে যাচ্ছি। বিদরের পথ আপনাদের সামনের দিকে নয়, আপনাদের পেছনের পথই বিদরের পথ।

হুজুর!

ভালই হলো। আপনাদের আমরা কিছুতেই ছাড়তাম না। আমার মেহমান করে আপনাদের বিদরেই নিয়ে যেতাম। এখন আপনারা যখন বিদরেই চলেছেন, অল্পতেই এ প্রশ্নের সমাধান হয়ে গেল। আসুন, মেহেরবাণী করে আমাদের কাফেলায় শামিল হোন। আমার মেহমান হয়ে আগে কিছুদিন আমার রাজধানীতে থাকবেন, তারপর দরবেশ সাহেবের দরবারে যাবেন। আমিই আপনাদের পৌঁছে দেবো সেখানে। আসুন...

মাহমুদ গাওয়ান ইতস্তত করে বললেন, হুজুরের কাফেলায় যোগ দিতে আমার আপত্তি নেই, কিন্তু হুজুরের মেহমান হবো– এটা কি করে হয় হুজুর? আমরা পথের লোক....

পথের লোক পথ থেকে উঠে এসে আপাতত বিশ্রাম নেবেন ঘরে। আমাদের এতবড় উপকার করার পর আপনারা এভাবে চলে যাবেন আমাদের ছেড়ে, কিঞ্চিৎ মেহমানদারী করার মওকাও দেবেন না তা কি কখনো হয়? আসুন-আসুন, পথের মধ্যে খামাখা আর কথা বাড়িয়ে কাজ নেই।

অগত্যা মাহমুদ গাওয়ান ফের ইতস্তত করে বললেন, তা হুজুর, তাহলে তাই হোক। হুজুরের কথা অমান্য করলে তো ফের বেয়াদবীই হয়ে যাবে আমাদের। চলুন। এক সাথেই যাই।

সাব্বাস! তা আপনার সঙ্গের এই নওজোয়ানটি কে? এটা তো এখনো জানা হলো না। আপনার সঙ্গে তাঁর সম্পর্কই বা কি?



www.nagorikpathagar.org

এ আমার আপন ভাতিজা হুজুর। অন্ধের হাতের যষ্ঠী। একে ছাড়া একদণ্ড আমি একা থাকতে পারিনে। শিশু কালে সে বাপ-মা হারানোর পরে, একে আমি কোলে পিঠে করে মানুষ করেছি তো!

বহুত খুব! তা এর নাম?

এর নাম মাহমুদ মনসুর হুজুর!

মাহমুদ গাওয়ানের ভাতিজা মাহমুদ মনসুর। মারহাবা-মারহাবা!

অত:পর সবাই তাঁরা এক সাথে পথ চলতে শুরু করলেন এবং যথা সময়ে পৌঁছে গেলেন বাহমনী রাজ্যের রাজধানী বিদরে।

বিদরে পৌঁছার পর মাহমুদ গাওয়ান ভাতিজাসহ কয়েকদিন বিদরের শাহী মহলে পরম সুখে কাটালেন। সুলতানের অত্যন্ত যত্নশীল আতিথেয়তায় চাচা-ভাতিজা দুজনই মুগ্ধ হয়ে গেলেন। শাহী মহলে এনে এই উপকারী বন্ধুদের কোথায় রাখবেন, কি খাওয়াবেন, এ নিয়ে সুলতান আহমাদ শাহর তৎপরতার সীমা অবধি রইলো না। মেহমানদারীতে যাতে করে তিল পরিমাণ ক্রটি না হয় সেদিকে সব সময় সতর্ক দৃষ্টি রাখলেন সুলতান। বিদরের শাহী প্রাসাদে সুখে আনন্দে কয়েক দিন কাটানোর পরে মাহমুদ গাওয়ান ফের পথে নামার জন্যে বস্ত হয়ে উঠলেন। বিদায় নেয়ার এ প্রস্তাব সুলতানের কাছে রাখতেই সুলতান প্রবল আপত্তির সাথে বললেন-আরে-আরে, বিদায় নেবেন কি। আপনাদের মতো উপকারী বন্ধুদের আমি কি বিদায় দিতে পারি কখনো? পেয়ে ধন আমি কি তা পায়ে ঠেলতে পারি?

মাহমুদ গাওয়ান সবিস্ময়ে বললেন-সেকি হুজুর! তার অর্থ?

তার অর্থ, আপনাদের আমি চিরদিন আমার কাছে রেখে দিতে চাই। বিপদে মুসিবতে আমার মাথার উপর দুর্ভেদ্য ঢাল হয়ে থাকবেন আপনারা, এইটেই আমার একান্ত কামনা।

হুজুর!

যাকে মৃত্যুর মুখ থেকে বাঁচিয়ে আনলেন আপনারা, তাকে আবার অসহায় করে ফেলে রেখে চলে যাবেন-এটা কি আসলেই কোন বিবেচনার কাজ হবে আপনাদের?

মাহমুদ গাওয়ান বিভ্রান্তকণ্ঠে বললেন, অসহায় করে! কথাটা ঠিক পরিষ্কার হলো না হুজুর। হুজুরের কি অভিপ্রায় তা খোলাসা করে না বললে....

সুলতান খেদের সাথে বললেন, খোলাসা করে আর বলবো কি ভাই সাহেব! আমার রাজ্যের লাগালাগি কয়েকটা শক্তিশালী হিন্দুরাজ্য বিদ্যমান। মুসলিম রাষ্ট্রের অস্তিত্ব তারা বরদাস্ত করতে পারে না। তাদের দুর্নিবার শক্রতার



www.nagorikpathagar.org

মোকাবিলা করেই মুসলিম রাষ্ট্র এই বাহমনীকে টিকে থাকতে হচ্ছে। আর এতে করে আমাকে হয়রাণ হতে হচ্ছে অবিরাম। এরা যে কতবড় বেঈমান তার প্রমাণ তো হাতে-নাতেই পেলেন আপনি। কোন সন্ধি আর শান্তি প্রচেষ্টাই সফল হচ্ছে না তাদের সাথে। বিপদ দেখলেই তারা পায়ে পড়ে, বিপদ কেটে গেলেই আবার লাফ দিয়ে মাথায় উঠে বসতে চায়।

হুজুর!

এ ছাড়া আমার কিছু আত্মীয় স্বজনের অযৌক্তিক আকাঙ্খাও মাঝে মাঝে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। ছুরি হাতে তারা আমার প্রাণনাশে ছুটে না এলেও, অধিক আকাঙ্ক্ষায় তারা মাঝে মাঝেই বিদ্রোহ করে বসে আর বোঝার উপর শাকের আটির মতো তারা আমাকে চরম অশান্তিতে রাখে।

জাঁহাপনা!

আমার বাহিনীতে এমন কোন বাহাদুর নেই, যার উপর ভরসা করতে পারি আমি। প্রতিটি হামলার মোকাবিলায় আর প্রতিটি বিদ্রোহ দমনে আমাকেই ছুটতে হয় সব সময়। একা আমি হাঁপিয়ে উঠেছি। আপনারা যদি মেহেরবানী করে আমার পাশে থাকেন, তাহলে আমি বড়ই উপকৃত হই। একদিকে সাহস আর শক্তিও আমার অনেকগুণে বৃদ্ধি পায়, অন্যদিকে ছোটখাটো হামলা বিদ্রোহের ব্যাপারেও আপনাদের উপর ভরসা করে এই শেষ বয়সে আমি হাঁফ ছাড়ার কিছুটা অবকাশ পাই।

সেকি! হুজুর কি তাহলে তাঁর বাহিনীতে রাখতে চান আমাদের?

যথার্থই। সেইটেই আমার ঐকান্তিক ইচ্ছা।

সচকিত হয়ে উঠে মাহমুদ গাওয়ান সরবে বললেন, না-না, এটা অসম্ভব হুজুর। যে সামরিক পেশা আমরা বিরক্তি ভরে ত্যাগ করে এসেছি, সেই সামরিক পেশায় আর ফিরে যেতে চাইনে। ওটার প্রতি আর আমাদের বিন্দুমাত্র মোহ নেই। আগ্রহ নেই তিল পরিমাণ।

তা না থাকলে হবে কেন ভাই সাহেব? 'যার যে কাজ তাকে সে কাজেই সাজে, অন্য কাজে বাজনা বাজে।' যেহাত তলোয়ার ধারণে এতটা মজবুত আর দক্ষ, সেহাত বণিক-বেপারীর মানদণ্ড ধরে হাটে বাজারে মাল বেচে বেড়াবে- এটা কি কোন কথার কথা? এটা যেমনই বেমানান, তেমনই ন্যাক্কারজনক।

হুজুর!

তলোয়ার ধারণ করা আর নিক্তি ধারণ করা এক কথা নয় ভাই সাহেব। দুদিনেই ঐ ফালতু কাজে হাঁফিয়ে উঠবেন আপনারা। চরম অস্বস্তিবোধ করবেন। এক কথায়, আপনাদের অরুচি ধরে যাবে।



www.nagorikpathagar.org

কিন্তু....

আরে বাবা, বীরকে তলোয়ার হাতেই মানায়। তলোয়ার ছেড়ে নিক্তিধারণ আপনাদের জিন্দেগীতে কোন সোয়াস্তি বয়ে আনবে না। ওটা আপনাদের নৈতিক মৃত্যু বই আর কিছুই হবে না। সিংহ শৃগাল হয়ে শৃগালের দলে থাকতে চাইলেও, বেশী দিন ঐ শেয়াল হয়ে সে থাকতে পারে না। নিজের স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার জন্যে অল্প দিনের মধ্যেই সে আবার ছটফট করতে শুরু করে। আপনারাও শেষ অবধি ঐ একই অবস্থায় পড়ে যাবেন।

জাঁহাপনা!

তার চেয়ে আমার সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়ে অভ্যস্ত আর নিশ্চিন্ত জীনব-যাপন করুন। জীলানের মতো একটা প্রশাসন আপনাদের যথাযথ মূল্যায়নে ব্যর্থ হয়েছে বলে যে, সব প্রশাসনই তাই হবে, এটা কোন কথা নয়। যোগ্য স্থানেই আপনাদের আমি সসম্মানে রাখবো।

মাহমুদ গাওয়ান ইতস্তত করে বললো, তা কথা হলো....

কথা কিছু নেই। অপনাকে আমি সাধারণ সৈনিক বা সেন্যাধ্যক্ষ করে রাখবো না। প্রথমেই আমি আপনাকে এক হাজারী মনসবদার পদে নিয়োজিত করবো। আমার বাহিনীর সর্বোচ্চ সম্মানের পদ হলো পাঁচহাজারী মনসবদার। সরাসরি আপনাকে সে পদে ভূষিত করা নিয়ম বহির্ভূত হবে বলেই এক্ষণে আমি তা করতে পারবো না। তবে অচিরেই সে সম্মান আপনাকে দান করা হবে।

হুজুর!

এক হাজারী, দোহাজারী ইত্যাদি বেশ কয়েকজন মনসবদার উপরে উঠার অপেক্ষায় আছে। তেমন যোগ্যতা না থাকায় তাদের কাউকেই আমি ঐ চরম সম্মানের পদ দান করতে পারিনি। আজ যদি আপনাকে প্রথম নিয়োগেই ঐ পদ দান করি, তাহলে তাদের মধ্যে অশান্তি আর অসন্তোষ সৃষ্টি হবে। বিদ্রোহ করতেও পারে তারা। তাই, আপনাকে অল্প কিছু দিন এক হাজারীতে রেখে পরে পাঁচহাজারীতে তুললে কারো কিছু বলার থাকবে না। তারা বুঝবে, আপনাদের যোগ্যতা বিচার করেই ঐ পদে তোলা হয়েছে। মানে, আপাতত আপনাকে....

আমাকে আর...

আপনার ভাতিজাকেও আমি সাধারণ সৈন্য করে রাখবো না। আপনার পরে পরেই তাকেও আমি পাঁচশত সৈন্যের অধিনায়ক বানাবো। যোগ্যতার পরিচয় দিতে পারলে, তাকেও একহাজারী এবং কালক্রমে পাঁচহাজারী মনসবদারে উন্নীত করা হবে। তাই আমার অনুরোধ, অন্য কোন জীবিকার ধান্দায় না থেকে আপনারা আমার প্রস্তাবে রাজী হয়ে যান।



www.nagorikpathagar.org

কিছুক্ষণ চিন্তা করার পর মাহমুদ গাওয়ান বললেন, কিন্তু তার আগে আমার যে দরবেশ মুহিব্বুল্লাহ শাহ সাহেবের পরামর্শ গ্রহণ করা প্রয়োজন হুজুর।

সুলতান খোশকণ্ঠে বললেন, বেশ তো, তাঁর কাছে আমিই আপনাকে নিয়ে যাবো এক সময়। নিশ্চয়ই তিনি আপনার এই নিশ্চিত আর পরিচিত জিন্দেগী ছাড়া ঐ অনিশ্চিত জিন্দেগী নিয়ে অন্ধকারে পা বাড়াবার পরামর্শ দেবেন না।

হুজুর!

আর যদি তিনি একান্তই তা দেন, ইচ্ছা করলে তখন আপনি স্বচ্ছন্দে আমার সেনাবাহিনী ত্যাগ করে চলে যাবেন, আমি মোটেই আপত্তি করবো না। এক্ষণে আপনি বলুন, আমার প্রস্তাবে আপনি রাজী কিনা!

আবার কিছুক্ষণ নীরব রইলেন মাহমুদ গাওয়ান সাহেব। পরে বললেন, কথা দেয়ার আগে আমাকে আর একটু ভেবে দেখার সুযোগ দিন জনাব। একদণ্ড পরেই আমি আমার চূড়ান্ত মতামত জানাবো। আমি আমার ভাতিজার সাথে এ নিয়ে নিরিবিলিতে একটু আলোচনা করে দেখি।

সুলতান খুশী হয়ে বললেন, বেশ বেশ! এটা অতি উত্তম কথা। কোন কিছুর ব্যাপারে মতামত দেয়ার আগে ভাল করে ভেবে চিন্তে দেয়াই উচিত। তাহলে পরে আর মনে কোন দ্বিধা দ্বন্দ্ব থাকে না।

জি হুজুর!

ভাতিজার সাথে এনিয়ে আলোচনায় বসলে, মাহমুদ মনসুর সরাসরি সুলতানের প্রস্তাবে রাজী হওয়ার পক্ষে মতামত ব্যক্ত করলো। বললো, আমি সুলতান বাহাদুরের প্রস্তাব গ্রহণ করতে খুবই আগ্রহী চাচাজান। সামরিক জীবনেই ফের আমাদের ফিরে যাওয়া উচিত।

মাহমুদ গাওয়ান বললেন, কেন, তা উচিত মনে করছো কেন?

মাহমুদ মনসুর বললো, বণিকের জীবন একেবারেই এক অনিশ্চিত জীবন। ও ব্যাপারে আমাদের মোটেই কোন অভিজ্ঞতা নেই। এ ছাড়া, এ যাবত ঘুরে ঘুরে এখনো তার কোন সুরাহা করতে পারলাম না। কি হবে আর ঐ ধান্দায় ঘুরে?

বলো কি! বণিকের পেশা গ্রহণ করতে তুমি আর তাহলে আগ্রহী নও!

না চাচাজান। এমন উজ্জ্বল আর আকর্ষণীয় সামরিক জীবন সামনে এসে পড়লো যখন, না চাইতেই এমন আশাতীত মর্যাদা আর পদ পদবী সামনে যখন উপস্থিত, তখন এটাকে উপেক্ষা করে চলে যাওয়া মোটেই আমি সমীচীন মনে করছিনে। যদি এমন হতো যে, সামরিক জীবনে ফিরে যাওয়ার জন্যে অন্যের দ্বারস্থ হয়ে চেয়ে-চিন্তে ভিখ মেঙ্গে যেতে হবে, তাহলে আমি সে জীবনে কিছুতেই



www.nagorikpathagar.org

ফিরে যেতে চাইতাম না। কিন্তু অযাচিতভাবে এমন গৌরবময় সামরিক জীবন আমাদের সামনে এসে যেখানে লুটোপুটি খাচ্ছে, সেখানে আর এটাকে আমি উপেক্ষা করার পক্ষপাতি নই।

চাচা ভাতিজা মিলে এনিয়ে কথা হলো আরো কিছুক্ষণ। ভাতিজার মতো চাচার দিলেও এই নয়া জিন্দেগীর হাতছানি অনেকটাই প্রভাব বিস্তার করেছিল। অবশেষে তাই দুজনই একমত হলেন এবং সুলতানের কাছে এসে তাঁদের সম্মতির কথা জানালেন। অত্যন্ত খুশী হয়ে সুলতান তখনই মাহমুদ গাওয়ানকে এক হাজারী মনসবদারের পদে নিয়োগ দান করলেন।

শাহজাদী মেহেরুন নেছার খোলা বারান্দায় বসে এই পর্যন্ত বলার পর মাওলানা শামসুল আরেফিন সাহেব থামলেন।

শাহজাদী মেহেরুন নেছাকে দুশমনের হামলা থেকে উদ্ধার করে আনার পরে শাহজাদীর আহত ও শ্রান্ত-ক্লান্ত মেহমান মাহমুদ মনসুর বাঁদী মতিয়া বিবির আনা হালকা পাতলা খাবার খেয়ে নিজ কক্ষে অঘোরে ঘুমিয়ে রইলো। মেহমানকে ঘুমানোর সুযোগ দিয়ে শাহজাদী নিজের কক্ষে ফিরে আসতে লাগলেন। মাহমুদ মনসুর পরিশ্রান্ত থাকায়, তার এবং তার চাচা মাহমুদ গাওয়ানের ইতিবৃত্ত শোনার সুযোগ শাহজাদী তখন আর পেলো না। পরে সেটা জানার আকাঙ্খা মনে নিয়ে শাহজাদী নিজের কক্ষে ফিরে এলেন। কিন্তু সে ইতবৃত্ত শোনার জন্যে শাহজাদীকে মোটেই অপেক্ষা করতে হলো না। নিজ কক্ষে ফিরে এসেই সে ইতিহাস পেয়ে গেলেন।

ঘরে ফিরে আসতেই শাহজাদী মেহেরুন নেছা সবিস্ময়ে দেখলেন, তার গৃহ শিক্ষক মাওলানা শামসুল আরেফিন সাহেব শাহজাদীর কক্ষের বারান্দার নীচে দণ্ডায়মান। তাঁকে দেখেই চমকে উঠলেন শাহজাদী। শশব্যস্তে সালাম দিয়ে বললেন, সেকি! খোদ হুজুর এখানে দাঁড়িয়ে?

সালামের জবাব দিয়ে শাহজাদীর শিক্ষক মাওলানা শামসুল আরেফিন সাহেব বললেন, আমি তোমার জন্যেই অপেক্ষা করছি আম্মা। তোমার সাথে আমার একটু জরুরী আলাপ আছে।

শাহজাদী ফের ব্যস্তকণ্ঠে বললেন, আসুন হুজুর, আসুন। আমার এই রাবান্দায় উঠে বসুন। বসে কথা শুনি আপনার।

মাওলানা শামসুল আরেফিন সাহেবকে নিয়ে এসে শাহজাদী তার খোলা বারান্দায় মুখোমুখি বসলেন। এরপর প্রশ্ন করলেন, কি কথা হুজুর?



www.nagorikpathagar.org

মাওলানা সাহেব বললেন, কথাটা সুলতান বাহাদুরের নয়া সিপাহসালার, মানে, নয়া মনসবদার মাহমুদ গাওয়ান সাহেবকে নিয়ে। তাঁর ভাতিজার খোঁজে আমার মকানে হঠাৎ এসে হাজির হয়েছিলেন তিনি।

বিদ্যুৎ বেগে মাথা তুলে শাহজাদী বললো, মাহমুদ গাওয়ান সাহেব? সেকি! তিনি কেন এসেছিলেন!

ঐ যে বললাম, তাঁর ভাতিজার খোঁজে। তাঁর ভাতিজা হারিয়ে যাওয়ায় ভীষণ উদ্ভ্রান্ত হয়ে উঠেছেন তিনি। লোক মুখে শুনেছেন, উঁচু-নীচু নানা পেশার লোক আমার কাছে সৎ পরামর্শ নেয়ার জন্যে আসে, সব ধরনের মানুষের সাথে আমার নিঃসংকোচ মেলামেশা। তাই তাঁর ধারণা, আমি চেষ্টা করলে হয়তো তার ভাতিজার সন্ধানটা পেয়ে যেতে পারি।

শাহজাদীর আনন্দ ও বিস্ময় সীমা ছাড়িয়ে গেল। গাওয়ান সাহেবের ভাতিজা তার গৃহেই আছে হেতু, শাহজাদী আবেগে কাঁপতে লাগলেন। সে কথাটা তখনই প্রকাশ না করে শাহজাদী তার হুজুরকে প্রশ্ন করলেন, তারপর? আর কি বললেন?

তাঁর ভাতিজার সন্ধান করে দেয়ার জন্যে বিশেষ অনুরোধ করলেন আমাকে।

তার মানে! আপনি তাহলে আমার মকানে এসেছেন সেই সন্ধান করার জন্যেই কি?

জি আম্মাজান, জি। গাওয়ান সাহেব তাঁর ভাতিজার চেহারা-চরিত্রের যে বিবরণ দিলেন তাতে আমার মনে হলো তোমার মকানে যে নওজোয়ানকে সেবার দেখেছিলাম, অর্থাৎ তোমার ফটকের বাইরে বসে যে নওজোয়ান আমার কাছে তোমাদের বংশের ইতিহাস শুনেছিল তার সাথে অনেকটাই মিলে গেছে। তাই আমি তোমার কাছে এসেছি ঐ নওজোয়ানটির পরিচয় জানতে। আনন্দে লাফিয়ে উঠে শাহজাদী বললো, সোবহান আল্লাহ! সোবাহান আল্লাহ! ঐ নওজোয়ানই আপনার সেই গাওয়ান সাহেবের ভাতিজা! নাম তাঁর মাহমুদ মনসুর।

উদ্বেলিতকণ্ঠে মাওলানা আরেফিন সাহেব বললেন, হ্যাঁ-হ্যাঁ, ঐ রকম কি একটা নামই তিনি বললেন। ঐ নওজোয়ানই তাহলে গাওয়ান সাহেবের ভাতিজা?

জি হুজুর উনিই। উনিই নিজের মুখে সে কথা বলেছেন।

আনন্দে আর একবার উদ্বেলিত হয়ে উঠে আরেফিন সাহেব বললেন, আলহামদুলিল্লাহ! তাহলে সে নওজোয়ান এখন কোথায় আম্মাজান! মানে, সে এখন কোথায় আছে, তা কি কিছু জানো?

আমার মকানেই আছে হুজুর। সে অন্য কোথাও যায়নি।

চমকের উপর চমক। আরেফিন সাহেব ফের আবেগভরে বললেন, মারহাবা! মারহাবা! তাহলে তাকে একটু ডেকে দাও তো আম্মাজান।



www.nagorikpathagar.org

শাহজাদী ইতস্তত করে বললো, না হুজুর, এই মুহূর্তেই তাকে ডেকে দেয়া যাবে না। তিনি এখন ঘুমাচ্ছেন। ঘুমটা না ভাঙলে....

ঘুমাচ্ছেন মানে! এই সাঁঝের বেলায়?

জি হুজুর! এক হাঙ্গামায় পড়ে উনি আহত আর ক্লান্ত হয়ে এসে ঘুমিয়ে গেছেন। গায়ে মৃদু জ্বরও উঠেছে। ঘুমটা ওঁর পুরো না হতেই ডাকলে....

হাঙ্গামা! কি সে হাঙ্গামা?

সে আর এক মস্তবড় কাহিনী হুজুর। সেটা আপনাকে পরে বলবো। এখন আপনি সুস্থ হয়ে বসুন। কিছু নাস্তাপানি মুখে দিন। এর মধ্যেই ঘুমটা ওঁর অনেকখানিই পুরো হয়ে যাবে।

সেকি! এত সময় ধরে অপেক্ষা করবো আমি?

এত সময় আর কত সময় হুজুর? সেবার এসে শুকনো মুখে চলে গেছেন, মেহমানদারী করার কোন সুযোগ আমাকে দেননি। এবার তো আর শুকনো মুখে ছেড়ে দেবো না আপনাকে। হাজার আপত্তি তুললেও না। কাজেই নাস্তাপানি মুখে দিতে দিতে আপনি ঐ গাওয়ান সাহেবদের কাহিনী যেটুকু জানেন, সেটুকু বলতে থাকুন, দেখতে দেখতে সময়টা কেটে যাবে। বলেই শাহজাদী তার বাঁদীকে তলব করে হুজুরকে নাস্তাপানি দেয়ার জোর নির্দেশ দিলেন। বাঁদী মতিয়া বিবি অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সে নির্দেশ পালন করলো এবং বেশ কিছু উন্নতমাণের নাস্তাপানি এনে হুজুরের সামনে দিলো। আপত্তি নিরর্থক বোধে, শাহজাদীর তাকিদে মাওলানা শামসুল আরেফিন সাহেব নাস্তাপানি মুখে দিতে লাগলেন। এবার শাহজাদী এসে হুজুরের আরো কাছে বসলেন এবং বললেন, বলুন হুজুর ওদের সম্বন্ধে যেটুকু জানেন, মেহেরবানী করে সেটুকু বলুন!

হুজুর বললেন, আগে তেমন কিছুই জানতাম না। এখন সব কিছুই জানি। আদি থেকে হাল নাগাদ ওঁদের তামাম কথাই জানতে পারলাম আজ।

সেকি! কিভাবে হুজুর? সব কথা বলেন।

ঐ গাওয়ান সাহেবই আজ সব কথা বললেন। খানিকটা আমার অনুরোধে আর অধিকটা আপন আবেগে, মানে মনের দুঃখ হাল্কা করার জন্যে, ঐ গাওয়ান সাহেবই সব কথা শুনালেন আমাকে।

অত্যন্ত উৎফুল্ল হয়ে উঠে শাহজাদী বললেন, মা'শাআল্লাহ! তাহলে দয়া করে সে কথাগুলো সবই বলুন হুজুর! ওঁদের সব কথা জানতে আমি খুবই আগ্রহী।

আম্মাজান!

বলতে পারেন, জানাটা আমার খুবই প্রয়োজন।



www.nagorikpathagar.org

ওঁদের কথা মানে তো অনেক কথা আম্মাজান। তবে অনেকক্ষণ যখন অপেক্ষা করতে হচ্ছে, তখন বলি। তাহলে ওঁদের কাহিনীটা শুরু থেকেই বলি, শুনো।

শাহজাদীর শিক্ষক মাওলানা শামসুল আরেফিন সাহেব কাহিনীটা বলতে শুরু করলেন। কাস্পিয়ান সাগর উপকূলের জীলাননগর ছেড়ে বণিক হওয়ার উদ্দেশ্যে তাদের দাক্ষিণাত্যে আসা, বিদরে আসার পথে সুলতানকে মহামুসিবত থেকে উদ্ধার করা, সুলতানের মেহমান হয়ে এসে চাচা-ভাতিজা দুজনের সুলতানের শাহী মহলে অবস্থান করা এবং অনেক সমঝিয়ে সুলতান কতৃক মাহমুদ গাওয়ানকে এক হাজারী মনসবদার পদে নিয়োগ করা– এ পর্যন্ত তামাম কথা সবিস্তারে বলে মাওলানা শামসুল আরেফিন সাহেব থামলে শাহজাদী সরবে বলে উঠলেন, জানি-জানি, এ পর্যন্ত মোটামুটি সব কথাই আমি জানি হুজুর। জানি মানে শুনেছি। এরপরে কি ঘটলো, সুলতানের সেনাবাহিনীতে আসার পরে তাঁরা কে কি করলেন, তা কিছুই জানিনে। শুনবো-শুনবো করে তাঁদের পরবর্তী কাহিনী আর কিছুই শোনার সুযোগ ঘটেনি।

আরেফিন সাহেব বললেন, তাঁদের পরবর্তী কাহিনীটা সংক্ষিপ্ত হলেও, গাওয়ান সাহেবের কাছে এই কাহিনীই, অর্থাৎ তাদের বর্তমান কাহিনীই, সবচেয়ে বড় কাহিনী আর এই কাহিনীই তাঁকে আজ এতটা উদ্ভ্রান্ত করে তুলেছে। আরেফিন সাহেব ফের বলতে শুরু করলেন

মাহমুদ গাওয়ান সাহেবকে এক হাজারী মনসবদারের পদে নিয়োজিত করার কয়েকদিন পরের ঘটনা। মাহমুদ গাওয়ান সাহেব আর তার ভাতিজাকে ডেকে নিয়ে সুলতান তাঁর বাহিনী সংক্রান্ত কিছু বিশেষ দিক নিয়ে আলোচনা করছিলেন। এমন সময় জনৈক প্রহরী এসে সুলতানকে বললো, হুজুর, নালগুণ্ডায় আবার বিদ্রোহ দেখা দিয়েছে। বিদ্রোহ করেছেন হুজুরেরই এক আত্মীয়।

সচকিত হয়ে উঠে সুলতান বললেন, সেকি! আমার আত্মীয়? কিছুদিন আগেই তো আমার ভাই মুহম্মদের বিদ্রোহ দমন করতে হলো আমাকে। আবার নালগুণ্ডায় আমার আর এক আত্মীয়ের বিদ্রোহ? কে, কে সে বিদ্রোহী আত্মীয়?

প্রহরী বললো, নালগুণ্ডায় বিদ্রোহ করেছে হুজুরের আত্মীয় জালাল খান। সাথে আছে তাঁর সমর্থকগণ আর তাঁর কয়েকজন অতি নিকট আত্মীয়।

কি তাজ্জব! এতটাই পাখা উঠেছে তার?

শুধুই পাখাই উঠেনি হুজুর। নালগুণ্ডাকে হুজুরের অধিকার থেকে মুক্ত করে স্বাধীন রাজ্য বানাতে চান আর জালাল খান সাহেব নিজে তার অধিপতি হতে চান।

সুলতান সক্রোধে বললেন, ওকে আমি হত্যা করবো! নির্ঘাৎ হত্যা করবো। এবার বলো, এখবর কোথায় পেলে তুমি?



www.nagorikpathagar.org

হুজুরের গোয়েন্দা বাহিনীর বার্তাবাহকের কাছে হুজুর। এই বার্তা নিয়ে এসে ঐ বার্তাবাহক হুজুরের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্যে অপেক্ষা করছেন বাইরে।

সুলতানের নির্দেশে প্রহরীটা গিয়ে বার্তাবাহককে তখনই সুলতানের কাছে পাঠালো। বার্তাবাহকের মুখে তামাম কথা শুনে মাহমুদ গাওয়ানকে লক্ষ্য করে সুলতান বললেন, এই আমার জিন্দেগী সালার সাহেব। একদিক সামলাতে গেলে আর একদিক মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। আমি আর পারিনে।

মাহমুদ গাওয়ান বিষণ্নকণ্ঠে বললেন, তাইতো দেখছি হুজুর।

সুলতান নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, যাই যুদ্ধযাত্রার জন্যে এখনই গিয়ে তৈরী হই। বিলম্বে অনেক মুসিবত হতে পারে।

সুলতানের মুখমণ্ডলে ক্লান্তি ফুটে উঠলো। তা দেখে মাহমুদ গাওয়ান বললেন, এজাযত দিলে এবার লড়াইয়ে আমি যেতাম হুজুর। হুজুর আর খামাখা কত কষ্ট করবেন কেন?

সুলতান বিস্মিতকণ্ঠে বললেন, আপনি? আপনি যাবেন এ লড়াইয়ে? আমার সাথে, না একাই?

আমি একাই জনাব। আমাকে যে এক হাজার সৈন্যের বাহিনী দেয়া হয়েছে, ঐ বাহিনী নিয়ে আমি একাই যাত্রা করতে চাই।

সুলতান বিহবলকণ্ঠে বললেন, বলেন কি! একা আপনি কুলিয়ে উঠতে পারবেন?

ইনশাআল্লাহ পারবো হুজুর। এটা তো কোন শক্তিশালী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা নয়, একটা বিদ্রোহ দমন মাত্র। এটুকু না পারলে আমার অতীত সামরিক জীবনের আর ইজ্জত থাকে কি?

সুলতান খুশী হয়ে বললেন, সাব্বাস্! তাহলে আপনার ভাতিজাকে সঙ্গে নিয়ে যান ভাই সাহেব। যুদ্ধের ব্যাপারে তার অভিজ্ঞতা বাড়ুক।

মাহমুদ গাওয়ান সাহেব মুচ্কি হেসে বললেন, সে অভিজ্ঞতা তার জিয়াদাই আছে হুজুর। আমি তাকে সংগে নেবো এখনকার পরিবেশ আর পরিস্থিতির সাথে তাকে পরিচিত হওয়ার মওকা দেয়ার জন্যে।

মারহাবা-মারহাবা!

আমার আরজটা কি তাহলে মঞ্জুর হলো হুজুর? আমার যুদ্ধে যাওয়র আরজ?

সুলতান মহানন্দে বললেন, মঞ্জুর! অবশ্যই মঞ্জুর!

বিদ্রোহ ঘোষণার পর থেকেই নালগুণ্ডায় জালাল খান তাঁর সেনা সৈন্য নিয়ে প্রস্তুত হয়ে ছিলেন। তিনি জানতেন, বিদ্রোহ ঘোষণার খবর কানে পড়ামাত্রই সুলতান বিদ্রোহ দমনের জন্যে একটা না একটা সৈন্যবাহিনী পাঠাবেনই। তবে



www.nagorikpathagar.org

সুলতান নিজে এই বিদ্রোহ দমনে আসবেন না। কারণ, সে অবকাশ এখন তাঁর নেই। একদিকে বিজয়নগরের রাজা ও অন্যদিকে কোঙ্কনের সামন্ত রাজাগণ এই মুহূর্তে সুলতানকে চরম ব্যতিব্যস্ত করে রেখেছেন। রাজ্যের প্রায় সমস্ত সৈন্যসামন্তই এখন ঐ সব রাজ রাজাদের হামলা সামলাতে ব্যস্ত। তাই জালাল খানের ধারণা রাজধানীর নিরাপত্তা বিধানে যে সামান্য সেনা সৈন্য রাজধানীতে আছে, তা থেকে যে বাহিনী এই নালগুণ্ডার বিদ্রোহ দমনে আসবে, সে বাহিনীকে তিনি অনায়াসেই কবজা করতে পারবেন এবং সুলতানের এই ব্যস্ত সময়ের মধ্যে তিনি নালগুণ্ডার স্বাধীন শাসক হিসাবে রীতিমত শক্ত হয়ে বসে যেতে পারবেন।

জালাল খানের হিসাব নিকাশ পরিষ্কার। এই বাহমনী রাজ্যটাও কোন স্বাধীন রাজ্য ছিল না। এটা ছিল দিল্লীর সুলতানের অধীন এলাকা এবং দিল্লী সুলতানের কিছু কর্মচারী দ্বারা শাসিত অঞ্চল। ঐ কর্মচারীরাই দিল্লীর সুলতানের ব্যস্ততার সুযোগ নিয়ে এই এলাকাটাকে দিল্লীর অধীনতা থেকে মুক্ত করে একটা স্বাধীন রাজ্যে পরিণত করেছে। তারা পেরেছে, তিনি পারবেন না কেন?

এই চিন্তাভাবনা মাথায় নিয়ে জালাল খান বেশ আত্মবিশ্বাসের সাথেই তাঁর সেনা বাহিনী নিয়ে তৈরী হয়ে ছিলেন। ফলে, মাহমুদ গাওয়ান সাহেব তাঁর বাহিনী নিয়ে নালগুণ্ডায় পৌঁছামাত্রই মার মার কাট কাট রবে গাওয়ান সাহেবের বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন জালাল খান। এক দাবড়েই তিনি কাত করবেন সুলতানের এই বাহিনীটাকে– এই ছিল তাঁর আশা।

কিন্তু সে আশা তাঁর মুহূর্তেই নিদারুণ হতাশায় পরিণত হলো। মাহমুদ গাওয়ান আর তাঁর ভাতিজার পরিচালনায় সুলতানের বাহিনী এমন পরিকল্পিত পাল্টা হামলা চালালো যে, চোখের পলকেই জালাল খানের বাহিনীর অপরিকল্পিত আর অগোছালো আক্রমণ সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে গেল এবং হাতী পাঁড়ানো উলু ক্ষেতের মতো জালাল খানের বাহিনীটা একেবারেই বিধ্বস্ত হয়ে গেলো। সুলতানের বাহিনীকে প্রতিরোধ করা তো দূরের কথা, প্রাণ নিয়ে টানাটানি শুরু হলো জালাল খানের সেনা সৈন্যদের। ছত্রভঙ্গ হয়ে তারা পলায়নের উদ্যোগ করলে, গাওয়ান সাহেবের নেতৃত্বে সুলতানের সৈন্যেরা ঘিরে ধরে তাদের অধিকাংশকেই কয়েদ করে ফেললো। কয়েদ এড়ানোর জন্যে বাকী সৈন্যেরা কেবলই এলোপাতাড়ি ছুটোছুটি করতে লাগলো।

এহেন পরিস্থিতিতেও জালাল খান অল্প কিছু সৈন্য নিয়ে গাওয়ান সাহেবদের সামনে এসে মরিয়া হয়ে লড়তে লাগলো। তা দেখে মাহমুদ গাওয়ান জালাল খানকে আহবান করে বললেন, আত্মসমর্পণ করুন, এই আত্মঘাতী লড়াই লড়ে



www.nagorikpathagar.org

প্রাণ দেয়ার বদলে আপনি আত্মসমর্পণ করুন। আপনার আর কোন আশা নেই, এটা বুঝেও কেন এভাবে আত্মঘাতী হচ্ছেন?

জবাবে জালাল খান বললেন, যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ। আত্মসমর্পণ করলেও যেখানে মৃত্যু অবধারিত, সেখানে শেয়ালের মতো না মরে, লড়াই করে বীরের মতো মরবো।

গাওয়ান সাহেব প্রশ্ন করলেন, কেন কেন, আত্মসমর্পণ করলে মৃত্যু অবধারিত কেন?

জালাল খান বললেন, বিদ্রোহ করে কয়েদ হলে তারা কেউ কোন দিন বাঁচে না। কোন সুলতান বা সম্রাট কখনো তাদের জীবিত রাখেন না। বাহমনী সুলতানও তা রাখবেন না।

কেন রাখবেন না? আপনি তাঁর আত্মীয়।

না, বিদ্রোহ করার পর সে পরিচয় মুছে গেছে। এখন আমি তার শুধুই দুশমন। দুশমনকে কখনোই তিনি জীবন্ত রাখবেন না।

যাতে করে তা রাখেন সে ব্যবস্থা আমি করবো। সুলতানের আত্মীয় হিসাবেই সঙ্গী সাথী নিয়ে আপনি আবার আগের মতোই যাতে করে নিরাপদে আর নিশ্চিন্তে জীবন-যাপন করতে পারেন, সে ব্যবস্থা আমি করবো।

জালাল খান এবার অস্ত্র চালনা বন্ধ করে আগ্রহ ভরে বললেন, তা করবেন? ঈমানের সাথে বলুন, সে ব্যবস্থা করবেন আপনি? আমাদের জীবন আর নিরাপত্তা বিধানের সুপারিশ সুলতানের কাছে ঠিক ঠিক করবেন আপনি? বেঈমানী করবেন না তো?

তওবা! তওবা! বেঈমানী কখনো আমি করিনে। আপনি সুলতানের আত্মীয় বলেই আপনাদের প্রাণ বাঁচানোর এই আগ্রহ হয়েছে আমার। অপর কেউ হলে, এসব কোন কথায় না গিয়ে এতক্ষণ সবাইকে আপনাদের লাশ বানিয়ে দিতাম।

আলহামদুলিল্লাহ। তাহলে মেহেরবানী করে আমার ছাউনিতে আসুন। আত্মসমর্পণের শর্তাবলী আপনি নিজের হাতে সই করে দিলে, তবেই আমি নিশ্চিন্তে অত্মসমর্পণ করতে পারবো।

গাওয়ান সাহেব কিঞ্চিৎ বিস্মিতকণ্ঠে বললেন, আপনার ছাউনিতে! এর পেছনে আপনার কোন চাতুরী নেই তো?

জালাল খান কাতরকণ্ঠে বললেন, আল্লাহর কসম! এমন বেঈমানী আমি কখনোই করবো না। আপনি আপনার বিশ্বস্ত লোক দিয়ে আমার ছাউনির ভেতরটা পরীক্ষা করে নিন, আর ছাউনির বাহিরটা আপনার বাহিনীর দ্বারা ঘিরে রাখুন। তাহলে আর আপনার সন্দেহের কিছু থাকবে না।

গাওয়ান সাহেব বললেন, ঠিক আছে, তাহলে তাই সই।



www.nagorikpathagar.org

মাহমুদ গাওয়ান সাহেব তাই করলেন। লড়াই বন্ধ করে তিনি জালাল খানের ছাউনির ভেতরটা পরীক্ষা করে নিলেন এবং বাহির দিকে তাঁর সমুদয় সেনা সৈন্য দাঁড় করিয়ে দিয়ে জালাল খানের সাথে ছাউনির মধ্যে বসলেন। দীর্ঘক্ষণ যাবত আলোচনা ও লেখালেখির কাজ শেষ করে ছাউনি থেকে বেরিয়ে এলেন গাওয়ান সাহেব। ছাউনির পর্দা সরিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসতেই, ছাউনির দরজার কিঞ্চিৎ দূরে দণ্ডায়মান জালাল খানের দলের তিন তিনজন সশস্ত্র সেপাই তলোয়ার হাতে ছুটে এলো গাওয়ান সাহেবের নিরাপত্তা বিধানে।

কিন্তু তৎক্ষণাৎ ঘটে গেল এক অভাবনীয় কাণ্ড। ঠিক সেই মুহূর্তে উন্মুক্ত তলোয়ার হাতে উল্কার বেগে ছুটে এসে গাওয়ান সাহেবের ভাতিজা ফটকেই ঐ তিনজন সেপাইয়ের মাথা ধড় থেকে মাটিতে নামিয়ে দিলো। এদৃশ্য দেখে অদূরে দণ্ডায়মান জালাল খানের আরো কিছু সৈন্য ঐ ছাউনির দিকে ছুটে আসতেই গাওয়ান সাহেবের ঐ ভাতিজা ফের তলোয়ার হাতে ঐ একই বেগে ছুটে গেল তাদের হত্যা করতে।

এ ঘটনায় সকলেই হতবুদ্ধি হয়ে গেল। দিশেহারা মাহমুদ গাওয়ান সাহেব আশে পাশের সৈন্যদের উদ্দেশ্য করে বললেন, কয়েদ করো, কয়েদ করো ঐ নওজোয়ানকে, সে দিউয়ানা হয়ে গেছে। তার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছে। ওকে কয়েদ করো জলদি।

সংগে সংগে গাওয়ান সাহেবের অনেক সৈন্য এবং জালাল খানের কিছু সৈন্য একসাথে মিলে 'কয়েদ করো, কয়েদ করো, ঐ নওজোয়ানকে কয়েদ করো'- আওয়াজ দিতে দিতে গাওয়ান সাহেবের ভাতিজা, মানে মাহমুদ মনসুরকে লক্ষ্য করে ছুটতে লাগলো। মাহমুদ মনসুর তখন অনেকখানি দুরে চলে গিয়েছিল। পেছন ফিরে চেয়ে 'কয়েদ করো! কয়েদ করো!' রবে অনেক সেপাই-সৈন্যদের ছুটে আসতে দেখেই সে অন্যদিকে প্রাণপণে দৌড় দিলো কয়েদ এড়ানোর জন্যে।

তাকে ধরার জন্যে ছুটতে লাগলো সেপাই-সৈন্যরাও। এক পর্যায়ে এসে মাহমুদ মনসুর অদৃশ্য হয়ে গেল। ফলে ঐ সেপাই-সৈন্যের দলটিও ছোট ছোট বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে ছুটতে লাগলো মাহমুদ মনসুরের সন্ধানে।

দিনান্তে হতাশ হয়ে একে একে ফিরে এলো ঐ দলগুলো। তারা এসে জানালো, ঐ নওজোয়ান যে কোথায় হারিয়ে গেল, কেউ আর দেখা পায়নি তার। সবশেষে পাঁচ ছয়জন সেপাইয়ের একটা দল ফিরে এসে গাওয়ান সাহেবকে বললো, তার দেখা আমরা পেয়েছিলাম হুজুর। তাকে ধাওয়া করে আমরা রাজধানী তক্ গিয়েছিলাম। কিন্তু শাহী মহলের কাছাকাছি এসে কোথায় যে হারিয়ে গেল আবার, আর তার দেখা আমরা পেলাম না।



www.nagorikpathagar.org

এই পর্যন্ত বলে শাহজাদীর শিক্ষক মাওলানা শামসুল আরেফিন সাহেব থামলেন। শাহজাদী মেহেরুন নেছা গভীর মনোনিবেশে এ কাহিনী শুনছিলেন। মাওলানা সাহেব থামতেই শাহজাদী ফের প্রশ্ন করলেন, তারপর। সেপাইদের শেষ দলটির কাছে ঐ খবর শুনে গাওয়ান সাহেব কি বললেন?

মাওলানা সাহেব বললেন, ভাতিজার আর কোন সন্ধান পাওয়া গেল না শুনে জনাব মাহমুদ গাওয়ান কিছুই বললেন না। তিনি একেবারেই মুষড়ে পড়লেন আর সেই থেকে উদ্ভ্রান্ত হয়ে গেলেন।

শাহজাদী ফের প্রশ্ন করলেন, উদ্ভ্রান্ত হয়ে গেলেন?

মাওলানা সাহেব বললেন, একেবারেই অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন। ঐ উদ্ভ্রান্ত আর অন্যমনস্ক অবস্থাতেই তিনি তাঁর যাবতীয় করণীয় করে চললেন। তবে করে চলেছেন বটে, কিন্তু সেই থেকে আজ পর্যন্ত সুস্থির হতে তিনি পারেননি।

বলেন কি! এতটাই বেহাল অবস্থা হয়েছে তাঁর?

হবে না? তাঁর ভাতিজাকে তিনি প্রাণের অধিক ভালবাসতেন। সেই ভাতিজা হারিয়ে গেল, তাও আবার বিকৃত মস্তিষ্ক হয়ে। কোথায় বলতে কোথায় গিয়ে পড়ে মরলো-তার ঠিক কি? মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছে যার তার আর কি হুঁশ-জ্ঞান থাকে কিছু?

মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছে এটা কিভাবে বুঝলেন তিনি?

কিভাবে আবার! মস্তিষ্ক বিকৃতি না ঘটলে জালাল খানের ছাউনির দুয়ারের সামনে নিরাপত্তা বিধানকারী তিন তিনজন গোবেচারা সেপাইকে বিনা অপরাধে কি ঐভাবে হত্যা করতে পারতো সে? তা দেখেই তো গাওয়ান সাহেবের বদ্ধ ধারণা হয়েছে যে, তাঁর ভাতিজার নির্ঘাৎ মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছে।

ঠিক এই সময় শাহজাদীর বারান্দার নীচে থেকে আকস্মাৎ আওয়াজ এলো-'না, মস্তিষ্ক বিকৃতি ভাতিজার ঘটেনি, ঘটেছিল ঐ চাচাটারই।'

আওয়াজ দিলো মাহমুদ মনসুর। শাহজাদীর বাঁদী মতিয়া বিবি মাওলানা সাহেবকে নাস্তাপানি দেয়ার কিছু পরে মাহমুদ মনসুরের ঘরে এসে দেখে, ঘুম থেকে উঠে বসেছে মাহমুদ মনসুর। তা দেখে মতিয়া বিবি উৎসাহভরে বললো, জনাব, শাহজাদীর হুজুর মাওলানা এসে শাহজাদীর বারান্দায় বসে আছেন। সেখানে তিনি শাহজাদীকে আপনাদের কথাই শুনাচ্ছেন। মানে, তিনি ঘন ঘন নাম নিচ্ছেন আপনার আর আপনার চাচা না কি যেন হয় সেই গাওয়ান সাহেবের।

শুনেই চমকে উঠলো মাহমুদ মনসুর। তখনই সে এসে শাহজাদীর বারান্দার নীচে আড়ালে দাঁড়ালো এবং নীরবে অনেক কথাই শুনলো। কিন্তু তার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছে– একথা বার বার বলাতে মাহমুদ মনসুর আর নিজেকে সংযত



www.nagorikpathagar.org

রাখতে পারলো না। সে এবার তাঁদের সামনে এসে সশব্দে বললো, না মস্তিষ্ক বিকৃতি ভাতিজার ঘটেনি, ঘটেছিল ঐ চাচাটারই।

চমকে উঠে শাহজাদী আর আরেফিন সাহেব এক সাথে বারান্দার নীচে তাকালেন। মাহমুদ মনসুরের কথা শুনে আরেফিন সাহেব সংগে সংগে প্রশ্ন করলেন, কিরকম? চাচাটারই মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছিল কেমন?

মাহমুদ মনসুর বললো, তাঁরই মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছিল বলে তিনি বুঝতে পারলেন না যে, নিশ্চিত মৃত্যুর মুখ থেকে বাঁচালাম আমি তাঁকে।

সেকি! আপনি তাঁকে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখ থেকে বাঁচালেন?

একশোবার। যে তিনজন সেপাইকে আপনি চাচাজানের নিরাপত্তা সৈনিক বলছেন, তারা ছিল তাঁর ঘাতক।

ফের চমকে উঠলেন শাহজাদী ও আরেফিন সাহেব দুজনই। আরেফিন সাহেব রুদ্ধকণ্ঠে বললেন, ঘাতক! আপনি সেটা কি করে জানলেন?

মাহমুদ মনসুর বললো, আমাদের গোয়েন্দাদের কাছে জানলাম। চাচাজান জালাল খানের ছাউনিতে ঢোকার পরপরই আমাদের গোয়েন্দা বাহিনীর প্রধান ছুটতে ছুটতে এসে বললেন, 'হুজুর, শিগ্গির ছুটে যান ঐ ছাউনির প্রবেশ দ্বারের সামনে। আপনার চাচাজানকে বাঁচান।' শুনেই আমি তাজ্জব হয়ে বললাম, সেকি! এ আপনি কি বলছেন? বাঁচান মানে?' গোয়েন্দা প্রধান বললেন, ষড়যন্ত্র হুজুর গভীর ষড়যন্ত্র। ঐ ছাউনি থেকে বেরোনোর সাথে সাথেই আপনার চাচাজানকে হত্যা করা হবে। নিরাপত্তারক্ষীর ভেক ধরে তিন তিনজন সশস্ত্র ঘাতক ছাউনির দুয়ারে অদূরেই দণ্ডায়মান আছে। বললাম, বলেন কি! জালাল খান তাহলে এতবড় বেঈমান? গোয়েন্দা প্রধান বললেন, না হুজুর এখানে জালাল খান সাহেবের কোন হাত নেই। তিনি নির্দোষ আর আসলেই তিনি ঈমানদার মানুষ। এ ষড়যন্ত্র পাকিয়েছে জালাল খানের কিছু সমর্থক আর তাঁর কয়েকজন অতি লোভী আর অতি নিকট আত্মীয়। তাদের ধারণা, আপনার চাচাকে হত্যা করতে পারলেই সুলতানের সৈন্যরা ভয়ে পালিয়ে যাবে আর নালগুণ্ডা স্বাধীন হয়ে যাবে। তারা স্বাধীন নালগুণ্ডার মালিক হতে চায় এ সন্ধির তারা আদৌ পক্ষপাতী নয়। বললাম, 'বলেন কি?' গোয়েন্দা প্রধান বললেন, 'কথা বলে আর সময় নষ্ট করবেন না হুজুর। শিগ্গির ছুটে গিয়ে আপনার চাচাকে বাঁচানোর চেষ্টা করুন।'

মাহমুদ মনসুর দম নিতেই মাওলানা আরেফিন সাহেব বললেন, তারপর? আপনি তখন কি করলেন?

মাহমুদ মনসুর বললো, হুঁশে এসেই আমি ছুটে গেলাম ছাউনির দুয়ারের কাছে। এসে দেখি, ঘটনা সত্য। তিন তিনজন সশস্ত্র লোক তলোয়ার হাতে দাঁড়িয়ে আছে



www.nagorikpathagar.org

দুয়ারের কিঞ্চিৎ দূরে। বুঝলাম, জালাল খান সাহেবকে এটা বুঝতে না দেয়ার জন্যেই তারা দুয়ারের একদম কোল ঘেঁষে দাঁড়ায়নি। আমি এসে সেখানে হাজির হতেই ছাউনি থেকে বেরিয়ে আসলেন চাচাজান। ঐ তিনজন সশস্ত্র লোক তলোয়ার বাগিয়ে ছুটে গেল আমার চাচাজানের কাছে। তাদের তিনি তাঁর নিরাপত্তা সৈনিক ভাবলেন। আর এক লহমা দেরী হলে তাদেরই তলোয়ার এসে পড়তো আমার চাচাজানের গর্দানে।

আরেফিন সাহেব ফের বললেন, তারপর?

মাহমুদ মনসুর বললো, আর তাকিয়ে দেখার অবকাশ নেই বুঝে আমি বিদ্যুৎ বেগে ছুটে গেলাম তলোয়ার হাতে। তারা কিছু বুঝে উঠার আগেই কাঁধ থেকে নামিয়ে দিলাম তাদের মাথাগুলো।

সাব্বাস!

এখানেই শেষ নয়। এদের হত্যা করে পেছন ফিরে তাকাতেই দেখি, আরো দশ-বারোজন সশস্ত্র সৈনিক তলোয়ার বাগিয়ে ছুটে আসছে ছাউনির দিকে।

এ্যাঁ! সেকি?

উদ্দেশ্য এদের সৎ নয় বুঝে তখনই আমি ফের তলোয়ার হাতে তাদের বাধা দিতে ছুটলাম। এর লহমা কয়েক পরেই দেখি, প্রচুর সেনা সৈন্য আমাকে লক্ষ্য করে 'কয়েদ করো! কয়েদ করো' আওয়াজ দিচ্ছে আর ছুটে আসছে আমার পেছনে। এরা কারা, ঐ মুহূর্তে তা ঠাহর করতে পারলাম না। আমার চাচাজান তখনও ঐ ছাউনির দুয়ারে দাঁড়িয়ে ছিলেন। কিন্তু তিনি কিছুই করলেন না। কারা আমাকে কয়েদ করতে চায়, দোস্ত না দুশমন– এটা সঠিক বুঝতে না পেরে, এদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরতেও পারলাম না। অগত্যা তাই, কয়েদ এড়ানোর জন্যে প্রাণপণে ছুটে পালিয়ে যেতে লাগলাম।

আরেফিন সাহেব আবেগ আপ্লুতকণ্ঠে বললেন, সেকি! তারপর?

মাহমুদ মনসুর বললো, তার আর পর নেই। আহত আর শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে ধাওয়াকারী কয়েকজন সৈন্যের চোখে ধুলো দিয়ে আমি পড়ি-মরি করে ঢুকে পড়লাম এই শাহজাদীর মকানে। এখানে ঢুকেই আত্মরক্ষার ঠাঁই প্রার্থনা করলাম। কখন যে কি লেগে আমি আহত হলাম, তা খেয়াল নেই। এরপরের ঘটনা সবই এই শাহজাদীর জানা।

মাওলানা আরেফিন সাহেব একই রকম আবেগের সাথে বলতে লাগলেন, কি তাজ্জব! আপনার কোন মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেনি? সোবহান আল্লাহ! সোবহান আল্লাহ! এটা আপনার চাচাজান জানলে যে কত খুশী হবেন তা আর বলে শেষ করা যাবে না। চলুন বাপজান, আমার সাথে চলুন। আপনাকে হারিয়ে আপনার



www.nagorikpathagar.org

চাচাজান বড়ই পেরেশানীতে আছেন। এখনই চলুন আর তাঁর পেরেশানী দূর করুন।

মাহমুদ মনসুর থমকে গিয়ে বললো, এখনই? না হুজুর, আমি এখনও শারীরিকভাবে পুরোপুরি সুস্থ নই বরং বেজায় বেহাল আছি। আপনি এখন মেহেরবানী করে ফিরে যান। আমি দুই একদিন পরেই আপনার মকানে গিয়ে হাজির হবো আর তখন আপনি আমাকে আমার চাচার কাছে পৌঁছে দেবেন।

আরেফিন সাহেব চিন্তিতকণ্ঠে বললেন, দুই একদিন পরে?

জি হুজুর। মেহেরবানী করে এই দুই একদিন আপনি আমার খবর আমার চাচাকে জানাবেন না। আপনার কাছে যাওয়ার পরেই আপনি সে খবর তাঁকে জানাবেন।

কিন্তু!

কিন্তু নয় হুজুর। আমার এ অনুরোধটুকু রাখতেই হবে আপনাকে।

এতক্ষণে মুখ খুললো শাহজাদী। বললো, এটা আমারও অনুরোধ হুজুর। এভাবে আর এখনই যাওয়া তাঁর চলবে না। তাঁর সাথে আমার কিছু কথাও আছে জরুরী। দুইদিন পরে আমিই তাঁকে পাঠিয়ে দেবো আপনার কাছে।

আরেফিন সাহেব বললেন, কিন্তু ও যদি আবার হারিয়ে যায়?

মাহমুদ মনসুর বললো, এমন বেঈমানী আমার দ্বারা হবে না হুজুর। কথা যখন দিলাম, তখন দুইদিন পরেই ঠিক ঠিক আপনার মকানে গিয়ে হাজির হবো আমি।

অগত্যা হাল ছাড়লেন আরেফিন সাহেব। বললেন, আচ্ছা বাপজান, তাহলে তাই এসো। এখন যাওয়ার ব্যাপারে তোমাদের দুজনেরই যখন এত আপত্তি, দুইদিন পরেই তাহলে এসো আমার মকানে।

আর দু'চারটে কথার পরেই মাওলানা শামসুল আরেফিন সাহেব উঠে দাঁড়ালেন এবং ধীরে ধীরে নিজের বাড়ির পথ ধরলেন।

## ৪

মাওলানা শামসুল আরেফিন সাহেব বিদায় নেয়ার পরই মাহমুদ মনসুরের পরিচয়ে বিহ্বল শাহজাদী মাহমুদ মনসুরের কাছে ছুটে এলেন আবেগ প্রকাশ করতে। কিন্তু মাহমুদ মনসুর তখন ক্লান্তিতে টলছে। ঝোঁকের মাথায় শয্যা থেকে উঠে এসেছে সে। এক্ষণে আবার সে নেতিয়ে পড়ছে দেখে শাহজাদী আর তাকে বিরক্ত করলেন না। বরং সে তখনই তলব দিলো কলিমুদ্দীনকে এবং কলিমুদ্দীনের



www.nagorikpathagar.org

সাহায্যে মাহমুদ মনসুরকে ধরে নিয়ে গিয়ে আবার তাকে শুইয়ে দিলো তার শয্যায়।

পরের দিন সকালে মতিয়া বিবির কাছে খবর নিয়ে শাহজাদী জানলো, মাহমুদ মনসুর এখন সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠে বসেছে এবং তাকে নাস্তা দেয়া হয়েছে। এতে করে শাহজাদী খোশ দিলে মাহমুদ মনসুরের কক্ষে এলেন আলাপ জমানোর জন্যে।

একটা কথা শুরু করতেই বাইরে শুরু হলো বজ্রপাত। বিনামেঘে একেরপর এক বজ্রপাত! তারা উকি দিয়ে দেখলো কক্ষের বাইরে অদূরে বজ্রপাত ঘটাচ্ছে এক আগন্তুক আর সেই বজ্রের আঘাত হজম করছে শাহজাদীর মালী হতভাগ্য কলিমুদ্দীন।

মাহমুদ মনসুরের শারীরিক অবস্থা জানতে কলিমুদ্দীনও মাহমুদ মনসুরের কামরার দিকে আসছিল। কক্ষের কাছাকাছি পৌঁছতেই অকস্মাৎ শুরু হলো বজ্রের অধিক গর্জন। শীর্ণ চেহারার আর এলোমেলো পোষাকের এক নাছোড়বান্দা আগন্তুক লাফিয়ে এসে সামনে পড়লো কলিমুদ্দীনের এবং বজ্রনিনাদে বলতে লাগলো, রোখ্ যাও! রোখ্ যাও কমবখত্! তুম্‌কো হামি ছোড়ে গা নেহি, কভ্‌ভি নেহি ছোড়েগা।

হকচকিয়ে গিয়ে কলিমুদ্দীন বললো, নেহি ছোড়েগা! সেকি!

আগন্তুক বললো, তুমকো হামি পাকোড় লেঙ্গে জরুর। মকানকা তামাম আদমী হাওয়া হো গৈল। তুমভি হাওয়া হৈ যায়েগা? কভ্‌ভি নেহি। উও মওকা কভ্‌ভি নেহি মিলেগা।

কলিমুদ্দীন তাজ্জব হয়ে বললো, আরে, এ ব্যাটা বলে কি! হাওয়া হয়ে গেল কেমন করে? কে হাওয়া হয়ে গেল?

আগন্তুক বললো, এহি মকানকো হর আদমী। তামাম লোগ্ তামাম লোগ্!

তার মানে এই বাড়ির তামাম লোক হাওয়া হয়ে গেছে?

বিলকুল-বিলকুল! হাম লোগ্ এক এক করকে তামাম ঠাঁই ঢুঁড়িল। লেকেন তামাম সাফ! ছালে একঠো তেলাপোকাভি না দেখিল আভিতক্।

সেকি! কারো দেখা পাওনি?

কিবলা হুজুর কিরিয়া। মকানকা তামাম আদমী হাওয়া।

বটে! তুমি কে? কে তুমি?

আজরাইল। সাচ্‌মুচ্ আজরাইল। দেখ্‌তা নেহি? তুমহারা সমঝ্‌মে আতা নেহি?

আরে জ্বালা! আজরাইল তো এখানে এসে হাঁউকাঁউ জুড়ে দিয়েছো কেন?

জান কবজ কর্‌নে কে লিয়ে! তুমহারা জান্ হামি কবজ করি লইবেক বটে।



www.nagorikpathagar.org

কলিমুদ্দীন উপহাস করে বললো, আমার জান কবজ করবে? তুমি? তোমার মতো মরদ?

আলবত? বিশ্‌ওয়াস্ না আতি? পছন্দ্ না হৈল্?

জাররা মাত্র না।

কলিমুদ্দীন বুড়ো আঙ্গুল নাড়তে লাগলো। আগন্তুক বুকে চাপড় মেরে বললো, পালোয়ান-পালোয়ান! দেখ্‌তা নেহি, কেয়া পালোয়ান মাফিক আদমী তুমহারা নজদিক হাজির?

কি বললে? পালোয়ান? তুমি তো একটা তালপাতার সেপাই? পালোয়ান হলে কিভাবে? তোমার নামটা বুঝি পালোয়ান?

বুকটান করে আগন্তুকটি বললো, হুঁ-হুঁ। উওভি হামার একঠো নাম আছে বটে। এক রোজ কুছু আদমী হাম্‌কো পালোয়ান ছাহাব কাহা, সমঝা? লেকেন হামার আস্‌লী নাম পালোয়ান না আছেরে বা! হামার আস্‌লী নাম মুর্দা খাঁ বটে।

কি বললে? মুর্দা খাঁ?

নাম হামারা মর্দে মুমিন খাঁ কাহাতা হ্যায়। ওহি মুর্দা খাঁ নাম তামাম আদমী কো বহুত পছন্দ্ হো গৈল। তব্ হাম কিয়া করেগা? সিধা হামারা নাম মুর্দা খাঁ হো গৈল।

মুর্দা খাঁ হয়ে গেল? আর তুমি তাই মেনে নিলে?

না লইবেক কেনোরে বা? তামাম আদমীকো পছন্দ হো গৈল্, হামার না পছন্দ্ হোগা কিউ, বাতাও?

মুর্দা খাঁর কথায় আর আচরণে বেরসিক কলিমুদ্দীনও রসিক হয়ে উঠলো। বললো, না-না, ঠিক আছে। তোমার পছন্দটা ঠিক আছে। আসলে মুর্দা খাঁ নামটাই তোমাকে মানায় ভাল। তা বাবা মুর্দা খাঁ, এই জিন্দা কলিমুদ্দীনের কাছে কে তোমাকে পাঠালো?

মুর্দা খাঁ সররে বললো, তোরবাল! তোরবাল ছালে হাম্‌কো হিয়াঁপর ভেজিয়া দিলো বটে।

ফের কলিমুদ্দীন অবাক হলো। বললো, তোরবাল সে আবার কি?

সমঝ্‌মে নেহি আতি? তোরবাল-তোরবাল।

তোরবাল!

হুঁ-হুঁ, তোরবাল।

আরে! আমার বাল মানে? আচার চুল? আমার চুল তোমাকে আমার কাছে পাঠিয়েছে? এ পাগল বলে কিরে!

আরে নেহি নেহি। তোরবাল খাঁ! ঐ তোরবাল খাঁ। উও আদমী হামাকে তুহার কাছে পাঠাই দিলেক বটে।



www.nagorikpathagar.org

কলিমুদ্দীন বিড়বিড় করে বলতে লাগলো, তোরবাল খাঁ! তোরবাল মানে...

কলিমুদ্দীনকে বিড়বিড় করতে দেখে মুর্দা খাঁ বললো, আরে বাবা! তোরবাল সমঝে নেহি আতা। তোরবাল, লড়াই করনে কা হাতিয়ার।

তলোয়ার ঘুরানোর ভঙ্গিতে মুর্দা খাঁ হাত ঘোরাতে লাগলো। বুঝতে পেরে কালীমুদ্দীন সশব্দে হেসে উঠে বললো, ও তলোয়ার মানে তরবারি?

ওহি-ওহি। ওহি তোরবাল খাঁ হামকো ভেজিয়া দিলো।

আচ্ছা। তা ঐ তোরবাল খাঁটা তোমার কে?

বোনাই, আমার বোনাই। উ ছালে হামার বোনাই আছে বটে।

সাব্বাস। তা কোথায় থাকে তোমার বোনাই।

উও শাহীমকান রানুবালা।

রানুবালা! আরে মুস্কিল! রানুবালাটা আবার কে?

কুয়ী নেহি। উও বোনাই শাহী মকান মে রানুবালা। শাহী মহল মে রাহাতা হ্যায়।

রাহাতে হ্যায়। মানে, রাহানেওয়ালা?

ওহি ওহি। ওহি বাত ঠিক। উও বোনাই আওর হামি– এই দুনো আদমী উও শাহী মহল কো রাহানুবালা। হুঁয়া পর রাহানেওয়ালা। খোদ শাহী মকান মে। সমঝা?

হ্যাঁ বাবা, বুঝেছি। তোমরা দুজনই তাহলে শাহী মকানে থাকো? একদম শাহী মহলে?

বিলকুল-বিলকুল।

সাব্বাস! তা তোমাদের আসল বাড়ি কোথায়? কোন্ মুলুকের লোক তোমরা?

উড়িয়া কা আদমী। উড়িয়া মুলুক ছে এহি বাহমনী মুলুক মে কাম করিতে আছি গৈল্।

কাম? কি কাম?

খানা পাকানো কি কাম মানে রান্না-বান্না কি কাম।

ও, তোমরা তাহলে শাহী মহলের বাবুর্চি?

ওহি-ওহি। ওহি বাত সহি বাত্।

তো রান্না-বান্না ফেলে মরতে এখানে এসেছো কেন?

উও মাওলানা ছাহাব কো ঢুঁড়িতে আছি গৈল বটে। বোনাই তোরবাল খাঁ কাহা, উও মাওলানা সাহাব এহি নাপাক মকান মে আ-গিয়া জরুর।

কলিমুদ্দীন উৎকর্ণ হয়ে প্রশ্ন করলো, কি বললে?

মুর্দা খাঁ বললো। হামি কহিল উও মাওলানা ছাহাব হিঁয়াপর আছি গৈল্ ঠিক-ঠিক। দুস্রা ঠাঁই না গৈল জরুর।



www.nagorikpathagar.org

না, ঠিক ঠিক আসেননি। গতকাল রাতে একবার এসেছিলেন, এখন আর আসেননি। তুমি ভাগো। এই সকাল বেলা এসে খামাখা ফ্যাসাদ করছো কেন? এখন ভাগো।

ভাগ্নো? হাম্ ভাগ্নো?

জরুর ভাগে গা। এবার ঐ পাকশালায় যাও। শাহী মকানের রান্নাঘরে।

চমকে উঠে মুর্দাখান বললো, ওরে বাপ্! খুন হো যায়েগা। হাম্ লোগ খুন হো যায়েগা ছিধা।

খুন হয়ে যাবে? কে খুন করবে?

উও জবরদস্ত আদমী। মনসবদার গাওয়ান ছাহাব খুন করেগা হাম্‌কো।

গাওয়ান সাহেব তোমাকে খুন করবে? কেন?

উও মাওলানা শামসুল আরেফিনকো লিয়ে। উও মাওলানা কা হদিস্ মাংতা হ্যায় উও মনসবদার। হদিস না দেবে তো হামকো কোতল করেগা জরুর। খুন করেগা ছিধা।

কলিমুদ্দীন নড়ে চড়ে উঠে বললো, করুক। তুমি জাহান্নামে যাও। এবার পথ ছাড়ো। ভাগো জলদি।

মুর্দা খাঁ নাখোশ হলো। বললো, কিয়া কাহা?

বেরিয়ে যাও এই মকান থেকে বেরিয়ে যাও। জলদি...

মুর্দা খাঁ রোষভরে বললো, যায়েগা-যায়েগা। জরুর যায়েগা। এহি-খারাব মকান মে জিয়াদা সময় নাহি রহেগা হাম্। লেকিন...

কি বললে? কি বললে? খারাপ মকান নাকি?

হঁ-হঁ, খারাব মকান। এহি মকানকো শাহজাদী আচ্ছি আওরাত না আছে বটে। উও আওরাত উস্ কি খছম্‌কো খুন করিল। কিস্ লিয়ে খুন করিল, তামাম আদমী বুঝিয়া লইলো বিলকুল। ঠিক-ঠিক বুঝিয়া লইলো।

বুঝিয়া লইল! তামাম আদমী কি বুঝে নিলো?

আশনাই থা। ওহি শাহজাদী কো দুস্‌রা কুয়ী আদমীর সাথে আশনাই ছিল জরুর। জব্বোর পেয়ার। ওহি পেয়ারকা আদমী কো লিয়ে শাহজাদী উহার খছমকে খুন করিয়া দিলো সাফ-সাফ। জরুর উও পেয়ার কা আদমী কো ছাদী করনেকে লিয়ে বটে।

কলিমুদ্দীন গর্জে উঠে বললো, মুর্দা খাঁ!

কিছুমাত্র বিচলিত না হয়ে মুর্দা খাঁ বললো, উর শাহজাদী নাপাক আওরাত। ইস্ লিয়ে এহি মকান না পাক হো গৈল্। হিঁয়াপর জিয়াদা সময় হামি জরুর থাকবেক লাই।



www.nagorikpathagar.org

এতক্ষণ যাবত শাহজাদী ও মাহমুদ মনসুর আড়ালে দাঁড়িয়ে মুর্দা খাঁর এই পাগলামী উপভোগ করছিল। কিন্তু এ কথার পরে আর তারা আড়ালে থাকতে পারলোনা। ছুটে এলো মুর্দা খাঁর সামনে। শাহজাদী মুর্দা খাঁকে কম্পিতকণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, কে বললে, তোমাকে কে বললে আমি নাপাক আওরাত?

এরা দুইজন ক্ষিপ্তভাবে সামনে আসায় মুর্দা খাঁ ঘাবড়ে গেল। ঢোক চিপে বললো, বোনাই। হামার বোনাই উও তোরবাল খাঁ কাহা।

মাহমুদ মনসুর প্রশ্ন করলো, ঐ তোরবাল খাঁ বললো এহি শাহজাদী নাপাক আওরাত?

হঁ-হঁ, ওহি আদমী কাহা।

বটে! তা নাপাক হলো কিসে?

বহুত বদকাম করিলো। খছমকো খুন করিল, দুসরা আদমী কো সাথ লটোঘটো করিল, আওর উস্ লিয়ে কয়েদখানা মে আটক হো গৈল। নাপাক তো হোগা জরুর। হামার বোনাই কাহা, জাহান্নামী আওরাত কা মকান, দুস্রা এক জাহান্নাম আছে বিলকুল। জলদি জলদি উও মকানছে চলিয়া আছিবেক বটে।

মাহমুদ মনসুর গর্জে উঠে বললো, তবেরে বেল্লিক! ভাগো, ভাগো শিগ্গির...

তেড়ে এলো মাহমুদ মনসুর। দৌড়ে পালাতে পালাতে মুর্দা খাঁর বললো, যায়েগা, জরুর ভাগ্ যায়েগা। এহি জাহান্নাম মে রানুবালা তামাম আদমী জাহান্নামী আছে বটে। জাহান্নামী আদমীকো পাস্ হাম্ রহেগা নেহি। কভ্ভি নেহি রাহেগা–

দৌড়ে শাহজাদীর মকান থেকে বেরিয়ে গেল মুর্দা খাঁ। কলিমুদ্দীনের সামনে কয়েক নিমেষ ঠাঁয় দাঁড়িয়ে রইলো মাহমুদ মনসুর ও শাহজাদী। ক্ষণকাল তাদের মুখে কোন কথা ফুটলো না। সেই সাথে শাহজাদীর মুখমণ্ডল খুবই বিবর্ণ হয়ে গেল। তা দেখে কলিমুদ্দীন বললো, ঐ পাগলের কথা গায়ে মাখবেন না হুজুরাইন।

আসলেই ও একটা বদ্ধ পাগল।

মাহমুদ মনসুর বললো, প্রশ্নটা তো এখানেই। পাগলের দিলেও যে মিথ্যা ধারণাটা এতখানি রেখাপাত করেছে সুস্থ মানুষের কাছে সে ব্যাপারটা যে আরো অনেক বড় হয়ে দেখা দেবে, এতে কোন সন্দেহ নেই। এসব ব্যাপারে আমজনতা সেরেফ অনুমানের উপর অনেক কথা বলে বাজার গরম করে তোলে। এর বিহিত হওয়া দরকার।

শাহজাদী উদাসকণ্ঠে বললেন, বিহিত?

মাহমুদ মনসুর কণ্ঠে জোর দিয়ে বললো, হ্যাঁ, বিহিত করবেন আর কিভাবে তা করবেন...



www.nagorikpathagar.org

আপনি যে দোষী নন, ইচ্ছে করে স্বামীকে খুন করেননি– এটা প্রমাণ করতে পারলেই, তামাম ভুল বুঝাবুঝির অবসান ঘটবে।

কে বললো আমি দোষী নই? বিচারে যেখানে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে....

মাহমুদ মনসুর জোর প্রতিবাদ করে বললো, না, সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়নি। পানে কে বিষ মিশিয়েছিল-এ প্রশ্ন অমীমাংসিতই রয়ে গেছে।

তা রয়ে গেলেও, কিভাবে তার মীমাংসা করবেন?

আপনি স্বীকার করলে কাজটা আমার সহজ হতো। আপনি স্বীকার না করলেও আমি নিশ্চিত, এটা একটা ষড়যন্ত্র। কোন দুশমন ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে এই কাজ করেছে।

আচ্ছা!

বলুন না, আপনি কি সত্যিই বিষ দিয়েছিলেন পানে? মানে, আপনি নিজে?

অন্যমনস্কভাবে শাহজাদী বললেন, কি হবে আর সে কথা বলে? তাতে লাভ কি?

অনেক লাভ। সত্যটা উদঘাটিত হলে আপনার এই দুর্নাম আর থাকবে না। আপনি স্বামীহন্তা অন্যত্র আপনার আশনাই আছে বা ছিল-এ বদনাম দূর হবে। আপনি বদনাম মুক্ত হবেন।

কিইবা হবে সেই বদনাম মুক্ত হয়ে? আমার জিন্দেগীর চাওয়া-পাওয়া তো সবই শেষ হয়ে গেছে। এ জীবনেতো আশা করার আর কোন ফাঁক নেই আমার। জীবনটা যার নিরর্থক হয়ে গেছে তার কাছে দুর্নাম-সুনাম কোনটারই কি গুরুত্ব আছে কিছু?

কেন নেই? একেবারেই কাঁচা বয়স আপনার। এ বয়সে আপনার শাদী না হলেও কিছু এসে যেতো না। অনেক শাহজাদীর আপনার দেড়গুণ বয়সেও শাদী হয় না। তাতে কি তাদের জিন্দেগীর আশা-ভরসা শেষ হয়ে যায়? কাজেই...

কাজেই শাদী যখন হয়ে গেছে একবার, তখন তাকে দুসরা বার শাদী করতে কোন্ শাহজাদা ময়ূরপঙ্ক্ষী ছুটিয়ে আসবে, বলুন? বিবাহিত আর বিধবাকে শাদী করতে যারা আগ্রহী হবে, তারা তো সব বহুত নিম্নমানের পরিবেশের। সব দিক দিয়েই তারা...

মাহমুদ মনসুর প্রতিবাদ করে বললো, না, যেভাবে আর যে অবস্থাতে শাদী হয়েছে আপনার, তাতে আপনার কদর আর মর্যাদা ক্ষুণ্ন হওয়ার কোন কারণই ঘটেনি। আপনি তাকে আগে কখনো দেখেননি, পছন্দ করে শাদী করেননি, একটা দিন তার সাথে ঘরও করেননি। কাজেই আপনার কুমারিত্ব আর কুমারিত্বের সৌরভ সম্পূর্ণই অক্ষত আছে। এ কারণে আপনাকে শাদী করতে যার আপত্তি



www.nagorikpathagar.org

হবে, সে নিঃসন্দেহে মূর্খ আর অধম পুরুষ, কোন জ্ঞানীগুণী উত্তম পুরুষ সে নয়। খাঁটি সোনা চিনে নেওয়ার সামর্থ তার নেই।

জনাব!

বাধাটা আপনার শাদী হওয়াটা নয়। আপনার জিন্দেগীর চাওয়া পাওয়ার পথে একমাত্র বাধা ঐ স্বামী হত্যার ঘটনাটা। ওটাকে ঘিরেই এখন আপনার যত কল্পিত বদনাম ডালপালা মেলছে। আপনি যে স্বামী হত্যা করেননি, এখানে আপনার কোন হাত নেই, এটা প্রমাণ করতে পারলেই ব্যাস্! আপনি আবার আপনার পূর্ব জীবনে ফিরে আসবেন। আবার আপনি পূর্বের ন্যায় সুরভিত হয়ে উঠবেন।

লোভ দেখাচ্ছেন?

হ্যাঁ, দেখাচ্ছি। আপনি বলুন, এটা একটা ষড়যন্ত্র কিনা?

তা হয়ও বা যদি, তাহলে সেই ষড়যন্ত্র প্রমাণ করবেন কি করে জনাব? কোন্ সূত্র ধরে এগুবেন?

এই যে নগদ সূত্র চোখের সামনে দাপাদাপি করছে, তবু বলছেন কোন্ সূত্র ধরে?

নগদ সূত্র!

একেবারেই তরতাজা সূত্র। আপনার উপরে পথে যে হামলাটা হলো, ওটা এম্‌নি এম্‌নি হয়নি। কোন সোনাদানা লুটে নেয়ার জন্যেও হয়নি। লুটে নিতে চেয়েছে আপনাকেই।

জনাব!

অর্থ আর মাল-মাত্তার লোভে কোন পেশাদার লুটেরা বা রাহাজান হামলা করেনি আপনার উপর। যারা হাম্‌লা করলো তারা সরকারী সেপাই আর ওদের দলপতিটা একজন ক্ষমতাসম্পন্ন উচ্চ সমাজের শয়তান। দেখেই আমি বুঝতে পেরেছি এটা। ক্ষমতাসম্পন্ন লোক না হলে সরকারী সেপাই সে পাবে কোথায়?

জনাব!

ঐ হামলাটা ছিল পূর্ব পরিকল্পিত হামলা। মেলায় প্রতি বছর আপনি যান, এটা নিশ্চয়ই ঐ মহল জানতো। জানতো আপনার পথ আর তাই তাদের কেউ ওখানে ওঁৎ পেতে ছিল। নিঃসন্দেহে ঐ মহিলায় পানে বিষ দেয়া ষড়যন্ত্রের হোতা আর এই হামলাকারীদের দলপতি এক ও অভিন্ন ব্যক্তি। সে আপনাদের শাহী মহলের সাথেই সম্পৃক্ত ক্ষমতাধর কেউ।

এবার মুখ খুললো কলিমুদ্দীন। বললো, আপনার অনুমানটা ঠিকই জনাব। ঐ দস্যুদের দলপতিকে চিনতে পেরেছিল পাল্‌কী বাহকদের একজন। পালকী বাহকেরাও শাহী মহলের পাল্‌কী বাহক কিনা!



www.nagorikpathagar.org

দ্রুত নজর ফিরিয়ে মাহমুদ মনসুর বললো, এ্যাঁ! চিনতে পেরেছিল? ঐ পালকী বাহকদের একজন চিনতে পেরেছিল ঐ দলপতিকে?

কলিমুদ্দীন বললো, জি জনাব। আমাদের পৌঁছে দিয়ে ফটক থেকে পাল্‌কী নিয়ে যাওয়ার কালে ওদের একজন ঐ কথাই বললো। বললো, চিনেছি-চিনেছি, ঐ দস্যু সর্দারটা কে, তা আমি চিনতে পেরেছি। বাপ্‌রে-বাপ্‌! খোদ সুলতানের দরবারের বিরাট মানুষের বেটা ওটা। ওর লেজে হাত দেয়ার কি সাধ্য আছে কারো?

বলো কি? এই কথাই সে বললো?

জি জনাব। শুনেই আমি প্রশ্ন করলাম, 'কে সে বিরাট ব্যক্তি তার নামটা বলো তো ভাই?' জবাবে পালকী বাহকটা চমকে উঠে বললো, 'ওরে বাপ্‌রে। পাগল নাকি আমি, যে তার নাম বলবো? দরবারের সে বিরাট ক্ষমতা সম্পন্ন লোক। জান হারানোর সখ জেগেছে আমার বুঝি?'

তারপর?

ঐ কথা বলেই অন্যান্য বাহকদের সাথে সে পালকী নিয়ে হন হন করে চলে গেল।

মাহমুদ মনসুর অভিযোগের সুরে বললো, বলো কি! এই ঘটনা? তাহলে সে কথা তখন বলোনি কেন?

কলিমুদ্দীন বললো, বলবো কি করে? এক লহমার ঘটনা আর লোকটাও সংগে সংগে চলে গেল। চিনিনে-জানিনে....

চেনো না? দেখলে চিনতে পারবে না?

না জনাব। ঐ চারজন বাহকের মধ্যে কোন বাহক কথাটা বললো, তাই-ই সঠিক ধরতে পারলাম না। চিনবো কি করে?

বলো কি?

লহমা খানেক গুম্‌ হয়ে থাকার পর মাহমুদ মনসুর শাহজাদীকে প্রশ্ন করলো, বুঝতে পারলেন কিছু?

ফ্যাল্‌ ফ্যাল্‌ করে চেয়ে থেকে শাহজাদী বললো, জনাব!

মাহমুদ মনসুর বিরক্ত হয়ে বললো, কি বার বার 'জনাব, জনাব' করছেন? আমি সুলতানও নই, সম্রাটও নই। হয় আমার নাম ধরে ডাকুন, নয় অন্য কিছু বলুন। ঐ 'জনাব, জনাব' করবেন না।

শাহজাদী বিভ্রান্তকণ্ঠে বললেন, অন্যকিছু? আপনার মতো এতবড় একজন বাহাদুরকে অন্য কি বলে সম্বোধন করবো?

নাম ধরতে পারবেন না?



www.nagorikpathagar.org

অসম্ভব! এতবড় বেয়াদবী করা আমার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব!

তাহলে অন্য কথা খুঁজে না পান, 'সওদাগর' বলে ডাকুন আমাকে। আসলে তো সওদাগরী করার উদ্দেশ্যেই এই মুলুকে আসা আমাদের। আমাকে সওদাগর বলুন। আপনার শুভাকাঙক্ষী সওদাগর।

সওদাগর বলবো?

হ্যাঁ, এতে দ্বিধাদ্বন্দ্বের আর সংকোচের কিছু থাকবে না। সওদাগর সম্বোধনটা কোন হীন সম্বোধন নয়।

বলছেন?

হ্যাঁ, বলছি।

শাহজাদী হাঁফ ছেড়ে স্মিতহাস্যে বললেন, বেশ, তাহলে তাই সই। এখন থেকে আপনি আমার কাছে সওদাগর। সওদাগর সাহেব। খুশী?

বিলকুল। এবার কাজের কথায় আসি, শুনুন?

জি, বলুন।

এটা যে একটা ষড়যন্ত্র, তা নিয়ে কিন্তু আর কোন সন্দেহ রইলো না। আপনি স্বীকার না করলেও, এটাকে আর চেপে রাখতে পারবেন না।

কণ্ঠে জোর দিয়ে শাহজাদী বললেন, আমি আর চেপে রাখতে যাবো কোন দুঃখে? আমার শুভাকাঙক্ষী সওদাগর সাহেব একজন বাহাদুরই নন শুধু, তিনি একজন মস্তবড় জ্ঞানীগুণী মানুষ। তিনি যেটা বুঝেছেন, সেটা কি আর ভুল হতে পারে।

মাহমুদ মনসুর আবেগভরে বললো, শাহজাদী!

শাহজাদী বললেন, এখন আপনার যা করার তা করুন। আসলেই পানে আমি বিষ মিশাইনি।

সাব্বাস! এবার আমার মনের জোর দ্বিগুণ হলো। বেড়ে গেল আমার কর্মের আগ্রহ আর উৎসাহ।

সওদাগর!

শাহী মহলে ফিরে গিয়েই আমি এই ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে অনুসন্ধান চালাবো আর অনুসন্ধান চালিয়ে এই ষড়যন্ত্রের জট্ আমি খুলে ফেলবোই।

সওদাগর সাহেব!

শাহজাদীর এই মিথ্যা কলংক মুছে আমি ফেলবোই ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ তায়ালা আপনার সহায় হোন, যদিও ঐ কলংক মুছে ফেলার ব্যাপারে আমি অধিক আগ্রহী নই।

কেন?



www.nagorikpathagar.org

আপনি যতই সান্ত্বনা দিন, আমার এই জিন্দেগীর চাওয়া পাওয়ার সুরাহা কি আদৌ তাতে হবে কিছু?

সে দায়িত্ব আমার। আমার উপর আপনার যদি বিশ্বাস থাকে, তাহলে আপনার সে চাওয়া পাওয়া ষোল আনায় পরিপূর্ণ করে দেবো আমি জরুর। যদি আল্লাহ তায়ালা আমাকে সে তৌফিক দেন তবে এই অবরুদ্ধ জীবন থেকে আমি আপনাকে মুক্ত করবোই।

সওদাগর!

শাহজাদীর কণ্ঠস্বর আবেগঘন হলো। মাহমুদ মনসুর বললো, যান, এখন আপনি আপনার কক্ষে যান। বিশ্রাম নিন গিয়ে। আমিও আমার কক্ষে ফিরে যাই। এনিয়ে আর যা কথা, তা পরে হবে ক্ষণ।

শাহী চত্বরের ভেতরেই মাহমুদ গাওয়ান সাহেবের আবাসস্থল। ঝি-চাকর ও খানসামা-বাবুর্চি নিয়ে তাঁর সংসার। সংসারে তাঁর বড় অবলম্বন ভাতিজা মাহমুদ মনসুর। সেই ভাতিজা হারিয়ে যাওয়ার পরে গৃহে তিনি আদৌ স্থিতিশীল ছিলেন না। এক্ষণে ভাতিজাকে ফিরে পেয়ে আবার তিনি স্থির হয়ে সংসারে বসেছেন।

শাহজাদীর কাছে বিদায় নিয়ে পূর্বের কথা মতো মাহমুদ মনসুর মাওলানা শামসুল আরেফিন সাহেবের বাসায় এলেন। মাওলানা সাহেব ছুটে গেলেন গাওয়ান সাহেবের কাছে এবং মাহমুদ মনসুরের উপস্থিতির কথা তাঁকে জানালেন। জানালেন, অনেক সাধ্যি সাধনা করার পরে তবেই মাহমুদ মনসুর ফের ফিরে আসতে রাজী হয়েছে। নইলে, অভিমানে সে দেশান্তরীই হবে, এই ছিল তার ইরাদা।

মাওলানা সাহেবের কথা শুনে মাহমুদ গাওয়ান সাহেব সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন, সে কি! অভিমান মানে? তার অভিমান হলো আবার কিসে?

মাওলানা সাহেব বললেন, হবে না? নিশ্চিত মৃত্যু থেকে সে আপনাকে বাঁচালো আর তার জন্যে আপনি কিছুই করলেন না? একপাল সেনা সৈন্য ক্ষ্যাপা কুকুরের মতো তাড়া করলো তাকে আর নীরবে দাঁড়িয়ে থেকে শুধুই তা দেখলেন আপনি? ভাতিজার সাহায্যে এক পাও এগুলোনে না বা সৈন্যদের নিরস্ত্র করলেন না? তার অভিমান হবে না কেন?

গাওয়ান সাহেব বিপুল আগ্রহে প্রশ্ন করলেন, কি রকম? ঘটনাটা কি বলুন তো?

মাওলানা সাহেব তাঁকে সমুদয় ঘটনা সবিস্তারে বর্ণনা করে শোনালেন।



www.nagorikpathagar.org

সবশেষে বললেন, জালাল খানের ছাউনির দ্বারপ্রান্তে অবস্থিত যে তিনজন সশস্ত্র লোককে আপনি আপনার নিরাপত্তাবিধানকারী সৈনিক হিসেবে ভেবেছিলেন, তারা আদৌ আপনার নিরাপত্তা বিধানকারী কোন কেউ ছিলনা। তারা ছিল আপনার ঘাতক।

গাওয়ান সাহেব চমকে উঠে বললেন, ঘাতক!

মাওলানা সাহেব বললেন, যে ষড়যন্ত্রের কথাটা বললাম, জালাল খানের কিছু আত্মীয় ও সমর্থকদের সেই ষড়যন্ত্র বাস্তবায়ন কল্পে তারা আপনাকে হত্যা করতে এসেছিল।

সে কি! আমাকে হত্যা করতে এসেছিল?

নির্ঘাত হত্যা। আপনার ভাতিজা মাহমুদ মনসুর তাদের তখনই হত্যা না করলে, আপনি কিছু বুঝে উঠার আগেই তারা আপনার কাঁধে তরবারির ঘা মারতো আর আপনার মাথাটা স্কন্ধচ্যুত হয়ে গড়িয়ে পড়তো জমিনে।

মাওলানা সাহেব!

যদিও বাঁচানোর মালিক আল্লাহ তায়ালা, তবু আপনার ভাতিজা মাহমুদ মনসুরের অছিলাতেই আপনি বেঁচে গেছেন সেবার।

কোথায়, কোথায় আছে আমার মনসুর এখন?

আমার বাসায় জনাব।

ওরে আমার মনসুর রে....!

উদ্ভ্রান্ত কণ্ঠে আওয়াজ দিয়ে মাহমুদ গাওয়ান সাহেব তখনই দৌড় দিলেন মাওলানা শামসুল আরেফিন সাহেবের বাসার উদ্দেশ্যে। মাওলানা সাহেব অগত্যা দৌড়াতে লাগলেন তাঁর পেছনে পেছনে।

মাওলানা সাহেবের বাসায় পৌঁছেই ভাতিজাকে বুকের সাথে জড়িয়ে ধরে গাওয়ান সাহেব অনেক অশ্রুপাত করলেন। চাচাজানের অশ্রুর টানে ভাতিজার চোখ থেকেও অনেক অশ্রু ঝরে পড়লো। নিজের ভ্রান্তির জন্যে ভাতিজার কাছে পুনঃপুন ক্ষমা চাইলেন চাচা। এতে করে ভাতিজার মনের তামাম অভিমান ধুয়ে-মুছে সাফ হয়ে গেল। অতঃপর চাচার সাথে খোলাদিলে মাহমুদ মনসুর ফিরে এলো তার চাচার বাসায়। এসে অনেকদিন পরে আবার নাস্তায় বসলো মাহমুদ মনসুর। ঝি-চাকরেরা এসে নাস্তার জায়গাটা সুন্দর করে পরিষ্কার করার পর দস্তরখানা পেতে দিয়ে গেল। মাহমুদ মনসুর দস্তর খানা সামনে নিয়ে বসলে, নাস্তাপানি নিয়ে হাজির হলো বাবুর্চি। নাস্তাপানি দস্তরখানার উপর রেখে মাহমুদ মনসুরের মুখের দিকে চেয়েই বাবুর্চিটা ভুত দেখার মত চমকে উঠলো। এলোপাতাড়ি হাত-পা ছুড়ে সে চিৎকার করে বলতে লাগলো, গজব হো গৈল্-



www.nagorikpathagar.org

গজব হো গৈল্! হাইরে বা, ই মকানভি নাপাক হো গৈল্! এহি মকানকা তামাম আদমীকো সাথ্ সাথ্ হামি ভি জাহান্নামী হো গৈল্ বটে।

বাবুর্চির মুখের দিকে চেয়ে মাহমুদ মনসুরও অনেকটাই বিস্মিত হলো। বিস্মিত কণ্ঠে বললো, আরে-আরে, মুর্দা খাঁ যে! তুমি আবার এ বাড়িতে কাজ পেলে কখন?

মুর্দা খাঁ হাঁপাতে হাঁপাতে বললো, আগারী, থোড়া দিন আগারী। শাহী মহলকা মালিক হাম্‌কো এহি মকানে কাম করিতে পাঠাই দিলেক বটে। লেকেন-লেকেন, কিব্‌লাহ হুজুরকা কিরিয়া, লেকেন....

মুর্দা খাঁ লেকেন-লেকেন' করতে লাগলো। মাহমুদ মনসুর প্রশ্ন করলো, কি হলো মুর্দা খাঁ। তুমি শুধুই লেকেন-লেকেন করছো কেন?

মুর্দা খাঁ বললো, হামি জানিলোনা, এহি মকানমে কাম করিতে আছিবে তো হামি জাহান্নামী হো যাইবেক বিলকুল। আগারী উহাজানিতে পারিলে হামি কভ্‌ভি এহি মকানমে কাম করিতে না আছি তো। কভ্‌ভি না আছিতো বটে।

মাহমুদ মনসুর বললো, তুমি জাহান্নামী হয়ে গেলে?

মুর্দা খাঁ বললো, জরুর হো গৈল্। মকান নাপাক হো গৈল্ তো মকানমে রাহ্‌নুবালা আদমী নাপাক হইবেক লাই কেনে?

বটে! তা মকানটা নাপাক হলো কিসে?

আপ্ লোগ্‌কো লিয়ে। আপ্ লোগ্ জরুর এক নাপাক আদমী আছে বটে। নাপাক আদমী-মকান মে ঢুকিবে আওরত! মকান নাপাক হইবেক লাই-এহি বাত্ কভ্‌ভি ছহি বাত্ না আছে।

আচ্ছা! তা আমি নাপাক হলাম কিসে?

আপ্ উও নাপাক শাহজাদী কো পাস্ রাহ্‌নুওয়ালা আদমী। আপ্ নাপাক না হইবেক কেনে?

ঐ শাহজাদী নাপাক আওরাত!

জরুর-জরুর।

মাহমুদ মনসুর রুষ্টকণ্ঠে বললো, হরগিজ নেহি। তুমি আস্ত একটা বেয়াকুফ, তাই তোমার এই ধারনা হয়েছে।

মুর্দা খাঁ থতমত করে বললো, কিয়া কাহা?

শুধু বেয়াকুফই নয়, তুমি একটা জলজ্যান্ত নাদান। কোন কিছু না জেনে আর না বুঝেই কথা বলো তুমি।

কেয়া গজব! তব্, উও শাহজাদী কুছু নাপাক আদমী না আছেরে বা?

কখ্‌খনো না। মোটেই উনি নাপাক নন। ফের উনাকে নাপাক আদমী বললে, কতল করবো তোমাকে আমি।



www.nagorikpathagar.org

ফের চমকে উঠলো মুর্দা খাঁ। ভীতকণ্ঠে বললো–হায় আল্লাহ। বিলকুল কতল?

তোমাকে আমি জ্যান্ত পুঁতে ফেলবো। পাকপবিত্র মেয়েকে নাপাক বলবে তুমি আর আমি তা সহ্য করবো?

মর্‌গিয়া। আপ্‌লোগ্‌ কোন আছেরে বা? এহি মকানমে আপ্‌ কোন্‌ কামে আছিল?

কোন কামে নয়। এই মকান আমার মকান। আমার আর আমার চাচার মকান। ঐ মাহমুদ গাওয়ান সাহেব আমার আপন চাচা, বুঝেছো?

এবার আঁত্‌কে উঠলো, মুর্দা খাঁ। সন্ত্রস্তকণ্ঠে বললো, ওরে বাপরে হুজুর আদমী! আপ্‌ লোগ্‌ বিলকুল হাজুর আদমী। তব্‌ তো গজব হো গৈল্‌। কছুর হো গৈল্‌। জব্বোর কছুর।

অত:পর হাতজোড় করে বললো, মাফি মাংতাহুঁ হাজুর। হামারে মাফ করিয়ে দিন।

দিতে পারি এক শর্তে। এই বেয়াকুফী তোমাকে ছাড়তে হবে। ভাল করে না জেনে সেরেফ অনুমানের উপর কোন কথা বললে, তোমার গর্দান আমি নেবোই।

দোহাই হাজুর! বলবেক লাই। ওহি বাত্‌ ফিন্‌ হামি বলবেক লাই বটে। কভ্‌ভি বলবেক লাই।

ওয়াদা?

ওয়াদা হাজুর, ওয়াদা। এহি হামি হামার কান ধরিলেক বটে।

মুর্দা খাঁ দুহাতে নিজের দুকান টেনে ধরলো।

মাহমুদ মনসুর হাসিমুখে বললো, আচ্ছা ঠিক আছে। এবার বলো দেখি, ঐ শাহজাদী যে নাপাক, একথা তোমাকে কে বললো?

কুয়ী আদমী না বলিলেক হাজুর। হামি গুজব ছুনিল। গুজব ছুন্‌নেকে বাদ হামার এহি বিছ্‌ওয়াছ্‌ হো গৈল্‌ বটে।

খবরদার! গুজব শুনেই কোন কিছু বিশ্বাস করবেনা। আগে ভাল করে খোঁজ নিয়ে দেখবে। দেখার পর বিশ্বাস করার ব্যাপার হলে করবে, সম্‌ঝো?

হঁ হাজুর, ওহি হোগা-ওহি হোগা। হাম বিলকুল সমঝ্‌ লিয়া।

মাহমুদ গাওয়ান সাহেব কি এক কাজে এইদিকে এসেছিলেন। খানা-পিনা ফেলে রেখে মাহমুদ মনসুর এই বাবুর্চিটার সাথে আলাপে মশ্‌গুল হয়ে গেছে দেখে তিনি দ্রুতপদে এগিয়ে এলেন এবং মাহমুদ মনসুরকে উদ্দেশ্য করে বললেন, সেকি বাপজান, খানাপিনা সব ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে আর তুমি এই পাগলের সাথে গল্পে মগ্ন আছো? নিজে না থামলে এই পাগল কি কখনো থামবে ভেবেছো?



www.nagorikpathagar.org

হকচকিয়ে গিয়ে মাহমুদ মনসুর বললো, পাগল?

গাওয়ান সাহেব বললেন, হ্যাঁ, কিছুটা পাগল বৈকি! মানুষটা আসলে খুবই সৎ, ঈমানদার আর বিশ্বাসী। কিন্তু অনেক সময় এমন অনেক আজগুবী কথা বলে যে, কেউ শুনলে এই মোমিন খাঁকে পাগল ছাড়া আর কিছুই ভাববে না।

তাই নাকি? তা এর নাম তো মোমিন খাঁ নয় চাচাজান। নাম এর মুর্দা খাঁ।

হ্যাঁ, আমাকেও সে ঐ নামটাই বলেছিল। বলেছিল, নামটা তার যদিও মর্দে মোমিন খাঁ, কিন্তু ঐ নামে কেউ তাকে ডাকে না। সবাই মুর্দা খাঁ বলে ডাকে আর তাই নামটা তার মুর্দা খাঁ হয়ে গেছে।

জি-জি, আমার কাছেও সেই কথাই বলেছে।

কিন্তু মুর্দা খাঁ কি কখনো কারো নাম হয়? তাই আমি নতুন করে ওর নাম রেখেছি মোমিন খাঁ। ও এখন মোমিন খাঁ, আর মুর্দা খাঁ নয়। এখানকার সবাই এখন একে মোমিন খাঁই বলতে শুরু করেছে।

ও, আচ্ছা।

থাক সে কথা। তোমার খাবার ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। চটপট খাবার খেয়ে নাও বাপজান। খাবার শেষে একবার আমার কামরায় এসো, কিছু জরুরী আলাপ আছে।

দ্রুত পদে এসেছিলেন, ফের দ্রুতপদেই চলে গেলেন গাওয়ান সাহেব। মুর্দা ওরফে মোমিন খাঁ গালে হাত দিয়ে বললো, হাইরে বা! উও জবরদস্ত্ হাজুর আপ্‌কো 'বাপজান' কাহারে বা!

মাহমুদ মনসুর বললো, বলবেই তো। আমি যে উনার ভাতিজা। বহুত পেয়ারের ভাতিজা।

তব্ তো আপ্ হামার বহুত বড়া হাজুর আছেরে বা?

হ্যাঁ, থোড়া থোড়া আছি বইকি?

মাহমুদ মনসুর কথাটা হাসিমুখে বললো। কপালে হাত ঠেকিয়ে মোমিন খাঁ বললো, সেলাম হাজুর সেলাম। আওর কুচু গোস্তাকী হামি করবেক লাই বটে।

না, করবেনা। এবার বলো, মোমিন খাঁ নামটা পছন্দ হয়েছে তোমার?

জিয়াদা-জিয়াদা। ই নাম হামার জিয়াদা পছন্দ্ আছে বটে। বহুৎ পছন্দ্ হো গৈল্-হাঁ।

সাব্বাস্।

আর কোন কথায় না গিয়ে মাহমুদ মনসুর আহারে মনোনিবেশ করলো।



www.nagorikpathagar.org

## ৫

দরবার কক্ষ। সুলতান দ্বিতীয় আহমাদ শাহ মসনদে উপবিষ্ট। খানিকটা বয়সের ভারে আর অধিকটা অসুস্থতার কারণে তিনি অত্যন্ত মুহ্যমান। অতিশয় প্রয়োজনে জরুরী ভিত্তিতে দরবার ডেকেছেন সুলতান। খুবই সীমিত সংখ্যক সভাসদদের ডাকা হয়েছে দরবারে। প্রধানমন্ত্রী খাজা জাহান সহ কয়েকজন বিশিষ্ট সভাসদ হাজির আছেন দরবারে। সুলতানের ব্যক্তিগত আহবানে হাজির হয়েছেন মাহমুদ গাওয়ান ও তাঁর ভাতিজা মাহমুদ মনসুর। সুলতান এঁদের মসনদের অনেকটা কাছাকাছি বসিয়েছেন। এদৃশ্য অন্যের কাছে তেমন দৃষ্টি কটু না হলেও দু'একজন পরশ্রীকাতর সভাসদদের চোখে যথেষ্টই পীড়া দিচ্ছিল।

দরবারের শুরুতে সুলতান মাহমুদ গাওয়ানকে উদ্দেশ্য করে বললেন–আপনার সেদিনের সেই নসিহত আরো প্রকটভাবে ফলে গেছে মোহ্তারাম! ঈমান যারা আনেনি তাদের উপর অন্ধ বিশ্বাস রাখা বাস্তবিকই নির্বুদ্ধিতা।

মাহমুদ গাওয়ান মুখ তুলে তাজিমের সাথে বললেন–জাঁহাপনা।

জাঁহাপনা বললেন, তাদের যে দু'একজন আস্থার মর্যাদা দেয়, তাঁরা সুজন। নিজেদের সৎগুনের মাহাত্ম্যেই তা তাঁরা দেন। বাদবাকীরা সকলেই বিশ্বাসের অযোগ্য। 'মারি অরি ছলে কি কৌশলে'–এই চাণক্যবাণীই যাদের মূলমন্ত্র, ঈমানের বরখেলাপ বলে তাদের কাছে কিছু নেই। আজ তাই তারা করতে পারেনা–এমন কুকাজও কিছু নেই।

গাওয়ান সাহেব বললেন, ব্যাপারটা পরিষ্কার হলো না আর একটু খোলাসা করে বললে...

সুলতান বললেন, খোলাসা করেই বলা হচ্ছে জনাব। আমার গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান আক্তার আলী সাহেবই সব খোলাসা করে বলছেন...

বলেই তিনি সামনে দণ্ডায়মান গোয়েন্দা বিভাগের প্রধানকে উদ্দেশ্য করে বললেন–বলুন আলী সাহেব, কি সংবাদ এনেছেন তা সবিস্তারে বলুন।

গোয়েন্দা প্রধান আক্তার আলী সাহেব সুলতানকে কুর্নিশ করে বললেন–বিজয় নগরের রাজা দ্বিতীয় দেবরায় পরাজিত হয়ে বশ্যতা স্বীকার করা সহ চরম ভক্তি প্রদর্শন করলে, জাঁহাপনারা বিজয় নগর থেকে সসৈন্যে ফিরে এলেন। কিন্তু রাজা দেবরায়ের এই ভক্তিটা যে আন্তরিক–এটা বিশ্বাস করতে না পেরে আমার কিছু গোয়েন্দা কর্মী পূর্বাপর বিজয়নগরেই ছদ্মবেশে থেকে যায়। দীর্ঘদিন যাবত রাজার



www.nagorikpathagar.org

কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করার পর আমার ঐ গোয়েন্দা কর্মীরা তার ভক্তিকে সেরেফ একটা ধোকাবাজী বলেই মনে করে। তাদের ঐ ধারনাটা যে সম্পূর্ণ সঠিক, ফেরার পথে রাজার সৈন্যের দ্বারা জাঁহাপনার প্রাণনাশের চেষ্টাই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

সুলতান কথার মাঝেই বলে উঠলেন, বিলকুল বিলকুল। রাজার বেঈমানী তখনই আমার কাছে সুস্পষ্ট হয়ে গেছে। এবার বলুন, এক্ষণে নতুন কি পদক্ষেপ নিয়েছে সে।

গোয়েন্দা প্রধান বললেন–তার এক্ষণের পদক্ষেপ আদৌ কোন নয়া পদক্ষেপ নয় হুজুর। রাজা তার এই নয়া পদক্ষেপের প্রস্তুতি গ্রহণ করে আসছে দীর্ঘদিন ধরেই। এক্ষণে তার সেই প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে–এইমাত্র।

অর্থাৎ?

অর্থাৎ, মুসলমান বাহিনীর হাতে তার হিন্দু বাহিনী বারবার মার খাওয়ার ফলে রাজার ধারণা হয় যে, মুসলমান সৈন্যদের চেয়ে তার হিন্দু সৈন্যেরা শক্তিতে আর দমে কিঞ্চিৎ খাটো হলেও, সেটা বড় ব্যাপার নয়। বড় ব্যাপার হলো, মুসলমান বাহিনীর কলা-কৌশলের কাছে তার বাহিনী বেজায় রকমের খাটো। মুসলমানদের ঐ কলাকৌশল রপ্ত করতে পারলেই, দৈহিক শক্তির ঐ সামান্য ঘাট্তিটা পুষিয়ে নেয়া মোটেই কোন কঠিন কাজ হবে না।

আচ্ছা!

এই বিবেচনায় বিজয়নগরের রাজা অনেকদিন আগে থেকেই সবার অলক্ষ্যে বিভিন্ন স্থান থেকে মুসলমান যোদ্ধাদের এনে বিস্তর সুযোগ সুবিধেসহ বড় বড় জায়গীর (জমিদারী) প্রদান করে আসছে আর তাদের দ্বারা হিন্দু সৈন্যদের প্রশিক্ষণ দিয়ে সে সাধারণ মুসলমানদেরও বিজয় নগরে আনছে আর একটা মুসলমান সমাজ গড়ে তোলার প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছে।

সুলতান সবিস্ময়ে বললেন, সেকি! মুসলমান সমাজ গড়ে তোলার উদ্দেশ্য?

গোয়েন্দা প্রধান বললেন, উদ্দেশ্য, এই মুসলমান বাসিন্দাদের মধ্যে থেকে মুসলমান সৈন্য পাওয়া আর সেই সাথে বিভিন্ন স্থানের চৌকস মুসলমান যোদ্ধাদের বিজয়নগরে এসে জায়গীর গ্রহণে প্রলুব্ধ করা। সেদেশে মুসলমান সমাজ আর মুসলমানদের বসবাস আছে দেখলে, স্বাভাবিকভাবেই মুসলমান যোদ্ধারা সে দেশে বসবাসে আর রাজার সৈন্যবাহিনীতে নকরী গ্রহণে উৎসাহিত হবে-এই হলো রাজার চিন্তা ভাবনা।

এই সময় মাহমুদ গাওয়ান বলে উঠলেন, সে কি! মুসলমান যোদ্ধারা তরবারি ঘুরিয়ে হিন্দুরাজার দিকে ধরতে পারে-এমন কোন ভয় ঐ হিন্দু রাজার নেই?



www.nagorikpathagar.org

গোয়েন্দা প্রধান বললেন, না জনাব। অনেক দৃষ্টান্ত থেকেই রাজার এই অভিজ্ঞতা হয়েছে যে, একবার অমুসলমানের নেমক খেলে, মুসলমান সেনাসৈন্যেরা সচারাচর নেমক হারামী করে না। এ কারণেই রাজার সে ভয় নেই আর এই বিশ্বাসের জোরেই রাজা এই পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

সুলতান বললেন, তাজ্জব! এযে এক সুদূর প্রসারী পরিকল্পনা। গোয়েন্দা প্রধান বললেন, সুদূর অতীত থেকেই রাজা দেবরায় এই পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে জাঁহাপনা। মুসলমান সেনাসৈন্য আর বাসিন্দাদের আস্থা পাকাপোক্ত করে তোলার লক্ষ্যে বিজয় নগরের রাজা ইদানিং রাজধানীর সদরে একটি মসজিদও নির্মান করেছে। ঐ মসজিদে এখন নিয়মিত নামাজ আদায় করা হচ্ছে।

সুলতান পুনরায় বিস্মিত কণ্ঠে বললেন, সেকি! হিন্দু রাজ্যের রাজধানীতে মসজিদ!

গোয়েন্দা প্রধান বললেন, প্রয়োজনে নিয়ম নাস্তি জাঁহাপনা। উদ্দেশ্য হাসিলের খাতিরে ওরা অনেক কিছুই করতে আর হজম করতে পারে।

আচ্ছা! তারপর?

কয়েকজন চৌকস মুসলমান যোদ্ধা দ্বারা প্রশিক্ষণ দিয়ে রাজা দেবরায় অতি দ্রুতগতিতে একটি বিশাল আর শক্ত সৈন্যবাহিনী তৈয়ার করেছে হুজুর। এক্ষণে সেই সৈন্য বাহিনী নিয়ে রায়চূড় দোয়াব দখল করার জন্যে আবার সসৈন্যে ছুটে আসছে সে।

বটে! আবার?

জি জাঁহাপনা। মুসলমান যোদ্ধাদের প্রদত্ত প্রশিক্ষণ তার বাহিনীতে ইতিপূর্বে যথেষ্ট ছিল না। এবার পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের দ্বারা তার সেনা সৈন্যদের পোক্ত করে তুলে নিয়ে রাজা দেবরায় আবার ছুটে আসছে রায়চূড় দোয়াব দখল করার উদ্দেশ্যে। রাজার বিশ্বাস, এবার সে কামিয়াব হবেই।

হবেই?

বিজয়নগরে অবস্থিত আমার গোয়েন্দা কর্মীরা জানিয়েছে, রাজার এ ধারণা আর বিশ্বাস অত্যন্ত দৃঢ়।

জ্বলে উঠলো সুলতান দ্বিতীয় আহমাদ শাহর দুচোখ, মুষ্ঠিবদ্ধ হলো তাঁর দুই হাত। তিনি বজ্রকণ্ঠে বললেন, বটে! তার এই বিশ্বাসটা ফুৎকারে উড়িয়ে দিতে আবার তো তরবারি হাতে দাঁড়াতেই হয় আমাকে ! বাহিনী নিয়ে ছুটতেই হয় বেঈমানটার বেঈমানীর সমুচিত জবাব দিতে!

গোয়েন্দা প্রধান আক্তার আলী একথায় শংকিত কণ্ঠে বললেন, সেকি জাঁহাপনা! এই শরীরে আপনি আবার বাহিনী নিয়ে ছুটবেন? না-না, তা হয় না হুজুর।



www.nagorikpathagar.org

আপনার বিশ্বস্ত মন্ত্রী, সেনাপতি বা অন্য যে কোন দক্ষ আর বিশ্বস্ত ব্যক্তির অধীনে বাহিনী প্রেরণ করুন আর সেই বাহিনী প্রেরণ করুন অতি সত্বর। বিলম্ব হলে বিনা বাধায় রায়চূড় দোয়াব দখল করে নিয়ে সেখানে তার অবস্থান অত্যন্ত মজবুত করে ফেলবে জাঁহাপনা!

সে তো অবশ্যই। আর সে কারণেই ঐ নাছোড়পিণ্ডে দুশমনটাকে উচিত শিক্ষা দেয়ার জন্যে আমার নিজে যাত্রা করা ছাড়া আর কাকে পাঠাবো, বলুন? আমার উজিরে আজম এই খাজা জাহান সাহেব আমার মতোই বৃদ্ধ। তাঁর দ্বারা ঐ শক্তিশালী দুশমনকে দমন করা সম্ভব নয়। আমার সেনপতিদের মাঝেও এক্ষণে এমন কোন চৌকস সেনাপতি নেই যে বা যারা নিজে স্বাধীন ভাবে যুদ্ধ পরিচালনা করতে সক্ষম। কাজেই, তলোয়ার হাতে না নামলেও, যুদ্ধ পরিচালনা করার জন্যে ময়দানে আমার হাজির থাকা একেবারেই অপরিহার্য, আলী সাহেব!

জাঁহাপনা!

আমার উজিরে আজম সাহেব বয়সের ভারে এতটা কাবু হয়ে না গেলে আমার স্থানটা তিনিই পূরণ করতে পারতেন। সে দক্ষতা তাঁর ছিল। কিন্তু–

কিছুক্ষণ আগে উজিরে আজম খাজা জাহানের পুত্র জাফর খান অনেকের অলক্ষ্যে দরবারে এসে তার পিতার পাশে আসন গ্রহণ করেছিল। সুলতানের এই কথার প্রেক্ষিতে সে উঠে দাঁড়ালো তড়াক্ করে। সুলতানকে উদ্দেশ্য করে সে বীরদর্পে বললো, আমার আব্বাজান বয়সের ভারে ন্যুজ হয়ে গেলেও, আমি তো তা যাইনি জনাব। আমি একজন টগ্‌বগে তরুণ। বাহিনী চালানোর দায়িত্বটা আমার উপর ছেড়ে দিন। দেখবেন, এই বাহমনী রাজ্যটাকে সুরক্ষিত করার তাকদ, কি পরিমানে বাহুতে আমার বিদ্যমান!

সুলতান সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন, তুমি? বাহিনী চালনা করবে তুমি? একজন ছেলে মানুষ! একজন সাধারণ সেপাইয়ের মতো কিছুটা লড়াই করতে শিখলেও, বাহিনী পরিচালনা করার জ্ঞান কোত্থেকে এলো তোমার? কোন প্রশিক্ষণ নেই, কখনো কোন বাহিনী পরিচালনা করা নেই, হঠাৎ করে কিভাবে এ অভিজ্ঞতা তোমার হলো?

বামহাত টান করে জাফর খান বললো, বাজুতে তাকদ থাকলে শিক্ষা-প্রশিক্ষণ কিছুই লাগেনা জনাব। আমার বাহুতে শক্তি আছে জিয়াদা, ব্যস্ আর কি চাই?

পুত্রের কথা শুনে খাজা জাহান সন্ত্রস্ত কণ্ঠে বললেন, সেকি। তুমি লড়াইয়ে যাবে কি? তোমার ডান বাহুর ঐ বিশাল ক্ষতটা এখনো সম্পূর্ণ শুকায়নি। পুরোপুরি সফল হয়নি তোমার ডানহাত। তুমি লড়াই করবে কি করে?



www.nagorikpathagar.org

পুত্র বললো, যে সৈন্য পরিচালনা করে, তাকে তলোয়ার হাতে লড়াই করতে হয় না আব্বাজান! লড়াই করবে সৈন্যেরা। মরবে তারা। অশ্ব পৃষ্ঠে বসে আমি তাদের হুকুম-নির্দেশ দেবো শুধু।

পিতা বললেন, সেরেফ ঐ হুকুম-নির্দেশ দিয়েই বাহিনী পরিচালনা করা যায় না জাফর। প্রয়োজনে সৈন্যদের অগ্রভাগে দাঁড়িয়ে দুশমনদের সাথে মুখোমুখি লড়াই করতে হয়। সে দক্ষতা তোমার থাকলেও, এক্ষণে ঐ কাটা হাতে লড়াই করা–

মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে জাফর খান বললো–মাথায় মগজ থাকলে তা করতে হয়না আব্বাজান। বুদ্ধির জোরেই সৈন্যদের দ্বারা সে লড়াই করিয়ে নেয়া যায় আর তা করিয়ে নিতে আমি রীতিমতো সক্ষম।

তা হয়তো যায়। তবে–

কোন তবে কিন্তু নেই আব্বাজান! আপনি এই বাহমনী রাজ্যের উজিরে আযম। আপনার অভাবে আমাকেই তো এরাজ্যের উজিরে আযম হতে হবে। সুলতানও নিশ্চয়ই আমাকে সেপদে অধিষ্ঠিত করবেন। কাজেই, আমার যোগ্যতাটা কি আমাকে প্রমাণ করতে হবে না? যুদ্ধে আমি যাবোই।

মুখে প্রকাশ না করলেও, পুত্রের মুরোদের খবর পিতার কাছে অজ্ঞতা নয়। একজন সাধারণ সৈনিকের পূর্ণ দক্ষতাও যে পুত্রের নেই এটা তিনি সবিশেষ জানেন। তাই, পুত্রের এই জিদের কারণে উজিরে আযম সাহেব অকস্মাৎই হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন এবং পুত্রকে ধমক দিয়ে বললেন, থামো। একজন সাধারণ রাহাজানের তলোয়ারের ঘায়ে বাহুখানা যার দুইভাগ হয়ে যাওয়ার অবস্থায় আসে, সে যাবে যুদ্ধে! কুঁজোর চিৎ হয়ে শোয়ার সখ আর বলে কাকে? বাহুর ঘা'টা আগে পুরোপুরি শুকিয়ে যাক, তারপর সে খোয়াব দেখো।

পিতার অসর্তকতার জন্যে পুত্র চমকে উঠে বললো, আব্বাজান!

সুলতান উজিরে আযমকে প্রশ্ন করলেন– ঘা'টা মানে? জাফরের বাহুটা আহত হলো কি করে? কে আর কবে তাকে আঘাত করলো?

উজিরে আযম খাজা জাহান বললেন, গত ঈদুল ফেতরের সময় হুজুর। জেনানাদের মেলার পথের ওদিকে জাফর নিরস্ত্র ভাবে ঘোরাফেরা করছিল। হঠাৎ কোথা থেকে এক দল রাহাজান এসে হামলা করে নিরস্ত্র জাফরের উপর আর তার ডান বাহুতে তরবারির কঠিন এক ঘা মারে। এতে করে জাফরের ডান বাহুটা দ্বিখণ্ডিত হয়ে যায় যায় অবস্থা হয়। প্রাণপণে ছুটে পালিয়ে না এলে রাহাজানদের হাতে ওখানেই জাফরের মৃত্যু ঘটতো।

নাউজুবিল্লাহ মিন্ যালেক। সেকি, এটা সত্যি ঘটনা?

জি হুজুর, সত্যি ঘটনা।



www.nagorikpathagar.org

মাহমুদ মনসুর জাফর খানকে দেখেই এক দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে ছিল। এবার এসব কথা শুনে সে উৎকর্ণ হয়ে উঠলো। তার চোখের সামনে ভেসে উঠলো ঈদুল ফেতরে মেয়েদের বাজারে যাওয়ার পথে শাহজাদীর পালকীর উপর একদল হামলাকারীর চড়াও হওয়ার সেই দৃশ্য। আঁটশাট পোষাক পরে থাকলেও, হামলাকারী দলের অধিপতি যুবকটির চেহারা যে এই রকমই ছিল-এ বিষয়টা মাহমুদ মনসুরের পুনপুন খেয়াল হতে লাগলো। সে অবাক বিস্ময়ে ভাবতে লাগলো, তবে কি এই সেই যুবক? এই সেই এক ক্ষমতাধরের সন্তান?

পিতার কথার প্রেক্ষিতে জাফর খান কিছু বলার চেষ্টা করতেই সুলতান বাহাদুর নাখোশ কণ্ঠে বললেন, থামো! বিজয় নগরের রাজার মতো এক শক্তিশালী রাজার হামলা প্রতিহত করা কোন ছেলেখেলা নয়। তোমার ঐ প্রলাপ শুনে কাল ক্ষেপণ করার অবকাশ আমার নেই। যত সত্বর সম্ভব, দুশমনের ঐ অগ্রযাত্রা রোধ করতে এখনই এক শক্তিশালী বাহিনী প্রেরণ করতে হবে আমাকে।

গোয়েন্দা প্রধান জোর সমর্থন জানিয়ে বললেন, জি হুজুর, এখনই-এখনই। অতিসত্বর।

সুলতান বললেন, শক্তিশালী বাহিনীও আমার আছে। কিন্তু নিজে আমি ছাড়া, আর কার অধীনে সে বাহিনী প্রেরণ করা যায়, সেটা এখন আমাকে খুঁজে দেখতে হবে।

এবার উঠে দাঁড়ালো মাহমুদ মনসুর। সুলতানকে কুর্নিশ করে বললো, ভরসা রাখতে পারলে, মেহেরবানী করে এ দায়িত্ব আমাকে দিন হুজুর। আমি ইনশাআল্লাহ হুজুরের স্থান পূরণ করতে পারবো।

সুলতানের আবার বিস্মিত হওয়ার পালা। মাহমুদ মনসুরের প্রতি বিস্মিত নেত্রে চেয়ে সুলতান বললেন, তুমি? তুমিও তো একই রকম এক কম বয়সের নওজোয়ান। যদিও তোমার বীরত্বের জিয়াদা খবরই ইতিমধ্যে কানে এসেছে আমার, তবু একটা পুরো বাহিনী একা চালনা করা তোমার পক্ষে....

মাহমুদ গাওয়ান উঠে দাঁড়ালেন এবার। বললেন, বিশ্বাস রাখতে পারলে, এক্ষেত্রে জাঁহাপনাকে একেবারেই হতাশ হতে হবে না।

জাঁহাপনা বললেন, অর্থাৎ?

গাওয়ান সাহেব বললেন, এরকম লড়াইয়ে বাহিনী পরিচালনা করার পূর্ব অভিজ্ঞতা তার অনেকটাই আছে। তবে এ ব্যাপারে জাঁহাপনার যেহেতু প্রত্যক্ষ কোন ধারণা নেই, সেই হেতু আমার নিবেদন, জাঁহাপনা দয়া করে আমাকে তার সাথে থাকার এজাযতটা দিন। আমি তার সাথে থাকলে, হুজুরকে আর মোটেই চিন্তিত থাকতে হবে না।



www.nagorikpathagar.org

অকুলে কুল পেলেন সুলতান। পরম আগ্রহভরে বললেন, যাবেন, যাবেন আপনি এ লড়াইয়ে?

সেই এজাযতই প্রার্থনা করছি জাঁহাপনা। আমার ভাতিজার উপর পূর্ণ আস্থা রাখা ন্যায়সঙ্গত কারণেই হুজুরের যেখানে সম্ভব নয়, সেখানে হুজুর আমাকে এজাযত দিন, ভাতিজার সাথে আমিও রওনা হই।

মোহ্তারাম।

এ লড়াইয়ে আমি শরিক হলে, সৈন্য চালনা আমিই করবো হুজুর। ভাতিজার উপর এ দায়িত্ব ফেলে রেখে আমি দূরে দাঁড়িয়ে রইবোনা।

সুলতান বাহাদুর তৃপ্তকণ্ঠে বললেন, আলহামদুলিল্লাহ! আপনি আমাকে দুশ্চিন্তামুক্ত করলেন জনাব। এ লড়াইয়ের দায়িত্ব নেয়ার জন্যে শেষ পর্যন্ত আপনাকেই আমি অনুরোধ করবো, ভাবছিলাম। আপনি স্বেচ্ছায় সে দায়িত্ব গ্রহণে আগ্রহী হওয়ায়, আপনি আমাকে সংকোচমুক্তও করলেন। আল্লাহ্ তায়ালা আপনাদের সহায় হোন, এ লড়াইয়ের দায়িত্ব আমি আপনাদের দুই চাচা-ভাতিজার উপরই ন্যস্ত করলাম। আপনারা মানসিকভাবে তৈরি হয়ে নিন!

দুই চাচা-ভাতিজা খোশকণ্ঠে বললেন, জাঁহাপনার জয় হোক।

সুলতান বাহাদুর মাহমুদ গাওয়ানদের এত বেশী খাতির করায় যে দু'চারজন সভাসদের ইতিমধ্যেই গাত্রদাহ শুরু হয়েছিল, তাদেরই একজন সংগে সংগে উঠে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ করে বললেন, কাজটা বোধ হয় ঠিক হচ্ছে না জাঁহাপনা।

তাঁর দিকে চেয়ে সুলতান বিস্মিতকণ্ঠে বললেন, কোন কাজটা?

প্রতিবাদকারী সভাসদটি বললেন, এই নবাগত ব্যক্তিদের উপর এতবড় একটা দায়িত্ব অর্পন করা হুজুর। যদিও ওঁরা একসময় হুজুরের প্রাণরক্ষার কাজে সহায়তা করেছিলেন, তবু সেই কৃতজ্ঞতায় এই এতবড় একটা দায়িত্ব চাওয়া মাত্রই তাদের উপর ন্যস্ত করাটাকে আমি সমীচিন মনে করছিনে।

অর্থাৎ?

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার আরো অনেক পথই আছে হুজুর। খেতাব, পদবী বা নগদ অর্থ প্রদান করেও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা যায় আর হুজুর তা অনেকটা করেছেনও ইতিমধ্যে। সেই কৃতজ্ঞতার জের ধরে এখানে দেশের ভাগ্য নিয়ে এতবড় একটা খেলার দায়িত্ব....

মনে মনে রুষ্ট হলেন সুলতান। প্রশ্ন করলেন, কে বললো আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্যে তাঁদের উপর এ দায়িত্ব অর্পণ করছি?

এছাড়া তো আর অন্য কোন কারণ দেখিনে হুজুর। পথে হুজুরের বিপদের সময় কয়েকজন রাহাজানের বিরুদ্ধে লড়াই করা আর একটা বিশাল রাজশক্তির বিরুদ্ধে



www.nagorikpathagar.org

প্রকাশ্য ময়দানে সৈন্যবাহিনী নিয়ে লড়াই করা এক কথা নয়। কোন শক্তিশালী প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ময়দানে সসৈন্যে লড়াই করার কোন অভিজ্ঞতা তো ওদের দেখিনে।

কেন, নালগুন্ডার ঐ অতবড় লড়াইটা চোখে পড়ছে না আপনার, জালাল খানের মতো এতবড় একটা শক্তিশালী প্রতিপক্ষকে অনায়াসে পরাভূত করার খবরটা কি আপনার জানা নেই?

আছে হুজুর। কিন্তু জালাল খান সাহেবকে ওঁরা পরাভূত করেছেন শালীশ দরবারের মাধ্যমে, লড়াই করে নয়। স্বীকার করি, মাহমুদ গাওয়ান সাহেবের আপোসে বিরোধ নিরসন করার, অর্থাৎ সমঝোতার মাধ্যমে দুশমনের সাথে আপোস-মীমাংসায় আসার ক্ষমতা প্রশংসনীয়। কিন্তু আপোষ মীমাংষা করা আর তলোয়ার ধরাতো এক কথা নয় হুজুর।

সুলতান দৃঢ়কণ্ঠে বললেন, তলোয়ার ধরে তলোয়ারের তীক্ষ্নতা প্রদর্শন করতে পারলে তবেই প্রতিপক্ষ আপোস-মীমাংসায় আসে, এমনি এমনি আসে না। আপনি বসুন।

সুলতানের এই দৃঢ়তার সামনে প্রতিবাদকারী সভাসদটি আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলেন না। অগত্যা তিনি বসে পড়লেন নীরবে।

এঁদের এই কথাবার্তার ফাঁকে জাফর খান তার পিতার বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে জনান্তিকে (সবার অলক্ষ্যে চাপাকণ্ঠে) বললো, এটা কি করলেন আব্বাজান? প্রতিবাদ করে সৈন্যবাহিনীটা হাত করার এতবড় মওকা নস্যাৎ করে দিলেন?

জবাবে পিতা খাজা জাহান ঐ একইভাবে বললেন, সেনাবাহিনী হাত করার সময় এটা নয়, জাফর। সে সময় এখনো আসেনি। সেনাবাহিনী হাত করলেই তো হবে না, সেটা নিয়ন্ত্রণ করার শিক্ষা ও দক্ষতা এখনো তুমি অর্জন করতে পারোনি। ধৈর্য ধরে সে সব আগে অর্জন করো। এখনই দাপাদাপি করে ভবিষ্যতের তামাম সম্ভাবনা বরবাদ করে দিও না।

বাহিনী নিয়ে অতিসত্বর রওনা হওয়ার জন্যে মাহমুদ গাওয়ানদের জোর আহবান জানিয়ে মসনদ থেকে উঠে দাঁড়ালেন সুলতান। শেষ হলো জরুরী ভিত্তিতে ডাকা এই দরবারের কার্যক্রম। সুলতান নিষ্ক্রান্ত হলে দরবার থেকে বেরিয়ে এলেন সকলে। দরবার থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে মাহমুদ মনসুর কেবলই ভাবতে লাগলো, জাফরখান নামের ঐ মন্ত্রীপুত্রই নির্ঘাত সেদিনের সেই হামলাকারীদের দলপতি। পাল্কী বাহকদের একজন নাকি বলেছিল, হামলাকারীদের নেতা মস্তবড় এক ক্ষমতাধরের পুত্র। মস্তবড় ক্ষমতাধরের পুত্র



www.nagorikpathagar.org

মানে যে খোদ প্রধানমন্ত্রীর পুত্র মাহমুদ মনসুর এর আগে এতটা ভাবতে পারেনি। এক্ষণে তার দুশ্চিন্তা হলো, শাহজাদীর দুশমন যখন এতবড় এক ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তি, তখন তো শাহজাদী মোটেই নিরাপদ নন। সুলতানের অভাবে বা তাঁর অসুস্থতার সুযোগে সৈন্য বাহিনী হাত করে ঐ শয়তানটা শাহজাদীর ঐ বিশেষ আবাসেও হামলা চালাতে পারে এবং সেখান থেকে শাহজাদীকে লুটে আনতেও পারে। এতবড় একটা শক্তির কবল থেকে কি করে শাহজাদীকে হেফাজত করা যায়, সেই কথা ভাবতে ভাবতে দরবার থেকে বেরিয়ে এলো মাহমুদ মনসুর।

লড়াই থেকে বিজয় গৌরবে ফিরে এলেন মাহমুদ গাওয়ান ও মাহমুদ মনসুর। প্রায় পুরোপুরি অক্ষত অবস্থায় ফিরে এলো সুলতানের বাহিনী। এ লড়াইয়ে সুলতান বাহিনীর মোটেই তেমন সৈন্যক্ষয় হয়নি। অথচ প্রাণ দিয়েছে প্রতিপক্ষের অসংখ্য সেনা-সৈন্য। মাহমুদ গাওয়ানদের কৌশলগত আক্রমণের ফলে বিস্তর সেনা-সৈন্য ঢালি দিয়ে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে গেছে বিজয় নগরের রাজা দ্বিতীয় দেব রায়। রাজধানীতে ফিরে গিয়েই তৎক্ষণাৎ অঢেল উপঢৌকনসহ বাহমনী সুলতানের কাছে দূত পাঠিয়েছে সে। বশ্যতা স্বীকারের পুনরাবৃত্তি করে দেবরায় জানিয়েছে, এমন হঠকারিতা জীবনে আর সে করবে না। বাহমনী রাজ্যের করদ রাজ্য হিসাবে বিজয় নগর অত:পর চিরকাল সুলতানের নেক নজরের প্রত্যাশী হয়ে থাকবে। সেই সাথে দেবরায় আরো জানিয়েছে, বাৎসরিক কর হিসাবে চলতি বছরের কর নিয়ে বিজয় নগরের আর এক দূত অতিসত্বর সুলতান সমীপে আসছে। আসল কথা, সুলতানের রোষ থেকে দেবরায় অব্যাহতি চায়। বাহিনী নিয়ে মাহমুদ গাওয়ান সাহেবেরা বিজয় গৌরবে রাজধানীতে ফিরে আসার এবং সুলতানের ব্যাপক সংবর্ধনা প্রদানের অব্যবহিত পরেই বিজয় নগরের দূত এলো উপঢৌকনের পশরা নিয়ে। এতে করে, মাহমুদ গাওয়ান সাহেবেরা লড়াইয়ের ময়দানে দেব রায়কে যে কি পরিমাণে আতংকিত করে তুলেছেন। সুলতান তা যথাযথভাবে উপলব্ধি করলেন এবং সে জন্যে দুই চাচা ভাতিজাকে সুলতান আর একদফা আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলেন।

লড়াই থেকে ফিরে এসেই মাহমুদ মনসুর শাহজাদী মেহেরুন নেছার ঐ বিশেষ আবাসে আবার এসে হাজির হলো! তাকে দেখে আনন্দে নেচে উঠলো সে মকানের সকলেই। বিশেষ করে দারোয়ান জগলুল খাঁ, বাদী মতিয়া বিবি আর মালী কলিমুদ্দীনের আনন্দের বাধ রইলো না। আনন্দে তারা কলরব জুড়ে দিলো।



www.nagorikpathagar.org

শুভেচ্ছা ও প্রীতি জ্ঞাপনের মাধ্যমে এদের সবাইকে নিবৃত্ত করে মাহমুদ মনসুর শাহজাদী মেহেরুন নেছাকে নিয়ে নিভৃতে বসলো।

মাহমুদ মনসুরের আগেই কথা বললো শাহজাদী। মুখটিপে হেসে সে বললো, কি ব্যাপার, হঠাৎ যে আমাকে মনে পড়লো বড়?

জবাবে মাহমুদ মনসুর বললো, হঠাৎ মনে পড়বে কেন? আপনি কি আমার হঠাৎ মনে পড়ার মতো কেউ?

আড়চোখে চেয়ে শাহজাদী বললো, তাই নাকি? আমি তাহলে আপনার সর্বক্ষণ মনে থাকার কেউ বুঝি?

আলবত। আপনার এখান থেকে বিদায় নিয়ে চলে যাওয়ার দিন আপনাকে আমি কি বলিনি–স্বামী হত্যার দায়ে আপনাকে যে অন্যায়ভাবে দণ্ডিত করা হয়েছে, এটা আমি প্রমাণ করেই ছাড়বো? সুলতান বাহাদুরের বিচারে যে ভুল ছিল, আসল আসামী সনাক্ত করতে যে ব্যর্থ হয়েছেন উনি-যতক্ষণ তা প্রমাণ করতে না পারছি, ততক্ষণ আমার স্বস্তি নেই।

বলেন কি! সেই কথা আজও মনে রেখেছেন?

আছে মানে কি? এইটেই এখন আমার একমাত্র ধ্যান আর সাধনা। শত কাজের মাঝেও আমার সেই লক্ষ্যে আমি নিয়তই স্থির। এমতাবস্থায় আপনি কি কখনো আমার স্মরণের বাইরে থাকতে পারেন?

শাহজাদী তৃপ্তকণ্ঠে বললো, আলহাম্‌দুলিল্লাহ! আল্লাহ তায়ালা আপনাকে কামিয়াব করুন, সফলকাম করুন-এই দোয়াই আমি কায়মন প্রাণে করছি।

হ্যাঁ, তাই করবেন। আপনি তো আবার নির্দোষ বলে প্রমানিত হতে তেমন আগ্রহীই নন।

না, সে অবস্থা এখন আর নেই। আপনার উৎসাহে আমি এখন পুরোপুরিই আগ্রহী।

শাহজাদী!

নয়া জিন্দেগীর যে স্বপন আপনি দেখিয়েছেন, সেই স্বপন দেখেই এখন আমি দিন কাটাচ্ছি, সওদাগর।

সাব্বাস্! কিন্তু শুধু স্বপন দেখলেই হবে না শাহাজাদী। চোখ-কান খোলা রাখবেন সব সময়। আলামত যা পাচ্ছি, তাতে আপনি খুব একটা নিরাপদ নন এখনো!

সওদাগর!

আমার ধারণাটা যদি সত্যি হয়, তাহলে আপনার দুশমনটা এতবড়ই এক শক্তিধর ব্যক্তি যে, মহিলাদের বাজারের পথে ঐ একবার হামলা করেই সে ক্ষান্ত



www.nagorikpathagar.org

থাকার পাত্র নয় আর সে হামলাটা ব্যর্থ হওয়ার কারণে তার ভীত হওয়ারও কিছু মাত্র প্রয়োজন বা যুক্তি নেই। পথ থেকে তার হামলাটা আপনার এই আবাস পর্যন্ত প্রসারিত হতে পারে-এমন আশংকা করার আমার যথেষ্ট কারণ আছে।

দুই চোখ প্রসারিত করে শাহজাদী বললো, বলেন কি! তাহলে কে সে দুশমন?

মাহমুদ মনসুর পাল্টা প্রশ্ন করলো, দুশমনটাকে কি আপনি আদৌ চিনতে পারেননি? পাল্‌কীর উপর চড়াও হয়ে যে লোক আপনাকে জোর করে পালকী থেকে টেনে নামিয়ে নিচ্ছিল, সে লোককে কি আপনি একটুও চিনতে পারেননি?

জি না, আমি তো তার দিকে মোটেই তাকাইনি।

তাকান নি?

না। আমার পাল্‌কীর উপর হামলা হওয়ায় আমি এতই ভীত হয়ে গিয়েছিলাম যে, হামলা হওয়ার সাথে সাথে আমি ভয়ে জড়সড় হয়ে গিয়েছিলাম আর দুচোখ বন্ধ করে ছিলাম।

মাহমুদ মনসুর হতাশকণ্ঠে বলেন, আশ্চর্য! একটুও তাকাননি?

জি না। কেন বলুন তো?

কি আর বলবো! যে উদ্দেশ্যে আজ আমার আপনার এখানে আসা, সেটা একেবারেই নিরর্থক হয়ে গেল। আমার ধারণা ছিল, অল্পবিস্তর যা-ই হোক, আপনি তাকে দেখেছেন আর অস্পষ্ট হলেও, লোকটার কিছু বিবরণ আমি আপনার কাছে পাবো। অর্থাৎ, সে লোকটা কে হাতে পারে বা কার মতো দেখতে বা লোকটাকে আগে কোথাও দেখেছেন কিনা–এসব কিছু তথ্য আপনার কাছে পাবো।

শাহজাদী দুঃখ করে বললো, তাই কি? ইশ্! আমার বদনসীব, আমি তার দিকে একটুও তাকাইনি, মানে তাকানোর সাহস পাইনি।

তাহলে আর কি তথ্য দেবেন আপনি? আচ্ছা, জাফর খান নামের কাউকে কি আপনি চেনেন?

শাহজাদী মুখতুলে বললো, জাফর খান? কোন জাফর খান। ওনামের তো অনেক লোকই থাকতে পারে। আপনি কোথাকার আর কার কথা বলছেন?

মাহমুদ মনসুর বললো, অন্য কোথাকার নয়। আপনাদের শাহী চত্বরের উচ্চ পর্যায়ের এক যুবকের কথা বলছি। শাহী চত্বরে থাকাকালে এমন কাউকে কি দেখেননি বা চেনেন না আপনি?

শাহজাদী চিন্তা করে বললো, শাহী চত্বরের আর উচ্চ পর্যায়ের হলে, আমাদের প্রধানমন্ত্রীর পুত্রের নাম জাফর খান। সে ছাড়া তো আর কোন জাফর খানকে চিনিনে।



www.nagorikpathagar.org

আমি সেই জাফর খানের কথাই বলছি। লোকটার স্বভাব-চরিত্র আর আচরণ সম্পর্কে আপনার কি ধারণা?

তার সাথে আমার তো কোন ঘনিষ্ঠ পরিচয় নেই। প্রধানমন্ত্রীর পুত্র হিসাবে কালেভদ্রে তার সাথে আমার দুই একবার সামান্য দেখা সাক্ষাৎ, এই যা।

তা থেকে লোকটা সম্পর্কে আপনার কি ধারণা?

ধারণা মানে সে একটা নিরেট মূর্খ আর কাঠ গোঁয়ার। সেই সাথে সে বড়ই উচ্চাভিলাষী। বাপের মতো সেও এই রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার স্বপন দেখে।

আচ্ছা! আর কোন স্বপন দেখেনা?

মূর্খ আর বখাটেদের স্বপন দেখার কি শেষ আছে? এক সময় আমার চাচাজানকে অর্থাৎ বর্তমান সুলতানকে বলতে শুনেছিলাম, তার নাকি আমাকে শাদী করার খাহেশ হয়েছে আর লোক মারফত সে প্রস্তাব আমার চাচার কাছে পাঠিয়েছে।

অর্থাৎ রাজকন্যা আর অর্ধেক রাজত্ব? আপনার অংশীদার? চাচাতো ভাইয়ের......

অনেকটা সেই রকমই।

তারপর?

প্রস্তাব শুনে তো আমার চাচাজান রেগে তেতে একদম আগুন। মন্ত্রীপুত্র হলেও একটা নিরেট মূর্খ আর বখাটের সাথে আমার শাদী দেয়ার চিন্তা করতে পারেননি তিনি। কথাটা কানে যেতেই তিনি ঐ জাফর খানকে ডেকে এমন ধাতানী দিয়েছিলেন যে, ভয়ে বেকুফটার কাপড়-চোপড় নষ্ট হওয়ার দশা। এরপর আমার চাচাতো ভাই তাড়া করলে, সেই যে সে শাহী মহল ছেড়েছে আমার শাদীর দিনের, মানে শাদীর অনুষ্ঠানের আগে আর শাহী অন্দরে ঢোকেনি।

তারপর? শাহী মহল ছেড়ে যাওয়ার পরে সে আর কি করে?

তারপর আর কি করবে? আমার শাদীর বয়স হয়েছে বুঝে, পাঁচ শকুনের নজর পড়ার আগেই আমার চাচা সত্বর আমার এই শাদী দিয়ে দিলেন আর শাদীর অনুষ্ঠানে এসে ঐ বেয়াকুফটা নেচে নেচে নানাজনের ফাই ফরমায়েশ খেটে দিলো।

মাহমুদ মনসুর এবার উৎফুল্লকণ্ঠে ও সশব্দে বলে উঠলো,মারদিয়া! মারদিয়া কেল্লা!

হক্চকিয়ে গিয়ে শাহজাদী প্রশ্ন করলো, কি হলো? কেল্লা মারলেন মানে?

মানে, আমি যা জানতে এসেছিলাম, তা অনেকটাই পেয়ে গেলাম।

কি রকম?



www.nagorikpathagar.org

রকম মানে, আমার অনুমান যদি সত্যি হয় তাহলে ঐ সেই জাফর খানই আপনার সেই দুশমন। আমার তলোয়ারের সেই আঘাত আজও তার ডান বাহুটা অকেজো করে রেখেছে।

সে কি! ঐ জাফর খান?

ষোল আনা না হলেও, আমার চৌদ্দ আনা বিশ্বাস, ঐ জাফর খানই সব অনিষ্টের মূল। বাদ বাকী যে দুই আনা সন্দেহ আছে, সেটাও দূর হবে আর কিছু দিন অনুসন্ধান চালালেই।

দূর হবে?

আমার স্থির বিশ্বাস। ওটুকুও দূর হবে আর আসামীটাকে পুরো-পুরিই সনাক্ত করতে পারবো আমি।

শাহজাদী বিপুল বিস্ময়ে বললো–কি আশ্চর্য! ঐ শয়তানটাই তাহলে–

ঐ শয়তানটাই লেগে আছে পেছনে আপনার। ছলে বলে কৌশলে আপনাকে অপরহণ করার চেষ্টা সে করবেই।

সওদাগর!

যতটা বেয়াকুফ মনে করছেন তাকে, মোটেই সে ততটা বেয়াকুফ নয়। আসলে সে শেয়ান ঘুঘুর বাচ্চা।

বলেন কি!

সৎবুদ্ধি না থাক, মস্তানদের বদবুদ্ধির সীমা-পরিধি থাকে না। তার চাতুরী আর শয়তানী সামাল দেয়ার সাধ্য হয়তো আপনার এই বৃদ্ধ চাচার আর আপনার ঐ খেয়ালী চাচাতো ভাইয়ের থাকবে না। সুযোগ পেলেই সে হাত বাড়াবে আপনার দিকে আর চেষ্টা করবে আপনাকে লুটে নেয়ার।

সওদাগর!

তার উপর বাপ তার প্রধানমন্ত্রী। পেছনের খুঁটি তার খুবই শক্ত। কাজেই, চোখ কান খোলা রাখবেন সব সময় আর সতর্ক ভাবে চলাফেরা করবেন।

এই সময় মতিয়া বিবিকে আসতে দেখে মাহমুদ মনসুর কথা খাটো করে বললো, আজ এই পর্যন্ত। এ সব কথা আগেই যেন কানে না যায় কারো।

অত:পর অন্য প্রসঙ্গে কিছু কথাবার্তা বলে সেদিনের মতো সেখান থেকে চলে এলো মাহমুদ মনসুর।

শাহজাদীর আবাস থেকে বাসায় ফিরে আসতেই মাহ্মুদ মনসুরের সামনে দৌড়ে এসে দাঁড়ালো বাবুর্চি মোমিন খাঁ, ওরফে মুর্দা খাঁ এবং সে নিদারুন উৎকণ্ঠার সাথে বললো, গজব হো গৈল, বিলকুল গজব হো গৈল্ রে বা। উও বেগুনা আজ রাত কো মুস্‌কিল হো গৈল জব্বোর।



www.nagorikpathagar.org

মাহমুদ মনসুর বিস্মিতকণ্ঠে বললো, মুস্‌কিল!

মোমিন খাঁ বললো, জব্বোর মুস্‌কিল। উও মুস্‌কিল্ আপ্‌লোগ্ আছান করিবেক লাইতো, উও আউরাত বহুত বহুত পেরেশানী মে গির পাইবেক জরুর। উসকি জিন্দেগী বরবাদ হো যাইবেক।

মাহমুদ মনসুর বিভ্রান্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করলো, জিন্দেগী বরবাদ হো যাইবেক! কার?

উও ছাহজাদীকো জিন্দেগী হাজুর। আপ্ লোগ্ যো ছাহজাদীকি মকান মে বহুত দিন রানুবালা থা, মেহমান থা, উও ছাহজাদী কো জিন্দেগী।

তার মানে? যে শাহজাদীকে তুমি নাপাক মনে করতে, সেই শাহজাদী?

ওহি হাজুর, ওহি, ওহি!

কেন, কি হয়েছে তার?

আভিতক্ কুচু নাই হো গৈল্ ঠিক। লেকিন হো যায়েগা জলদি–জলদি।

জলদি জলদি হয়ে যাবে? কি হয়ে যাবে?

হো যাইবেক। ফিন্ উস্‌কি ছাদী হো যাইবেক।

শাদী! সেকি? কি বলছো পাগলের মতো? উনার শাদী হয়ে যাবে মানে? কার সাথে শাদী হয়ে যাবে?

উও গুণ্ডা আদমীকো ছাথ্। উও জাফর খান হ্যায়না? উসকো ছাথ্। উও ছালে আদমী বহুত খতরনাক আদমী আছে বটে। উহার ছাথে ছাহজাদীকো ছাদী হো যাইবেক তো ছাহজাদীকো বহুত মুছিবত হো যাইবেক।

জাফর খান! কোন জাফর খান? ঐ উজিরে আযমের ছেলে জাফর খান?

ওহি, ওহি। উজিরে আযমকা বেটা আছে। বহুত হারামী বেটা।

ওর সাথে শাহজাদীর শাদী হবে?

বিলকুল-বিলকুল। ওতি কাম হো যাইবেক বিলকুল।

বটে! তা তুমি কি করে জানলে?

তোরবাল খাঁ কাহা। হামার বোনাই, শাহী মহল মে রাহ্‌নুবালা বাবুর্চি তোরবাল খাঁ হামকো কাহা।

তোরবাল খাঁ একথা বলেছে? সে কি করে একথা জানলো?

উও তোরবাল খাঁ আপনা কানছে ছুনি লইলো সাফ সাফ। উজিরে আযমকা বিবি তোরবাল খাঁরে খানা পাকানো কাম করিতে উস্‌কি মকানে ডাকি লইলো আওর তোরাবাল খাঁ তামাম বাত্ ছুনি লইলো হল্‌ফিল।

বলো কি! তা কি শুনলো?

উও উজিরে আযমকা বিবি তোরবাল খাঁকো ছাত্ পাক ঘরমে থা। উও জাফর খান ছিধা ওতি পাক ঘরমে ঢুকি গৈল্ আওর উস্‌কো আম্মিকো কাহা, হামি ওহি



www.nagorikpathagar.org

ছাহজাদীকো ছাদী করিবেক বটে। হামার বহুত খাহেছ। তুম আব্বাজানকো পাকোড় লাও আওর এহি কাম জলদি জলদি হাছিল করি দাও বটে।

আচ্ছা। তা জবাবে জাফর খানের আম্মা কি বললো?

উও আম্মা কাহা, কেঁউ? তুম্‌তো কুলসুম বিবিরে তুম্ কছম্ খা কে দে চুকা! জবান দে চুকা তো ফিন্–। উও জাফর খান ছাথ্ ছাথ্ কাহা, আরে ছোড়ু দো আম্মি। উও তো সেবেফ বাত্ কাবাত্। উও কুল সুমকে। হামি ক্‌ভ্‌ভি ছাদী করিবেক লাই বটে। ওহি ছাহজাদীকো হামি ছাদী করিবেক জরুর। তুম্ হি এ শাদী ঠিকঠাক করি দাও জলদি জলদি।

ওর আম্মা এর জবাবে কি বললো?

ওহি আওরাত আওর কুচ্ নাহি কাহা। লেকিন জাফর খান ফিন্ কাহা, এহি ছাদী হো যাইবেক তো হামি উজিরে আজম বন্ যাইবেক জরুর। উস্‌কো ছাথ্ আধা মুলুক ভি হামার দখলে আছি যাইবেক ছিধা।

তারপর?

তারপর হামার বোনাই আছিই বাত্ হামারে ছুনাইলো।

মাহমুদ মনসুর বিরক্তির সুরে বললো, ছুনাইলো আর তুমি ধরে নিলে, এশাদী হয়ে গেল!

কেনে? হইবেক লাই কেনে? উও জাফরখান উহার আম্মিরে জব্বোর তাকিদ দিলেক। জিয়াদা তাকিদ।

তাকিদ দিলেই কি ভেবেছো এ শাদী হয়ে যাবে?

জরুর হো যাইবেক। উও জাফর খানকা খাহেছ্ রে বা! বহুত বড়া আদমীকা খাহেছ! উজিরে আযমকা বেটা খাহেছ করিবে তো উও খাহেছ্ ঠেকাই দিবেক, এ্যায়সা হিম্মত কৌন্ আদমীকো হ্যায়, বাতাইয়ে?

আরে রাখো। সুলতান এ শাদীতে কখনই রাজী হবেন না, বুঝলে? একবার ঐ জাফরখান এই খাহেশ করায় সুলতান বাহাদুর তাকে কড়া ধাতানী দিয়ে মহল থেকে বের করে দিয়েছিলেন। ফের এই খাহেশ্ করলে সুলতান এবার তাকে কতল করতেও পারেন।

এযুক্তি খারিজ করে দিয়ে মোমিন খাঁ বললো, কুচু করবেক লাই হাজুর। ছুলতান বাহাদুর ইবার কুচু করবেক লাই।

করবেক লাই?

নেহি হাজুর। উও দিন এখুন আর না আছে। উও ছাহজাদীকো ছাদী হো গৈল্। উহার খছম খুন হো গৈল্ আওর ছাহজাদীকো বহুত বহুত বদনামী হো গৈল্। ইস্ লিয়ে ছাহজাদী শাহী মহল ছে বাহার হো গৈলরে বা! খোদ সুলতান বাহাদুর উহার



www.nagorikpathagar.org

দিকে লাই আছে হাজুর। উস্‌কি মুসিবত সুলতান কভ্‌ভি দেখবেক লাই জরুর।

তো আমাকে কি করতে বলছো?

সুলতান বাহাদুর আপ্‌ আদমীকো বহুত পেয়ার করে। আপ্‌ লোগ্‌ ছুলতান বাহাদুরকো বলিবেক তো ছুলতান উও ছাদী জরুর ঠেকাই দিবেক।

ঠেকাই দিবেক?

আলবাত দিবেক। উও ছাহজাদী ছুলতান হাজুরকা বহুত পেয়ারের ভাইঝি হ্যায়, না? জাফর খান উহারে বহুত দুখ্‌ দিবেক, ইকথা আপ বাতাই দিবেক তো ছুলতান বাহাদুর আলবাত ই ছাদী বন্দ্‌ করি দিবেক বটে।

জবাবে মাহমুদ মনসুর সংক্ষেপে বললো, আচ্ছা ঠিক আছে। তুমি এখন সরো।

হাজুর!

ওটা আমি দেখবো। তুমি তোমার কাজে যাও–

সাচ্‌ বাত্‌তো হাজুর? আপ্‌তো ঠিক-ঠিক

মাহমুদ মনসুর রুষ্টকণ্ঠে বললো, তবেরে ভাগো। ভাগো ইহাছে....

মোমিন খাঁ ভয়ে ভয়ে চলে গেল। মোমিন খাঁর খবরে মাহমুদ মনসুরের অনুসন্ধানে নতুন গতি সঞ্চারিত হলো। মোমিন খাঁ চলে গেলে ধীরে ধীরে কামরার দিকে অগ্রসর হলো মাহমুদ মনসুর।

## ৬

'ছমক ছমক বাজে পায়ের নূপুর
ঠমক ঠমক নাচ সকাল দুপুর–
ও মেরে সাজানীয়া....'

বাজারের মশ্‌হুর নর্তকী কদরী বাঈ হেলে দুলে নাচছে আর সরাবের পেয়ালা ঠুকে তাল দিচ্ছে বাহমনী রাজ্যের বাজ খাঁই মন্ত্রীপুত্র জাফর খান বাহাদুর। রূপসী কদরী বাঈয়ের দেহবল্লরী নাচের তালে তালে ফুলে ফুলে উঠছে আর নেশাগ্রস্ত জাফর খান উল্লাসভরে আওয়াজ দিচ্ছে, মারহাবা-মারহাবা!

অনেকক্ষণ যাবত এই অবস্থা চললো। এরপরে কদরী বাঈ নাচতে নাচতে এসে ঢলে পড়লো জাফর খানের কোলের উপর। জাফর খান আবেগ ভরে বলে উঠলো, মরগিয়া, মরগিয়া। তু মুঝে দিউয়ানা বানা দিয়া কদরী বাঈ, তু হামারে দিউয়ানা বানা দিয়া!



www.nagorikpathagar.org

জাফর খানের কোলে বসে পা দোলাতে দোলাতে কদরী বাঈ বললো, সে তো যতক্ষণ নেশা আছে ততক্ষণ সাহেবজাদা। নেশা কেটে গেলেই তো এই কদরী বাঈ বাঁদীর অধিক অধম। তখন কি আর কোন দাম থাকে তার?

কদরী বাঈকে দুহাতে বুকের সাথে জড়িয়ে ধরে জাফর খান বললো, কি বললে কদরী বাঈ?

বলছি, সাহেবজাদার এই দরদ তো ক্ষণিকের। যতক্ষণ নেশা আছে, ততক্ষণ। তার পরেই তো আমাকে ভুলে যাবেন বিলকুল। খামাখা আর দরদ দেখিয়ে লাভ কি? কদরী বাঈয়ের মুখে হাত দিয়ে জাফর খান ব্যস্ত কণ্ঠে বললো, তওবা-তওবা। বলো না কদরী বাঈ, একথা আর দুস্‌রাবার বলো না। তুমি আমার জানের জান। তুমি আমার প্রাণের প্রাণ। তোমাকে কি আমি কখনো ভুলে যেতে পারি? তুমি ছাড়া তো এ দুনিয়া আমার অন্ধকার।

সাহেবজাদা!

তোমাকে আমি আজীবন এই ভাবে বুকের সাথে বেঁধে রাখতে চাই। হরওয়াক্ত বেঁধে রাখতে চাই।

তা কি করে হবে সাহেবজাদা? নাচঘরের বাইরে কি আর আমাকে আপনি এভাবে বেঁধে রাখতে পারবেন?

আমাকে তো আপনি আপনার ঘরেই নিতে পারবেন না। হরওয়াক্ত বেঁধে রাখবেন কি করে?

ঝুট, বিলকুল ঝুট। জরুর তোমাকে আমি ঘরে নেবো আমার। আমাকে ঠেকায় কোন্ ব্যাটা?

তাই কি হয় সাহেবজাদা? আমার সাথে আপনার কোন সম্পর্ক নেই। আমি আপনার কোন রিস্তেদারও নই। সম্পর্কহীন একজন নর্তকীকে কেউ কি কখনো ঘরে তুলতে পারে? বিশেষ করে আপনাদের মতো কোন খানদানী পরিবারে?

জাফর খান কণ্ঠে জোর দিয়ে বললো, সম্পর্কহীন মানে? কে বললেন আমার সাথে তোমার কোন সম্পর্ক নেই। তুমি আমার বউ। আমার প্রাণপ্রিয় জীবন সঙ্গিনী। বউ বানিয়ে নিয়েই তোমাকে ঘরে নেবো আমি। তুমি সম্পর্কহীন হবে মানে?

বলেন কি? আমাকে তাহলে শাদী করবেন আপনি?

আলবাত্। তোমাকে শাদী করবো নাতো আর কাকে শাদী করবো কদরী? আমার কাছে তোমার কি কদর তাকি তুমি বোঝো না? তুমি যে আমাকে দিউয়ানা বানিয়ে দিয়েছো। আমার মন-প্রাণ সব কেড়ে নিয়েছো তুমি। এ বুকে তুমি ছাড়া আর কার স্থান হবে, বলো?



www.nagorikpathagar.org

ওমা সেকি! তাহলে ঐ কুলসুম বিবি যাবে কোথায়? তাকেই তো শুনি শাদী করবেন বলে অনেক আগেই ওয়াদা করে রেখেছেন।

চরম ঘৃণাভরে জাফর খান বললো, আরে ছো-ছো! কি যে বলো? ঐ কুলসুম বিবিকে শাদী করবো আমি? ঐ বাঁদীর বেটি বাঁদীকে? রূপ নেই, গুণ নেই, কিছুই নেই যার, সেই কুলসুম হবে আমার বউ? তোমার পায়ের কাছে বসার যোগ্যতাও আছে নাকি তার?

সাহেবজাদা।

তোমাকে ছাড়া এ জিন্দেগীতে আর কাউকেই শাদী করবোনা আমি।

এই যদি আপনার মনের ইচ্ছা, তাহলে খামাখা ও বেচারীর কাছে ওয়াদা করেছেন কেন?

কাজের খাতিরে। কাজের খাতিরে কদরী বাঈ, কাজ উদ্ধার করার প্রয়োজনে ঐ ওয়াদা করতে হয়েছে আমাকে।

কাজ উদ্ধার!

হ্যাঁ-হ্যাঁ, জব্বোর শক্ত কাজ। শাদী করার লোভ না দেখালে কি তাকে দিয়ে ঐ শক্ত কাজটা করিয়ে নিতে পারতাম আমি?

কদরী বাঈ উৎসাহিত হয়ে উঠে বললো, ওমা-তাই?

তা কি কাজ সাহেবজাদা?

সে একটা জীবন মরণ সংক্রান্ত ব্যাপার। মানে, একজনকে একেবারেই...

বলেই থেমে গেল জাফর খান। নেশাটা তার ছুটে গেল অনেক খানি। একটু থেমে সে থতমত করে বললো, না, আজ থাক কদরী বাঈ। খুব গোপন কথা। যেদিন তোমাকে শাদী করবো, সেদিন সব কথা খুলে বলবো। তার আগে এসব গোপন কথা প্রকাশ করা ঠিক নয়।

কেন ঠিক নয়? আপনি কি আমাকে বিশ্বাস করেন না?

এ্যাঁ! বিশ্বাস? হ্যাঁ-হ্যাঁ করি বৈকি। জিয়াদা বিশ্বাস করি। যাকে শাদী করবো তাকে বিশ্বাস করবোনা কেন? তুমি যে আমার জানের জান।

তাহলে আর বাধা কোথায়? আমি আপনার জানের জান হলে, আমি কি আপনা থেকে আলাদা? একদেহ, একপ্রাণ। আমাকে বলতে ডর কিসের?

জাফর খান উদাসকণ্ঠে বললো, ডর? হ্যাঁ, ডরতো একটু আছেই কদরী! খুন খারাবীর ব্যাপার!

কদরী বাঈ চমকে উঠে বললো, এ্যাঁ–সেকি! খুন-খারাবী?

খুন–খারাবী মানে, ঐ যে শাহজাদী মেহেরুন নেছার খছম, মানে ঐ বাসর রাতে–



www.nagorikpathagar.org

মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে কদরী বাঈ প্রশ্ন করলো, এ্যাঁ, শাহজাদীর খছমকে কুলসুম বিবি মেরেছে?

প্যাঁচে পড়ে গিয়ে জাফর খান বললো, আরে না, ঠিক কুলসুম মারেনি। মেরেছে তো শাহজাদী। খছমকে পান খাইয়েছে ঐ শাহজাদীই। কুলসুম এখানে একটু সহায়তা করেছে, এই আর কি!

ওমা সেকি!

ঐ সাহায্যটুকু করিয়ে নেয়ার জন্যেই তো ওকে শাদী করার মিথ্যা আশ্বাস দিয়েছি।

বলেন কি! তাহলে ঐ শাহজাদীর খসম আপনার দুশমন ছিল বুঝি? তা না হলে তার খুন হওয়ার ব্যাপারে আপনি কুলসুমের সাহায্য নিতে গেলেন কেন?

খেই পেয়ে জাফর খান সরবে বললো, এ্যাঁ, দুশমন? হ্যাঁ হ্যাঁ, সে আমার মস্তবড় দুশমন ছিল। তাইতো তার খুন হওয়ার ব্যাপারে আমি ঐ কুলসুম বিবির সহায়তা নিয়েছিলাম।

সাহেবজাদা।

কিছু নিলে তো দিতে হয় কিছু? তাই কাজ উদ্ধারের জন্যে শাদী করার ঐ মিথ্যা আশ্বাস দিয়েছিলাম তাকে। তাই বলে কি সত্যি সত্যিই তাকে শাদী করবো আমি?

করবেন না?

কখ্খনো না। শাদী তো করবো একমাত্র তোমাকেই।

'তবেরে! একমাত্র ওকেই শাদী করবেন আপনি?'

–বলতে বলতে নাচ ঘরে ঢুকে পড়লো কুলসুম বিবি।

কুলসুম বিবি বাহমনী প্রশাসনের এক কর্মচারীর মেয়ে। কাজ উদ্ধারের প্রয়োজনে তাকেই শাদী করার ওয়াদা করে রেখেছে জাফর খান। কুলসুমও সেই আশাতেই দিন গুণছে। সে ঘন ঘন দেখা করছে জাফর খানের সাথে আর তাকিদ দিচ্ছে শাদীর আনজাম করার জন্যে।

কুলসুম বিবিকে শাদী করতে জাফর খান আর আগ্রহী নয়–এ আভাস তোরবাল খাঁর কাছে পেয়ে কুলসুম বিবি জাফর খানকে খুঁজে বেড়াচ্ছে কয়দিন ধরেই। জাফর খানের সাথে পাত্তা লাগাতে না পেরে কুলসুম আজ জাফর খানের বাড়িতে এসেছিল। বাড়িতে এসে কুলসুম বিবি জানতে পারলো, জাফর খান এখন তাদের বাগান বাড়ির নাচঘরে। এই খবর পেয়েই নাচঘরে ছুটে এলো কুলসুম। নাচঘরের দরজায় এসে কদরী বাঈকে জাফর খানের কোলের উপর উপবিষ্ট দেখে কুলসুম বিবি ঐ দরজার সামনেই থমকে দাঁড়িয়ে গেল। এরপর, জাফর খান একমাত্র কদরীকেই শাদী করবে-একথা জাফর খান দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে কদরীকে বললে, কুলসুম



www.nagorikpathagar.org

বিবির মাথায় আগুন ধরে গেল। ক্ষিপ্ত বাঘিনীর মতো সে তৎক্ষণাৎ ঢুকে পড়লো নাচঘরে। নাচঘরে ঢুকে পড়ে সে জাফর খানকে উদ্দেশ্য করে আরো বললো, একমাত্র ওকেই শাদী করবেন তো আমাকে শাদী করার কছম খেয়েছিলেন কেন, বলুন? কেন আমাকে বলে ছিলেন, আমাকে ছাড়া জিন্দেগীতে আর কাউকেই শাদী করবেন না আপনি?

কুলসুম বিবি ঘরে ঢোকার সাথে সাথে চমকে গিয়ে লাফিয়ে উঠলো জাফর খান ও কদরী বাঈ! লাফিয়ে উঠে দুইজন ছিট্‌কে গেল দুই দিকে। ক্রোধের আধিক্যে কুলসুম বিবি পয়জার (জুতা) খুলে তেড়ে এলো। কদরী বাঈয়ের দিকে তাকিয়ে বলতে লাগলো, হারামী নাচ্‌নেওয়ালী, বাজারের নষ্টা মেয়ে আমার সাহেবজাদার দিকে হাত বাড়িয়েছিস্ তুই? বারো মুলুক ঘুরে বেড়ানো যাদুকরী, তুই যাদু করেছিস্ আমার সাহেবজাদাকে? আজ তোরই একদিন কি আমারই একদিন।

কুলসুম বিবির রুদ্র মুর্তি দেখে কদরী বাঈ আগেই ভড়কে গিয়েছিল। এবার জুতা হাতে কুলসুমকে তেড়ে আসতে দেখে সে চমকে উঠে ছুটোছুটি করতে লাগলো এবং বার বার জাফর খানের দিকে তাকাতে লাগলো। কিন্তু কুলসুমকে আটকানোর পরিবর্তে জাফর খানকে নিষ্ক্রীয়ভাবে বসে থাকতে দেখে কদরী বাঈ হতাশ হলো এবং অবশেষে কদরী বাঈ দৌড়ে নাচ ঘরের বাইরে এসে অদৃশ্য হয়ে গেল।

এতক্ষণে হুঁশ ফিরলো জাফর খানের। কুলসুম বিবিকে লক্ষ্য করে সে ব্যস্ত কণ্ঠে বলে উঠলো, একি করলে? কদরী বাঈতো নিজের ইচ্ছায় আসেনি। আমি তাকে দাওয়াত দিয়ে এনেছি। তাকে তুমি এভাবে অপমান করে তাড়িয়ে দিলে?

কুলসুম বিবি ফুঁশে উঠে বললো, বেশ করেছি। তাড়িয়ে দেবো না তো কি আপনার সাথে তার শাদী পড়িয়ে দেবো? আমার কাছে ওয়াদা করে রেখে বাজারের ঐ ভ্রষ্টা মেয়েকে শাদী করার খাহেশ জেগেছে আপনার?

কুলসুম!

তাই যদি করেন তাহলে ভরা হাটে হাঁড়ি ভেঙ্গে দেবো আমি। এই সাধুগিরির মুখোশ আপনার টেনে খুলে ফেলে দেবো। শাহজাদীর খছম কেন মারা গেল, সেটা যদি ফাঁশ করে দেই তাহলে আর ঐ কদরী বাঈকে শাদী করার কোন ফুরসুৎই থাকবে না। তার আগেই ফাঁসী কাঠে ঝুলতে হবে আপনাকে, বুঝেছেন?

জাফর খান ঢোক চিপে বললো, সেকি! এ তুমি কি বলছো?

কুলসুম বিবি নির্ভীককণ্ঠে বললো, যা সত্যি, তাই বলছি। আগে শুনেছি, ঐ নাচনেওয়ালীর নাচ দেখতে নাকি ইদানিং আপনি ঘন ঘন বাজারে যাওয়া ধরেছেন। আজ দেখছি সোহাগ করে তাকে একদম বাড়িতে ডেকে এনেছেন! এতটাই যাদুটোনা করেছে সে আপনাকে?


www.nagorikpathagar.org

জাবাবে জাফর খানও এবার রুষ্টকণ্ঠে বললো, বেশ করেছে। ওকে ঐভাবে ছুটে যেতে দেখলে লোকে বলবে কি? গোপন কথার অনেকটাই সে জেনে গেছে। এখন সে উল্টোপাল্টা কিছু বললে তো বিপদ হবে আমার!

বলেই জাফর খান ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে লাগলো। তা দেখে কুলসুম বিবি বললো- সেকি! কোথায় যাচ্ছেন ওভাবে?

ছুটতে ছুটতে জাফর খান উচ্চ কণ্ঠে বললো-কদরীকে কি ফেরাতে হবে না? বুঝিয়ে সুঝিয়ে শান্ত করতে হবেনা তাকে? আমি তাকে দাওয়াত দিয়ে এনেছি আর তুমি তাকে পয়জার নিয়ে তাড়ালে? সে যে এখন কি বিপদ ঘটায় আমার.....

প্রাণপণে ছুটতে লাগলো জাফর খান। কুলসুম অবশেষে জাফর খানের পেছনে পেছনে ছুটলো। ছুটতে ছুটতে বলতে লাগলো, ভাল হবে না তাহলে। ঐ বাঈজীর মায়া কাটাতে না পারলে, আমি হাটে হাঁড়ি ভেঙ্গে দেবোই দেবো....

বিজয় নগরের রাজা দ্বিতীয় দেবরায় রায়চূড় ও দোয়াব আক্রমণ করার সময় বৃদ্ধ সুলতান দ্বিতীয় আহমাদ শাহ অসুস্থ ছিলেন। সে জন্যে তিনি মাহমুদ গাওয়ান ও তাঁর ভাতিজাকে দেবরায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রেরণ করেন। মাহমুদ গাওয়ান সাহেবরা দেব রায়কে পরাস্ত করে বিজয় গৌরবে ফিরে এলে এবং দেবরায় ফের বশ্যতা স্বীকার করে উপঢৌকন ও কর প্রেরণ করলে, সেই আনন্দে সুলতান অনেকটাই সুস্থ হয়ে ওঠেন।

কিন্তু সুলতানের এই সুস্থতা অধিকদিন থাকেনি। বয়সের ভারে ন্যুব্জ সুলতান অল্পদিন পরেই আবার অসুস্থ হয়ে পড়েন। সুলতানের এই দ্বিতীয়বার অসুস্থ হওয়ার পেছনে ছিল অনেকটাই তাঁর খায়-খাটুনী। সুলতান ছিলেন একজন পাক্কা মুসলমান ও ইসলামের একনিষ্ঠ খাদেম। তাঁর রাজ্যে ইসলামকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে তিনি নিজে তদারক করে মসজিদ-মাদরাসা স্থাপন করেন এবং সেগুলো পরিচালনার সাথে প্রত্যক্ষভাবে সম্পৃক্ত থাকেন।

এক্ষণে দিন তাঁর শেষ হয়ে আসছে বুঝে, পূর্বের অসুখটা পুরোপুরি নিরাময় না হতেই, সুলতান আবার নতুন করে মসজিদ মাদরাসা স্থাপনের কাজে অতিশয় ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। প্রশাসন ও দরবারের কাজ সম্পন্ন করার পরে সকাল-বিকেল যখনই তিনি সময় পান, তখনই ছুটতে থাকেন মসজিদ মাদ্রাসার কাজ তদারক করার জন্যে। বৃদ্ধ বয়সে আর অনেকটা অসুস্থ শরীরে এতটা সইবে কেন? সইলোও না শেষ পর্যন্ত। একদিন এক মসজিদের কাজ তদারক করার সময় তিনি ওখানেই অসুস্থ হয়ে পড়লেন। ফলে, ওখান থেকে প্রাসাদে এনে ফের শুরু হলো তাঁর চিকিৎসা। কিন্তু বিখ্যাত বিখ্যাত হেকিমদের দ্বারা চিকিৎসা করা সত্বেও,



www.nagorikpathagar.org

দিনের পর দিন তাঁর অসুখ বৃদ্ধি পাওয়া ছাড়া নিরাময় আর হলো না। মাসাধিক কাল অতিবাহিত হওয়ার পর হেকিমগণ যেমন বুঝলেন, তেমনই সুলতান নিজে ও তাঁর পরিবার পরিজনের অনেকেই বুঝলেন, এ বিমার আর নিরাময় হবার নয়। সুলতানের দিন প্রায় শেষ হয়ে গেছে।

সুলতান নিদারুনভাবে অসুস্থ শুনে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে এলেন দরবার ও দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। এলেন শাহজাদী মেহেরুন নেছার গৃহশিক্ষক মাওলানা সুল আরেফিন সাহেবও। উল্লেখ্য যে, ইসলামের পৃষ্ঠপোষকতার সাথে সুলতান ছিলেন শিক্ষা ও শিক্ষিত লোকদেরও একজন মস্তবড় পৃষ্ঠপোষক। সেই সাথে শিক্ষিত লোকেরা ছিলেন তাঁর প্রিয় সঙ্গী। শিক্ষিত লোকদের সাথে মাঝে মধ্যেই বৈঠক করা ছিল সুলতানের নিত্যদিনের অভ্যাস। কোন কারনে দীর্ঘদিন বৈঠক করতে না পারলে তিনি ভাবতেন, এ সময়টা বুঝি তাঁর বৃথাই কেটে গেল। এই বৈঠক করার মাধ্যমে কয়েকজন শিক্ষিত লোক তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুর পর্যায়ে চলে আসেন। এঁদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় ছিলেন শাহজাদীর গৃহশিক্ষক মাওলানা শামসুল আরেফিন সাহেব। সুলতান তাঁকে যেমন প্রীতির চোখে দেখতেন, তেমন সম্মানও করতেন জিয়াদা।

সুলতান এই দ্বিতীয়বার অসুস্থ হওয়ার পরে মাওলানা সাহেব সুলতানের শারীরিক অবস্থার খবর নিতে আর সুলতানের সাথে সাক্ষাৎ করতে দুই একদিন পরে পরেই আসতে থাকেন। সুলতানের অবস্থার ক্রমেই অবনতি ঘটছে দেখে, মাওলানা শামসুল আরেফিন সাহেব একদিন বিষণ্নকণ্ঠে সুলতানকে বললেন, হায়াত মউতের মালিক আল্লাহ জাঁহাপনা। কবে কার জীবনাবসান ঘটবে, কেউ বলতে পারে না। জাঁহাপনার ব্যাপারেও একথা সত্য। তবে এই অসুখেই যদি জাঁহাপনার জীবনের অবসান ঘটে, তাহলে জাঁহাপনার একটা মস্তবড় আর জরুরী কাজ অসম্পন্ন থেকে যাবে।

সুলতান উৎসুকভাবে প্রশ্ন করলেন, কি কাজ মাওলানা সাহেব?

মাওলানা সাহেব বললেন, কাজটা মস্তবড়ই জাঁহাপনা আর অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ কাজ। সে কাজটা হলো, শাহজাদী মেহেরুন নেছার অপরাধের পুনর্বিচার অনুষ্ঠান করা।

সুলতান বিস্ময় বিস্ময়ে বললেন, পুনর্বিচার! দণ্ডপ্রাপ্ত মেহেরুন নেছার স্বামী হত্যার পুনর্বিচার?

জি জাঁহাপনা। শাহজাদী মেহেরুন নেছা যে বিনা অপরাধে দণ্ডভোগ করছে–এটা এখন অনেকটাই সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

সুলতান ব্যস্তকণ্ঠে বললেন, সেকি! বিনে অপরাধে? আমার মেহেরুন নেছা বিনা অপরাধে দণ্ড ভোগ করছে?



www.nagorikpathagar.org

বলতে বলতে শায়িত অবস্থা থেকে সুলতান উঠে বসতে গেলেন। মাওলানা সাহেব চমকে উঠে সুলতানকে পুনরায় শুইয়ে দিতে দিতে বললেন–উঠবেন না জাঁহাপনা, উঠবেন না। এতে আপনার বিমার আরো বেড়ে যেতে পারে। আপনি শুয়ে থেকেই কথা বলুন।

পুনরায় শুয়ে পড়ে সুলতান অস্থিরকণ্ঠে বললেন, উঠবো না? আমার স্নেহের মেহেরুন নেছা বিনা দোষে দণ্ড ভোগ করছে, এ কথা শুনেও আমি নীরবে শুয়ে থাকবো?

তাই থাকতে হবে জাঁহাপনা। অসুখের উপর তো আপনার কোন হাত নেই। কথাটা আপনাকে বলা প্রয়োজন বোধেই বললাম। দু'এক কথা যা বলতে চান, মেহেরবাণী করে তা শুয়ে থেকেই বলুন।

সুলতান হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, দু'এক কথা? আমার মেহের যদি বিনা দোষে দণ্ড পেয়ে থাকে, তাহলে এ দুঃখ কি দু'এক কথায় শেষ হওয়ার দুঃখ। বলুন, আপনি কি কারণে বলছেন মেহেরুন নেছা বিনা অপরাধে শাস্তি ভোগ করছে? সে যে অপরাধী, বিচারে বসে এ ব্যাপারে আমি নিঃসন্দেহ হয়েই তো দণ্ড দিয়েছি তাকে।

সেই জন্যেই তো বলছি হুজুর, তার বিচারটা পুনরায় অনুষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন।

মাওলানা সাহেব!

কসুর নেবেন না হুজুর, হুজুরের ঐ বিচারে ভুল ছিল। আসল অপরাধী নির্ণয়ে হুজুর সেদিন ব্যর্থ হয়েছিলেন।

আসল অপরাধী?

জি জাঁহাপনা। আলামত যা পাওয়া যাচ্ছে তাতে মেহেরুন নেছা আম্মা তার খসমের ঐ মৃত্যুর জন্যে তিল পরিমানও দায়ী নয়। তার এখানে কোনই কসুর নেই। সে এ বিষয়ে কিছুই জানেনা। সব দোষ অন্যজনের। অন্যজনের ষড়যন্ত্রের কারণেই তার খসমের মৃত্যু ঘটেছে ঐভাবে। অর্থাৎ তার খসমকে হত্যা করেছে অন্যজন আর এই খুনের জন্যে সম্পূর্ণ দায়ী ঐ ষড়যন্ত্রকারী অন্য ব্যক্তিই।

বলেন কি! এমন আলামত পেয়েছেন আপনি?

জি জাঁহাপনা। গোপন তথ্য যা পাওয়া যাচ্ছে, তাতে পুনর্বিচারে বসলে, আমি প্রায় নিঃসন্দেহ যে, শাহজাদী নির্দোষ প্রমাণিত হবেই আর আসল আসামী বেরিয়ে পড়বেই।

তাহলে কে? কে সে আসামী?

এখন সেটা প্রকাশ করা ন্যায় সঙ্গত নয় জাঁহাপনা, সমীচিন নয়। আমার স্থির বিশ্বাস, পুনরায় বিচারে বসলেই বেরিয়ে আসবে সে আসামী। বিচারের মাধ্যমে



www.nagorikpathagar.org

দোষী প্রমাণিত হওয়ার আগে কাউকে আসামী বলে চিহ্নিত করা ঠিক নয়। বিশেষ করে, আসল আসামী যেখানে একজন অত্যন্ত ক্ষমতা-সম্পন্ন ব্যক্তি বলেই অনুমিত হচ্ছে।

মাওলানা সাহেব!

তাই বলছিলাম, জাঁহাপনার শরীরের দিন দিন যা অবনতি হচ্ছে, তাতে আমার ভয় হয়, হুজুরের এতবড় একটা জরুরী কাজ বুঝি অসম্পন্নই থেকে যায়!

সুলতান ফের নড়ে চড়ে উঠে বললেন, না-না, কখ্খনো আমি একাজ অসম্পন্ন রাখবো না। এমন একটা কাজ অসম্পন্ন থাকলে, আমি মরেও শান্তি পাবো না। আমার মেহেরুন নেছা বিনা দোষে শাস্তি পেয়ে থাকলে, মরণের পরে দোজখের আগুনে আমাকে দগ্ধ হতে হবে-জ্বলে পুড়ে খাক হতে হবে। পুনর্বিচারটা করে যেতে পারলে তবু অপরাধটা আমার কিছুটা হালকা হবে।

সুলতান ফের অস্থির হয়ে উঠলেন। মাওলানা আরেফিন সাহেব বললেন, শান্ত হোন জাঁহাপনা। এত বেশী আগাম চিন্তা করবেন না। আপনার দ্বারা পুনর্বিচার অনুষ্ঠিত হোক-এটা যদি আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছ না হয়, তাহলে তো আপনার কিছু করার নেই। সেজন্যে আপনার আফসোস্ করা সাজেনা। ওদিকে আবার দোজখের আগুনের ভয় করছেন কেন? সে ভয়ের তো কোন কারণ দেখিনে আমি। জাঁহাপনাতো আর ইচ্ছে করে দণ্ড দেননি তাঁর ভাতিজিরে। বিচারে ভুল হয়ে থাকলে তো সে জন্যে জাঁহাপনার পরকালে শাস্তি ভোগ করার কথা নয় আর মানুষ মাত্রেরই ভুল হয়।

সুলতান তবুও বললেন, না-না, এ ভুল আমি রেখে যাবো না মাওলানা সাহেব। আপনি সাক্ষী সাবুদ আর আলামতাদি যোগাড় করে ফেলুন। অচিরেই আমি পুনর্বিচারে বসবো।

ঠিক আছে জাঁহাপনা। উঠে বসার মতো আপনি একটু সবল হয়ে নিন, আর আমরাও এদিকে তথ্য যেটুকু অনাবিষ্কৃত আছে, তাও যোগাড় আর আবিষ্কার করে ফেলি। আপনি উঠে বসতে না পারলে তো....

পারবো না? উঠে বসতে পারবোনা? সত্যিই কি আপনারা সবাই মনে করেন, এই শোয়াই আমার শেষ শোয়া?

না-না জাঁহাপনা। তা করবো কি করে? আল্লাহ তায়ালার কি ইচ্ছা, তা কি আমরা কেউ আগাম বলতে পারি? আল্লাহ তায়ালা আপনাকে তাড়াতাড়ি সুস্থ করে তুলুন, একমাত্র এই দোয়াই করতে পারি আমরা।

তাই করুন, আপনারা তাই করুন। আর কোন কাজ করতে পারি আর না পারি, এই কাজটা সম্পন্ন করার জন্যে আমার সুস্থ হওয়াটা বড়ই প্রয়োজন।



www.nagorikpathagar.org

আপনারা আল্লাহ তায়ালার কাছে প্রার্থনা করুন, আমি আর কোন কিছু করতে চাইনে শুধু এই কাজটির জন্যেই আমি সুস্থ হয়ে উঠতে চাই। এই একটি কাজের জন্যেই।

এই সময় সুলতান তনয় শাহজাদা হুমায়ূন শাহ সেখানে উপস্থিত হয়ে বললেন, তাই বললেই কি হবে আব্বাজান? আল্লাহ তায়ালা যতদিন আপনাকে বাঁচিয়ে রাখবেন-সুস্থ অসুস্থ যা-ই আপনি হোন, অন্যান্য অতি প্রয়োজনীয় কাজগুলোও তো সম্পন্ন করতেই হবে আপনাকে।

সুলতান পুত্রের মুখের দিকে জিজ্ঞাসু নেত্রে চেয়ে বললেন, হুমায়ূন!

শাহজাদা হুমায়ূন বললেন–বিশেষ করে, আপনি যেখানে একটি রাজ্যের সুলতান আর সে রাজ্যের ভাল-মন্দের বিধান করার দায়-দায়িত্ব আপনার উপর ন্যস্ত।

সুলতান বললেন, অর্থাৎ? তুমি কি বলতে চাও?

শাহজাদা বললেন, কংকনের সামন্ত রাজারা জোটবদ্ধ হয়ে আমাদের এই বাহমনী রাজ্যের উপর হামলা চালাতে ছুটে আসছে। পথেই তাদের বাধা দেয়া প্রয়োজন। তাদের গতি পথেই রুখে দেয়া একান্ত দরকার।

সুলতান দুঃখ করে বললেন, উঃ! এই অমুসলমান রাজ্যগুলি নিয়ে আমি কি করবো–কেউ কি তা বলতে পারেন আমাকে? বারবার দমন করা সত্ত্বেও আর বার বার বশ্যতা স্বীকার করার পরও আমার চারপাশের হিন্দুরাজারা একটা দণ্ডও যদি আমাকে নিশ্চিন্তে থাকতে দিত।

শাহজাদা বললেন–কাজেই, রাজ্যের এই এতবড় মুসিবতের প্রতিকার করাটাও আপনার অবশ্য কর্তব্যের মধ্যেই পড়ে আব্বা হুজুর। এ ব্যাপারে আপনার যা করণীয়-যথাশীঘ্র করুন। ঐ যৌথ শক্তিকে পথেই আটকে দিতে না পারলে....

সুলতান রুষ্টকণ্ঠে বললেন, তো কি করবো? রোগ শয্যায় এভাবে শুয়ে থেকেই কি আমি তলোয়ার চালাবো?

জি না আব্বাজান। যে তলোয়ার চালাতে সক্ষম, তাকে আপনি হুকুম দেবেন তলোয়ার চালানোর, অর্থাৎ যুদ্ধে যাওয়ার জন্যে। সে লোক তলোয়ার চালালে তা আপনারই তলোয়ার চালানো হলো। সে লোক দুশমনকে দমন করলে তা দেশের সুলতান বাহাদুরেরই দমন করা হলো। কারণ সে কাজে যোগ্য লোক নিয়োজিত করা সুলতান বাহাদুরেরই কাজ।

শাহজাদা!

যোগ্য লোকের বদলে অযোগ্য লোক পাঠালে, পরাজয়ের গ্লানি আর দায়টাও সুলতান বাহাদুরেরই।



www.nagorikpathagar.org

বটে!

আপনি সুলতান। আপনি যাকে যুদ্ধে যাওয়ার হুকুম দেবেন, সে-ই যুদ্ধে যেতে বাধ্য। আমার হুকুমে তো তা কেউ যাবে না।

ঠিক আছে, আমি তাহলে তোমাকেই হুকুম দিচ্ছি। এ যুদ্ধে তুমিই যাত্রা করো।

আব্বা হুজুর!

তোমার অনেক দাপট! তুমি জেদী আর জুলুমবাজ নামটা ইতিমধ্যেই এতখানি কিনে ফেলেছো যে, যখন তখন তোমার ঐ দাপটটা গিয়ে দুশমনের উপর খাটাও।

শাহজাদা নতমস্তকে বললেন, আব্বাহুজুর সত্যি সত্যিই আমাকে সে হুকুম করলে, অবশ্যই আমি যুদ্ধ যাত্রা করবো। কিন্তু দুশমন দমনের পরিবর্তে আমাকে জব্দ করাই যদি আব্বাহুজুরের ইচ্ছা হয়, তাহলে সেটা আমার নিতান্তই বদনসীব!

শাহজাদা!

শাহজাদা হলেই যে সে অপরাজেয় বীর হবে, সুলতান হলেই যে তিনি দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ যোদ্ধা হবেন–এমন কোন কথা নেই আব্বা হুজুর! তা যদি হয় বা হন কেউ সে তো অতি উত্তম কথা। কিন্তু বাস্তবে তা কমই হয়। সেই জন্যেই যুদ্ধবিদ্যায় যারা দক্ষ, সে সব দক্ষ লোকদের সেনাপতির পদ প্রদান করে যুদ্ধ করার কাজে নিয়োজিত রাখার বিধান আছে। সুলতান বা শাহজাদারাই সব সময় যুদ্ধে যাননা, বা তাঁদের যেতেও হয় না।

বহুত আচ্ছা। তত্ত্বকথা তো অনেকখানিই শোনালে। এবার বলো, আসলে তুমি কি বলতে চাও।

আমি বলতে চাই যে, আমার সামর্থ আব্বাহুজুরের অজানা নয়। যুদ্ধ বিদ্যায় আমার কিছুটা খ্যাতি আছে ঠিকই, কিন্তু সেই খ্যাতি কংকনের সম্মিলিত শক্তিকে পরাভূত করতে সক্ষম নাও হতে পারে। যে বা যারা একাজটা অনেকটাই নিশ্চিতভাবে করতে সক্ষম, জাঁহাপনার কাছে আমি সবিনয় অনুরোধ জানাবো-তাকে বা তাদেরকেই এ যুদ্ধে যাত্রা করার আদেশ দেয়া হোক।

অর্থাৎ তুমি আমার হুকুম....

তওবা! আমাকে ভুল বুঝবেন না আব্বাহুজুর। আপনি চাইলে আমি এই মুহূর্তেই যুদ্ধে যেতে প্রস্তুত। আমি এত কথা বলছি, শুধু রাজ্যের কল্যান চিন্তা করেই।

শাহজাদা!

ইতিমধ্যে মাহমুদ গাওয়ান সাহেব সেখানে এসে হাসিমুখে বললেন, শাহজাদা ঠিক কথাই বলেছেন হুজুর। এ যুদ্ধে যাওয়ার জন্যে মেহেরবাণী করে আমাকেই হুকুম দেয়া হোক।



www.nagorikpathagar.org

সুলতান সবিস্ময়ে বললেন–মুহ্তারাম!

গাওয়ান সাহেব বললেন, শাহজাদার সাথে এ নিয়ে আমার বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। পরপর কয়েকটা যুদ্ধে আল্লাহর রহমে সফলকাম হয়েছি বলে, শাহজাদা আর অন্য কোন সেনাপতিকে এযুদ্ধে প্রেরণ করার মোটেই পক্ষপাতি নন। আমার ভাতিজা সহ আমাকেই এ যুদ্ধে প্রেরণ করার সিদ্ধান্তে তিনি অটল।

সুলতান বললেন–আচ্ছা!

গাওয়ান সাহেব বললেন, রাজ্যের কল্যান চিন্তা করেই শাহজাদা এ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, যদিও আমি নিশ্চিত নই, শাহজাদার সে উম্মিদ পূরণ করতে আমি পুরোপরি সক্ষম কিনা। সে যা-ই হোক, বাহিনী প্রস্তুত। কিন্তু হুকুম দেয়ার মালিক তো আর শাহজাদা নন, সে মালিক খোদ জাঁহাপনা। জাঁহাপনার হুকুম-পেলেই আমি বা আমরা যুদ্ধ যাত্রা করতে পারি।

এত কথা বলার পর সুলতান খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। তাই অধিক কথায় না গিয়ে তিনি সংক্ষেপে বললেন, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ মোহতারাম। তাহলে ভাতিজা সহকারে আপনিই এ যুদ্ধে যাত্রা করুন। আপনাদেরই এ যুদ্ধে যাত্রা করার জন্যে হুকুম দিচ্ছি আমি।

জাঁহাপনা মেহেরবান। তাহলে আমি চলি জাঁহাপনা। দুশমনেরা অনেকখানি এগিয়ে এসেছে, আর এগুতে দেয়া যাবে না।

সুলতান হাত তুলে বললেন, আল্লাহ হাফেজ।

দ্রুতপদে চলে গেলেন মাহমুদ গাওয়ান সাহেব। সেই সাথে শাহজাদা হুমায়ূনও গমনোদ্যোগ করলে, সুলতান তাঁকে হাত ইশারায় ডেকে বললেন, এখন আমি অত্যন্ত ক্লান্ত। আর কথা বলতে পারছিনে। কিছুক্ষণ পরে তুমি আবার দেখা করবে আমার সাথে। জরুরী কথা আছে।

আব্বা হুজুর–

মাওলানা শামসুল আরেফিন সাহেব এতক্ষণ অত্যন্ত কষ্ট সহ্য করে ধৈর্য ধরে ছিলেন। এবার তিনি অনেকটাই শব্দ করে বলে উঠলেন, দোহাই শাহজাদা! হুজুরকে আর কথা বলতে বাধ্য করবেন না। দয়া করে এখন আপনি যান। হুজুর একটু সুস্থ হোন, পরে এসে কথা বলবেন।

শাহজাদা একথা সমর্থন করে বললেন, ঠিক, সব ঠিক! আপনি ঠিক বলেছেন মাওলানা হুজুর। আমি তাহলে পরেই আসবো।

শাজহাদা চলে গেলেন। সুলতান তাঁর গমন পথের দিকে চোখ মেলে চাইতেই মাওলানা সাহেব সবিনয়ে বললেন, চোখ বন্ধ করুন জাঁহাপনা। অনেক ধকল গেল



www.nagorikpathagar.org

এতক্ষণ আপনার উপর দিয়ে। এব্বার চোখ বন্ধ করুন আর মেহেরবানী করে ঘুমানোর কোশেশ করুন। আর একটা কথাও নয়।

শাহজাদী মেহেরুন নেছার পুনর্বিচারে বসার কিসমত সুলতান দ্বিতীয় আহমাদ শাহর আর হলো না। সেই আগ্রাসনের বিরুদ্ধে মাহমুদ গাওয়ান সাহেবদের প্রেরণ করার কয়েকদিন পরেই তার শরীরের ভয়ানক অবনতি ঘটলো। অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পেল তার অসুখ আর এতে করেই তিনি ইহলোকের তামাম লেনদেন মিটিয়ে দিয়ে পরলোকে চলে গেলেন। হাহাকার পড়ে গেল শাহী মহলে। হাহাকার পড়ে গেল সারাদেশে। সুলতানের সদাচরণ আর সৎকর্মের স্মরণে হায়-হায় করতে লাগলো আমজনতা।

কিন্তু যে যতই হায় হুতাশ করুক, দেশের মসনদ তো আর সে জন্যে খালি থাকতে পারেনা! সুলতানের দাফন-কাফন অন্তে প্রথা অনুযায়ী আত্মীয় স্বজন সভাসদ বর্গ ও দেশের বিশিষ্ট জনগণ মিলে সুলতান পুত্র শাহজাদা হুমায়ূন শাহকে সাড়ম্বরে বাহমনী রাজ্যের মসনদে বসালেন। তখনো যুদ্ধ চলছে কংকনে। যুদ্ধের ক্ষতি হবে বিবেচনায় এ সংবাদ গাওয়ান সাহেবদের বা তাঁদের বাহিনীর কোন কাউকেই জানানো হলো না।

মসনদে উঠার পরে নতুন সুলতান হুমায়ূন শাহ প্রথমে শোক পালনসহ দরবার ও প্রশাসন সংক্রান্ত আশু করনীয়গুলি সম্পাদন করলেন। এর পরেই তিনি আহবান করলেন মাওলানা শামসুল আরেফিন সাহেবকে। শামসুর আরেফিন সাহেব এসে হাজির হলে সুলতান হুমায়ূন শাহ বললেন, মাওলানা হুজুর আমার বহিন শাহজাদী মেহেরুন নেছার, অর্থাৎ আমার জ্যেঠাতো বহিন মেহেরুন নেছার পুনর্বিচার অনুষ্ঠান করার ব্যাপারে আমার মরহুম আব্বাজানের কাছে যে প্রস্তাব আপনি রেখেছিলেন, সেই পুনর্বিচারের কাজ কি আমি এখন শুরু করতে পারি?

উল্লেখ্য যে, শাহী মহলের গৃহশিক্ষক মাওলানা শামসুল আরেফিন সাহেব শাহজাদী মেহেরুন নেছার মতো শাহজাদা হুমায়ূনের সরাসরি শিক্ষক না হলেও, হুমায়ূন শাহ তাঁকে শিক্ষকের মতোই শ্রদ্ধা করতেন। সুলতান হুমায়ূনের এই আকস্মিক প্রস্তাবে মাওলানা সাহেব কিছুটা থতমত খেয়ে গেলেন। বললেন, এখন? মানে, এই মুহূর্তেই।

সুলতান বললেন, জি মাওলানা হুজুর। ইন্তেকালের সময় আমার আব্বাহুজুর আমাকে নিরতিশয় তাকিদ দিয়ে বলে গেছেন, মসনদে আরোহন করার পরেই আমার প্রথম কাজ হবে আমার বহিনের ঐ পুনর্বিচার অনুষ্ঠিত করা। তাতো আর



www.nagorikpathagar.org

পারলাম না। অতি প্রয়োজনীয় কাজগুলোই আমাকে আগে সম্পন্ন করতে হলো। আর তো বিলম্ব করা যায় না।

জনাব!

আব্বা হুজুর বলে গেছেন, এই পুনর্বিচারের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সাক্ষী সাবুদ আর তথ্যাদি আপনি বা আপনারা সরবরাহ করবেন। এ ব্যাপারে আপনি কি প্রস্তুত?

মাওলানা সাহেব চিন্তিতকণ্ঠে বললেন, তা জনাব, মরহুম সুলতান বাহাদুরকে এ প্রস্তাব আমিই দিয়েছিলাম আর সাক্ষীসাবুদ সরবরাহ করতে চেয়েছিলাম-এটা ঠিক। কিন্তু সেটা যে এখনই সরবরাহ করবো-ব্যাপারটা এমন ছিলনা।

মুখ তুলে চেয়ে সুলতান বললেন, মাওলানা হুজুর!

মাওলানা হুজুর বললেন, তখন কথা ছিল, তিনি রাজী হলে, আমরা সাক্ষী সাবুদ যোগাড় করার কাজে তোড়ে জোড়ে নিয়োজিত হবো। অর্থাৎ সে সব কিছু সংগ্রহের বাদবাকী কাজ সম্পন্ন করে ফেলবো। কিন্তু সে কাজটা তো এখনো সম্পন্ন করা হয়নি জনাব।

হয়নি?

জি না। সে কাজে নিয়োজিত হওয়ার আগেই সুলতান বাহাদুর ইন্তেকাল ফরমালেন। ফলে, এতদিন একদিকে শোক আর অন্যদিকে জনাবকে মসনদে অধিষ্ঠিত করা নিয়ে হুটপাট শুরু হয়ে গেল। এই পরিবেশে সেই সব সাক্ষীসাবুদ যোগাড় করার মওকা আর পেলাম কৈ?

মাওলানা হুজুর!

এ কাজে কিছুটা সময় লাগবে জনাব। মরহুম হুজুর জীবিত থাকলেও, এখনই সেই পুনর্বিচার শুরু করা যেতোনা। আলামতাদি গুছিয়ে নিতে কিছু সময় লাগবে, তা তিনিও জানতেন।

সুলতান হুমায়ূন শাহ অগত্যা বললেন, বেশ, সে কাজটা তাহলে তোড়ে-জোড়ে শুরু করুন এখন। যত শিগ্গির সম্ভব, সব কিছু যোগাড় করে ফেলুন। আমি সত্বর আমার বহিনের ঐ পুনর্বিচার সম্পন্ন করতে চাই।

জনাব!

আপনি আজ থেকেই সে কাজে মনোনিবেশ করুন।

মাওলানা সাহেব ইতস্তত করে বললেন, জনাবের হুকুম অবশ্যই পালিত হবে। তবে এটা তো একক কোন ব্যক্তির কাজ নয়, যৌথ কাজ। অনেক লোকই একাজের সাথে সম্পৃক্ত। তাদের দ্বারাই আমাকে ঐসব তথ্যাদি সংগ্রহ করতে হবে। বিশেষ করে একাজে মাহমুদ গাওয়ান সাহেবের ভাতিজা মাহমুদ মনসুরের



www.nagorikpathagar.org

ভূমিকাটা একান্তই অগ্রণী। তার অভাবে একাজের মোটেই কোন অগ্রগতি হবে না।

সুলতান সবিস্ময়ে বললেন, সে কি সে তো এখন লড়াইয়ে?

জি. জনাব! সেই জন্যেই আমাদের এখন কিছু দিন অপেক্ষা করা ছাড়া আর উপায় নেই। ঐ মাহমুদ মনসুরই আমার দক্ষিণহস্ত।

অর্থাৎ?

আসলে ঐ মাহমুদ মনসুরই এই পুনর্বিচারের মূল প্রার্থী। আমি তার মুখপাত্র মাত্র।

মাহমুদ মনসুর? বলেন কি! তা মাহমুদ মনসুর সাহেব এ ব্যাপারে সম্পৃক্ত হলেন কি করে?

জনাব নিশ্চয়ই ভুলে যাননি যে, ঐ মাহমুদ মনসুর বেশ কিছুদিন শাহজাদী মেহেরুন নেছা আম্মার মেহমান হয়ে আম্মার ঐ বিশেষ আবাসে ছিল। ওখানে অবস্থান করার কালেই সে প্রায় নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারে যে, খুনী আসলে শাহজাদী নন, খুনী অন্য কেউ। এই অন্যকেও সে অনেকটাই সনাক্ত করতে পেরেছে। বাদবাকী টুকু নিশ্চিত করার কাজে তাকেই সর্বাগ্রে প্রয়োজন।

সুলতান অবশেষে উদাসকণ্ঠে বললেন, কি মুসিবত! এই ঘটনা! ঠিক আছে ঐ মাহমুদ মনসুর সাহেব তাহলে লড়াই থেকে ফিরে আসুন, তখন এই পুনর্বিচারের প্রসঙ্গটা তোলা যাবে।

জি জনাব। সেই অপেক্ষা করা ছাড়া বিকল্প নেই। এখন সে ভালোয় ভালোয় ফিরে এলে হয়। তার কিছু হলে তো সবই পণ্ড। শাহজাদীর মুক্তির আর কোন পথই থাকবে না।

সুলতান বললেন, আল্লাহ তাআলা তাঁকে হেফাজত করুন!

লড়াই থেকে ফিরে এলো মাহমুদ মনসুর। অর্থাৎ সসৈন্যে ফিরে এলেন চাচা ভাতিজা দু'জনই। সেরেফ ভালোয় ভালোয় নয়, এত বেশী ভাল অবস্থায় তাঁরা ফিরে এলেন যে, এই দুই চাচা ভাতিজার বীরত্বের কাহিনী শুনে তাক লেগে গেল দেশের সর্বসাধারণের। বিজয় নগরের চেয়ে দশগুণে অধিক তাঁরা গুড়িয়ে দিয়েছেন কংকনের রাজন্যবর্গের শক্তি। হামলা করতে আসা কংকনের বাহিনীকে পথেই বিধ্বস্ত করার পর কংকনের পলায়নরত সেনা সৈন্যদের ধাওয়া করে দুই চাচা ভাতিজা সসৈন্যে প্রবেশ করেন কংকনে এবং সে রাজ্যের প্রতিরোধ শক্তিকে মাটির সাথে মিশিয়ে দেন।



www.nagorikpathagar.org

কংকনের সমুদয় হিন্দু রাজাদের দমন করে বাহমনী বাহিনীর নেতা মাহমুদ গাওয়ান সাহেব তাদের অনেক সুরক্ষিত দুর্গ ও শহর দখল করে নেন। শুধু তাই নয়, ফিরে আসার সময় তিনি কংকন থেকে প্রভূত ধনরত্ন, বহু সংখ্যক হাতী-ঘোড়া ও অনেক ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসীদের সংগে করে নিয়ে আসেন। এই বিপুল সাফল্যের কারণে মাহমুদ গাওয়ান সাহেব এতটাই বিজয়ানন্দে বাহমনীর রাজধানী বিদরে ফিরে এলেন যে, এতটা আনন্দ প্রকাশ আর কোন বিজয়েই তিনি করেননি।

কিন্তু রাজধানীতে পৌঁছে সুলতান দ্বিতীয় আহমাদ শাহ আর ইহ দুনিয়ায় নেই– এই কথা শুনামাত্র মাহমুদ গাওয়ান সাহেব কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন আর শোকাহত হয়ে পথেই বসে পড়েন। নয়া সুলতান হুমায়ূন শাহ গিয়ে তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে তবেই তাঁকে পথ থেকে তুলে আনেন।

সুলতান দ্বিতীয় আহমাদ শাহ ইন্তেকাল করায় মাহমুদ গাওয়ান সাহেব ভেবেছিলেন, বাহমনী রাজ্যের প্রতি তামাম আকর্ষণ তাঁর বুঝি শেষ হয়েই গেল। তাঁকে আশাতীত মান সম্মান আর কদর দেয়া ব্যক্তি সুলতান দ্বিতীয় আহমাদ শাহই যেখানে নেই, সেখানে তাঁর থাকার আর কি আকর্ষণ থাকতে পারে? কিন্তু নয়া সুলতান গাওয়ান সাহেবের এ ধারণা মিথ্যা প্রমাণ করে তাঁকে এতটাই অধিক কদর দিলেন এবং মান সম্মানের এতটাই উঁচু আসনে বসালেন যে, অচিরেই গাওয়ান সাহেবের তামাম হতাশা তিরোহিত হলো। বর্তমান গৌরবোজ্জ্বল বিজয়ের পুরস্কার স্বরূপ নয়া সুলতান তাঁকে প্রভূত খিলাফত ও বিশেষ উপাধিতে ভূষিত করলেন এবং পরবর্তীকালে তাঁকে সর্বোচ্চ সম্মানজনক উপাধি মালিকত্ তুজ্জার (বণিকদের রাজা) এই উপাধি দান করলেন। সেই সাথে মাহমুদ গাওয়ান সাহেবকে পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী হিসাবে মনোনীত করেও রাখলেন নয়া সুলতান।

এই সমস্ত ঝুটঝামেলা আর হুটপাট শান্ত হয়ে এলে, মাওলানা শামসুল আরেফিন সাহেব মাহমুদ মনসুরকে তাঁর বাসায় ডেকে নিয়ে বললেন, বাপজান, আগের সুলতানের মতো এই নয়া সুলতানও শাহজাদী মেহেরুন নেছার পুনর্বিচারের ব্যাপারে ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। আমাদের তো এবার অতি তাড়াতাড়ি সে ব্যাপারে তৈরি হতে হয়।

মাহমুদ মনসুল বললো, জি হুজুর, তাতো হয়, তবে এ ব্যাপারে তো তাড়াহুড়া করে লাভ নেই। কারণ, অনুসন্ধানের মাধ্যমে যা বুঝতে পেরেছি, তাতে ঐ শয়তান জাফর খানই আসল আসামী। তবে তাকে আসল আসামী প্রমাণ করা কম কথা নয়! সঙ্গতভাবে তাকে আসামী প্রমাণ করতে হলে চাই চাক্ষুস আর উপযুক্ত সাক্ষী সাবুদ। এমন সাক্ষী চাই, যার সাক্ষ্য সন্দেহাতীতভাবে চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।



www.nagorikpathagar.org

বাপজান।

সে দিকে অনেকটাই অগ্রসর হয়েছিলাম। কিন্তু এই লড়াইয়ের ঝুট ঝামেলায় পড়ে কাজটা আমার অনেকটাই পিছিয়ে গেছে। আমাকে আবার নতুন করে সে পথে এগুতে হবে।

তাহলে তাই এগুতে থাকো বাপজান। মরহুম সুলতান তার পুত্রকে এ ব্যাপারে জিয়াদা তাকিদ দিয়ে গেছেন বলে এই নয়া সুলতান এই পুনর্বিচার অনুষ্ঠান করার জন্যে খুবই ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন।

তা ওঠাই স্বাভাবিক। আসলে সব কিছু পুরোপুরিভাবে গুছিয়ে নেয়ার আগে, এই পুনর্বিচারের প্রস্তাব আনাটাই ভুল হয়ে গেছে।

হ্যাঁ বাপজান সেটা এখন বুঝতে পারছি। কিন্তু ভূতপূর্ব সুলতানের ঐ মরমর অবস্থা দেখে এ প্রস্তাব আনতে আমি বাধ্য হয়েছিলাম। কারণ, তাঁর অভাবে পরবর্তী সুলতানের দ্বারা পুনর্বিচার করানো সম্ভবপর হবে কিনা–এই সন্দেহের বশেই আমি ভূতপূর্ব সুলতানের কাছে এ প্রস্তাবটা রাখি।

মাহমুদ মনসুর চিন্তিতকণ্ঠে বললো, তা কথা হলো, ভুল হলেও একদিক দিয়ে সেটা আবার ঠিকই হয়েছে হুজুর। এ দুনিয়ায় কিছুই যায় না ফেলা। এ প্রস্তাব তখন ভূতপূর্ব সুলতানের কাছে রেখেছিলেন বলেই বর্তমান সুলতান এ ব্যাপারে এতটা উৎসাহী হয়ে উঠেছেন। পিতার তাকিদ তো?

হ্যাঁ-হ্যাঁ, সেটাও অবশ্য ঠিক। কিন্তু তা যা-ই হোক, সুলতান যখন আগ্রহী, তখন আমাদের তো পিছিয়ে গেলে চলবেনা। সাক্ষী সাবুদের খোঁজে এবার কোমর বেঁধে নেমে পড়ো।

জি হুজুর, এতে কোন গাফিলতি থাকবেনা। এখন থেকেই সে কাজে নেমে পড়ছি আমি।

ওখান থেকে মাহমুদ মনসুর সরাসরি শাহজাদী মেহেরুন নেছার ঐ বিশেষ আবাসে চলে এলো। উদ্দেশ্য, জাফর খানের কোন উৎপাত বা কোন রকম তৎপরতার আভাস শাহজাদীর কাছে পাওয়া যায় কিনা। কিন্তু সেখানে এসে মাহমুদ মনসুর এক উট্‌কো ঝামেলায় পড়ে গেল।

কংকন থেকে যে সব ক্রীতদাসীদের এই বাহমনী রাজ্যে আনা হয়েছিল, তাদের কয়েকজন ছিল সুন্দরী এবং একজন ছিল অতিশয় সুন্দরী ও যুবতী। নাম তার বিনোদিনী। বিনোদিনী সহ দু'তিন জন ক্রীতদাসীকে সুলতান পত্নী মাখদুমা জাহান নার্গিস বেগম শাহী মহলে রেখে দেন অতিরিক্ত খেদমত পাওয়ার



www.nagorikpathagar.org

উদ্দেশ্যে। এই ক্রীতদাসীদের বিশেষ করে, সুন্দরী বিনোদিনীকে নিয়ে ইতিমধ্যে কিছু সরস কানাঘুঁষা শুরু হয় শাহী মহলের ভেতরে ও বাইরে। ছড়াতে থাকে গুজব। গুজবের কোন গোড়া-মাথা থাকে না। তাই, কোন্ সেনাপতি বা কোন্ সৈনিক কোন্ ক্রীতদাসীর প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে– আড়ালে-আব্ডালে মাঝে মাঝেই চলতে থাকে তার সরস আলোচনা। সেই আলোচনার মধ্যে কি করে যেন মাহমুদ মনসুর ও বিনোদিনীর নামও ঢুকে যায়। আর যায় কোথায়? মাহমুদ মনসুর ও বিনোদিনী– দুজনই বেজায় রূপবান ও রূপবতী। দুজনের বয়সও কাঁচা। ঐ গোপন ও সরস গুজবের মধ্যে এই দুই নরনারীই ক্রমে মুখ্য হয়ে ওঠে।

মাহমুদ মনসুরের বদনসীব! মাহমুদ মনসুর এসে হাজির হওয়ার আগেই ঐ সরস গুজবটা সত্য ঘটনার আদল নিয়ে শাহজাদীর আবাসে এসে পৌঁছেছিল। ফলে শাহজাদীর সাথে সাক্ষাৎ করতে এসে শাহজাদীর বিষণ্ণতা দেখে মাহমুদ মনসুর অবাক হয়ে গেল। মাহমুদ মনসুরের আগমনে শাহজাদী তাকে অভ্যর্থনা জানালেও, সেই অভ্যর্থনার মধ্যে আগেকার সেই উষ্ণতা তেমন একটা ছিল না। কথা বলতে গিয়েও মাহমুদ মনসুর লক্ষ্য করলো, শাহজাদীর কথাগুলো কেমন যেন অনেকটা হেঁয়ালীতে ভরা। এসব দেখে মাহমুদ মনসুর শেষ পর্যন্ত প্রশ্ন করলো, কি ব্যাপার? শাহজাদী কি কোন কারণে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত আছেন?

জবাবে শাহজাদী বললো, জিন্দেগীটাই যার বিপর্যয়ে ভরা, তার আবার নতুন করে কি মানসিক বিপর্যয় দেখা দেবে?

শাহজাদী!

আমার কথা থাক। সওদাগর সাহেবের দিনকাল এখন কেমন কাটছে, সেটা জানার আগ্রহই এখন আমার বেশী।

আমার দিনকাল!

জি-জি, আপনার নয়া জিন্দেগীর দিনকাল। ভাগ্যবতী বিনোদিনী দেবী আপনার সেবা শুশ্রূষা কেমন করছেন-সে ব্যাপরে কিছু বলুন।

মাহমুদ মনসুর আকাশ থেকে পড়লো। বললো, বিনোদিনী। কে বিনোদিনী?

শাহজাদী অভিমান ভরে বললো, কেন আর ভাঁড়াচ্ছেন সওদাগর। কংকন থেকে যে সব সুন্দরী ক্রীতদাসীদের এনেছেন, তাদের একজনের নাম কি বিনোদিনী নয়? সে কি সুন্দরী আর যুবতী নয়?

হতে পারে। কংকন থেকে যাদের আনা হয়েছে তাদের মধ্যে দু'একজন সুন্দরী আর যুবতীও থাকতে পারে। তাতে আমার কি?

সে দু'একজনের একজনকি বিনোদিনী নয়? সওদাগর যে ভাব করছেন, তাতে মনে হচ্ছে এমন কোন নামও তিনি শুনেননি!



www.nagorikpathagar.org

শুনবো না কেন? বিনোদিনী, কিংকরী, মহামায়া, জাহ্নবী–এসব কি কি নামে যেন ক্রীতদাসীরা একে অন্যকে ডাকাডাকি করছিল। ওদের এই বাহমনীতে আনার পথে শুনেছি।

শুধুই শুনেছেন? দেখেননি? বিশেষ করে ঐ বিনোদিনীকে?

হ্যাঁ, দেখেছি। সংযত থাকার চেষ্টা করা সত্ত্বেও অসাবধানতা বশত ওদের ঐ দলটাকে দু'একবার এক ঝলক দেখে ফেলেছি ঠিকই। কিন্তু কোন বিশেষ কাউকে আমি দেখিনি। রাজধানীতে আনার পরে ঐ ক্রীতদাসীরা কে কোথায় গেছে আর কাকে কার হাওলায় দেয়া হয়েছে, তাও সঠিক জানিনে।

সওদাগর আবার সত্যের বরখেলাপ করলেন। ঐ বিনোদিনী যে আমার ভাবী সাহেবা, অর্থাৎ নতুন সুলতানের বেগমের হেফাজতে আছে–এটা কি মিথ্যা?

তার আমি কি জানি? শাহী মহলে কে কোথায় আছে, তা আমি জানবো কি করে? শাহী মহলে, বিশেষ করে ঐ জেনানা মহলে, আমার কি কখনো যাতায়াত আছে, না আমি কখনো গিয়েছি ওখানে যে, আমি তা জানবো। শাহজাদীর এই সব উদ্ভট কথাবার্তা শুনে আমি কেবলই তাজ্জব হচ্ছি। কোন মানসিক বিকৃতি না ঘটলে এমন দিবাস্বপ্ন তো কেউ দেখেনা!

এবার শাহজাদী ভড়কে গেল। মাহমুদ মনসুর যে মিথ্যা কথা বলার লোক নয়, এ বিশ্বাস তার ছিল। তাই হতভম্ব হয়ে সে বললো, সে কি! এসব তাহলে সত্য নয়?

মাহমুদ মনসুর, রুষ্ঠকণ্ঠে বললো, সত্য কি মিথ্যা তা আপনার ব্যাপার। আমাকে জিজ্ঞাসা করছেন কেন?

এ্যাঁ! সেকি! এটা তাহলে আসলেই গুজব? নিছক বানোয়াট কিছু?

আমার কথাতো শাহজাদী বিশ্বাসই করেন না। আমি সত্যের বর খেলাপ করছি–এই তাঁর ধারণা। কাজেই বানোয়াট, না সত্য– তা শাহজাদী যেখান থেকে এসব জেনেছেন, সেখানেই খোঁজ করুন।

তাজ্জব! মরিয়ম তাহলে নিছক একটা মিথ্যাকে এমন সত্য করে বললো?

মরিয়ম! মরিয়ম কে?

আমার সখী। শাহী মহলে থাকতে আমাদের যে পরিচারিকাটি আমার বিশেষ ঘনিষ্ঠ ছিল, সেই পরিচারিকা।

পরিচারিকা? তবে যে বললেন সখী।

ঐ পরিচারিকারাই আমাদের সখী হয়। আমরা তো আর বাইরে যেতে পারিনে আর বাইরের কোন মেয়ের সাথে সখ্যতা পাতানোর তেমন সুযোগ নেই আমাদের। অধিক ক্ষেত্রেই তাই, ভদ্রশ্রেণীর পরিচারিকারাই আমাদের সখীতে রূপান্তরিত হয়।



www.nagorikpathagar.org

ও আচ্ছা। তা আপনার সেই সখী মানে মরিয়ম না কি নাম যেন বললেন, সেই সখী কি এখানে এসেছিলেন?

জি হাঁ। এসেছিল আর এসব কথা বললো।

কি কি বললেন তিনি?

বললো, কংকন জয় করার সময় নাকি ঐ বিনোদিনী আপনার মুহব্বতে পড়ে যায়। আপনার অতুলনীয় বীরত্ব আর এই চিত্তহারী চেহারা দেখে ওখানেই সে আপনাকে ভালবেসে ফেলে। লড়াই চলার কালে ঐ বিনোদিনী মাঝে মধ্যেই আপনার ছাউনিতে যাতায়াত করতে থাকে আর বিনোদিনী সহ ঐ ক্রীতদাসীদের এই বাহমনীরাজ্যে আনার কালে সেই মুহব্বত আরো গভীর হয়।

এই সব কথাই আপনার ঐ সখী মরিয়ম বিবি বলেছেন?

সন্দেহাকুল চিত্তে শাহজাদী বললো, হ্যাঁ প্রত্যয়ের সাথেই তো বললো।

আর তাই আপনি বিশ্বাস করলেন?

না সরাসরি বিশ্বাস করিনি। কিন্তু সে এমনভাবে বললো যে, মনে হলো সে সত্যি কথাই বলছে। মরিয়ম আমার কাছে মিথ্যা বলছে, তখন আমার সে খেয়াল হয়নি।

বটে! তা উনি এখানে কি কাজে এসেছিলেন?

শাহজাদী ঈষৎ হেসে বললো, কি কাজে? সে কথা শুনলে আপনিও হাসবেন।

অর্থাৎ?

মরিয়ম বিবি এখানে ঘটকালী করতে এসেছিল।

ঘটকালী! সেকি! কার শাদীর ঘটকালী?

আমার শাদীর ঘটকালী।

আপনার শাদীর! মার কাটারি। তা কার সাথে সে শাদীটা?

মন্ত্রীপুত্র জাফর খানের সাথে।

বিপুল বিস্ময়ে মাহমুদ মনসুরের জবান বন্ধ হয়ে গেল। কিছুক্ষণ সে হা করে চেয়ে রইলো শাহজাদীর মুখের দিকে। এর পরে বললো, কি অসম্ভব কথা! জাফর খান ঘটকালী করতে পাঠিয়েছিল তাকে?

না, জাফর খান নয়। জাফর খানের বাপ খোদ উজিরে আযম মরিয়মকে এই ঘটকালীর কাজে পাঠিয়েছিলেন।

তাজ্জব হলো মাহমুদ মনসুর।

বললো, বলেন কি। খোদ উজিরে আযম?

তা আপনার সেই সখীটা কি তাহলে ঐ প্রধানমন্ত্রীর লোক? মানে, তার পেটোয়া?



www.nagorikpathagar.org

না, তা সে কখনই ছিল না। এখন দেখি সেই এ ঘটকালীতে এসেছে।

অর্থাৎ, প্রধানমন্ত্রী তাকেও পটিয়ে ফেলেছে!

জি-জি। এখন সেটাই তো মনে হচ্ছে আমার।

এরপরেও আপনার ঐ সখী আমার ব্যাপারে সত্য কথা বলেছে বলে বিশ্বাস করেন আপনি?

হুঁশে এসে শাহজাদী থতমত করে বললো, এ্যাঁ! হ্যাঁ-হ্যাঁ, তাইতো! মিথ্যা কথাতো সে এখন বলতেই পারে! যে বদমায়েশ চক্রের ফরমায়েশ সে খাটছে, তাতে মিথ্যা কথা বলাটা তার কাছে কোন কঠিন কাজই নয়।

হ্যাঁ, তাই সে বলেছে। আপনার সে যতটা বিশ্বাসী আর প্রিয় সখীই হোক, সে একজন আত্মবিক্রেতা অসৎ মেয়ে। ঐ অসৎ মন্ত্রীর টোপ যে গিলেছে, প্রয়োজনে সে হাজারটা মিথ্যা গল্প শোনাতে পারে।

ঠিক-ঠিক। তা নিশ্চয়ই পারে। আপনি আমার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ আর বিশ্বাসী লোক জেনে হয়তো আপনার প্রতি আমার মন বিষিয়ে দেয়াই উদ্দেশ্য ছিল তার।

একশো ভাগ সত্যি। সেই উদ্দেশ্যই ছিল তার। তা এসব কথা থাক। আপনার শাদীর ব্যাপারে সে কি বললো?

কি আর বলবে? কণ্ঠে দরদ মিশিয়ে সে বললো, উজিরে আযম সাহেব আপনাকে খুবই স্নেহ করেন। আপনাকে তাঁর খুবই পছন্দ। সুতরাং তাঁর ছেলেকে শাদী করলে উজিরে আযমের গৃহে আপনি পরম সুখে থাকবেন। এছাড়া, পরে ঐ জাফর খানই এদেশের উজিরে আযম হবে। আপনার সুখের কি সীমা-পরিসীমা থাকবে তখন?

আচ্ছা! তা আপনি কি বললেন?

শুনে আমার গায়ে আগুন ধরে গেল। তবু নিজেকে সংযত করে বললাম, ঐ জাফরটা তো আস্ত একটা কাঠগোঁয়ার। মন্ত্রীটা কিছুটা ভাল হলে কি হবে? ঐ কাঠগোঁয়ার আর বখাটে লোককে শাদী করলে কি কেউ কখনো সুখী হতে পারে? সে বললো, পারে-পারে। আসলে ছোটকাল থেকেই তো ঐ জাফর সাহেব আপনার প্রতি অনুরক্ত। আপনাকে না পাওয়ার কারণেই সে কাঠগোঁয়ার হয়েছে। তাকে শাদী করে দেখুন, সে আপনাকে মাথায় করে রাখবে।

তারপর? আপনি ফের কি বললেন?

বললাম, থুথু দেই তার ঐ মাথায় করে রাখার মুখে। মরে গেলেও ঐ রকম একটা মূর্খ আর দুশ্চরিত্র লোককে শাদী আমি করবো না। তুমি অন্য কথা বলো। শুনে মরিয়ম আমাকে আরো কিছুক্ষণ বোঝালো। আমাকে তবুও রাজী করাতে না পেরে সে আমাকে ভয় দেখিয়ে বললো, এ শাদীতে ভালয় ভালয় রাজী না হলে



www.nagorikpathagar.org

কপালে আপনার অশেষ দুঃখ আছে। শেষ পর্যন্ত তার ঘরেই আপনাকে যেতে হবে অথচ অধিক তেল পুড়ালে তার শোধ সে না তুলে ছাড়বে ভেবেছেন? ফের আমার রাগ হলো। বললাম, তার ঘরেই যেতে হবে মানে? জবাবে সে বললো, মানে, চুলের মুঠি ধরে নিয়ে যাবে। আপনার চাচা সুলতান দ্বিতীয় আহমাদ শাহ আর ইহলোকে নেই। এখন কে আপনাকে আগ্‌লাবে? আজই যদি ঐ জাফর খান লোকজন নিয়ে এসে ঢোকে আপনার বাসায় তাকে ঠেকাতে পারবেন আপনি? শূন্যে আপনাকে তুলে নিয়ে যাবে সে। বললাম, তুলে নিয়ে যাবে? সে বললে,অবশ্যই তুলে নিয়ে যেতে পারে, আপনি তাকে শাদী করতে একদম নারাজ, একথা শুনলে জাফর খান সাহেব কি ছেড়ে দেবে আপনাকে? আজই যে সে ছুটে আসবেনা, তা কে বলতে পারে?

তারপর?

তার কথা শুনে আমি বেজায় ভয় পেয়ে গেলাম। ভেবে দেখলাম, কথাটা অমূলক নয়। চাচাজান বেঁচে নেই, আপনি কংকনে লড়াইয়ে ব্যস্ত। এই সুযোগে শয়তানটা যদি সতি সত্যিই হামলা করে বাসায় তাহলে তো কোন উপায়ই থাকবে না আমার। কাজেই ঐ শয়তানটাকে ঠেকিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে শঠের সাথে শঠাং করতে বাধ্য হলাম আমি। হাসিমুখে বললাম, আরে না-না, জাফর খানকে শাদী করবো নাতো করবো আর কাকে? জিন্দেগীটাকে তো আমার এভাবে বৃথা যেতে দেবো না। ওদিকে আবার সে ছাড়া, আমার উপযুক্ত পাত্রও তো আর কাউকে দেখিনে। ঐ জাফর খানকে অবশ্যই শাদী করবো আমি। আমি একটু বাজিয়ে নিলাম, এই আর কি!

আচ্ছা!

একথায় মরিয়মের মনটা খোলাসা হলো। সে আবার প্রশ্ন করলো, সত্যি? সত্যিই জাফর সাহেবকে শাদী করতে রাজী আপনি? জবাবে আমি ফের হাসিমুখে বললাম, বিলকুল-বিলকুল।

এ জবাব শুনে মরিয়ম বিবি খুশী হয়ে চলে গেল।

মাহমুদ মনসুর এবার উৎফুল্ল কণ্ঠে বলে উঠলো, সাব্বাস-সাব্বাস! কে বলে শাহজাদী একেবারেই ননীর পুতুল, হুঁশবুদ্ধি তাঁর কম? বড়ই তুখোড় বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন আপনি এক্ষেত্রে।

শাহজাদী প্রশ্ন করলো, জবাবটা আমার ঠিক হয়েছে তো?

মাহমুদ মনসুর বললো, ষোল আনার উপর আঠারো আনা ঠিক হয়েছে। উপযুক্ত সাক্ষীসাবুদ যোগাড় হওয়ার আগে শয়তানটাকে এই ভাবেই ঠেকিয়ে রাখতে হবে আপনাকে।



www.nagorikpathagar.org

শাহজাদী কিছুটা বিষণ্নকণ্ঠে বললো, এভাবে? সে আর কত দিন?

হয়তো খুব বেশী দিন নয়। আল্লাহ চাহেতো অল্পদিনেই সব কিছু যোগাড় করে ফেলবো আর ঐ শয়তানটাকে পুনর্বিচারে তুলবো।

তা তথ্যাদি কি পাচ্ছেন কিছু?

পাচ্ছিই তো। এই তো আজ আপনার এখানে এসে একটা খাশা তথ্য পেয়ে গেলাম। আপনাকে শাদী করতে সে আজও বদ্ধ পরিকর। সুতরাং ব্যাপারটা এই দাঁড়াচ্ছে যে, আপনাকে শাদী করার উদ্দেশ্যেই আপনার খসমকে হত্যা করেছে সে। রাজকন্য না পেলে অর্ধেক রাজত্ব সে পাবে কি করে?

সওদাগর!

ওদিকে আবার শাহী মহলের কোন এক কুলসুমকে শাদী করবে বলে পুনঃপুন মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে রাখছে জাফর খান। একমাত্র আপনাকেই যে ঐ জাফর খান শাদী করতে ইচ্ছুক, এ কথা ঐ কুলসুমের কানে গেলেই ঘটে যাবে একটা কিছু। কুলসুম এ নিয়ে তোলপাড় শুরু করলেই আমার বিশ্বাস, অনেক তথ্যই বেরিয়ে আসবে তা থেকে।

সওদাগর।

আজ যাই। শাহজাদীর বিষয়ে এরকম একটা তথ্য পাওয়ার আশাতেই আপনার এখানে এসেছিলাম। সে আশা আমার পূরণ হলো যথাযথই। নয়া সুলতান আপনার পুনর্বিচার অনুষ্ঠান করার ব্যাপারে খুবই উদগ্রীব হয়ে উঠেছেন। কাজেই আমার এখন আর সময় অপচয় করার সুযোগ নেই। সঠিক তথ্য আর উপযুক্ত সাক্ষী সাবুদ খুঁজে পেতে হবে আমাকে সত্বর। আমি চলি-

আবার তাহলে কবে আসবেন?

প্রয়োজন হওয়ামাত্রই আসবো। আজ চলি। আল্লাহ হাফেজ!

মাহমুদ মনসুর ব্যস্তভাবে রওনা হলো। হাত তুলে শাহজাদী অস্ফুট কণ্ঠে বললো, আল্লাহ হাফেজ।

## ৭

একটানা অবিরাম দৌড়-ঝাঁপ করে বেড়াচ্ছে মাহমুদ মনসুর। চাক্ষুষ ও মোক্ষম সাক্ষী কোথায় সে পাবে, ঠিক তা নির্ধারণ করতে না পেরে সম্ভাব্য অসম্ভাব্য তামাম দরজায় ঢুঁ মেরে বেড়াচ্ছে সে। কিন্তু কোনই কিনারা করতে পারছে না। বিশ্বাসটা তার ক্রমেই দৃঢ় হচ্ছে যে, জাফর খানই শাহজাদীর খসমকে হত্যা করেছে। হয়



www.nagorikpathagar.org

সে নিজে সরাসরি এ কাজটি করেছে, নয় এখানে একটা ষড়যন্ত্র আছে গভীর। গভীর একটা ষড়যন্ত্রের জাল বুনেই সে হত্যা করেছে শাহজাদীর খসমকে। কিন্তু কিভাবে সেই হত্যাটা করলো অর্থাৎ কে মেশালো পানে ঐ বিষ এবং ঐ ষড়যন্ত্রের সাথে আর কে কে জড়িত-এ জট্ সে খুলতে পারছে না অনেক চেষ্টা করেও।

এক একবার তার খেয়ালে আসছে, জাফর খান কুলসুম বিবিকে শাদী করার ওয়াদা করলো কেন? এটা কি সেরেফ মুহব্বত ঘটিত ওয়াদা, না এর পেছনে আর কিছু আছে? শাহজাদীকে তার মনে লাগার আগেই ঐ কুলসুম বিবিরে তার মনে লেগেছিল, না মনে লাগে তার পরে? পরে যদি লেগে থাকে, তাহলে এটা কি জাফর খানের সেরেফ সাময়িক একটা মোহ, না অন্য কোন ব্যাপার আছে এখানে? কুলসুমের দুয়ারে ঠিকমতো টুঁ মারতে পারলে হয়তো জানা যেতো আসল ঘটনাটা। কিন্তু সেই টুঁ টা সে মারবে কি করে? এলোপাতাড়ি আর আচম্‌কা টুঁ মারলে তো কিছুই জানা যাবেনা। রমনী চরিত্র বলে কথা! এম্‌নিতেই এদের মুখ থেকে কোন কথা বের করা কঠিন, তার উপর কোন কারণে সে রমণী যদি রুষ্ট হয় প্রথমেই, তাহলে একবারেই বন্ধ হয়ে যাবে সে দরজাটা। তদুপরি, কুলসুম বিবি বাস করে শাহী প্রাসাদের ভেতরে আর একদম অসূর্যস্পশ্যা জেনানা মহলে। সেখানে সে প্রবেশ করবে কি করে?

সেদিন মাহমুদ মনসুর এ সব কথাই ভাবছে আর খানা খাচ্ছে বসে বসে। তার খানার যোগান দিচ্ছে মোমিন খাঁ, ওরফে মুর্দা খাঁ। মোমিন খাঁ ছালুন-তরকারী, রুটি-মাংস, এটা-সেটা এগিয়ে এগিয়ে দিচ্ছে আর প্রবল হাসি চাপতে গিয়ে ফুলে ফুলে উঠছে। প্রথমদিকে হাসির বেগটা মোমিন খাঁ চেপে রেখেছিল কিন্তু পরে সেটা অত্যন্ত প্রকট হয়ে উঠায় মাহমুদ মনসুরের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। এতে করে মাহমুদ মনসুর তাকে প্রশ্ন করলো, কি ব্যাপার মোমিন্ খাঁ, তুমি ওভাবে হাসিতে ফুলে ফুলে উঠছো কেন?

ঘটনা কি?

আর কি চাই? টোকা পড়া মাত্রই কাঁসার পাত্রের মতো ঝনঝন করে বেজে উঠলো মোমিন খাঁ। প্রশ্ন করার সাথে সাথে বিপুল শব্দে হেসে উঠলো সে এবং হেসে লুটোপুটি খেতে লাগলো। মাহমুদ মনসুর ধমক দিলে তবেই হাসিটা তার বন্ধ হলো। তখন সে কিছুটা আফসোস্ করে বললো, সাফা হো গৈলরে বা, তামাম বাল সাফা হো গৈল্!

মাহমুদ মনসুর সবিস্ময়ে বললো, তামাম বাল।

হুঁশে এসে মোমিন খাঁ তাড়াতাড়ি ভুল সংশোধন করে বললো, লাই হাজুর, লাই-লাই, তামাম বাল না আছে। জিয়াদা বাল। জিয়াদা বাল সাফা হো গৈল্।



www.nagorikpathagar.org

জিয়াদা বাল? তা কি করে সেই জিয়াদা বাল সাফা হয়ে গেল?

ছিঁড়িয়া দিলেক বটে। টানি টানি জিয়াদা বাল ছিঁড়িয়া দিলেক বিলকুল।

তাজ্জব! কার বাল?

উও কুলসুম বিবিকো বাল।

কুলসুম বিবির বাল! কুলসুম বিবির বাল টেনে টেনে ছিঁড়ে দিলো?

হঁ হাজুর, হঁ-হঁ। একদম টানি টানি ছিঁড়িয়া দিলেক।

সেকি!

কুলসুম বিবিকো তামাম বাল সাফা হো গৈল্‌রে বা, তামাম বাল সাফা হো গৈল্‌!

মোমিন খাঁ বিলাপ জুড়ে দিলো। মাহমুদ মনসুর ফের ধমকের সুরে বললো, মুর্দা খাঁ!

ফের ভুল সংশোধন করে মোমিন খাঁ বললো, লাই-লাই, তামাম বাল লাই। জিয়াদা বাল হাজুর। কুলসুম বিবিকো শিরকা জিয়াদা বাল টানি টানি ছিঁড়িয়া দিলেক।

বটে। তা কুলসুম বিবির মাথার জিয়াদা বাল ছিঁড়ে দিলো?

হঁ-হাজুর-হঁ।

বলো কি! তা কে ছিঁড়ে দিলো?

উও কদরী বিবি। কদরী বিবি ছিড়িয়া দিলেকরে বা!

কদরী বিবি? কদরী বিবি ছিঁড়ে দিলো কুলসুম বিবির শিরকা বাল মানে মাথার চুল!

হঁ, হঁ, উও কদরী বিবি। তব্‌ কদরী বিবি ভি রেহাই পাইলেক লাই। উস্‌কি ভি থোড়া বাল সাফা হো গৈল্‌ সাথ-সাথ।

বলো কি! কদরী বিবিরও কিছু চুল সাফ হয়ে গেল?

যাইবেক তো জরুর। চুলোচুলিকা কারবার রে বা, জব্বোর চুলোচুলি।

চুলোচুলি?

হঁ-হঁ। কুলসুম বিবি ভি উও কদরী বিবিরে ছাড় দিলেক লাই কুছ। কদরী বিবিকো থোড়া বাল তুলিয়া দিলেক বটে।

আচ্ছা! এই কারবার? তা ঐ কদরী বিবিটা কে?

গালে হাত দিয়ে মোমিন খাঁ বললো, হাইরে বা! কদরী বিবিরে আপ পয়চান করিতে পারিবেক লাই?

মাহমুদ মনসুর চিন্তিকণ্ঠে বললো, না, চিনতে পারলাম না তো!

কেয়া আফসোস্‌! দুনিয়াকো তামাম আদমী উহারে চিনিয়া লইলো আওর আপ্‌ চিনিতে পারিবেক লাই হাজুর?



www.nagorikpathagar.org

তা মানে, নামটা কেমন চেনা-চেনা। কিন্তু ঠিক ঠিক চিনতে পারছিনে তো।

কদরী বাঈ-কদরী বাঈ। বাজারকা মশ্হুর নাচনেওয়ালী। জিয়াদা খুবসুরত ওয়ালী ভি হ্যায়। উহার নামে আখুন বহুত নওজোয়ান দিউয়ানা হাজুর।

ও, বাজারের ঐ বিখ্যাত নর্তকী?

ওহি-ওহি।

সে এসে কুলসুম বিবির চুল ছিঁড়ে দিলো?

দেলেক বটে। উও কদরী বাঈ তো আখুন স্রেফ একেতো নাচনেওয়ালী না আছে। উজিরে আযমকা বেটা উও জাফর খানকো বহুত পিয়ারের আউরাত আছেরে বা।

বিস্মিত নেত্র চেয়ে মাহমুদ মনসুর বললো, পিয়ারের আউরাত! ঐ বাঈজী?

জি হাজুর। উও বাঈজী ফির স্রেফ পিয়ারের আউরাত না আছে। জাফর খানকো বহু বন্ যায়েগী আখুন, উহার জরুর বন্ যায়েগী।

জরুর বন্ যায়েগী! মানে, বউ বনে যাবে?

যাইবেক-যাইবেক।

কি আজব কথা! জাফর খান ওকে শাদী করবে?

করিবেক তো জরুর। বহুত জলদি জলদি করিবেক।

তার মানে? আমার মাথায় তো কিছু ধরছেনা! সে তো কুলসুম বিবিকে শাদী করবে বলে ওয়াদা করে রেখেছে!

মোমিন খাঁ মাথা দুলিয়ে সমর্থন দিয়ে বললো, হঁ-হঁ, উও বাত্ ভি ঠিক হাজুর। ইস্ লিয়ে উও কেচাল, বাল্‌কে উও চুলোচুলি ছুরু হো গৈল্।

মানে শুধু এই কারণে?

হঁ হাজুর, হঁ। কুলসুম বিবি কাহা, উও জাফর খান হামার খছম আছে। তু উহার আছা ছোড়িয়া দে বটে! কদরী বাঈ কাহা, 'লাই-লাই, উও ছাহাব হামার খছম আছে জরুর। তু উহার ধান্দা ছোড়িয়া দে বিলকুল।

ব্যস্! জব্বোর বাহাছ ছুরু হো গৈল।

মোমিন খাঁ!

ছাথ্ ছাথ্ উও চুলোচুলি হাজুর, উও তুলকালাম কারবার।

অকুলে কুল পাওয়ার মতো মোমিন খাঁর এই খবরকে আঁকড়ে ধরলো মাহমুদ মনসুর। মনে মনে সে উল্লাস করে বললো, মিল্‌গিয়া, জব্বোর খবর মিলগিয়া! এরপর সে মোমিন খাঁকে প্রশ্ন করলো, এ খবর তুমি কোথায় পেলে?

মোমিন খাঁন বললো, হামার বোনাইয়ের কাছে বটে। উও তোরবাল খাঁ হামারে কাহা।



www.nagorikpathagar.org

তোরবাল খাঁ! বলোকি! সব খবরই তুমি তোরবাল খাঁর কাছ থেকে পাও?

হাজুর!

এ খবরটাও তুমি তার কাছে পেয়েছো?

হঁ হাজুর, উহার কাছে বটে।

তা সে, মানে তোরবাল খাঁ এ খবর পেলো কোথায়?

উধার-উধার। ওহি ছাহীমহল মে।

শাহী মহলে?

হঁ হাজুর। হামার বোনাই উও ছাহীমহলকা রাহ্নুবালা হ্যায় না? উও কুলসুম বিবি ভি উও মহলকা রাহ্নুবালা বটে। হামার বোনাইকো কাম পাকঘরে, উও কুলসুম বিবি ভি উও পাকঘরে কুছকুছ কাম করে। ইসি ছে দুনোকো আন্দর থোড়া দোস্তী হো গেঁইচে। ব্যস. উও কুলসুম বিবি হামার বোনাইরে এহি কাহানী ছুনাই দিছে আওর হামার বোনাই ভি দেখিয়া লিছে, কুলসুম বিবিকো শির কা জিয়াদা বাল উধাও। উহার শির ফাঁকা হৈ গেঁইছে।

এ খবর শুনে মাহমুদ মনসুরের খুশীর অবধি রইলো না। সে চিন্তা করে দেখলো, কুলসুম বিবির দরজায় টুঁ মারার পথটা তার অনেকটাই পরিষ্কার হয়ে গেছে। ঘরে বসেই কুলসুম বিবিকে বাজিয়ে দেখার অনেক খানি মওকা তার হাতে এসে গেছে। তাই, মোমিন খাঁর কথা শেষ হলে, মাহমুদ মনসুর ব্যঙ্গ করে বললো, সাব্বাস-সাব্বাস! এ নাহলে বোকা! বোকারে ধোকা দেয়া কতই না সহজ।

একথা শুনে মোমিন খাঁ বিস্মিত কণ্ঠে বললো, কেনে হাজুর আপ্ এহি বাত্ বুল্ছেন কেনে?

মাহমুদ মনসুর বললো, বলছি এই জন্যে যে, ঐ কুলসুম আর কদরী দুইজনই বোকার হদ্দ। খামাখাই ওরা একে অন্যের চুল ছিঁড়ে মরছে। এতে তো ওদের ফায়দা কিছু হবে না।

হোবেক লাই?

না। ঐ জাফর খান ওদের দুইজনের একজনকেও শাদী করবে না। ওরা দুইজন শুধু শুধুই খুনাখুনি করছে।

হাইরে বা! এ আপ্ কোন্বাত্ কাহা হাজুর! জাফর খান উহাদের কাউরে ছাদী করিবেক লাই-ইয়ে বাত্ সাচ্ বাত্?

সাচ্-সাচ, বিলকুল সাচ্। জাফর খান ওদের সেরেফ ভাঁওতা দিয়ে রেখেছে।

কেয়া গজব! সেরেফ ভাঁওতা?

বেলকুল ধোকা।

কেনে হাজুর, জাফর খান উহাদের ধোকা দিলেক কেনে?



www.nagorikpathagar.org

মাহমুদ মনসুর কণ্ঠে জোর দিয়ে বললো, জাফর খান শাহজাদী মেহেরুন নেছাকে শাদী করবে বলে। এ শাহজাদীকে ছাড়া সে আর কাউকেই শাদী করবে না। ঐ কুলসুমকেও না, কদরীকেও না।

হাইরে বা! কেনে উহাদের ছাদী করবেক লাই হাজুর? উহাদের কছুর কিয়াহো গৈল?

কসুর মানে? ওদের শাদী করে জাফর খান কি পাবে? কিছুই তো পাবেনা। ঐ শাহজাদীকে শাদী করলে রাজকন্যা আর অর্ধেক রাজত্ব একসাথে পাবে সে।

অর্ধেক রাজত্ব? মানে, আধা রাজত্ব হাজুর?

হ্যাঁ আধা। ঠিক আধা না হলেও, এই বাহমনী রাজ্যের বিরাট একটা অংশ সে পাবে। শাহজাদী মেহেরুন নেছা মরহুম সুলতান দ্বিতীয় আহ'মাদ শাহর ভাইঝি। এই বাহমনী রাজ্যের সে একজন মস্তবড় ওয়ারিশ।

হুঁ-হুঁ, উও বাত্ তো ঠিকরে বা।

শাহজাদীরে শাদী করলে জাফর খান আমাদের এই নয়া সুলতানের বোনাই বনে যাবে তো জরুর। বোনাইরে বাদ দিয়ে সুলতান আর কাকে উজিরে আযম বানাবে বলো? উজিরে আযমের বেটা আর সুলতানের বোনাই। উজিরে আযমের পদ তার আটকায় কে?

মোমিন খান চিন্তিত কণ্ঠে বললো, ঠিক-ঠিক। উ বাত্ ভি ঠিক হ্যায়!

কাজেই, জাফর খান শাহজাদীরে বাদ দিয়ে কদরী কুলসুমদের শাদী করবে কেন? তাদের কাছে সে কি এসব পাবে?

লাই-লাই, পাইবেক লাই জরুর। তব্–

তব্?

বাত্ তো একঠো হ্যায়, না? জাফর খান আচ্ছা আদমী না আছে। বহুত খতরনাক্ আওর হারামী আদমী আছে। উও ছাহজাদী উহারে শাদী করিবেক কেনে? উধার ফির, শাহজাদীকো ছাদী তো বহুত আগারী হোচুকাই ফের উহার ছাদী হইবেক কেনে?

হতেই পারে-হতেই পারে। শাদী তার একবার হয়েছিল ঠিকই। কিন্তু সে এখন বিধবা। বিধবার দুস্রাবার শাদী তো হতেই পারে। পারে না?

হঁ হাজুর, তা পারে। লেকেন উও ছাহজাদী এয়সা বজ্জাত আদমীরে ছাদী করিতে রাজী হইবেক কেনে?

কেনে মানে? জাফর খানকে শাদী করতে ঐ শাহজাদী এখন একপায়ে খাড়া। একদম তৈয়ার। বাতচিত সব সারা হয়ে গেছে। এখন যে কোন দিন শাদী তাদের হয়ে যাবে।



www.nagorikpathagar.org

মোমিন খাঁ হতাশকণ্ঠে বললো, হাইরে বা। তব্ কুলছুম আওর কদরী বিবি আখুন কি করিবেক?

মাহমুদ মনসুর উপহাস করে বললো, চুলোচুলি করিবেক। একে অন্যের মাথার চুল ছিঁড়িবেক। বোকার হদ্দতো! অকারণেই ঐ চুলোচুলি করা ছাড়া ওরা আর কি করবে?

কেয়া মুছিবত্! খামাখা চুলোচুলি করিবেক তো উহাদের তামাম বাল স্সাফাহো যাইবেক। উহারা মরিয়া যাইবেক।

যাইবেক তো জরুর। অকারণেই দিন-রাত খুনাখুনি করলে কি কেউ বাঁচে?

কেয়া আফছোছ-কেয়া আফছোছ।

মোমিন খাঁর কণ্ঠস্বর করুণ হলো। মাহমুদ মনসুর বললো, তোমার দুঃখ হচ্ছে?

হইবেক তো জরুর। উও দোনো আউরাত খামাখা মরিয়া যাইবেক তো দুখ্ না হইবেক কেনে, বাতাও?

তাহলে এক কাজ করো। ওদের ঐ চুলোচুলি যদি বন্ধ করতে চাও, তাহলে তোমার বোনাইকে বলো, এই ঘটনা সে কুলসুমকে জানিয়ে দিক।

কৌন ঘটনা হাজুর?

কোন ঘটনা মানে? এই ঘটনা। ঐ জাফর খান একমাত্র শাহজাদীকে শাদী করবে, ঐ কুলসুমদের কাউকেই শাদী করবেনা-এই কথা।

হাজুর!

জাফর খান কুলসুমদের সেরেফ ভাঁওতা দিয়ে রেখেছে। তার ঐ ওয়াদা একদম মিথ্যা ওয়াদা-একথা তোমার বোনাই কুলসুমকে বলে দিক।

কিছুক্ষণ চিন্তা করে মোমিন খাঁ বললো, হঁ-হঁ, ইয়ে বাত্ তো ঠিক। উও কুলছুম বিবিরে এহি খবর দেনা পড়েগা জরুর।

হ্যাঁ-হ্যাঁ, তাই দাও। তোমার বোনাইকে বলো, এ খবর তাকে সে দিক।

হঁ হাজুর, দেনা পড়েগা তো ঠিক। লেকেন–

লেকেন! ফের লেকেন কেন?

একঠো ল্যাঠা তো হ্যায় হাজুর! কুলছুম বিবি ইয়ে বাত্ বিছওয়াছ করিবেক কেনে?

বিশ্বাস করবে না?

লাই হাজুর। জাফর খানকো উও ওয়াদা জব্বোর কায়েমী ওয়াদা। কুলছুম বিবি ইহা বিছওয়াচ্ করে। ইস্ লিয়ে উও জাফর খান উহারে ছাদী করিবেক লাই, ছাহজাদীরে ছাদী করিবেক-ইয়ে বাত্ কুলছুম বিবি কাভি বিছওয়াচ্ করিবেক লাই।



www.nagorikpathagar.org

শাহজাদীর সাথে জাফর খানের শাদী একদম পাকা হয়ে গেছে, যখন তখন শাদীটা হয়ে যাবে-তবু বিশ্বাস করবে না?

কেনে করিবেক-বাতাইয়ে? কুলছুম বিবিতো ই খবর কুচু জানেনা। কুলছুম বিবি সম্‌ঝিয়া লইবে-হামার বোনাই উহারে বিলকুল ঝুট্‌ বাত্‌ ছুনাইতেছে।

তাই! তাই যদি ভাবে, তাহলে কুলসুম যেন শাহজাদীর সখী মরিয়ম বিবির কাছে যায়। তার কাছে গিয়ে একথার সত্যতা যাচাই করে নেয়।

মরিয়ম বিবি!

তুমি চেনোনা তাকে? মরিয়ম বিবি ঐ শাহজাদীর একজন অতি পরিচিতা মহিলা। শাহজাদীর সখী বললে এক ডাকে সবাই তাকে চেনে। কুলসুমও নির্ঘাত তাকে চেনে। ঐ মরিয়ম বিবির কাছে গিয়ে এ ঘটনা সত্য না মিথ্যা, তা যাচাই করে নিলেই কুলসুম বিবির সব সন্দেহ দূর হয়ে যাবে।

সাচ্‌ হাজুর?

বিলকুল সাচ্‌। মরিয়ম বিবি শাহজাদীর প্রিয় সখী। শাহজাদীর সব কথা সে জানে। এই শাদীর খবরও সব জানে। তার কাছে গেলেই কুলসুম বিবি সব জানতে পারবে।

মোমিন খান এবার নেচে উঠে বললো, তব্‌ ঠিক হ্যায়? হামি জরুর হামার বোনাইরে তামাম বাত্‌ ছুনাই দিবেক আওর হামার বোনাই কুলছুমরে ছুনাই দিবেক, ব্যস্‌!

ঠিক তো?

হঁ-হাজুর, বিলকুল ঠিক। উও কুলছুম আওর কদরী বিবিরে বাঁচানে পড়ে গা জরুর। হামার বোনাই ঠিক-ঠিক ছুনাই দেবেক হঁ।

অতঃপর মোমিন খাঁ গিয়ে তোরবাল খাঁকে সব কথা সরাসরি বললো। তোরবাল খাঁ সরাসরি কুলসুম বিবিকে ডেকে সব কথা শুনালো এবং কুলসুম বিবি সরাসরি মরিয়ম বিবির কাছে গিয়ে খবরের সত্যতা যাচাই করে নিলো! ব্যস্‌, এরপরেই বারুদের ঘরে আগুন ধরে গেল।

অনেক কায়দা-কসরত করে কদরী বাঈ এর সাথে সাক্ষাৎ করলো কুলসুম বিবি। কুলসুমকে দেখেই ফুঁশে উঠলো কদরী। বললো, ফের তুমি! আবার কি জন্যে এসেছো? এমন তুলোধুনা করে ছেড়ে দিলাম, তবু আক্কেল হয়নি তোমার? আরো কিছু আক্কেল সেলামী চাই?

কুলসুম বিবি বিনীত কণ্ঠে বললো, না বহিন, আমি সে জন্যে আসিনি। আমি একটি দুঃসংবাদ নিয়ে এসেছি



www.nagorikpathagar.org

দুঃসংবাদ!

হ্যাঁ বহিন, জব্বোর দুঃসংবাদ।

কি বললে? বহিন? তুমি বহিন বলছো আমাকে? তাজ্জব! তাহলে তো মতলব তোমার বড়ই খতর্‌নাক্‌!

না বহিন, কোন খারাপ উদ্দেশ্যে–

থামো! এই কদরী বাঈকে আজও চিনতে পারোনি? দশ মুলুক চষে বেড়ানো মেয়ে আমি। কত আমির-উমরাহ্‌ এর নাকে দড়ি পরিয়ে পেছনে পেছনে ঘুরিয়েছি। আমার চোখে ধুলা দিতে চাও?

কুলসুম বিবি ব্যস্ত কণ্ঠে বললো, না বহিন, আগে আমার কথাটা–

মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে কদরী বাঈ বললো, তোমার কথা! আবার কোন মতলব পাকিয়েছো? আমাকে ফুস্‌লিয়ে কেল্লাফতে করতে চাও? দুটো মিষ্টি কথা শুনিয়ে সাহেবজাদাকে বাগিয়ে নেবে তুমি?

না বহিন, ওসব কোন কথা নিয়ে আমি আসিনি। আমি এসেছি বড়ই দুঃখের খবর নিয়ে।

ক্রোধটা একটু খাটো করে কদরী বাঈ বললো, দুঃখের খবর! কার দুঃখের খবর? তোমার না আমার?

আমাদের দুইজনেরই। তোমারও আমারও।

কি রকম?

আমরা এদিকে খামাখাই মারামারি করছি আর ওদিকে ঐ জাফর খানকে বাগিয়ে নিচ্ছে অন্যজন।

অন্যজন?

জি বহিন। বিলকুল অন্যজন। আমাদের হিস্যায় বসে বসে আঙ্গুল চোষা ছাড়া আর কিছুই থাকছেনা।

বটে! কে সে অন্যজন? কি বলতে চাও তুমি?

অন্যজনটা হচ্ছে শাহজাদী। শাহজাদী মেহেরুন নেছা। ঐ জাফর খানকে বাগিয়ে নিচ্ছে ঐ মেহেরুন নেছাই। আমরা শুধু-শুধুই.....

বাগিয়ে নিচ্ছে মানে?

মানে, শাদী করছে। কয়েকদিনের মধ্যেই জাফর খানকে শাদী করছে ঐ শাহজাদী।

শাহজাদী! সেকি! জাফর খান সাহেব তাতে রাজী হবেন কেন? ঐ একজন খুনী আর ফাটক খাটা আসামীকে শাদী করতে চাইবে কেন জাফর খান সাহেব?

শাহজাদী হাতে পায়ে ধরলেও তো জাফর খান সাহেব কান দেবেন না ওদিকে।



www.nagorikpathagar.org

দেবেন না কি বলছো, জাফর খানই তো হাতে পায়ে ধরছে ঐ শাহজাদীর! ঐ শাহজাদীকে শাদী করার জন্যে সে জান ছেড়ে দিচ্ছে।

মতলব?

ঐ জাফর খান নাছোড়বান্দা হয়ে উঠেছে বলেই শাহজাদী শাদী করছেন তাকে। শাহজাদীর ইচ্ছায় এ শাদী হচ্ছে না, হচ্ছে নাছোড় বান্দা জাফর খানের ইচ্ছায়।

বলো কি সাহেবজাদা জাফর খান নাছোড় বান্দা?

জি হাঁ। ঐ শাহজাদীকে ছাড়া ও আর কাউকেই শাদী করবে না। না আমাকে, না তোমাকে।

সেকি! হঠাৎ তার এই আলগা সখ জাগলো কি করে?

কুলসুম বিবি জোর দিয়ে বললো, হঠাৎ জাগেনি, আগেও হঠাৎ জাগেনি। আমরাই বুঝতে পারিনি তাই। এ সখ তার দীর্ঘদিনের। সুদূর অতীত থেকেই এই মতলব এঁটে বসে আছে ঐ জাফর খান।

সুদূর অতীত থেকে? সুদূর অতীত থেকে তিনি একমাত্র তোমাকেই শাদী করবেন বলে নাকি ওয়াদাবদ্ধ হয়ে আছেন?

ধোকা-ধোকা। আমাকে সে ধোকা দিয়েছে সাচ্‌মুচ্‌! তখন বুঝতে পারিনি, এখন ঘটনাটা আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে।

অর্থাৎ?

আমার কাছে সে ওয়াদাবদ্ধ হয়েছে সেরেফে কাজ উদ্ধারের জন্যে। আমাকে সত্যি সত্যিই শাদী করার জন্যে নয়।

খেয়াল হতেই কদরী বাঈ বললো, হ্যাঁ-হ্যাঁ এই রকম একটা কথা ঐ সাহেবজাদা আমাকেও বলেছেন। বলেছেন, তোমার কাছে তিনি ওয়াদাবদ্ধ হয়েছেন কাজ উদ্ধারের জন্যে, তোমাকে শাদী করার জন্যে নয়।

বলেছে?

হ্যাঁ, সাফ সাফ বলেছেন। উনি একমাত্র আমাকেই শাদী করবেন, তোমাকে নয়—একথা বার বার জোর গলায় বলেছেন।

ঝুট-ঝুট, বিলকুল ঝুট। ঐ জাফর খান একটা বিশ্বহারামী লোক। তোমাকেও নয় আমাকেও নয়। আমাদের কাউকেই শাদী করার কোন ইরাদা তার নেই। আগাগোড়াই তার নজর ঐ শাহজাদীর দিকে।

ঐ শাহজাদীর দিকে? আগাগোড়া?

হ্যাঁ, এ কারণেই সে খুন করেছে শাহজাদীর স্বামীকে। খুন করেছে শাহজাদীকে শাদী করার জন্যে।

বলোকি! তা সে কথা তুমি কি করে জানলে?



www.nagorikpathagar.org

আমাকে দিয়ে সে খুন করিয়ে নিয়েছে। আমাকে দিয়ে ঐ পানে বিষ মিশিয়ে নিয়েছে।

কদরী বাঈ চমকে উঠে বললো, কি সাংঘাতিক! তা ঐ রকম একটা সাংঘাতিক কাজ তুমি করতে গেলে কেন?

কুলসুম বিবি অনুতপ্ত কণ্ঠে বললো, মিথ্যা ধান্দায় বহিন। উজিরে আযমের পুত্রবধু হওয়ার মিথ্যা আশায়। বিষের পুরিয়া আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে ঐ শয়তানটা আমার কাছে ওয়াদা করলো যে, ঐ পানে এই বিষ মিশিয়ে রাখতে পারলে সে আমাকে শাদী করবে। আমাকে ছাড়া আর কাউকেই শাদী করবে না। পান মুখে দিয়েই মারা গেল শাহজাদীর স্বামী, তা শুনেছো তো?

কদরী বাঈ বিস্মিতকণ্ঠে বললো, হ্যাঁ-হ্যাঁ, তা শুনেছি!

বাসর ঘরে গিয়েই স্বামীকে পানের খিলি খাওয়াতে আমরাই শাহজাদীকে উদ্বুদ্ধ করি। বলি, পয়লা দর্শনেই পান খাওয়ালে ভবিষ্যৎ জীবন বড়ই সুখের হয়।

ওমা সেকি! এতবড় মিথ্যা কথাটা বলতে গেলে কেন?

ঐ যে বললাম, মিথ্যা আশায়! এসব কাজ করতে পারলে আমাকে সে শাদী করবেই, আল্লাহ তায়ালার কছম খেয়ে এই ওয়াদা করেছিল ঐ হারামী। তখন আমি বুঝতে পারিনি যে, শাহজাদীর খসমকে সে মারতে চায় শাহজাদীকে পাওয়ার জন্যে।

বলো কি! উনি, মানে সাহেবজাদা ঐ জাফর খান সাহেব একজন এমন লোক?

কুলসুম বিবি ক্ষিপ্ত কণ্ঠে বললো, কিসের সাহেব? কিসের সাহেবজাদা? বলো, ইতরজাদা। শয়তানজাদা। আস্ত একটা ইতরকে এখনো তুমি সম্মান করে 'উনি' 'তিনি' বলছো?

কদরী বাঈয়ের মধ্যে এতক্ষণে প্রতিক্রিয়া শুরু হলো। এবার সে ব্যস্তকণ্ঠে বললো, ঠিক-ঠিক। যে বেঈমান, প্রতারক, তাকে আর সম্মান করে কথা বলা কেন? ঐ ইতরের বাচ্চা ইতরটা এতটাই হারামী? আমাদের দুইজনকে নিয়েই শয়তানটা এমন মিথ্যা খেলা খেললো?

কুলসুম বিবি বললো, একদম মিথ্যা খেলা। আগাগোড়া সে আমাদের ধোকা দিয়ে যাচ্ছে।

কদরী বাঈ দাঁত পিষে বললো, বটে! এর কৈফিয়ত আদায় তো না করলেই নয়? চলো, সুযোগ মতো এক সাথে গিয়ে আমরা পাকড়াও করি শয়তানটাকে। কেন সে এত বড় মিথ্যাচার করলো, তার বোঝাপড়াটা না করে এমনি এমনি ছেড়ে দেয়া যাবে না ঐ শয়তান আর প্রতারককে। যে খুনী আসল ব্যাপারটা প্রকাশ পেলে যার ফাঁসী হবে, তাকে আর ভয় কি আমাদের?



www.nagorikpathagar.org

ঠিক-ঠিক। তাই করতে হবে। এতবড় প্রতারণা যে করলো, তাকে না ফাঁসিয়ে আমিও ছাড়বো না।

দুইদিন পরের কথা। জাফর খানের সাথে বোঝাপড়া করতে যাওয়ার উদ্দেশ্যে কদরী বাঈ শাহী মহলে এসেছিল কুলসুম বিবির কাছে। ঘটনা চক্রে ঐ সময়ই জাফর খানও শাহী মহলে এসেছিল তার ঘটক মরিয়ম বিবিকে তাকিদ দেয়ার জন্যে। শাহজাদীর সাথে শাদীটা তার তাড়াতাড়ি সম্পন্ন করতে চায় সে। পরিস্থিতি ক্রমেই জটিল হয়ে উঠছে। কুলসুম বিবির কথা অনেকখানিই জেনে গেছে কদরী বাঈ। কুলসুম বিবিও দেখে ফেলেছে কদরী বাঈয়ের সাথে তার ঘনিষ্ঠতার দৃশ্য। এই দুইয়ের মধ্যে এখন বৈরিতা চলছে চরম। কিন্তু কোন কারণে এদের মধ্যে সন্ধি আর সমঝোতা ঘটে গেলেই বিপর্যয়। শাহজাদীর খসমের ঐ খুনের কথা ফাঁশ করে দেবেই এরা তখন।

এ কারণেই শাহজাদীর সাথে তার শাদীটা অতি সত্বর সম্পন্ন করে ফেলার জন্যে জাফর খান এখন অস্থির হয়ে উঠেছে। জেনানা মহলে বাইরের কোন পুরুষ মানুষ ঢুকতে পারে না বলে মরিয়ম বিবির কাছে সংবাদ পাঠিয়ে দিয়ে জাফর খান জেনানা মহলের ফটকের সামনে ঘোরাফেরা করছে।

এ খবর তখনই গিয়ে পৌছলো কুলসুম বিবির কাছে। তার শুভাকাঙক্ষীরাই এখবর তাকে দিলো। এখবর পাওয়ামাত্রই তড়িৎ বেগে উঠে দাঁড়ালো কুলসুম বিবি। কদরী বিবি তার পাশেই বসেছিল। পাশাপাশি বসে দুইজন কথাবার্তা বলছিল। এবার কদরীকে ইশারা দিয়ে কুলসুম বিবি বললো, উঠো বহিন, শিগ্গির উঠো। সুবর্ণ সুযোগ এসে গেছে ঐ শয়তানটাকে জব্দ করার।

খবরটার কিছু কথা কদরীর কানেও গিয়েছিল। সেও দ্রুত উঠে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করলো, কি ব্যাপার? ঐ জাফর খান এই শাহী মহলে এসেছে নাকি?

কুলসুম বিবি বললো, হ্যাঁ-হ্যাঁ, ঐ শয়তানটা এসে আমাদের এই জেনানা মহলের ফটকে দাঁড়িয়ে আছে। শিগ্গির চলো। শয়তানটার মুখোশ আজ টেনে খুলে ফেলি চলো—।

দুইজন দ্রুতপদে ফটকের দিকে রওনা হলো। আসতে আসতে তারা পরিকল্পনা এঁটে নিলো যে, প্রথমেই দুইজন একসাথে জাফরের সামনে যাবে না। একে একে যাবে এবং তার মুখোশটা একেবারেই উন্মুক্ত করে ফেলবে। এই লক্ষ্যে কদরী বাঈ আগে যাবে জাফর খানের সামনে। সে অন্য এক কাজে এখানে এসেছিল-এই কথা বলে আলাপ শুরু করবে জাফর খানের সাথে। কথা শেষে সে বাইরে যাওয়ার ভান



www.nagorikpathagar.org

করে সেখান থেকে সরে যাবে এবং ভিন্ন দরজা দিয়ে ফের জেনানা মহলে ঢুকবে আর ফটকের পাশে এসে আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকবে কান পেতে। কুলসুম বিবি ঐ ভিন্ন দরজা দিয়ে আগেই বেরিয়ে যাবে বাইরে এবং কথা শেষে কদরী বাঈ সরে গেলে, কুলসুম বিবি এগিয়ে আসবে জাফর খানের কাছে আর জাফর খানকে এই ধারণা দেবে যে, সে এতক্ষণ বাইরে ছিল, জেনানা মহলে ছিল না।

পরিকল্পনা আনুযায়ী কদরী বিবি ফটকের বাইরে এলো আগে। আনমনে বাইরে যাওয়ার ভান করে সে এসে একদম জাফর খানের মুখোমুখি হলো এবং হঠাৎ জাফর খানকে দেখতে পেলো, এই ভাব করে কদরী বাঈ হাসি মুখে জাফর খানকে বললো, ওমা সেকি! সাহেবজাদা যে এখানে? সেলাম-সেলাম। তা সাহেবজাদার তবিয়ত ভালো তো?

কদরী বাঈ ফটক পেরিয়ে বেরিয়ে আসতেই জাফর খান তাকে দেখতে পেয়েছিল। দেখেই সে যারপরনাই চমকে গেল। কদরী বাঈ সামনে এসে সালাম দিয়ে দাঁড়ালে, জাফরখান ব্যস্তকণ্ঠে বললো, হ্যাঁ ভাল আছি। তা তুমি এখানে! এখানে তুমি কি কাজে এসেছিলে? কুলসুম বিবির কাছে কি?

কদরী বিবি উপেক্ষাভরে বললো, আরে না-না, ঐ সব বাজে মেয়ের সাথে আমার কি কাজ? আমি এসেছিলাম অন্য একজনের খোঁজে।

অনেকটা হাঁফ ছেড়ে জাফর খান বললো, অন্য একজন? কে সে?

তার নাম সুধাময়ী। ঐ যে কংকন থেকে যেসব ক্রীতদাসী আনা হয়েছে এখানে, তাদের এজজনের নাম সুধাময়ী।

ও আচ্ছা! তা ঐ সুধাময়ীর সাথে বুঝি পরিচয় আছে তোমার?

আছেই তো। আমি যখন কংকনে ছিলাম, ঐ সুধাময়ী তখন আমার কাছেই নাচগান শিখেছে।

তাই নাকি? বেশ-বেশ। পেলে এখানে সেই সুধাময়ীকে?

নাঃ। সুধাময়ীকে এই শাহী মহলে আনা হয়নি। তাকে নাকি সভাসদ আবিদ আলীর হেফাজতে রাখা হয়েছে।

ও, তাহলে সেখানেই যাবে বুঝি?

কদরী বাঈ উৎসাহভরে বললো, হ্যাঁ-হ্যাঁ, সেখানেই যাবো। তা সাহেবজাদা এখানে যে? কুলসুম বিবির খোঁজে বুঝি?

জাফর খানও একই রকম তাচ্ছিল্যের সাথে বললো—আরে দূর-দূর। ঐ সব কদর্য- কুৎসিৎ মেয়ের কাছে আসবো আমি? কি যে বলো?

কুৎসিৎ! কে, ঐ কুলসুম বিবি? নাতো, চেহারাটা তো তার খুব একটা খারাপ নয়। সেতো মোটা মুটি বেশ রূপসীই।



www.nagorikpathagar.org

জাফর খান রুষ্টকণ্ঠে বললো, পয়জার মারি তার ঐ রূপে। তোমার বাম পায়ের একটা আঙ্গুলে যে রূপ আছে, ঐ কুলসুম বিবির সারাগায়ে তা আছে নাকি?

তবু তো তাকেই সাহেবজাদা শাদী করবেন বলে ওয়াদা করে রেখেছেন।

ভোগা-ভোগা! সেরেফ একটা ভোগা দিয়ে রেখেছি তাকে। তোমাকে বলিনি, কাজ উদ্ধারের জন্যেই ঐ ওয়াদা-ওয়াদা খেলাটা খেলতে হয়েছিল আমারে? এটা কোন ওয়াদা নাকি?

নয়?

না। গুল-গুল, নিছক একটা গুল মেরেছি তার কাছে। আর ঐ নাদান মেয়েটা আমার সেই গুলেই ভুলে আছে। নাদান আর বলে কাকে?

তাহলে শাদীটা সাহেবজাদা করছেন কাকে?

কাকে কি রকম? তোমাকে-তোমাকে একমাত্র তোমাকে। তোমার রূপে আর তোমার গুণে আমি যে মোহিত হয়ে আছি-তা কি তুমি জানোনা কদরী? তুমি যে আমাকে দিউয়ানা বানিয়ে দিয়েছো। তোমাকে ছাড়া আর কাউকেই কি আমি শাদী করতে পারি?

আড়চোখে চেয়ে কদরী বাঈ বললো, তাই নাকি? বেশ-বেশ! আমি কিন্তু সেই আশাতেই আছি।

থাকবে, একশোবার থাকবে। তুমি ছাড়া যে আমার তামাম দুনিয়া অন্ধকার!

সাব্বাস্!

জাফর খানের প্রতি কটাক্ষ হেনে কদরীবাঈ বাইরের দিকে চলে গেল। কিছুদূর যাওয়ার পরে পূর্বের পরিকল্পনা অনুযায়ী কদরী বাঈ আবার ঘুরে এসে অন্য দরজা দিয়ে জেনানা মহলে ঢুকলো এবং জেনানা মহলের ফটকে জাফর খানের খুব কাছাকাছি এসে আড়ালে লুকিয়ে রইলো। অল্পক্ষণ পরেই বাইরের দিক থেকে ফটকে এলো কুলসুম বিবি এবং জাফর খানের কাছে এসে বললো, আরে-আরে, সাহেবজাদা এখানে! আমার খোঁজে বুঝি?

হতবুদ্ধি জাফর খান আর কোন পথ না পেয়ে সংগে সংগে বললো, হ্যাঁ-হ্যাঁ, তোমার খোঁজেই তো, তোমার খোঁজেই! তুমি বুঝি বাইরে কোথাও গিয়েছিলে?

কুলসুম বিবি বললো, অনেকক্ষণ আগে আমি বাইরে গিয়েছিলাম। আমি এই জেনানা মহলে ছিলাম না। এই এখন ফিরছি।

পুরোপুরি হাঁফ ছেড়ে জাফর খান বললো, বেশ-বেশ। মাঝে মাঝে বাইরে আসা ভাল। দিন-রাত জেনানা মহলের খাঁচায় বন্দি থাকলে কি শরীর স্বাস্থ্য ভাল থাকে?

কুলসুম বিবি সায় দিয়ে বললো, হ্যাঁ-হ্যাঁ, সেতো ঠিকই! কিন্তু ওসব কথা থাক। আমার খোঁজে সাহেবজাদা একদম এখানে এসেছেন, আমার কাছে! এটা বড়ই



www.nagorikpathagar.org

আনন্দ সংবাদ। তা কি জন্যে সাহেবজাদা? আমাদের শাদীটা তাড়াতাড়ি সেরে ফেলতে চান– এ কথাই কি বলতে এসেছেন?

জাফরখান ফের সংগে সংগে বললো, এ কথাই। এ কথা ছাড়া তোমার সাথে আর কি জরুরী কথা আছে আমার? এই তাকিদই দিতে এসেছি তোমাকে আমি।

তাকিদ?

হ্যাঁ। মনে মনে তুমি তৈরি হয়ে নাও। অল্পদিনের মধ্যেই তোমাকে শাদী করে ঘরে নেবো আমি।

মুখে হাসি টেনে কুলসুম বিবি বললো, মা'শাআল্লাহ! খুবই খোশ খবর। কিন্তু আমাকে শাদী করলে ঐ কদরী বাঈয়ের কি হবে?

জাফর খান গলায় জোর দিয়ে বললো, জাহান্নামে যাবে। তাকে নিয়ে আমার কি ভাবনা!

কিন্তু সে যে বলে, একমাত্র তাকেই শাদী করবেন আপনি?

লাথি মারি মুখে তার। বাজারের ঐ নর্তকীকে শাদী করবো আমি? আমার কি রুচি বলে কিছু নেই?

কিন্তু সেই কথাই নাকি দিয়ে রেখেছেন তাকে?

ওটা একটা সেরেফ ভাঁওতা।

ভাঁওতা?

হ্যাঁ ভাঁওতা। তুমি কি ভাবো আমাকে? বাজারে নর্তকী বারো জায়গার বারো মরদের মনযোগানী ঐ বেশ্যা মাগীরে শাদী করবো আমি? আমার কি এতটাই মতিভ্রম হয়েছে?

এবার আড়াল থেকে সগর্জনে বেরিয়ে এলো কদরী বাঈ। সে চিৎকার করে বলে উঠলো, তবেরে প্রতারক। হারামীর বাচ্চা হারামী! এই তোমার চরিত্র! মিথ্যাবাদী, ভণ্ড! এক মুখে একই সাথে দুই কথা? ওটা তোমার মুখ না নর্দমা?

সংগে সংগে কুলসুম বিবিও ক্ষীপ্ত কণ্ঠে বললো, নর্দমা-নদর্মা। পচা পাঁক নির্গত হওয়া নর্দমা। মুখ বলে এদের কিছু আছে নাকি? এবার দেখে নাও বহিন মানুষরূপী এই সব শয়তানদের আসল চেহারাটা এবার দেখে নাও।

সগর্জনে কদরী বাঈ আবার সামনে এসে পড়ায় জাফর খান ক্ষনিকের জন্যে হতবাক হয়ে গিয়েছিল। এবার সে গর্জে উঠে বললো, কি এতবড় দু'সাহস। আমার মুখের উপর এতবড় কথা। তোমাদের আমি জ্যান্ত পুতে....!

কদরী ও কুলসুম এক সঙ্গে গর্জন করে বলে উঠলো, এই খবরদার! আস্ফালনের দিন তোমার শেষ হয়ে গেছে। আমাদের জ্যান্ত কিছু করার আগেই তোমাকে আমরা ফাঁসী কাষ্ঠে ঝুলাবো। খুনী, প্রতারক, শাহজাদীকে শাদী করার ইরাদা তলে তলে পাকা করে রেখে, আমাদের নিয়ে তুমি পুতুল খেলা খেলছো !



www.nagorikpathagar.org

জাফর খান দাঁত পিষে বললো, খেলছি বেশ করছি। খেলবোই তো, তোমাদের নিয়ে পুতুল খেলা খেলবো নাতো কি করবো? শাদী করবো তোমাদের? কি আছে তোমাদের? মান সম্মান, পদমর্যাদা, অর্থবিত্ত-এসবের কোন্‌টা আছে যে তোমাদের শাদী করবো আমি? মিস্‌কীন হয়ে প্রধানমন্ত্রীর পুত্রের বউ হওয়ার সখ?

কুলসুম বিবি ফের ক্ষিপ্তকণ্ঠে বললো, খবরদার মিথ্যাবাদী। তোমার বউ হওয়ার সখ আমাদের কখনো হয়নি। বরং শাদী করার ওয়াদা নিয়ে এসে তুমিই আমাদের হাতে পায়ে ধরেছো। চরিত্রহীন, লম্পট, একসাথে কতজনের সাথে তুমি সম্পর্ক পাতাতে চাও?

ক্রোধে দিশেহারা হয়ে জাফর খান উন্মত্তের মতো চিৎকার করে বললো, খুন করবো, তোমাদের দুজনকেই আমি এক সাথে খুন খরবো।

জেনানা মহলের ফটকে এমন ঘটনা ঘটেনা। অর্থাৎ এভাবে চিৎকার করার সাহস পায়না বাইরের কোন লোক। জাফর খানের গর্জন শুনে এবার বল্লমহাতে ছুটে এলো দুই দুইজন ফটক রক্ষী। বাইরের লোকটি কে-এসব বিবেচনা করার কোন গরজ নেই তাদের। ফটকের নিরাপত্তা বিধান করাই তাদের একমাত্র কাজ। জাফর খানের দিকে বল্লম বাগিয়ে ধরে ফটকরক্ষীদ্বয় এক সংগে বলে উঠলো, হুঁশিয়ার। ভাগো হিয়াছে, ভাগো। নইলে এই বল্লম গোটাই ঢুকিয়ে দেবো তোমার পেটে।

তারা জাফর খানের পেট বরাবর তাক করলো বল্লম। কদরীবাঈ বললো—দাও-দাও তাই দাও বাবাজীরা, ওটা মানুষ নয়, সেরেফ একটা লম্পট।

বল্লমের ফলার মুখ থেকে পিছু হটতে হটতে জাফর খান বললো, কি! এত বড় কথা! এই শাহীপ্রাসাদের বাইরে একবার পেলে হয় তোমাদের। তখন দেখবো তোমাদের কোন বাবারা রক্ষা করে তোমাদের!

জবাবে কুলসুম বিবি সরোষে বললো, সে সুযোগ তুমি আর পাবেনা ভন্ড। শাহজাদীর খসম হত্যার ঘটনাটা এখনই ফাস করে দিয়ে তোমাকে কয়েদ করার জন্যে সেপাই লেলিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করছি আমি। সরাসরি গিয়ে সুলতান বাহাদুরকে আমি সব কথা বলে দিচ্ছি। আমাদের খুন করার এই হুমকির কথাও।

বটে!

গ্রেপ্তার হওয়া থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারলে তবে তো অন্য কথা!

ক্রোধের অধিক্যে জাফর খান বলে ফেললো—তার আগেই ঐ শাহজাদীকে ধরে নিয়ে গিয়ে শাদী করবো আমি। সুলতানের ভগ্নিপতি হয়ে গেলে আর আমাকে গ্রেপ্তার করে কে? তারপর দেখবো তোমাদের বাগে পাই কি না!

রক্ষীদ্বয় ফের গর্জে উঠলো—তবেরে—



www.nagorikpathagar.org

চমকে উঠে জাফর খান দ্রুত পেছন দিকে হটতেই তার সামনে এসে দাঁড়ালো মোমিন ওরফে মুর্দা খাঁ। মাহমুদ মনসুরের নির্দেশে সে এদিকের খবর জানতে এসেছিল। কদরী বাঈয়ের সাথে কুলসুম বিবির সমঝোতা হয়ে যাওয়ার খবর মাহমুদ মনসুর ইতিমধ্যেই পেয়েছিল। তাই কুলসুম বিবি শাহজাদীর খসম হত্যার রহস্যটা ফাঁশ করে দিয়েছে কিনা-সেটা জানতেই মোমিন খাঁকে শাহী প্রাসাদে পাঠিয়েছিল মাহমুদ মনসুর।

মোমিন খাঁ সকলের পরিচিত বাবুর্চি। জেনানা মহলে প্রবেশের তার কোন নিষেধ নেই। সে আপন মনে ফটকের দিকে আসছিল। ফটকের কাছে এসে গোলমাল দেখেই তাজ্জব হলো মোমিন খাঁ। সে আরো অধিক তাজ্জব হলো, যখন জাফর খান শাহজাদীকে ধরে এনে শাদী করার কথা এবং সুলতানের ভগ্নিপতি হয়ে যাওয়ার অভিপ্রায় সশব্দে ব্যক্ত করলো। সে কথা শুনে মোমিন খাঁ জাফর খানের পথ আগ্‌লে দাঁড়িয়ে সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলো–হায়রে বা! তু ছাহজাদী কো পাকড় লেকে শাদী করে গা আওর ছুলতান বাহাদুর কো বোনাই বন্‌ যায়েগা? এ তু কি কাহারে বা?

জাফর খান সগর্জনে বললো, তুহার মুণ্ডু কাহা। ভাগ্‌ শালা ভাগ্...

মোমিন খাঁকে একপাশে ঠেলে দিয়ে দ্রুতপদে পালিয়ে গেল জাফর খান।

মোমিন খাঁ তখনই ছুটতে ছুটতে ফিরে এলো বাসায় এবং পড়িমরি মাহমুদ মনসুরের সামেন এসে বললো–গজব হো গৈল্‌ হাজুর, বিলকুল গজব হো গৈল্‌ উও ছাহজাদী পাক্‌ড়াও হো গৈল্‌ বটে।

মাহমুদ মনসুর বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করলো, পাকড়াও হো গৈল্‌ মানে? কে পাকড়াও করলো?

~~উও জাফর খান~~। উজিরে আযমকা বেটা জাফর খান।

সেকি, জাফর খান শাহজাদীরে ধরে নিয়ে গেল?

লাই-লাই, ধরেক লাই। লেকেন আভ্‌ভি ধরিয়া লইবেক জরুর, আভ্‌ভি।

ধরিয়া লইবেক?

হাইরে বা, উহারে ছাদী করনেকে লিয়ে ধরিয়া লইবেক বটে। উহারে ছাদী করিবেক আওর ছুলতানকো বোনাই বন্‌ যাইবেক–এহি বাত্‌ উও জাফর খান সাফ সাফ কাহা।

অত:পর মোমিন খান ভাঙাভাঙা ভাষায় মাহমুদ মনসুরকে সমস্ত ঘটনা বুঝিয়ে বললো। শুনে মাহমুদ মনসুর শংকিত কণ্ঠে প্রশ্ন করলো, বলো কি? তা কবে ধরে আনবে?

আভি–আভি। মালুম্‌ হ্যায়, উও হারামী আদমী আভি উকাম ছারিয়া লইবেক ঠিক ঠিক।



www.nagorikpathagar.org

পরিস্থিতি বুঝে মাহমুদ মনসুর আগেই জাফর খানের পেছনে গোয়েন্দা লাগিয়ে রেখেছিল। মোমিন খাঁর কথা শুনে এক্ষণে তার কি করা উচিত, ভাবতেই ছুটে এলো জাফর খানের পেছনে নিযুক্ত করা সেই গোয়েন্দাটি। ছুটে এসে সে মাহমুদ মনসুরকে ব্যস্ত কণ্ঠে বললো, হুজুর, জেনানা মহলের ফটকে তাড়া খেয়ে জাফর খান এই মাত্র বাসায় ফিরে এসেছে আর এসেই সে এখন জব্বোর তোড়জোড় করছে শাহজাদীকে জোর করে ধরে আনার উদ্দেশ্যে।

মাহমুদ মনসুর চমকে উঠে বললো– সে কি! তোড়জোড় করছে মানে?

মানে, সে কয়েকজন সেপাইকে ডেকে পাঠিয়েছে হুজুর। তাদের নিয়ে এখনই সে শাহজাদীর মকানের দিকে রওনা হবে।

বলোকি! তোমার এ ধারণা কি সঠিক?

ধারণা কি বলছেন হুজুর? জলজ্যান্ত ঘটনা। জাফর খান হয়তো রওনা হয়েছে ইতিমধ্যেই।

মাহমুদ মনসুর অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে উঠলো এবং ব্যস্তকণ্ঠে বললো, তাহলে যাও, এখনই গিয়ে এ খবর তুমি সুলতান বাহাদুরকে জানাও। তাঁকে বলো, তিনি যেন এক্ষুণি শাহজাদীকে রক্ষা করতে শাহজাদীর বাসায় ছুটে যান। পারলে, মাওলানা শামসুল আরেফিন সাহেব কেও খবরটা দিও।

হুজুর।

তুমি যাও শিগ্গির। আমি এদিকে দেখি, শাহজাদীকে হেফাজত করতে আমি কি করতে পারি।

গোয়েন্দাটি দ্রুতবেগে ছুটে গেল সুলতান বাহাদুরের উদ্দেশ্যে এবং জনা তিনেক বিশ্বস্ত সৈনিক নিয়ে মাহমুদ মনসুর তড়িৎ বেগে রওনা হলো শাহজাদীর বাসার দিকে।

পরপর তিনটি দলই প্রায় একসাথে গিয়ে শাহজাদী মেহেরুন নেছার ঐ বিশেষ আবাসে পৌঁছলো। তবে জাফর খানই তার সেপাইদের নিয়ে অপেক্ষাকৃত আগে এসে পৌঁছেছিল। এসেই সে আচমকা ঝাঁপিয়ে পড়ে শাহজাদীর উপর এবং তাকে তার আবাস থেকে হিড়হিড় করে টেনে হেচ্‌ড়ে বাইরে নিয়ে আসতে থাকে। তার সেপাইরা মালী কলিমুদ্দীন, দারোয়ান জগলুল খান ও শাহজাদীর বাঁদী মতিয়া বিবিকে আঙিনায় ফেলে বেধড়ক মারধোর করতে থাকে।

ঠিক এই মুহূর্তেই পৌঁছে যায় জনাতিনেক দক্ষ সেপাইসহ মাহমুদ মনসুর। 'হুশিয়ার' বলে হুংকার দিয়ে উঠে সঙ্গীদের নিয়ে মাহমুদ মনসুর ছুটে যায় জাফর খানদের দিকে। কাকতালীয়ভাবে প্রায় তখনই মাওলানা শামসুল আরেফিন ও রক্ষী, প্রহরীসহ সুলতান হুমায়ূন শাহ এসে শাহজাদীর আবাসে পৌঁছেন। সুলতান



www.nagorikpathagar.org

এসে দেখলেন, শাহজাদীকে প্রায় বিবস্ত্র অবস্থায় টেনে আনছে জাফর খান আর তার সেপাইরা বাসার দাস-দাসীদের মারতে মারতে শুইয়ে দিয়েছে আঙিনায়। দেখা মাত্র সুলতান 'তবেরে' বলে হুংকার দিয়ে উঠলেন। ইতিমধ্যেই জাফর খানদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো মাহমুদ মনসুরদের দল। মাহমুদ মনসুরের সেপাই তিন জন আক্রমণ করলো জাফর খানের সেপাইদের আর মাহমুদ মনসুর উন্মুক্ত তলোয়ার হাতে ছুটে এলো জাফর খানকে লক্ষ্য করে। শাহজাদীকে কব্জা করে ফেলেছে—এই উল্লাসেই মোহিত জাফর খানের আর একখানা বাহুতে তলোয়ারের এক শক্ত ঘা মারলো মাহমুদ মনসুর। এতে করে জাফর খানের ডান বাহুর মতো তার এই বাম বাহুটা শুধু জখমই হলো না, বাহুটা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার অবস্থায় এসে ঝুলে পড়লো মাটির দিকে।

বিনে মেঘে বজ্রপাতের মতো আচমকা এই আঘাতে জাফর খান গগণবিদারী আর্তনাদ করে উঠে বসে পড়লো মাটিতে। ছাড়া পেয়ে শাহজাদী একপাশে ছুটে এসে হাঁপাতে লাগলো। একই সাথে মাহমুদ মনসুরের তিন দক্ষ সেপাই সুলতানের রক্ষী প্রহরীদের সহায়তায় জাফর খানের দলের সকল সেপাইদের কয়েদ করে ফেললো। হুঁশে এসে জাফর খান ঐ আহত অবস্থাতেই দৌড় দিয়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে, সুলতান বাহাদুর সগর্জনে বলে উঠলেন—বেঁধে ফেলো, ঐ শয়তানটাকে বেঁধে ফেলো আগে।

সুলতানের রক্ষী প্রহরীরা তখনই ছুটে গিয়ে জাফর খানকে বেঁধে ফেললো। সুলতান ফের বললেন, নিয়ে যাও, এই শয়তানদের নিয়ে গিয়ে এভাবেই কয়েদখানায় পুরে দাও। আগামী কালই বিচার হবে এদের।

মাওলানা সাহেব বললেন—এই দেখুন জাঁহাপনা, শাহজাদীর স্বামী হত্যার আসল আসামীকে আজ স্বচক্ষে দেখুন। ঐ শয়তান জাফর খানই সেই আসল আসামী।

সুলতান বাহাদুর সরোষে বললেন, শূলে চড়াবো, আগামীকালই পুনর্বিচার সম্পন্ন করে ফাঁসীতে ঝুলিয়ে মারবো শয়তানটাকে।

সাক্ষী সাবুদদের হাজির করার নির্দেশ দিয়ে সুলতান হুমায়ূন শাহ পরের দিনই শাহজাদীর স্বামীহত্যার পুনর্বিচারে বসলেন। জাফর খানের দুষ্কর্মের দোসর সেপাইগুলিসহ জাফর খানকে বিচারে হাজির করা হলো। বিচারে হাজির রইলো শাহজাদী মেহেরুন নেছা, কুলসুম বিবি, কদরী বাঈ, মরিয়ম বিবি, কুলসুম বিবির সাথে আর যে কয়জন পরিচারিকা শাহজাদীর স্বামীহত্যার ব্যাপারে কাজ করেছিল তারা, শাহজাদীর পালকী বাহকদের মধ্যে যে পালকী বাহক যে মহিলা মেলা বা বাজারের পথে হামলাকারী জাফর খানকে চিনতে পেরেছিল তাকে এবং সেই



www.nagorikpathagar.org

সাথে বিচার কক্ষে হাজির রইলেন মাওলানা শামসুল আরেফিন সাহেব ও মাহমুদ মনসুর! ছেলের চরিত্র ও অপরাধ সম্পর্কে অবহিত করার জন্যে সুলতান বাহাদুর উজিরে আযমকেও বিচার কক্ষে ডেকে আনলেন, যাতে করে সন্তানের দণ্ড বিধানে উজিরে আযম সাহেবের অধিক রুষ্ট হওয়ার কারণ না থাকে।

প্রথমেই শাহজাদীকে প্রশ্ন করা হলে, শাহজাদী জানালেন, সে নির্দোষ। পানে বিষ দেয়া আছে সে সম্পর্কে সে কিছুই জানতো না।

অত:পর ডাকা হলো কুলসুম বিবিকে। তাকে হলফ করে সে কথা বলতে বলা হলে, কুলসুম বিবি হলফ করে সে রাতের যাবতীয় ঘটনা সবিস্তারে বর্ণনা করলো। জাফর খান তাকে শাদী করার ওয়াদা করে তার দ্বারা পানে বিষ দিয়ে নেয়া এবং শাহজাদীর খসমকে বাসর ঘরে পান খাওয়ানোর জন্যে শাহজাদীকে তার এবং তাদের দ্বারা উদ্বুদ্ধ করা–ইত্যাদি সমস্ত কথা ফাঁশ করে দিলো। সব কথা ফাঁশ করে দিলো কুলসুম বিবির সাথে সে রাতে আর যে পরিচারিকারা কাজ করেছিল, তারাও।

সুলতানের নির্দেশক্রমে মাহমুদ মনসুর মহিলা মেলার বা মহিলাদের বাজারের পথে শাহজাদীর পালকীর উপর হামলা করার কাহিনী বর্ণনা করে শোনালো। অত:পর মাহমুদ মনসুর বললো, তখন চিনতে না পারলেও পরে আমি নিশ্চিতভাবে চিনেছি জাঁহাপনা যে, সেই হামলাকারীদের নেতা এই প্রধানমন্ত্রীর পুত্র জাফর খান। সেদিন তার ডানহাতে আমিই তলোয়ারের আঘাত করি আর দরবারে তার আহত ডান হাত দেখেই আমার সন্দেহ শুরু হয়। এরপর বিস্তারিত খোঁজ খবর নেয়ার পরে আমি নিশ্চিত হয়েছি যে, ঐ দলপতি এই জাফর খান।

যে পাল্‌কী বাহককে বিচারকক্ষে ডাকা হয়েছিল তাকে প্রশ্ন করলে সে বললো, হামলাকালেই আমি ঐ সাহেবজাদাকে চিনতে পেরেছি হুজুর, কিন্তু ভয়ে সেটা প্রকাশ করিনি এতদিন।

কদরী বাঈকে প্রশ্ন করা হলে সে জানালো, ঐ জাফর খান একজন পাঁড় মাতাল ও জঘন্য লম্পট। সে মিথ্যাবাদী, প্রতারক ও জাত শয়তান। একই সাথে একাধিক মেয়েকে শাদী করার ওয়াদা করে সে তাদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে আর অনেকেরই সর্বনাশ করে।

এরপর ডাক পড়লো মরিয়ম বিবির। এরকম একজন অসৎ ও লম্পটের পক্ষ নিয়ে মরিয়ম বিবি কেন শাহজাদীর কাছে শাদীর প্রস্তাব নিয়ে গিয়েছিল, একথা তাকে জিজ্ঞাসা করা হলে মরিয়ম বিবি হাত জোড় করে বললো, জানের ভয়ে হুজুর, একমাত্র জানের ভয়ে আমি একাজ করেছি। এই ঘটকালীর কাজে আমাকে নিযুক্ত করেন স্বয়ং এই উজিরে আযম সাহেব। তিনি আমাকে ভয় দেখিয়ে বলেন



www.nagorikpathagar.org

এই কাজটি সম্পন্ন করতে না পারলে তিনি আমাকে নির্ঘাৎ হত্যা করবেন। তাঁর হাত থেকে কেউ আমাকে বাঁচাতে পারবে না। একজন প্রধানমন্ত্রী যদি একজন অসহায় মেয়েকে মারতে চান, তার পক্ষে কি আর বেঁচে থাকা সম্ভব, হুজুর?

সবশেষে মাওলানা শামসুল আরেফিন সাহেব বললেন, এই জাফরটা যে আসলেই একজন খন্নাস্ আদমী, শাহজাদীকে বিবস্ত্র করে তাকে অপহরণ করার প্রক্রিয়া থেকেই সেটা সুস্পষ্ট হয় জাঁহাপনা!

সুলতান বাহাদুর বললেন, আলবত-আলবত। ঐ রকম একটা জঘন্য অপরাধই তার প্রাণদণ্ডের জন্যে যথেষ্ট। সেজন্যে বিচারে বসার প্রয়োজনই হয়না। তবু আমি এই বিচার কার্যে বসেছি আমার বহিন শাহজাদী মেহেরুন নেছাকে মিথ্যা অপবাদ থেকে মুক্ত করার জন্যে আর ভুলবশত তার উপর অর্পিত দণ্ডটি তুলে নেয়ার জন্যে। আজ থেকে সে তার দণ্ডভোগ থেকে মুক্ত, এই ঘোষণা দিচ্ছি!

মাওলানা শামসুল আরেফিন সাহেব খোশদিলে আওয়াজ দিলেন, মারহাবা! মারহাবা!

অত:পর সুলতান তাঁর উজিরে আযম খাজা জাহানকে উদ্দেশ্য করে বললেন, আশা করি উজিরে আযম সাহেব সকলের সব বক্তব্য শুনেছেন। শুনেছেন তার পুত্রের অপকর্মের ফিরিস্তি। এ সম্পর্কে তার কি কোন বক্তব্য আছে?

উজিরে আযম গম্ভীরকণ্ঠে বললেন, অবশ্যই আছে। আমার ছেলে সম্পূর্ণ নির্দোষ। খন্নাস্ তো সে নয়ই, তার মতো সচ্চরিত্রের ছেলে এ তল্লাটে আর একজনও নেই।

শুনে স্তম্ভিত হলেন সুলতান বাহাদুর। এমনটি তিনি কখনোও আশা করেননি উজিরে আযমের কাছে। তাই রুষ্টকণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, নেই তো এসব কি শুনলেন?

উজিরে আযম খাজা জাহান অবলীলাক্রমে বলে গেলেন–ষড়যন্ত্র। এগুলো সবই ষড়যন্ত্র। আমার ছেলের বিরুদ্ধে সবাই মিলে ষড়যন্ত্র করেছে।

বটে! সে শাহজাদীর বাসায় গিয়ে জোর করে তাকে ধরে আনছিল–সেটাও কি ষড়যন্ত্র?

সেটাও ষড়যন্ত্র। শাহজাদী নিজে আমার ছেলেকে বাসায় ডেকে নিয়েছিল। আপনাদের দেখে শাহজাদী ঐ অভিনয় করেছে।

সাব্বাস! আপনি নিজে যে শাহাজাদীর কাছে ঘটক পাঠিয়ে ছিলেন আপনার ছেলের সাথে শাহজাদীর শাদীর ব্যাপারে, সেটা কি মিথ্যে?

হুবহু মিথ্যে।

তাহলে ঐ মরিয়ম বিবি যা বললো, অর্থাৎ তাকেই আপনি পাঠিয়েছিলেন, সেটা কি মিথ্যা?



www.nagorikpathagar.org

সম্পূর্ণ মিথ্যা।

সম্পূর্ণ মিথ্যা? তাকে কি আপনি ঘটকালী করতে পাঠাননি? তাকে কি ভয় দেখাননি? আপনার কথা না শুনলে, তাকে কি হত্যার হুমকি দেননি?

কখনো না। এসব আমি কিছুই করিনি।

কিছুই করেননি?

না, কিছুই করিনি।

হাতে তালি বাজিয়ে সুলতান বাহাদুর কম্পিতকণ্ঠে বললেন, বহুত্ খুব! এ নাহলে উজিরে আযম! এই রকম যার চরিত্র সে আমার উজিরে আযম–এটা ভাবতেও লজ্জায় আমার মাথা কাটা যাচ্ছে।

অর্থাৎ?

অর্থাৎ বাপের চরিত্র এমন হলে, বাপ এমন ডাহা মিথ্যাবাদী হলে তার ছেলে আর কি হবে? সে তো নির্জলা চরিত্রহীন হবেই।

জাঁহাপনা!

সুলতান বাহাদুর খাজা জাহানকে সতর্ক করে দিয়ে বললেন–বাহমনী রাজ্যের উজিরে আযম আপনি। আমার পিতা-পিতামহেরা কি দেখে আপনাকে উজিরে আযম বানিয়েছিলেন, তা তাঁরাই জানেন। আপনার এই চরিত্রের অচিরেই উন্নতি না ঘটলে, উজিরে আযমের পদে বহাল থাকার যোগ্যতা অবশ্যই হারাতে হবে আপনাকে –হুঁশিয়ার!

হুঁশে এলেন উজিরে আযম। ভীত হয়ে এবার তিনি ভিন্ন পথ ধরলেন। কণ্ঠে অনুতপ্তের ভাব এনে বললেন–আমার অপরাধ নেবেন না হুজুর। ছেলের বিরুদ্ধে এত জনের এত অভিযোগ শুনে মাথায় আমার ঠিক নেই। কি বলতে কি বলে ফেলেছি, সে জন্যে অপরাধ নেবেন না হুজুর।

সুলতান বললেন, তা না নিলেও, আপনার পুত্রের এই জঘন্য কার্যাবলীর সাজা তাকে পেতেই হবে। সেই রায়ই এবার ঘোষণা করছি। সকলে শুনুন আমার সে রায় 'সকলের সমস্তকথা অবহিত হয়ে আমি সুলতান হুমায়ূন শাহ উজিরে আযমের পুত্র জাফর খানকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করলাম। আগামী কাল প্রত্যুষে প্রকাশ্য রাজপথে তাকে ফাঁসীর রজ্জুতে ঝুলানো হবে। তার অসৎ কর্মের দোসর সকল সেপাইদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ দিলাম। কুলসুম বিবি মরিয়ম বিবি, লোভে আর ভয়ে এই সব অসৎ কর্মের সহায়তা করে থাকলেও, তারা অনুতপ্ত হয়ে সত্যটা প্রকাশ করে দিয়েছে হেতু, তাদের কোন গুরুদণ্ড প্রদান করা হলো না। মাত্র ছয়মাসের জন্যে তারা শাহজাদীর মতো ঐ রকম অবরুদ্ধ আবাসে বাস করবে–এই লঘুদণ্ড দিলাম তাদের।'



www.nagorikpathagar.org

কারারক্ষী ও শান্ত্রীদের এই রায় কার্যকর করার নির্দেশ দিয়ে বিচারকের আসন থেকে উঠে গেলেন সুলতান।

পরের দিন সকালেই কার্যকর করা হলো বিচারের রায়। অন্যান্য রায়গুলো কার্যকর করার সাথে জাফর খানকে প্রকাশ্য রাজপথে ফাঁসীতে ঝুলিয়ে হত্যা করা হলো। এসব অপরাধ থেকে সর্বসাধারণকে হুশিয়ার ও সাবধান করে দেয়ার উদ্দেশ্যেই এই হত্যাকাণ্ড প্রকাশ্যে সংঘটিত করা হলো।

জাফর খানের হত্যাকাণ্ড সম্পন্ন হয়ে গেলে রাজধানী বিদরের সর্ব সাধারণ স্বস্তির নিশ্বাস ফেললো এবং সুলতানের এই পদক্ষেপের ভূয়সী প্রশংসা করতে লাগলো। কিন্তু উজিরে আযম খাজা জাহান এই ঘটনায় একদম গুম্ হয়ে গেলেন এবং তলে তলে ফুঁসতে লাগলেন সাপের মতো। তাঁর ব্যাপারে রাজধানীর অনেকেই বলতে লাগলো, পুত্রের চেয়ে পিতার অপরাধও কম নয়। পুত্রের সাথে তাঁরও প্রাণদণ্ড হওয়া উচিত ছিল।

এ প্রেক্ষিতে সুলতান বললেন–এ থেকে শিক্ষা নিয়ে উজিরে আযম যদি সংশোধন হয়ে যান তো ভাল। নইলে শুধু উজিরে আযমের পদটাই তাঁর যাবেনা, তাঁর প্রাণটাও যাবে সেই সাথে।

কিন্তু সংশোধন হওয়াতো দূরের কথা, উজিরে আযম প্রতিহিংসার পথ ধরলেন। এই সময় সুলতানের দরবারীরা অর্থাৎ বাহমনী রাজ্যের সভাসদেরা প্রকারান্তরে দুইদলে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। সুলতানের সভাসদেরা ছিলেন জন্মগতভাবে দুই শ্রেণীর লোক। এক, দখিনী নামের দাক্ষিণাত্যের স্থানীয় সভাসদগণ। দুই, এদেশে বসবাসরত পরদেশী নামের পারসিক, তুর্কী ইত্যাদি জাতীয় সভাসদগণ। মাহমুদ গাওয়ান সাহেব ও তার ভাতিজা মাহমুদ মনসুরের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি দিন দিন বৃদ্ধি পাওয়া দেখে কিছু হিংসুক সভাসদ আগে থেকেই হিংসায় জ্বলে পুড়ে মরছিল। এক্ষণে এই দুই চাচা-ভাতিজার ক্ষমতা, কদর, পদমর্যাদা–ইত্যাদি আরো অধিক বৃদ্ধি পাওয়ায়, এই হিংসুক সভাসদেরা সকল স্থানীয় অর্থাৎ 'দখিনী' সভাসদদের ডেকে গোপনে পৃথক একটা দল গঠন করেন এবং বিদেশী সভাসদদের থেকে তলে তলে আলাদা হয়ে যান তাঁরা। বিদেশী সভাসদদের সংখ্যাও কম ছিলনা মোটেই। তদুপরি, বিদেশীরা অধিক কর্মদক্ষ ও বিশ্বস্ত হওয়ায় দরবারে তাদের প্রতিপত্তিই ছিল বেশী। 'দখিনীদের' আচরণ ও মতিগতির কারণে তাঁরাও অগত্যা এবং অবশেষে পৃথক একটি দলে পরিণত হয়ে যান। অন্যকথায়, দলাদলিটা তখন প্রকাশ্যে তেমন প্রকট হয়ে না উঠলেও সভাসদগণ প্রকারান্তরে দুই দলে বিভক্ত হয়ে যান।



www.nagorikpathagar.org

উজিরে আযম স্পষ্টভাবে বুঝতে পারেন যে, তাঁর ছেলের এই অকাল মৃত্যুর জন্যে মাহমুদ গাওয়ান, বিশেষ করে তার ভাতিজা মাহমুদ মনসুরই দায়ী। তাঁর ছেলের যাবতীয় দোষ অপরাধ এযাবত গোপন ও মাটিচাপা ছিল। মাহমুদ মনসুরই মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে এই সব দোষ অপরাধ বাইরে টেনে এনেছে এবং সুলতানকে তা দেখিয়ে দিয়ে তার ছেলের এই অকাল মৃত্যু ঘটিয়েছে। এদেরকে ছাড় দিতে পারেন না উজিরে আযম। এরা যেহেতু পরদেশী, সেইহেতু পরদেশী দলের বিপরীতে 'দখিনী'দের দলে যোগ দিলেন উজিরে আযম খাজা জাহান সাহেব এবং 'দখিনী'দের সাহায্য ও পরামর্শ কামনা করলেন। এই সময় দখিনীদের দলের নেতা ছিলেন নিজামুল মুল্ক্ বাহ'রী নামের এক সভাসদ। এই সভাসদটি ছিলেন অত্যন্ত হিংসুটে এবং ষড়যন্ত্র পাকানোতে সবিশেষ পটু। উজিরে আযম এই নিজামুল মুল্কের কাছে এলেন এবং সমুদয় ঘটনা বর্ণনা করে শুনালেন। এরপর বললেন, ঐ দুই চাচা-ভাতিজা সহ সুলতানটাকেও কিভাবে শায়েস্তা করা যায়, সেই পরামর্শটা দিন।

সব কথা শুনে নিজামুল মুলক সাহেব বললেন, বলেন কি! সুলতান যে আপনার ছেলের প্রাণদণ্ড দিলেন, তা ঐ পরদেশীদের কর্ণমন্ত্রের কারণেই?

আবেগাপ্লুতকণ্ঠে উজিরে আযম বললেন, ওদেরই। আরো কিছু লোক এর পেছনে থাকলেও তারা মূল ব্যক্তি নয়। মূল মন্ত্রণাদাতা ওরাই। ঐ মাহমুদ গাওয়ান আর তার ভাতিজাই। আমি প্রধানমন্ত্রী অথচ আমার চেয়ে ঐ মাহমুদ গাওয়ানের কদরই আজ সবার কাছে বেশী। সুলতানের কাছেও।

নিজামুল মুল্ক ফের প্রশ্ন করলেন, ওদের কথাতেই সুলতান এতটা উত্তেজিত হয়ে উঠলেন?

উঠলেন মানে কি! সুলতান আমারও পদ আর প্রাণ দুটোই কেড়ে নেয়ার জন্যে হুমকি দিয়ে উঠলেন।

হুমকি দিয়ে উঠলেন? কখন? বিচারের মজলিসে বসে থেকেই?

বিচারে বসে থেকেই। আমার পদটা নিতে চাইলেন বিচারে বসে থেকেই। বললেন, আমি যদি আমার আচরণ না বদলাই তাহলে আমার এই উজিরে আযমের পদটা উনি কেড়ে নেবেন। এখন শুনতে পাচ্ছি, আমার কোন ত্রুটি পেলেই উনি আমার জানটাও কেড়ে নেবেন।

তাজ্জব! তা আপনার আচরণ মানে? আপনার কোন্ আচরণ? বিচার কালে আপনি কি তাঁর সাথে কোন আশোভনীয় আচরণ করেছেন? অর্থাৎ, উল্টাপাল্টা কোন কথা বলেছেন!

বলবোই তো। উনি আমার ছেলের দোষ ধরবেন, আমার দোষ ধরবেন আর আমি শুধু'হুজুর-হুজুর' করে নত মস্তকে দাঁড়িয়ে থাকবো?



www.nagorikpathagar.org

সর্বনাশ! আপনার আচরণে তাহলে নিশ্চয়ই আপনি ইতিমধ্যেই সুলতানকে আপনার উপর ক্ষিপ্ত করে তুলেছেন?

তা উনি ক্ষিপ্ত হলে আমি কি করবো?

এরপরও সুলতান যে এখনোও আপনার শিরোচ্ছেদ করেননি-এইটাই তো একটা তাজ্জব ব্যাপার।

অর্থাৎ!

আপনি ফিরে যান। প্রতিকার করা বা প্রতিশোধ নেয়ার কোন পরামর্শই আমি দিতে পারবোনা আপনাকে।

তাজ্জব হলেন উজিরে আযম। হতাশ কণ্ঠে বললেন, সেকি ভাই সাহেব! বড় আশা করে আপনার কাছে এসেছি আর আপনি এমন কথা বলছেন?

নিজামুল মুল্‌ক্ বললেন, বলতে আমি বাধ্য হচ্ছি। ভুলে যাচ্ছেন কেন, সুলতান মানেই এরাজ্যের সর্বময় কর্তা? তিনি চাইলেই এই মুহূর্তে আমার আপনার-এমন দশজনের প্রাণ এক কথায় নিতে পারেন! তাঁকে ঠেকানোর সাধ্য আছে কারো?

ভাইসাহেব!

তাঁকে ক্ষিপ্ত করে রেখে আপনি আপনার পুত্র হত্যার প্রতিশোধ নিতে চান? কি সাধ্য আছে আপনার সরাসরি সুলতানের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর? প্রকাশ্যে পারবেন আপনি সুলতানকে ঘায়েল করতে?

তাহলে?

তাহলে বিকল্প পথ ধরতে হবে! সুলতান আর ঐ গাওয়ান গোষ্ঠীকে সাবাড় করে দিতে হলে, সবার আগে আপনাকে সুলতানের প্রিয়পাত্র হতে হবে।

বলেন কি! সুলতানের প্রিয়পাত্র?

হ্যাঁ সুলতানের প্রিয়পাত্র। সুলতানের সামনে পরম আনুগত্য প্রদর্শন করে সুলতানের প্রিয়পাত্র হতে হবে। তাঁর পেটের মধ্যে ঢুকতে হবে। তাঁর মনের তামাম সন্দেহ দূর করে দিতে হবে। তারপর–

তারপর?

ঝোপ্ বুঝে কোপ মারতে হবে। পেটের মধ্যে ঢুকে ছুরি চালাতে হবে তাঁর ঐ পেটে।

আশান্বিত হয়ে উঠে উজিরে আযম বললেন, আচ্ছা! তা ঐ গাওয়ান গোষ্ঠী?

নিজামুল মুল্‌ক বললেন, ওদের খবর পরে মানে সুলতানকে সাবাড় করার পরে। সুলতান জীবিত থাকতে ওদের গায়ে কাঁটার একটা আঁচড় কাটাও সম্ভব নয়।

নয়?



www.nagorikpathagar.org

না নয়। সদাচরণের দ্বারা যতই আপনি সুলতানের প্রিয়পাত্র হন, সুলতানের জীবিতকালে এই দুই চাচাভাস্তের একজনেরও প্রাণনাশ ঘটলে, আপনার তো বটেই, আমাদেরও অনেকের বংশে বাতি দেয়ার কেউ থাকবে না। চুলচেরা তদন্ত চালিয়ে এই ষড়যন্ত্রের পেছনে কে আছে সুলতান তা আবিষ্কার করবেনই আর আমার আপনার বংশ ধ্বংস করবেনই। তাই এক্ষণে আমার পরামর্শ, পরম আনুগত্যের মাধ্যমে আগে সুলতানের মন জয় করুন, তার পরে যা করার তা করতে হবে।

উজিরে আযম খোশ কণ্ঠে বললেন, তথাস্তু।

## ৮

অবরুদ্ধ জীবন থেকে মুক্ত হলো শাহজাদী মেহেরুন নেছা। দাস-দাসী সহকারে, অর্থাৎ মালী কলিমুদ্দীন, বাঁদী মতিয়া বিবি ও জগলুল খাঁ সহকারে তার ঐ বিশেষ আবাস থেকে শাহী প্রাসাদে ফিরে এলো শাহজাদী। সমারোহের সাথে আর সংবর্ধনা দিয়েই আনা হলো তাকে। তার এই অনর্থক আর অকারণে দণ্ডভোগ নিয়ে অনেকের মুখেই অনেক রকম আফসোস ও সমবেদনার বাণী উচ্চারিত হলো। এর কোনটাই অতিরিক্ত বা অহেতুক ছিল না। ছিল না লোক দেখানোও কিছু। সব কিছুই ছিল আন্তরিক ও স্বত:প্রণোদিত। কারণ, পিতা-মাতাহীন হলেও, এই শাহজাদীই ছিল এই প্রাসাদের মধ্যমণি। সকলের স্নেহের ও ভালবাসার পাত্রী। প্রাসাদে তার গতি ছিল অপ্রতিরোধ্য নিজের সৎ স্বভাব, সৎগুণ আর সদাচরণের দ্বারাই এই অধিকার সে অর্জন করে নিয়েছিল। মরহুম সুলতান দ্বিতীয় আহমাদ শাহ তাঁর এই ভাইঝিটিকে কন্যার অধিক স্নেহ করতেন। বর্তমান সুলতান ও চাচাতো ভাই হুমায়ুন শাহরও সে ছিল স্নেহের পাত্রী। চাচাতো বোন হলেও বোন হীন হুমায়ূন শাহ শাহজাদীকে স্নেহ করতেন আপন বোনের মতোই। এক কথায়, শাহজাদী মেহেরুন নেছাকে স্নেহ করতেন প্রাসাদের বয়োজ্যেষ্ঠ সকলেই এবং ভালবাসতো ও শ্রদ্ধা করতো সকল বয়োকনিষ্ঠেরাই।

আজও এসে শাহজাদী মেহেরুন নেছা ফিরে পেলো তার ঐ পূর্বাবস্থা ও পূর্বপরিবেশ। নয়া সুলতান তথা চাচাতো ভাই হুমায়ূন শাহর পত্নী মাখদুমা জাহান নার্গিস বেগম শাহজাদীর চেয়ে বয়সে বেশ কিছুটা বড় হলেও, কুমারী ননদের প্রতি তাঁর চটুলতা ছিল শাহজাদীর একটা আনন্দঘন উপভোগের বিষয়। ফিরে এসে সেই উপভোগ্য বস্তুটি শাহজাদী ফিরে পেলো আবার। দণ্ড ভোগে যাওয়ার



www.nagorikpathagar.org

আগেও সে তার এই ভাবী সাহেবাকে তার প্রতি যতটা চটুল দেখে গিয়েছিল, দণ্ড ভোগ থেকে ফিরে এসেও শাহজাদী দেখলো, ভাবী সাহেবাটি তার প্রায় তেমন চটুলই আছেন। সুলতানের বেগম হওয়ার পরও তার ব্যাপারে তিনি বদলাননি বড় একটা।

প্রাসাদে ফিরে এসে স্থির হয়ে কয়েকদিন পরে ভাবী সাহেবা মাখদুমা জাহান নার্গিস বেগম একদিন শাহজাদী মেহেরুন নেছাকে কটাক্ষ করে বললেন–তা বহিনের আমার মনমেজাজটা এখন আর আগের মতো অতটা পরিচ্ছন্ন নেই, তাই নয় বহিন? মানে, মাঝে মাঝেই তার সেই প্রফুল্ল মনটা উদাস হয় এখন?

শাহজাদী মেহেরুন নেছা মুখ তুলে বললো, ওমা-সেকি! ভাবী সাহেবা হঠাৎ এখন এমন কথা বলছেন কেন? আগে তো এমনটি বলতে কখনো দেখিনি?

ভাবী সাহেবা নার্গিস্ বেগম বললেন, আগের দিনের মতো এখনকার দিনতো আর নেই বহিন, অনেকখানি ওলট-পালট হয়ে গেছে।

ওলট-পালট হয়ে গেছে?

গেছেই তো। আর সেজন্যেই তো নির্মল আকাশের মতো বহিনের পরিচ্ছন্ন মনটা এখন আর তেমন পরিচ্ছন্ন থাকা সম্ভব নয়।

সম্ভব নয়?

না। ইতিমধ্যেই যে একখণ্ড মেঘ এসে বহিনের মনের নির্মল আকাশটা ঘোলাটে করে দিয়ে গেছে।

গালে হাত দিয়ে শাহজাদী বললো, যা-ব্বাবা! মন-মেঘ-নির্মল-ঘোলাটে...এ যে একদম কাব্যিক ব্যাপার-স্যাপার! আমার ভাবী সাহেবা হঠাৎ যে এসব দেখতে লাগলেন বড়!

বটে? হয়নি কি তোমার মন কিছুটা ঘোলাটে? একটুকরো মেঘ এসে কি দেয়নি তোমার নির্মল মনটা খানিক ঘুলিয়ে?

সর্বনাশ! আমার জ্ঞানবুদ্ধি যে পুরোটাই লোপ পেয়ে গেল। কিছুই যে মাথায় আমার ধরছেনা। আমার মন ঘুলিয়ে দিলো কে?

খসম–খসম! তোমার মরহুম স্বামী!

স্বামী?

হ্যাঁ স্বামী। অমন তরতাজা স্বামীটা চোখের উপর দাপিয়ে দাপিয়ে মারা গেল, তা দেখে কি কেঁদে ওঠেনি মনটা তোমার?

ও, ঐ বাসর ঘরের কথা?

হ্যাঁ, সেই কথাই তো বলছি। দুঃখে কি মনে মনে ডুকরে উঠোনি তুমি সেদিন?

দুঃখ? হ্যা চোখের সামনে একটা মানুষকে মরে যেতে দেখলে, দুঃখ তো কিছুটা হয়ই সবার। কিন্তু সেজন্যে আমি ডুকরে উঠতে যাবো কেন?



www.nagorikpathagar.org

ওমা! সে কিলো? নিজের খসম চোখের উপর মারা গেল আর কেঁদে উঠলোনা মনটা তোমার?

না। কেঁদে উঠলে আপনাদের উঠতে পারে, আমার মন কেঁদে উঠতে যাবে কেন?

কি রকম?

রকমটা তো সোজা। লোকটাকে আপনারা সবাই অনেকদিন ধরে দেখেছেন, চিনেছেন এবং তার সাথে কথাবার্তা বলেছেন। সেই লোকটা আপনাদের বাড়িতে এসে হঠাৎ মারা গেলে, আপনাদের মনটাই তো কেঁদে ওঠা উচিত। হাজার হোক, আপনাদের একটা পরিচিত জন!

আমাদের পরিচিত জন? তোমার পরিচিত নয়?

মোটেই নয়। আপনাদের নির্দেশে 'কবুল' কথাটা চোখ বুজে উচ্চারণ করেছি মাত্র–ব্যস্ ঐ টুকুই। দেখলাম না, চিনলাম না, জানলাম না, বাসর ঘরে পান দেয়ার কালে এক নজর তাকাতেই পান মুখে দিয়েই উনি মৃগী রোগীর মতো হাত-পা ছুড়ে মারা গেলেন। ভাল করে যাকে দেখাও হলো না, একটা কথাও হলো না যার সাথে, সে আমার পরিচিত জন হবে কি করে?

এবার গালে হাত দিলেন মাখদুমা জাহান নার্গিস্ বেগমও। বললেন, ওমা! বলে কি গো! চোখের উপর মরে গেলো বিয়ের স্বামী আর দুঃখ হলো না তোমার?

হলোই তো! ঐ যে বললাম, চোখের উপর একজন অচেনা আর অপরিচিত জন হঠাৎ মারা গেলে যে দুঃখ হয়, সেই রকমই একটা দুঃখ হয়েছে আমার!

এর বেশী নয়?

কি করে হবে? দুইদিন তাঁর সাথে ঘর করলে, চেনা-জানা পরিচয় হলে, দুঃখ তো অনেকটাই হতো তখন। এখন কি করে হবে? অচেনা অজানা একটা লোক–

হাত তুলে নার্গিস বেগম বললেন–ব্যস্-ব্যস্, হয়েছে। বুঝতে পেরেছি খসমের মৃত্যুতে দিলে তোমার দাগ কাটেনি একটুও। ধন্যি মেয়ে!

শাহজাদী অভিমান ভরে বললো–বা-রে সে জন্যে খামাখা আমাকে দোষারোপ করছেন কেন? দাগ কাটার সময়টা রইলো কোথায়? 'শাদী হয়েছে' –এই কথাটা বললেই কি সঙ্গে সঙ্গে কেউ কারো দিলে দাগ কাটতে পারে? শূন্যের উপর আর ভাবে-ভড়মে কারো দিলে যদি তা কাটেও, অমনটি আমার দিলে কাটে না।

তবে কেমনটি দাগ কাটে দিলে তোমার?

যেমনটি কাটার মতো তেমনটি। ভোঁতা কিছুতে কাটে না।

সাব্বাস! তা তেমনটির কোন সন্ধান কি পেয়েছো এ জীবনে?



www.nagorikpathagar.org

ক্লীষ্ট হাসি হেসে শাহ্জাদী বললো, হুঁ, জীবনই বা আমার ক'দিনের আর সে অবসরই বা হলো আমার কখন?

বাঁকা চোখে চেয়ে নার্গিস বেগম বললো, ও মা-মা-মা। এ মেয়ে বলে কি গো! ছুঁড়ি থেকে বুড়ি হতে চললো যে মেয়ে, সে বলে জীবন তার ক'দিনের! ওদিকে আবার অখণ্ড অবসর আর একা এক বাড়িতে অফুরন্ত সুযোগ নিয়ে বাস করার পরেও বলে কিনা অবসর তার হয়নি।

হয়নিই তো! মিথ্যা বলছি নাকি আমি?

ভাবী সাহেবা ঠেস দিয়ে বললেন, তো কবে আর হবে? এই ভরা নদীর মতো থৈ-থৈ যৌবনেও যদি সে অবসর না হয় বা না পাও, তবে পাবে আর কবে? চুলে যখন সত্যি সত্যি পাক ধরবে তখন? তখন পাবে তেমন মানুষ সন্ধান করার অবসর? তখন কি আর ঠুকবে কেউ তোমাকে?

না ঠুকে না ঠুকবে? ও সব কোন ঠোকা-ঠুকির অপেক্ষায় আমি আছি নাকি?

নেই?

না নেই। বরং এই যে যেমন আছি, এই ভাল।

সে কি লো! এই ভাল মানে? এমন সুরভিত জিন্দেগীটা এইভাবে একা একাই কাটিয়ে দেবে তুমি? কোন দোসর কেউ লাগবেনা?

দোসর!

প্রাণের দোসর। তুমি কোন সন্ন্যাসিনীও নও, তাপসীও নও! এই ভাবে একা একা কাটানো যায় গোটা জীবন?

তো কি করবো?

শাদী করবে।

শাদী! সে তো একবার করেছিই। আবার কেন?

আবার করবে।

আবার? আবার করতে যাবো কেন? শাদী করার পর বিধবা হয়েছি। বিধবার আবার শাদী কিসের?

কেন, বিধবার কি শাদী করা বারণ? এখনই তো শাদী করার উপযুক্ত বয়স তোমার। আগের শাদীটা হয়েছে অনেকটা কাঁচা বয়সে। এই বয়সে শাদী না করে কি বিধবা থাকে কেউ?

কেন, থাকলে কি তা দোষের হবে?

দোষের না হোক, আমরা তোমাকে তা থাকতে দেবো কেন? আবার তোমাকে শাদী আমরা দেবোই।

ভাবী!



www.nagorikpathagar.org

এই বয়সে বিধবা সেজে চোখের সামনে ঘুরবে তুমি, সেটা হতে দেবো না।

দেবেনা? তাহলে কি করবে?

ঐ যে বললাম, শাদী দিয়ে দেবো। দু'একটা ছেলে পুলে থাকলে তবু কথা ছিল। ছেলে নেই, পুলে নেই, এই উঠ্তি যৌবন নিয়ে তুমি বিধবার বেশে ঘুরে বেড়াবে মহলে, ওটি চলবে না।

ভাবী।

জোর করে দিলেতো আবার বলবে, আপনারা শাদী দিয়েছেন, বরের ভাল মন্দের দায়দায়িত্ব সব আপনাদের। আমি ও সব ঝামেলার মধ্যে নেই। কাজেই, লম্বা সুযোগ দিচ্ছি তোমাকে। এর মধ্যে দেখে শুনে নিজের মনের মতো কোন একজনকে যোগাড় করে নাও। নইলে-

নইলে?

জোর করেই আবার আমি শাদী দেবো তোমার, দেখি আমায় ঠেকায় কে?

ঠার নয়নে চেয়ে নিজের কাজে চলে গেলেন শাহজাদীর ভাবী সাহেবা মাখদুমা জাহান নার্গিস্ বেগম্।

একদিন বিকেলের দিকে ফটকের একটু বাইরে আসার অভিপ্রায়ে শাহজাদী মেহেরুন নেছা জেনানা মহলের ফটকের দিকে আসছিল। এই সময় তার সামনে পড়লো মোমিন ওরফে মুর্দা খাঁ। শাহজাদীর উপর নজর পড়তেই মোমিন খাঁ চমকে উঠে অনুচ্চকণ্ঠে 'মর্গিয়া, ম্যায় জরুর মর্গিয়া' বলে দ্রুত পদে পাশ কাটিয়ে যেতে লাগলো। চেনা চেনা মনে হওয়ায় শাহজাদী তাকে হাত নেড়ে ডাক দিলো-এই, শোনো-শোনো, এদিকে এসো!

থমকে দাঁড়িয়ে গিয়ে মোমিন খাঁ শুষ্ক কণ্ঠে বললো, হাম্‌কো হাজুরাইন? আপ্ হাম্‌কো কুচ কাহা?

শাহ্জাদী বললো-হ্যাঁ-হ্যাঁ, তোমাকেই। এদিকে এসো।

মোমিন খাঁ তার সামনে এসে জড়সড় হয়ে দাঁড়ালো। শাহজাদী বলে উঠলো, হ্যাঁ-হ্যাঁ, চেনা লোকইতো বটে।

অত:পর শাহজাদী মোমিন খাঁকে প্রশ্ন করলো, এই, তুমি সেই লোক নও? মানে নাম তোমার মুর্দা খাঁ, না কি যেন?

মোমিন খাঁ তড়িঘড়ি বললো, লাই-লাই, মুর্দা খাঁ লাই। নাম হামার মোমিন খাঁ আছেরে বা।



www.nagorikpathagar.org

শাহজাদী চাপ দিয়ে বললো, কি রকম! মোমিন খাঁ নাম তোমার? মুর্দা খাঁ নয়?

মুর্দা খাঁ ঢোক চিপে বললো, হুঁ-হুঁ, মুর্দা খাঁ হামার আগারী দিনের নাম আছেরে বা। আভি হামার নয়া নাম মোমিন খান বটে।

জাহান্নামে যাক তোমার নয়া নাম। তুমি একবার আমারও আগেকার মকানে গিয়েছিলে কি না, বলো?

আগারী মকান? হাজুরাইনকো ওহি ফাটক মকান মে...

ফাটক মকান মানে?

মানে ফাটক বাড়ি হাজুরাইন। হাজুরাইনকো ফাটক হো গৈল্ আওর উও মকান ফাটক বাড়ি-হো গৈল্-ঠিক কিনা বাতাইয়ে?

শাহজাদী রুষ্ট কণ্ঠে বললো, হ্যাঁ, ঠিক। কিন্তু তুমি একদিন ঐ বাড়িতে গিয়েছিলে কিনা, বলো?

হুঁ হাজুরাইন, এক রোজ হামি গিয়া থা জরুর।

সেদিন তুমি আমার অনেক বদনাম করেছিলে! করোনি?

মোমিন খাঁ ভয়ে ভয়ে বললো, হামি গল্‌তি করিয়াছে হাজুরাইন, থোড়া গল্‌তি করিয়াছে বটে।

শাহজাদী ক্ষিপ্ত কণ্ঠে বললো, থোড়া থোড়া গল্‌তি? তুমি আমার প্রচুর কুৎসা গাইলে, আমাকে নাপাক আউরাত বললে, এ গল্‌তি থোড়া গল্‌তি? কোন ছোটখাটো গল্‌তি? এমনটি করেছিলে কেন, বলো?

দুই হাত জোড় করে মোমিন খাঁ বললো, হামারে মাফ করিয়া দিন হাজুরাইন। হামি বহুত বহুত গল্‌তি করিয়াছে বটে।

শাহজাদী ধমক দিয়ে বললো, থামো। মাফ! কিসের মাফ? কেন তুমি এমন গলতি করলে কোন সাহসে করলে তা বলো? নইলে তোমাকে আমি এখনই কয়েদ খানায় পুরে দেবো।

মোমিন খাঁ কাঁপতে কাঁপতে বললো, জানিতে পারিবেক লাই হাজুরাইন বহুত সাফা আউরাত আছে! জব্বোর নেক্‌মান্দ আউরাত আছে... উও খবর হামি আগাম জানতে পারিবেক লাই বটে। ইস্ লিয়ে হামার গল্‌তি হো গৈল্ সিধা, গুনাহ ভি হো গৈল্। হাজুরাইন মেহেরবান আছে। হামারে মাফ করিয়া দিন হাজুরাইন।

শাহজাদী জিদ ধরে বললো, তোমাকে? মাফ করবো আমি তোমাকে?

মোমিন খাঁ অনুনয় করে বললো, কেনে করিবেক লাই হাজুরাইন? হামি তো আগারী আস্‌লি খবর জানিলোনা, ঝুটা খবর জানিলো বটে।

ঝুটা খবর?



www.nagorikpathagar.org

ওহি–ওহি। দুস্‌রা বা উও গলতি হামি করিবেক লাই জরুর। এহি কান ধরি হামি কছম খাইছি বটে।

দুই হাতে নিজের দুই কান ধরলো মোমিন খাঁ। শাহজাদী কিছুটা নরম হয়ে প্রশ্ন করলো, তুমি তাহলে তখন সঠিক খবর জানতে না?

লাই হাজুরাইন, লাই–লাই। ওহি ওয়াক্‌ত্‌ মে হামি জানিলোনা, হাজুরাইন একটো বেগুনাহ আউরাত আছে, পাক-সাফ আওর ঈমানদার আউরাত আছে।

বটে!

মাওলাজি কী কিরিয়া, এহি খবর কুছু হামি জানিলোনা আগারী।

এখন সেটা জেনেছো?

বিলকুল! আখুন হামি জোর খবর জানিয়া লিয়াছি বটে। উও গুনাহ্‌ হামার সগরিা গুনাহ্‌ আছে জরুর মেহেরবানী কর্‌কে হামারে মাফ করিয়া দিন হাজুরাইন!

মোমিন খাঁ ফের জোড় করলো দুই হাত। শাহজাদী অত:পর প্রসন্ন হয়ে বললো, আচ্ছা দিলাম, এবারের মতো দিলাম তোমাকে মাফ করে।

খুশীতে মোমিন খাঁ প্রায় চিৎকার করে বলে উঠলো, দরাজ দিল-দরাজ দিল, হাজুরাইন বহুত দরাজ দিল আউরাত আছেরে বা। সেলাম হাজুরাইন, সেলাম-সেলাম!

মাথা নীচু করে সালাম জানালো মোমিন খাঁ।

শাহজাদী বললো, আচ্ছা হয়েছে। এবার বলো, এদিকে তুমি কোথায় যাচ্ছো?

হামারা বোনাইকো পাস্‌ হাজুরাইন। খাছ বোনাই।

খাস্‌ বোনাই! কে তোমার খাস্‌ বোনাই।

তোরবাল খাঁ, বাবুর্চি তোরবাল খাঁ।

তোরবাল খাঁ? কোথায় থাকে সে?

এহি মহলকা অন্দর। এহি মহলকা রানুবালা বটে।

রানুবালা। মানে?

রাহানুওয়ালা-রাহানুওয়ালা। হামার বোনাই এহি মহলমে রাহাতে হ্যায়রে বা!

এই মহলে! বলোকি ? তোমার বোনাই এই মহলে থাকে।

হুঁ-হুঁ! উও আদমী এহি মহলকা বাবুর্চি আছে বটে। ইস্‌লিয়ে উও আদমী এহি মহলকা রানুবালা হ্যায়।

ও, আচ্ছা। তা তুমি কোন মহলের রানুবালা?

জি?

তুমি কোথায় থাকো?



www.nagorikpathagar.org

দুস্‌রা মকানমে। উও বাহাদুর আদমী গাওয়ান ছাহাব হ্যায় না? উহার মকানে হামি রাহতা হ্যায় বটে। কাম করে।

সচকিত হয়ে উঠে শাহজাদী ব্যস্তকণ্ঠে প্রশ্ন করলো–কি বললে? গাওয়ান সাহেবের মহলে? মাহমুদ গাওয়ান সাহেব? মানে ঐ জবরদস্ত লড়াইয়া আদমী।

ওহি-ওহি। হামি ওহি মকানকা বাবুর্চি আছে বটে।

ফের একই রকম ব্যস্তকণ্ঠে শাহজাদী বললো, আচ্ছা-আচ্ছা। তা ওখানে কি মাহমুদ মনসুর নামের কোন কেউ আছে? এক নওজোয়ান আদমী?

হঁ-হঁ, জরুর আছেরে বা। উও নওজোয়ান তো গাওয়ান ছাহাবকো ভাতিজা আছে ঠিক-ঠিক। বহুত পেয়ারের ভাতিজা।

আছে? বেশ-বেশ। তা ঐ মাহমুদ মনসুরের সাথে কি কথা বলো তুমি? মানে, তার সাথে কি কথা চলে তোমার!

চলবেক লাই কেনে? জরুর চলে। উও নওজোয়ান তো হামার মুনিব আছে সিধা। গাওয়ান হাজুর হামারে উহার কামে রাখিয়া দিছে বটে।

বেশ–বেশ! তাহলে তুমি একটা কাজ করবে। বাসায় ফিরে গিয়েই ঐ মনসুর সাহেবকে আমার সাথে দেখা করতে বলবে। বলবে, জেনানা মহলের ফটকে এসে খবর দিলেই আমি বেরিয়ে আসবো মহল থেকে।

জি আচ্ছা হাজুরাইন।

মনে থাকবে তো?

জরুর-জরুর। এহি বাত কভ্‌ভি হামার ভুল হইবেক লাই।

সাব্বাস! তাহলে তুমি এখন তোমার বোনাইয়ের কাছে যাও। বাসায় ফিরে গিয়েই কিন্তু....

আলবত-আলবত। ভুল হইবেক লাই জরুর...

খুশী মনে মোমিন খাঁ তার বোনাইয়ের উদ্দেশ্যে রওনা হলো।

পরেরদিন সকালেই মাহমুদ মনসুর এসে হাজির হলো শাহী প্রাসাদের অন্তর্গত জেনানা মহলের ফটকে। খবর দিয়ে কিছুক্ষণ ফটকের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতেই, মুখে নেকাব এঁটে বেরিয়ে এলো শাহজাদীর বাঁদী মতিয়া বিবি। এসেই সে মাহমুদ মনসুরকে সালাম দিয়ে হাসি মুখে বললো, বাপ্‌রে বাপ্! এতদিন পরে হুজুরের মনে পড়লো আমাদের কথা?



www.nagorikpathagar.org

সালামের জবাব দিয়ে মাহমুদ মনসুর বললো-পড়ে তো প্রায় দৈনিকই। কিন্তু এটা তো আর শাহজাদীর আগের ঐ বাসা নয়, এটা শাহী মহল। ইচ্ছে হলেই কি আর আসা যায় এখানে?

তা ঠিক। এখন আসুন–

কোথায়? এই জেনানা মহলের ভেতরে?

হ্যাঁ, কিছুটা ভেতরে বৈকি। খানিকটা ভেতরে গেলেই, মহিলাদের সাথে সাক্ষাৎ করার জায়গা। জায়গা মানে ঘর। এর অধিক ভেতরে যাওয়ার অনুমতি নেই বাইরের কোন পুরুষ মানুষের।

ও, তা ঘর না কি বললেন?

হ্যাঁ ঘর। ঘরের ভেতরে জানালার পাশে মহিলাদের বসার জায়গা আর ঘরের বাইরে বারান্দায় ঐ জানালার পাশে বেগানা পুরুষ মানুষদের বসার জায়গা। কথা চলে জানালার এপারে আর ওপারে মুখোমুখি বসে।

ব্যস্‌রে! বড় ছান্দা বান্ধা ব্যাপার তো!

হ্যাঁ, ছান্দাবান্দাই বটে। ইচ্ছে করলেইতো কারো কাছে কেউ আসতে পারে না এখানে। আগের ঐ বাসায় হুজুরাইন যেমন আপনার বিছানার পাশে বসে খেদমত করেছেন আপনার, দীর্ঘক্ষণ ধরে গল্প করেছেন আপনার সাথে–সে সব সুযোগ এখানে কিছুই নাই। কড়াকড়ির মধ্যে শুধু কথা বলবেন, বাইরে থেকে আর চলে যাবেন যেমন এসেছিলেন, তেমনই। শক্ত পর্দা-আব্রু করে এলে তো কণ্ঠস্বর টুকু ছাড়া চিনতেই পারবেন না যার সাথে কথা বলবেন তাকে।

মাহমুদ মনসুর ফের বিস্মিতকণ্ঠে বললো, যা কাণ্ড! এযে কয়েদখানার কয়েদীদের সাথে দেখা করার চেয়েও কঠিন ব্যাপার।

মতিয়া বিবি সায় দিয়ে বললো, অনেকটাই। আপনি কি আসেননি এখানে কখনো?

জিনা। শাহী প্রাসাদের অনেক জায়গাতেই অনেকবার গিয়েছি। কিন্তু জেনানা মহলে কখনো ঢুকিনি।

ও আচ্ছা। তাহলে আসুন এবার।

মতিয়া বিবিকে অনুসরণ করে মাহমুদ মনসুর চলে এলো সাক্ষাৎকারের ঐ নির্দিষ্ট স্থানে। জানালার পাশে বারান্দায় বসার আসন দেখিয়ে দিয়ে মতিয়া বিবি বললো, আপনি ওখানে গিয়ে বসুন হুজুর, আমি হুজুরাইনকে পাঠিয়ে দিই–।

পাঠিয়ে দিতে হলো না। মতিয়া বিবি মহলের আরো কিছুটা ভেতরের দিকে এগুতেই সাক্ষাৎ দেয়ার ঘরের মধ্যে চলে এলো শাহজাদী মেহেরুন নেছা। মাহমুদ মনসুরের সন্দেহ হয়েছিল, শাহজাদীর আপাদ মস্তক নিশ্চয়ই ঢাকা থাকবে



www.nagorikpathagar.org

বোরকায়। কিন্তু মিথ্যা হলো সে সন্দেহ তার। আগে যেভাবে ওড়না দিয়ে মাথা-মুখ আব্রু করে শাহ্জাদী সামনে আসতো মাহমুদ মনসুরের, সেইভাবেই ওড়নাদ্বারা আব্রু করে মাহমুদ মনসুরের সামনে এলো শাহজাদী। ঘরে ঢুকে জানালার পাশে বসেই শাহজাদী হাসিমুখে মাহমুদ মনসুরকে বললো, চিনতে পারছেন আমাকে?

জবাবে মাহমুদ মনসুর বললো, জি-জি, চিনতে পারবোনা কেন? ঘরের মধ্যে তো কোন অন্ধকার নেই। সকালের সূর্যের আলো পুরোটাই চারদিকের জানালা দিয়ে ঢুকে পড়েছে ঘরে। আর তা ছাড়া.....

তা ছাড়া?

আমার ধারণা ছিল, বোরকায় আপাদমস্তক ঢাকা থাকবে আপনার। কিন্তু সে সব তো কিছু নেই। ঐ বাসায় যেভাবে আপনাকে দেখেছি, সেইভাবেই তো দেখছি। না চেনার কি কারণ আছে কিছু?

আমি সেইভাবেই এসেছি বলেই দেখছেন। নইলে এটা কিন্তু এখানকার নিয়ম নয়। যেভাবে ভেবেছিলেন, ঐভাবেই সর্বাঙ্গ ঢেকে মেয়েদের এখানে সাক্ষাৎ দিতে আসতে হয়। কড়াকড়ি নিয়ম।

তাই নাকি? আপনি যে তাহলে–

আমার উপর এখানে কারো নিয়ম খাটানোর সাহস নেই বলেই এমনটি দেখছেন। অর্থাৎ, আমি এখানে সকল নিয়মের উর্ধে, তাই।

বলেন কি! আপনাকে শাসন করার তাহলে কেউ নেই এখানে?

বলতে পারেন, নেই। কারণ, আমিই তো শাসন করি সবাইকে।

দুই চোখ ফুটিয়ে তুলে মাহমুদ মনসুর বললো, সেকি! আপনি শাসন করেন?

করবো না? আমি রাগ করলে রক্ষে আছে কারো? আমার ভাই, মানে সুলতান যে তাহলে তার মাথাটাই নামিয়ে দেবেন জমিনে।

সোবহান আল্লাহ! সুলতানের আপনি এতটাই স্নেহের পাত্রী?

হ্যাঁ, এতটাই।

তাজ্জব ব্যাপার তো! আপনার নসীব তো বড় শানদার দেখছি।

শাহজাদী এবার গম্ভীরকণ্ঠে বললেন, তা দেখুন। আমি কিন্তু এসব দেখানোর বা শুনানোর জন্যে আপনাকে এখানে ডাকিনি।

মাহমুদ মনসুর থতমত করে বললো, জি?

শাহজাদী বললো, এই শাহী মহলে আসা আমার কত দিন হলো, তা কি মনে আছে আপনার?

আছেই তো। বেশ কয়েকমাস পার হয়ে গেছে।



www.nagorikpathagar.org

আর এই বেশ কয়েক মাসের মধ্যে একবারও আপনার মনে পড়লোনা আমার কথা?

তা পড়বে না কেন, অনেক বারই পড়েছে।

তাহলে আমার কাছে আসনেনি কেন এতদিন?

আপনার কাছে? তা-মানে, আপনার কাছে আসার তো আর তেমন কিছু প্রয়োজন নেই আমার! আল্লাহর রহমে আপনি এখন সম্পূর্ণ রূপে বিপদ মুক্ত। ঝুট ঝামেলা সব শেষ হয়ে গেছে।

তাই আমার কোন খবর করেননি আর?

বলতে পারেন তাই। অকারণে আপনার কাছে আসি কি করে বলুন?

অকারণে? সৌজন্য সাক্ষাৎ বলে একটা কথা আছে না সমাজে? সেই সৌজন্যের খাতিরেও তো একবার আসতে পারতেন আমার সাথে সাক্ষাৎ করতে?

মাহমুদ মনসুর এবার ক্লীষ্ট হাসি হাসলো। এরপর খানিকটা ঠেস দিয়ে বললো, শাহজাদী, এই জেনানা মহল তো আমার শ্বশুরবাড়ি নয় যে, যখন ইচ্ছে তখনই হুড় হুড় করে ঢুকে পড়লাম এখানে? আপনার আগেকার মকানের মতো এখানে আমার অবাধ গতি থাকলে কি আর এতদিন হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকি এভাবে?

জবাবে শাহজাদী কটাক্ষ করে বললো, এটা আপনার শ্বশুরবাড়ি হলে তবেই বুঝি দেখা করতে আসতে পারতেন?

জি?

এটা আপনার শ্বশুরবাড়ি হলে বুঝি খুব ভাল হতো?

হতোই তো। এমন শ্বশুরবাড়ি কারনা ভাল লাগে।

বুঝলাম। কিন্তু এখানে যারা কোন জেনানার সাথে সাক্ষাৎ করতে আসে, তাদের সবারই বুঝি এটা শ্বশুরবাড়ি?

তা না হোক, এখানে আসার জন্যে অনেকটা ঐ রকম সুযোগ-সুবিধাই প্রয়োজন।

অর্থাৎ?

অর্থাৎ, এখানে প্রবেশ করাটা সহজ সাধ্য নয়। ইচ্ছে করলেই যে কেউ আসতে পারে না এখানে। এখানে আসতে হলে অনেক কাঠখড়ি পুড়িয়ে তবেই আসতে হয় তাও আবার কখন কোন্ কাঠ পোড়াতে হবে-সেটাও জানা থাকা চাই।

বটে!

হ্যাঁ, তাই বটে। এখানে ঢোকার নিয়ম কানুন সম্পর্কে অবহিত থাকা চাই। সে সব কি আছে আমার?



www.nagorikpathagar.org

ইচ্ছে থাকলেই উপায় হয়। ঘরে বসে থেকে কেউ সব কিছু অবহিত হয়না। গরজ থাকলে আপ্‌ছে আপ্‌ ঘরের বাইরে আসে সে আর সব কিছুই অবহিত হয়। আপনার কোন ইচ্ছে বা আগ্রহ নেই বলেই ঐ ফালতু অজুহাত দেখাচ্ছেন।

ফালতু অজুহাত?

বিলকুল। আমার প্রতি যদি সত্যিকারের কোন টান থাকতো আপনার, তাহলে নিয়মকানুন জানার কোন অপেক্ষায় থাকতেন না আপনি। মহলের প্রাচীর টপ্‌কিয়ে ঢুকে পড়তেন মহলে।

ওরে বাপ্‌রে! তাই কি সম্ভব?

সম্ভব! প্রয়োজন আর গরজ কোন নিয়ম মানেনা। কোন বাধা বিপত্তিই আটকাতে পারে না সেই গরজ-বিদ্ধ মানুষকে। চাই প্রবল গরজ, অর্থাৎ দুরন্ত টান।

তা একদিক দিয়ে ঠিকই বলেছেন। আপনার কথা অহরহ: মনে উদয় হলেও, ঐ দেওয়াল টপ্‌কিয়ে আসার মতো অমন দুরুন্ত টান এখনোও পয়দা হয়নি আমার মধ্যে।

এখনোও হয়নি মানে কি? ভবিষ্যতে হবে বলে কি মনে করছেন তাহলে?

না, সেটাও জোর দিয়ে বলতে পারছিনে। উত্তর ভারতের ঐ সংযুক্তা আর পৃথ্বিরাজের কাহিনীটা জানেন তো? মানে ঐ জয়চন্দ্রের কন্যা সংযুক্তার স্বয়ংবর সভার কাহিনী? পৃথ্বিরাজ আর সংযুক্তার মধ্যে যে সম্পর্ক, অর্থাৎ টান সৃষ্টি হওয়ার জন্যে পৃথ্বিরাজ অশ্বসহ স্বয়ংবর সভায় ঝাঁপিয়ে পড়ে সংযুক্তাকে তুলে নিয়ে গিয়েছিল, আপনার সংগে আমার সম্পর্ক তো তেমনটি নয় বা হবেও না কোনদিন যে, প্রাচীর টপকিয়ে জেনানা মহলে ঢুকবো আপনাকে তুলে আনার জন্যে?

বটে! গল্পটাতো বেশ ফেঁদেছেন। কিন্তু বাস্তবে তো তেমন কোন মুরোদও নেই আপনার আর নেই আমার প্রতি তেমন কোন আগ্রহ।

তা কথা হলো, ঐ 'নেই' কথাটাই বলতে পারেন। মুরোদ আর আপনার প্রতি আগ্রহ আমার কিছুই নেই–এ কথাটা যেমন ডাহা মিথ্যা, তেমনই আবার পৃথ্বিরাজের মতো আছে-এটাও আদৌ সত্যি নয় কারণ ঐ যে বললেন গল্প, পৃথ্বিরাজের ঐ কাহিনীটাতো আসলে একটা গল্প। এর যে ঐতিহাসিক সত্যতা আছে, এমনটি মনে হয় না। কাজেই, গল্পের গরু গাছে উঠতে পারলেও, বাস্তবে কি কোন গরু গাছে উঠতে পারে?

অর্থাৎ?

জেনানা মহলে ঢুকে আপনাকে তুলে আনাকি বাস্তবে সম্ভব? একমাত্র গল্পে হলেই তা হতে পারে।



www.nagorikpathagar.org

কিছুক্ষণ নীরব থেকে শাহজাদী ক্ষোভের সাথে বললো–কাপুরুষ!

মাহমুদ মনসুর উৎকর্ণ হয়ে প্রশ্ন করলো, কি বললেন?

এ একই রকম ক্ষোভের সাথে শাহজাদী বললো, আমি ভেবে পাইনে, আপনার মতলবটা কি? এই যে এত দৌড়ঝাঁপ করে আর জীবনের প্রচণ্ড ঝুঁকি নিয়ে আপনি আমাকে বিপদ-মুক্ত করলেন, আমাকে অপবাদ মুক্ত করলেন–সেটা কিসের জন্যে? এসব করার কি আপনার গরজ ছিল কিছু?

গরজ?

কণ্ঠে জোর দিয়ে শাহজাদী বললো, হ্যাঁ, গরজ। আপনার প্রয়োজন। কি জন্যে ওসব আপনি করেছিলেন? বিপদ আর অপবাদমুক্ত হয়ে শাহী প্রাসাদে বসে বসে আমি আকাশের তারা গুণবো, এটাই কি দেখার জন্যে?

মাহমুদ মনসুর বিভ্রান্ত কণ্ঠে বললো, শাহজাদী।

শাহজাদী বললো, নইলে একের পর এক কয়েকটা মাস অতিবাহিত হয়ে গেল, তবু আপনি খবর করলেন না আমার? আমি খবর পাঠালাম বলে তবে এলেন?

না, মানে–

থাক। আর কোন মিথ্যা অজুহাত টানবেন না। আপনি যে প্রচণ্ড মিথ্যা বলতে পারেন–সে প্রমাণ আমি পেয়েছি।

মাহমুদ মনসুর বিস্মিতকণ্ঠে বললো–বলেন কি! আমি কখনো কি মিথ্যা কথা বলেছি আপনার কাছে?

আলবত বলেছেন। বলেননি, আমি স্বামীহন্তা নই–এটা প্রমাণ হয়ে গেলেই নয়া জিন্দেগী ফিরে পাবো আমি? আমার ব্যর্থ জিন্দেগীটা আবার কানায় কানায় ভরে উঠবে সার্থকতার প্রাচুর্যে? কুমারী জীবনেই আবার ফিরে যাবো আমি আর আমি উপভোগ করবো স্বপ্নীল জিন্দেগীর রসময় সুবাতাস? জীবনটা আমার ভরে উঠবে স্বাদে গন্ধে? বলেননি এসব?

হ্যাঁ-হ্যাঁ, তা উঠবেই তো। এই সবে তো কয়েকমাস হলো তামাম ঝুটঝামেলা কাটিয়ে উঠলেন আপনি। একটু ধৈর্য ধরুন। অপেক্ষা করুন কিছুদিন। এরপর দেখবেন, নয়াজিন্দেগীর প্রবাহ ক্রমেই এসে তনুমন ছুঁয়ে যাচ্ছে আপনার।

অর্থাৎ, সঙ্গীহীন এই একাকীত্বের অন্ধকারে বসে থেকে আমি অনুভব করবো, স্বপ্নীল জিন্দেগীর স্বাদ গন্ধ এসে স্পর্শ করছে আমাকে? আর কত ঢপ দেবেন?

ঢপ্ নয়, বাস্তব কথাই বলছি আমি। স্বাদ গন্ধ বয়ে আনা অলিদের সময় দিন। নিরালায় নির্জনে যে একটা গোলাপ ফুল ফুটে আছে, সেটা জানার সুযোগ দিন ভ্রমরদের। ধৈর্য ধরে কিছুদিন অপেক্ষা করলেই আপনি দেখবেন আপনার এই



www.nagorikpathagar.org

সঙ্গীহীন জীবনে যে রকম সঙ্গী আপনার পছন্দ সেই রকম সঙ্গীই এসে জুটে যাচ্ছে আপ্‌ছে আপ্‌। সে জন্যে একটু সময় দিতে হবে তো।

শাহজাদী উপেক্ষাভরে বললো, থাক, আর মিথ্যা আশ্বাস দেবেন না। আমি সময় দিতে চাইলেও তা দিতে পারছি কই? সে স্বাধীনতা আমার থাকছে কৈ আর? এখনই যে পায়ে আমার বেড়ি পড়ছে আবার।

কি রকম?

রকম আবার কি! আমার ভাবী সাহেবা বলছেন, তাঁরা শিগ্নিরই আবার শাদী দিয়ে দেবেন আমার। আমার এই বৈধব্য জীবন তাঁরা আর অধিক দিন বসে বসে দেখবেন না।

মাহমুদ মনসুর উৎফুল্লকণ্ঠে বললো, বেশতো! সেটা তো খুব ভাল কথা। তাহলে তো অচিরেই সঙ্গীহীন জীবনে একটা সঙ্গী পেয়ে যাচ্ছেন আপনি। তারা তো খুব ভাল কাজই করছেন।

শাহজাদী রুক্ষকণ্ঠে বললো, ভাল কাজ? বরং বলুন, আমার আর একটা ব্যর্থ জীবনের আনজাম করছেন তাঁরা। বার বার জীবনটা আমার ব্যর্থ হোক, এ জন্যই কি জন্মেছি আমি?

মাহমুদ মনসুর থমকে গিয়ে বললো, শাহজাদী!

শাহজাদী বললো, ঐ অবরুদ্ধ অবস্থাতেই বরং ভাল ছিলাম আমি। জীবনটা আমার ব্যর্থ হয়ে গেছে-এটা সহজভাবে ধরে নিয়ে বেশ সহজভাবেই জীবন যাপন করছিলাম। বেশ আরামেই ছিলাম ওখানে। মিথ্যা মোহে পড়ে এই শাহী প্রাসাদে আসাটা–

মাহমুদ মনসুর বাধা দিয়ে বললো–পারতেন না–পারতেন না। আরামে ওখানে বাস করতে পারতেন না। আমাদের এই পৃথিবীটা এতটা উদার এখনো নয়। ওখানে থাকলে যে পাঁচ শকুনে ছিড়ে খেতো আপনাকে, তার নমুনাতো এই শেষবারে পেয়েছেন। জাফর খানদের মতো জানোয়ারের কি অভাব আছে এই দুনিয়ায়?

তা পাঁচ শকুনে ছিড়ে খায় খেতো। এই দুনিয়া থেকে বিলীন হয়ে যেতাম আমি। শেষ হয়ে যেতো আমার জীবন যন্ত্রণা। আমাকে বিপদমুক্ত করে এনে আমার কি প্রত্যাশা পূরণ করেছেন আপনি, বলুন?

শাহজাদী!

আপনি যে বলেছিলেন–আমার ব্যর্থ জিন্দেগীটা সার্থক করে তোলার তামাম দায় দায়িত্ব আপনার। আপনিই তো স্বেচ্ছায় সে দায়িত্ব নিয়েছিলেন সে দিন। নেন নি কি?



www.nagorikpathagar.org

মাহমুদ মনসুর সজীব কণ্ঠে বললো, সে কথা কি মনে আছে আপনার?

আছেই তো। নিঃসীম অন্ধকারে জোনাকীর আলোর মতো ছোট্ট ঐ আলোক বিন্দুটিই তো এখনো আমাকে সাহস যোগাচ্ছে ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার। ঐ দিকে তাকিয়েই তো এখনও আশায় বুক বাঁধার চেষ্টা পাচ্ছি আমি।

বেশ তো! তাহলে সে দায়িত্ব আমার উপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকুন আপনি। এত অল্পদিনেই এত ব্যস্ত হয়ে উঠছেন কেন?

কারণ, আমার অভিভাবকেরা যদি আমার কোথাও শাদী দিয়ে দেন ইতিমধ্যে?

দায়িত্ব যখন আমার, সেটা রোধ করার দায়িত্বও আমার। আপনার জিন্দেগীটা রসে-গন্ধে ভরে তুলতে যা করার আমি তা প্রাণপণে অবশ্যই করবো। আমাকে সময় দিতে হবে তো সে জন্যে?

উৎফুল্ল হয়ে উঠে শাহজাদী বলরো-সত্যি বলছেন? আপনি তা করবেন?

আমার উপর ভরসা রাখলে অবশ্যই তা করবো।

বেশ আমি কিন্তু তাহলে সব দায় দায়িত্ব আপনার উপর দিয়ে নিশ্চিন্ত রইলাম। কোন দুশ্চিন্তায় আমি কিন্তু আর যাবো না।

না, যাবেন না। আল্লাহর উপর ভরসা রেখে ধৈর্য ধরে থাকুন দেখবেন, আপনার মনোবাসনা পূর্ণ হয়েছে পুরোটাই।

সওদাগর!

ইন্নাল্লাহা মা-আস্ সোয়াবেরীন!

এই সময় মতিয়া বিবি ছুটে এসে বললো, হুজুরাইন, বেগম সাহেবা-মানে-আপনার ভাবী সাহেবা, কি কারণে যেন আপনাকে জব্বোর খোঁজা খুঁজি করছেন। তাঁর সাথে একটু দেখা করে এসে পরে না হয় আবার কথা বলবেন এই হুজুরের সাথে।

শাহজাদী ইতস্তত করে বললো, পরে এসে কথা বলবো? না সেটা কেমন হয়!

মতিয়া বিবি বললো, তা যে রকমই হোক, দৌড়ের উপর গিয়ে একটু দেখা করে আসুন। যে রকম ব্যস্ত দেখলাম তাঁকে তাতে মনে হলো আপনাকে তার বিশেষ দরকার।

শাহজাদী নাখোশ কণ্ঠে বললো, কি জ্বালা। দরকারের আর সময় হলো না? এঁকে এভাবে বসিয়ে রেখে....!

মাহমুদ মুনসুর উৎসাহ দিয়ে বললো, যান, আপনি গিয়ে কথা বলুন তাঁর সাথে। দরকারটা তাঁর খুবই জরুরী হতে পারে?

তা হোক কিন্তু আপনি....



www.nagorikpathagar.org

আমার তো জরুরী কথা শেষ। আপনারও তো তাই। আল্লাহ চাহে তো অল্পদিনের মধ্যেই আবার আসবো আর বাদ বাকী কথা কিছু থাকলে, সেদিন সে সব কথা হবে। আজ চলি–

শাহজাদী শুষ্ককণ্ঠে বললো, যাবেন?

মাহমুদ মনসুর বললো, হ্যাঁ যাই। পরে তো আবার আসছিই। আল্লাহ হাফেজ।

রওনা হলো মাহমুদ মনসুর। শাহজাদীও হাত তুলে বললো, আল্লাহ হাফেজ–

## ৯

উজিরে আযম খাজা জাহান দিনের পর দিন আনুগত্যের অভিনয় করে সুলতান হুমায়ূন শাহর প্রিয়পাত্র হয়ে উঠতে লাগলেন। সুলতানের প্রিয়পাত্র ও বিশ্বস্ত জন হয়ে উঠে সুলতানের বুকে ছুরি মারার অপেক্ষায় রইলেন তিনি। অন্যকথায়, সুলতানের প্রাণনাশ করাই এখন উজিরে আযমের একমাত্র লক্ষ্য। পুত্র হত্যার প্রতিশোধ তাঁর চাই-ই।

কিন্তু উজরে আযমের সাথে সাথে সুলতানের জীবনাবসান ঘটানোর জন্যে যে আর একজন ওঁৎ পেতে বসে ছিলেন, তা উজিরে আযম জানতেন না। আর তাই, উজিরে আযম কিছু করার আগে সেই জনই তড়িঘড়ি এগিয়ে এলেন সুলতানের জীবন নাশ করার জন্যে। সে জন আজরাইল। সুলতান হুমায়ূন শাহর কাঁচা বয়স ইতোমধ্যে শেষ হয়ে এসেছিল। ফলে, একদিন আকস্মাৎ মারাত্মকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়লেন তিনি। এত বেশী অসুস্থ হয়ে পড়লেন, যা কারো কল্পনাতেও ছিল না। ওঝা-বৈদ্য-ডাক্তার-কবিরাজ–ছুটে এলেন দলে দলে। কিন্তু ফল কিছু হলো না। সকলের শত চেষ্টা সত্ত্বেও সুলতানের মৃত্যুক্ষণ ঘনিয়ে এলো।

সুলতান হুমায়ূন শাহর পরে বাহমনী রাজ্যের সুলতান হওয়ার মতো কোন উপযুক্ত পুত্র সন্তান হুমায়ূন শাহর ছিলনা। ছিল তাঁর মাত্র আট বছর বয়স্ক পুত্র তৃতীয় নিজামউদ্দীন ওরফে নিজাম শাহ। দিন তাঁর শেষ হয়ে আসছে দেখে, সুলতান তাঁর নাবালক পুত্র নিজাম শাহকে পরবর্তী সুলতান হিসাবে ঘোষণা দিলেন। তিনি ইচ্ছা প্রকাশ করলেন যে, পুত্র নিজাম শাহর নাবালক অবস্থায় নিজাম শাহর হয়ে একটি প্রতিনিধি সভা দেশের শাসন কার্য পরিচালনা করবে। তাঁর ইচ্ছাটাকে সুলতান তখনই লিখিত রূপ দিলেন। লিখিতভাবে তৈরি এই প্রতিনিধি সভার সভাপতি ও সর্বময় কর্ত্রী হলেন সুলতানের পত্নী তথা নিজাম



www.nagorikpathagar.org

শাহর মাতা মাখদুমা জাহান নার্গিস্ বেগম রাষ্ট্র পরিচালনা সংক্রান্ত সকল বিষয়ে এই সুলতানা নার্গিস বেগমের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত রূপে গণ্য হবে এই ভাবেই লেখা হলো সুলতানের এই ইচ্ছাপত্র। কিন্তু নার্গিস বেগম সাহেবা যেহেতু জেনানা, সেই হেতু লিখিত হলো-দেশ শাসনের প্রকৃত কাজটি সম্পাদন করবেন এই প্রতিনিধি সভার সম্পাদক সুদক্ষ সেনাপতি ও বিজ্ঞ প্রশাসক মাহমুদ গাওয়ান সাহেব।

পরম বিশ্বাসী মাহমুদ গাওয়ান সাহেব সাথে থাকছেন দেখে সুলতানা নার্গিস বেগম আশ্বস্ত ও খুশী হলেন। কিন্তু নার্গিস বেগম সাহেবা চরম নাখোশ হলেন–প্রতিনিধি সভার সদস্য পদে আরো কিছু নাম অন্তর্ভূক্ত করার কালে উজিরে আযম খাজা জাহানের নাম অন্তর্ভূক্ত করায়। সুলতান হুমায়ূন শাহ উজিরে আযমের নাম প্রস্তাব করতেই নার্গিস্ বেগম প্রবল বাধা দিয়ে বললেন, সর্বনাশ! এ করছেন কি? উজিরে আযম একজন চরম অবিশ্বাসী আর শত্রুভাবাপন্ন লোক। তাঁর পুত্রের ফাঁসী হওয়ার পর থেকেই তিনি বিষধর সাপের মতো ফুঁশছেন আর আমাদের এই পরিবারের প্রতি খড়গহস্ত হয়ে আছেন। অন্য আর যার নাম অন্তর্ভূক্ত করতে চান করুন, কিন্তু এই প্রতিনিধি সভার মধ্যে উজিরে আযম থাকলে সুযোগ পাওয়া মাত্রই তিনি দেশ আর সুলতান পরিবারের চরম সর্বনাশ করে ছাড়বেন।

সুলতানার আপত্তিকে উপেক্ষা করে মৃত্যুপথযাত্রী সুলতান ক্লীষ্ট হাসি হেসে বললেন, আরে না-না, উজিরে আযম সাহেব আর আগেকার সেই উজিরে আযম নেই। পুত্রের দুষ্কর্মের ফিরিস্তি দেখে উনি স্তম্ভিত হয়ে গেছেন আর সে কারণে পুত্রের মৃত্যুর পর তাঁর মধ্যে ব্যাপক পরিবর্তন এসে গেছে। তিনি বুঝতে পেরেছেন-ঈমানদারীর পথই উত্তম পথ। বেঈমান হওয়া মানেই ইহকাল ও পরকালে চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া। নার্গিস বেগম পাল্টা প্রশ্ন করলেন–তাঁর মধ্যে যে পরিবর্তন এসেছে–এটা কি করে বুঝলেন?

উজিরে আযম নিজেই এখন একথা অহরহ: বলছেন। তার অতীত আচরণের জন্যে আফসোস প্রকাশ করতে গিয়ে উনি আমার কাছে বার বার এসব কথা বলছেন। দেখছো না, উনি এখন কতটা অনুগত হয়ে গেছেন আর আমাদের খুশী করার জন্যে কেমন প্রাণপাত করে চলেছেন? তাঁর আচরণ থেকেই বোঝা যাচ্ছে, তাঁকে আর অবিশ্বাস করার কিছু নেই।

ভুল-ভুল। খলের ছলনার অভাব কি? আমি তাকে বিশ্বাস করিনে। তাঁর নাম বাদ দিন।

সুলতান জিদ ধরে বললেন, না-না, তা কি করে হয়? তিনি দেশের উজিরে আযম। প্রতিনিধি সভার মধ্যে তাঁর নাম না থাকলে অন্যান্য সভাসদগণ আর



www.nagorikpathagar.org

সর্বোপরি দেশের আপামর জনসাধারণ ভাববে কি? এটা তাঁকে সরাসরি অপমান করার সমান হবে আর এই মর্মে সবাই তাঁকে উস্কানি দিয়ে তার ঘুমন্ত প্রতিহিংসা আবার জাগিয়ে তুলবে।

কিন্তু...

ভয়ের কোন কারণ নেই। অন্যান্য আরু সব সদস্যদের সাথে উনিও হবেন নামকা ওয়াস্তে একজন সদস্য মাত্র। আসল শাসন দণ্ড তো থাকছে তোমার আর গাওয়ান সাহেবের হাতে। তোমরা দুইজনে যা করবে-সেইটেই হবে চূড়ান্ত। তাদের কোন প্রস্তাব বা পরামর্শ তোমরা মানতেও পারো, না মানতেও পারো। প্রতিনিধি সভা সাজাতে কিছু সদস্য থাকা প্রয়োজন বোধে এঁদের নাম অন্তর্ভূক্ত করা। এদের কোন কার্যকরী ভূমিকা আমার এই প্রতিনিধি সভার গঠনতন্ত্রে থাকছে না।

'এখনই মৃত্যু হওয়ার ভয় করছেন কেন,' বলে সুলতানকে এই প্রতিনিধি সভা গঠনে অন্যান্য আরো অনেকে আপত্তি করলেন। আপত্তি করলেন উজিরে আযম খাজা জাহানকে প্রতিনিধি সভার অন্তর্ভূক্তি করা নিয়েও। তবু সুলতান কারো কথায় কোন কর্ণপাত না করে লিখিত ভাবে এই প্রতিনিধি সভা গঠন করলেন এবং নামকা ওয়াস্তে হলেও উজির খাজা জাহানের নাম এই সভার অন্তর্ভূক্ত করলেন।

তাঁর মৃত্যুকাল যে আসলেই সন্নিকট, আর কেউ না বুঝলেও, সুলতান তা ঠিকই অনুধাবন করেছিলেন। তাই, এই প্রতিনিধি সভা গঠন করার পরে আর পাঁচটা দিনও গেল না।

'আপনি শিগ্গিরই সুস্থ হয়ে উঠবেন, আপনি এখনও দীর্ঘ কাল বাঁচবেন"-ইত্যাদি অনেকের অনেক সান্ত্বনার বাণী মিথ্যা প্রমাণ করে গঠনতন্ত্রে স্বাক্ষর দেয়ার চারদিনের মাথায় সুলতান হুমায়ূন শাহ পাড়ি জমালেন পরপারে। শেষ হলো তার ইহজীবনের লেনদেন। ফলে, হাহাকার পড়ে গেল শাহী প্রাসাদে। শোকের ছায়া নেমে এলো সারাদেশে।

এদিকে সুলতানের এই মৃত্যু সংবাদ কানে পড়া মাত্রই হা-হা করে হেসে উঠলেন উজিরে আযম খাজা জাহান। তিনি জানতেন সুলতানের নাবালক পুত্র নিজাম শাহর প্রতিনিধি মণ্ডলীর মধ্যে তিনিও আছেন। আর তাঁকে পায় কে? তিনিই এই রাজ্যের উজিরে আযম। সুলতানের কাছাকাছি তাঁর অবস্থান। সুতরাং ঐ প্রতিনিধি মণ্ডলীর মধ্যে আর যাঁরাই থাকুন, তাঁর হাত ছাদে কে? তিনি হাহা করে হাসতে লাগলেন আর ভাবতে লাগলেন, এবার এই সুলতান পরিবার সহ মাহমুদ গাওয়ানদের তিনি বুঝিয়ে দেবেন কত ধানে কত চাল! মৃত-সুলতানের দাফন কাফন শেষ হলো। এবার আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে দিয়ে মসনদে আসীন



www.nagorikpathagar.org

করানো হলো সুলতানের নাবালক পুত্র নিজাম শাহকে। তাকে ঘিরে আসন গ্রহণ করলেন এই নাবালক সুলতানের পক্ষে দেশের শাসনকার্য পরিচালনা করার উদ্দেশ্যে মনোনীত প্রতিনিধিবৃন্দ। আসন গ্রহণ করেই উজিরে আযম খাজা জাহান প্রচণ্ড হম্বিতম্বি সহকারে তাঁর ইচ্ছা মতো নির্দেশ জারি করতে গেলেন। কাঁপিয়ে তুললেন দরবার কক্ষ।

কিন্তু এই মনোনয়ন পত্রের তথা এই প্রতিনিধি সভার গঠনতন্ত্রের শর্তাবলী ও সারমর্ম সম্বন্ধে তিনি কিছুই ওয়াকিবহাল ছিলেন না। তাই সেটা যখন তার সামনে দেয়া হলো, তখন জোঁকের মুখে নুন পড়ার মতো তাঁর মুখ চুন হয়ে গেল। তিনি দেখলেন, এখানে তিনি সেরেফ একটা আমড়া কাঠের ঢেঁকির মতো অতি নগণ্য পদার্থ ছাড়া আর কিছুই নন। শাসনকার্য পরিচালনার ব্যাপারে তাঁর তেমন কোন ক্ষমতা বা প্রাধান্য কিছুই নেই। মাত্র দুই ব্যক্তিই এখানে সর্বেসর্বা। এক: বিধবা সুলতানা নার্গিস বেগম এবং দুই মাহমুদ গাওয়ান সাহেব। বিষয়টির আরো গভীরে প্রবেশ করে দেখলেন, সুলতানা নার্গিস বেগম মেয়ে ছেলে হেতু তাঁর ছত্রছায়ায় এদেশের প্রকৃত শাসন কর্তা মাহমুদ গাওয়ান সাহেব। সেই সাথে মাহমুদ গাওয়ানের ভাতিজা মাহমুদ মনসুরও।

পরপর কয়েকদিন এই শাসনকার্য পরিচালনা কমিটিতে কাজ করতে এসে উজির খাজা জাহান সাহেব দেখলেন, প্রশাসনের কাজে নিয়োজিত কর্মকর্তা কর্মচারীবৃন্দ মাহমুদ গাওয়ানদের ছাড়া, উজিরে আযমের কোন কথায় কোন গুরুত্বই দিচ্ছেন না। প্রতিরক্ষা বিভাগে প্রবেশ করেও দেখলেন, 'দখিনী' দের দলভূক্ত অল্প কিছু সেনা সৈন্য ছাড়া, রাজ্যের সিংহভাগ সেনা সৈন্যই তাঁর কথায় কোন কর্ণপাতই করছেন না।

উজির সাহেবের ইচ্ছা ছিল, দেশের সমুদয় সেনাসৈন্য হাত করে অচিরেই তিনি অভ্যুত্থান ঘটাবেন এবং নাবালক সুলতান ও সুলতান জননীসহ মাহমুদ গাওয়ানদের হত্যা করে নিজে তিনি মসনদে উঠে বসবেন। কিন্তু তাঁর সেই ইচ্ছাটাকে বাস্তবায়ন করতে এসে তিনি দেখলেন, আসলেই তিনি একটি ঠুঁটো জগন্নাথ। সুলতান, সুলতান জননী আর গাওয়ান সাহেবেরা তো অনেক দূরের কথা, তাঁর কোন ক্ষমতাই নেই একজন দ্বারী প্রহরী কেও হত্যা বা ক্ষমতাচ্যুত করার। এটি উপলব্ধি করার পর গায়ে তাঁর আগুন ধরে গেল। ক্ষোভে ও হিংসায় নিজের বাহু নিজে কামড়াতে লাগলেন তিনি।

তবে এই অবস্থা মেনে নিয়ে চুপ থাকার লোক নন উজিরে আযম। জরুর একটা কিছু করা চাই। উলটপালট একটা কিছু না করা পর্যন্ত আহার নিদ্রা সব কিছুই হারাম হয়ে গেল তাঁর। ফলে, পরামর্শ পাওয়ার আর ষড়যন্ত্র পাকানোর



www.nagorikpathagar.org

জন্যে তিনি তৎক্ষণাৎ ছুটলেন 'দখিনী' দলের নেতা কুচক্র পাকানোতে পারদর্শী হাসান নিজামুল মুল্‌ক-বাহ'রীর কাছে।

হাসান নিজামুল মুল্‌কের কাছে এসে উজিরে আযম তাঁর অবস্থার কথা আকুল কণ্ঠে বর্ণনা করে শুনালেন। শুনে হাসান নিজামুল মুল্‌ক্ সমবেদনার সুরে বললেন, জানিজানি, সব কথা শুনেছি উজির সাহেব। প্রতিনিধি সভায় থেকে আপনি যে কোন ক্ষমতাই খাটাতে পারছেন না-সবই তা শুনছি আর দেখছিও।

উজিরে আযম ক্ষোভের সাথে বললেন, এটা সহ্য হয়, বলুন? আমি রাজ্যের উজিরে আযম অথচ আমি হলেম ফালতু একজন লোক! কিন্তু সব ক্ষমতার মালিক হলো ঐ কোথাকার কে এক বিদেশী মাহমুদ গাওয়ান। মাহমুদ গাওয়ান তো মাহমুদ গাওয়ান, তার ভাতিজা ঐ মাহমুদ মনসুরের সবার সামনে যে সম্মান আর কদর, তার দশভাগের এক ভাগ কদরই কি এই দেশে এখন আমার আছে?

হাসান নিজামুল মুল্‌ক্ সায় দিয়ে বললেন, করুণ! বড়ই করুণ!

উজিরে আযম বলেই চললেন, ওদিকে আবার, বিধবা সুলতানা সর্বেসর্বা হলেও শুধুমাত্র নারী হওয়ায় তার তামাম ক্ষমতা ব্যবহার করছে ঐ দুই চাচা-ভাতিজা।

করবেই তো! মরহুম সুলতান যে সেই ব্যবস্থাই করে গেছেন। আপনাকে প্রতিনিধি সভায় রাখলেও নামকা ওয়াস্তে একজন সদস্য করে রাখা ছাড়া আপনার হাতে কোন ক্ষমতাই দিয়ে যাননি। কাজেই....

উজিরে আযম সঙ্গে সঙ্গে বললেন, বেঈমান! সব বেঈমান। ঐ সুলতানটা একটা পাক্কা নাফরমান মানুষ আর আমার প্রতি বরাবরই একজন বিদ্বেষভাবাপন্ন ব্যক্তি। ঐ বেঈমানটাকে আমি নিজের হাতে হত্যা করে ঐ গাওয়ান গোষ্ঠীর কবর দেয়ার ইরাদা নিয়ে এ যাবত এন্তেজারে ছিলাম। আজরাইল এসে হঠাৎ করে সুলতানটার ভবলীলা সাঙ্গো করে দিলো দেখে ভাবলাম, এটা এক দিক দিয়ে ভালই হলো। বিনে ঝামেলায় একটা আপদ গেল। আর সব আপদগুলো অতি সহজেই দূর করতে পারবো আমি। কিন্তু ঐ ব্যাটা সুলতানটা এমন একটা গিট্ পাকিয়ে রেখেছে যে রাতারাতি আমি একটা কাঠের পুতুল বনে গেলাম। এখন আমি ওদের প্রাণ নেবো কি আমারই প্রচ্ছন্ন একটা প্রাণ সংশয়ের আশংকা রয়ে গেল।

বটেই তো!

অথচ গুপ্তভাবে আর আচম্‌কা ঐ সুলতানটাকে হত্যা করতে পারতাম যদি, তাহলে এই গিট্ পাকানোর কোন মওকাই তার থাকতো না। সুলতানের মৃত্যুর সংগে সংগে আমিই এ রাজ্যের সর্বেসর্বা বনে যেতাম। প্রধানমন্ত্রী হিসাবে



www.nagorikpathagar.org

কয়েকটা দিন ক্ষমতাটা আমার হাতে এলেই ঐ গাওয়ান সহ সবার গুষ্ঠি আমি সাফ করে ফেলে দিতাম। কিন্তু পরিস্থিতিটা এখন পাল্টে গেল একদম।

সে তো ঠিকই। সব ক্ষমতার মালিক ঐ গাওয়ানটা হওয়ায়, একটা ছোটখাটো অপরাধেও ঐ গাওয়ানটা এখন আপনার প্রাণটাই বিপন্ন করে তুলতে পারে বৈকি। সুলতানাকে সে যা বোঝাবে তাইতো মেনে নেবেন সুলতানা।

তাহলেই দেখুন, কোথায় আমি বিপন্ন করবো ঐ গাওয়ানদের প্রাণ আর এখন আমার প্রাণটাই বিপন্ন হয়ে গেছে ঐ গাওয়ানদের হাতে? এটা অসহ্য। এ অবস্থা কিছুতেই চলতে দেয়া যায় না ভাইসাহেব!

তাহলে কি করতে চান?

নাবালক সুলতান আর সুলতান মাতাসহ ঐ গাওয়ানদের সবাইকে আমি ধ্বংস করতে চাই। আজকের নয়, এটা আমার দীর্ঘ দিনের আশা আর আকিঞ্চন। কিভাবে এটা করতে পারি এখন চিন্তা করে সেই পরামর্শটা বাতলান। ছলে-বলে-কৌশলে যেভাবেই হোক, ওদের ধ্বংস করার বুদ্ধি একটা বের করুন চিন্তা করে।

কি চিন্তা করবো? নিজের শক্তিতে এখন আর ওদের আপনি কিছুই করতে পারবেন না। দেশের গোটা প্রশাসন আর বলতে গেলে সামরিক বিভাগটাও মোটামুটি ওদেরই দখলে। শক্তি খাটাতে গেলে এই দুই দিকের কোনটারই সাহায্য আপনি পাচ্ছেন না।

তাহলে?

একমাত্র বাইরের শক্তি ছাড়া আপনার উদ্দেশ্য সফল করার ক্ষেত্রে আপনাকে সাহায্য করার আর কাউকেই এক্ষণে আমি দেখছিনে।

নড়ে চড়ে বসে উজিরে আযম উদগ্রীব কণ্ঠে বললেন, বাইরের শক্তি মানে? ভিন্ন রাষ্ট্রের শক্তি?

নির্জলা! ভিন্ন রাজ্যের সাহায্য ছাড়া, অর্থাৎ ভিন্ন রাষ্ট্রের শক্তির সাহায্য ছাড়া, আপনার মনোষ্কামনা পূর্ণ হওয়ার এখন আর কোন পথই নেই।

ভাইসাহেব।

গোপনে আমন্ত্রণ জানান। আপনি তাদের পক্ষে থাকবেন-এই মর্মে আপনি তাদের আমন্ত্রণ জানান। অনেক রাষ্ট্রের সাথেই দীর্ঘদিন যাবত এই বাহমনী রাজ্যের শত্রুতা চলে আসছে। সুযোগ না পেয়ে তারা এই রাজ্যটাকে এঁটে উঠতে পারছে না। আপনার মনোবাঞ্ছা ব্যক্ত করে তাদের গোপনে পত্র দিন। কর্মকর্তা কর্মচারী আর প্রতিরক্ষা বাহিনীর যারা আমাদের এই 'দখিনী'দের পক্ষে আছে তাদের সবাইকে নিয়ে আপনাকে আমরা সাহায্য করবো। আপনি বাহিরের



www.nagorikpathagar.org

রাষ্টগুলোকে আহবান জানান। সুলতান নাবালক। এই সুযোগে চারদিক থেকে ছুটে আসুক তারা।

উজির সাহেব কাচুমাচু করে বললেন, তাহলে সে আহ্বানটা আপনিই জানান ভাইসাহেব। আপনি এই 'দখিনী"দের মুখপাত্র। আপনার কথার দামই আলাদা।

জবাবে হাসান নিজামুল মুলক বললেন, সেটা এই রাজ্যের ভেতরে। আমার কথার যা কিছু দাম, তা সব এই রাজ্যের অভ্যন্তরেই সীমাবদ্ধ। বাইরের কে চেনে আমাকে, বলুন? আমার মতো আরো যে সব সভাসদ এখানে আছেন, বাইরের রাষ্ট্রপ্রধানগণ তাদের কারো কি কোন খবর রাখেন কিছু? না গুরুত্ব দেন কাউকে?

ভাই সাহেব!

আপনি রাজ্যের উজিরে আযম। সুলতানের পরেই আপনার স্থান। আপনার খবর বাইরের রাজ্যের অনেকেই রাখেন। এছাড়া একজন উজিরে আযমের কথার প্রায় সুলতানের কথার সমানই মূল্য দেন বাইরের সবাই। এর উপর আপনি আবার এই বর্তমান শাসনকার্য পরিচালনা পরিষদের সদস্য। আপনার সীলমোহর ব্যবহার করে যদি আপনি তাদের কোন ডাক দেন, তাহলে তারা তো তৎক্ষণাৎ ছুটে আসবে আপনার ঐ আহবানে।

অগত্যা তাই সই। হাসান নিজামুল মুল্‌কের গোপন পরামর্শের ভিত্তিতে ঘরে ফিরে এসেই পত্র লিখতে বসলেন উজিরে আযম খাজা জাহান। নিজের সীলমোহর ব্যবহার করে তিনি চারপাশের হিন্দু মুসলমান সকল রাজাদের পত্র মারফত আহবান জানালেন বাহমনী রাজ্য আক্রমণ করার জন্যে।

তিনি লিখলেন: সুলতান একজন নিতান্তই নাবালক। একটি প্রতিনিধি সভার মাধ্যমে হ-য-ব-র-ল ভাবে দেশের শাসন কাজ চলছে। নাবালক সুলতানের নামে মাহমুদ গাওয়ান নামের এক উচ্চাভিলাষী সৈন্যাধ্যক্ষই এই রাজ্যের শাসন কাজ চালাচ্ছে। তার প্রতি এই রাজ্যের প্রায় অর্ধেক পরিমাণ সভাসদ, কর্মকর্তা, কর্মচারী ও সামরিক লোকের সমর্থন নেই। আপনারা এসে হানা দেয়ার সাথে সাথে ঐ অর্ধেক পরিমাণ সভাসদ, সেনাসৈন্য ও কর্মকর্তাদের নিয়ে আমি আপনাদের সাথে যোগ দেবো। আমার চাহিদা অতি সামান্যই। এই দেশ জয় করে আপনারা ধনসম্পদ, সোনাদানা যা পারেন সবই নিয়ে যাবেন। এছাড়া এ রাজ্যটি করদ রাজ্য হিসাবে আপনাদের অধীনে থাকবে। আমার চাহিদা শুধু আপনাদের ছত্রছায়ায় আর আপনাদের আশির্বাদপুষ্ট হয়ে এরাজ্যের সুলতান হয়ে থাকা। প্রতি বছর আপনাদের চাহিদা অনুযায়ী কর দিয়ে আপনাদের অধীনস্ত শাসক হিসাবে আমি এ রাজ্যের মসনদে বসতে চাই। আর চাই–মাহমুদ গাওয়ানদের সহ ঐ নাবালক সুলতান আর ঐ সুলতান বংশের সকলের উৎখাত–অর্থাৎ ধ্বংস। অবশ্য এটি



www.nagorikpathagar.org

আপনাদেরও অতি প্রয়োজনীয় কাজ হবে। কারণ, ওদের হত্যা করতে না পারলে তো আপনারা এ রাজ্য অধিকার করতেই পারবেন না।

পত্রের শেষ অংশে লিখলেন অধিক কি! অশেষ আগ্রহ আর এখানকার অর্ধেক শক্তি নিয়ে আমি আপনাদের অভিযানের পথ চেয়ে রইলাম। পত্র প্রাপ্তির খবরটা জানালে আমি যারপরনাই বাধিত হবো।

ইতি

আপনাদের একান্ত অনুগত ও শুভাকাঙ্খী,

খাজা জাহান,

উজিরে আযম, বাহমনী রাজ্য

নিজের সীলমোহর মেরে উজির সাহেব এই একই পত্র চারপাশের হিন্দু মুসলমান সকল রাজ্যের রাজাদের কাছে পাঠিয়ে দিলেন গোপনে। উজির সাহেবের ধারণা ছিল, পত্র পাঠ মাত্রই সকল রাজন্যবর্গ বিপুল উৎসাহে সাড়া দেবেন তাঁর আহবানে। কিন্তু হিন্দুরাজারা অনেকেই মাহমুদ গাওয়ানের নাম দেখেই পিছিয়ে গেলেন সংগে সংগে। বিশেষ করে, বিজয়নগর, কংকন ও অন্যান্য আরো কয়েকটি রাজ্যের রাজাগণ, যাঁরা ইতিপূর্বে বাহমনী রাজ্যের বিরুদ্ধে একবার লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়েছিলেন তাঁরা, মাহমুদ গাওয়ান এখনো বাহমনী রাজ্যের সৈন্যাধ্যক্ষের পদে বিদ্যমান আছেন জেনে, উজিরে আজমের আহবানে এগিয়ে আসাতো দূরের কথা, পত্র প্রাপ্তির সংবাদটাও জানালেন না।

তবে উজিরে আযমের এখানে হতাশ হওয়ার কিছু ছিল না। অন্যদিকে এমন কয়েকটি রাজ্যের রাজা তাঁর আহবানে তাৎক্ষণিকভাবে সাড়া দিলেন–যাঁরা ছিলেন শক্তিতে ও সামর্থে দোদণ্ড প্রতাপশালী। এঁরা হলেন কপিলেশ্বর সহ উড়িষ্যা ও তেলিঙ্গানার সমুদয় হিন্দু রাজাগণ এবং সেই সাথে সব চেয়ে শক্তিধর মালব রাজ্যের অধিপতি প্রথম মাহমুদ খলজী। আশেপাশে কোন মুসলমান রাজ্য না থাকলেও, বাহমনী রাজ্য থেকে অনেকটা দূরে এই একটাই মুসলমান রাজ্য ছিল–যেটার শক্তি ও সামের্থ আশেপাশের প্রায় পাঁচটা হিন্দু রাজ্যের সম্মিলিত শক্তি ও সামর্থের সমান। সুলতান নিতান্তই নাবালক জেনে মালব-অধিপতি মাহমুদ খলজী আগে থেকেই বাহমনী রাজ্যে হানা দেবেন কিনা-এমন চিন্তা ভাবনায় ছিলেন। এমতাবস্থায় বাহমনী রাজ্যের তরফ থেকে হামলা করার আহবান পেয়ে তিনি আর কালক্ষয় করলেন না। বিশাল বাহিনী নিয়ে মার মার কাট কাট রবে বাহমনী রাজ্যের দিকে উত্তর দিক থেকে ধেয়ে আসতে লাগলেন তিনি। একই সাথে উত্তর পূর্ব দিক থেকে ধেয়ে এলেন রাজা কপিলেশ্বর সহ উড়িষ্যা ও তেলিঙ্গানার সকল হিন্দু রাজন্যবর্গ। এক কথায়,



www.nagorikpathagar.org

এমন এক প্রচণ্ড ঝঞ্ঝা-বর্ত বাহমনীর দিকে ধেয়ে আসতে লাগলো যা ইতিপূর্বে আর কখনো আসেনি। উড়িষ্যার হিন্দু রাজাগণই ধেয়ে এলেন আগে এবং তার পরে পরেই ধেয়ে এলেন মালবের মাহমুদ খল্‌জী।

গোপন ষড়যন্ত্রের ফলশ্রুতি হেতু এসব হামলার কোনই পূর্বাভাস বাহমনীর নাবালক সুলতান, সুলতান মাতা বা মাহমুদ গাওয়ান-এঁরা কেউই পেলেন না। ব্যাপারটা এতই গোপনীয় ছিল যে, বাহমনীর গোয়েন্দা বিভাগও এর কোন হদিস করতে পারেনি। প্রতিদিনের মতোই বাহমনী রাজ্যের সর্বত্র তখন নির্বিবাদে ও নির্ঝঞ্ঝাটে সকলের দিন কেটে যাচ্ছিল। সুলতানের মৃত্যুঘটিত শোকাচ্ছন্ন পরিবেশ শাহী মহলে তখন আর ছিল না। স্বাভাবিক জীবন যাত্রা আবার ফিরে এসেছিল সেখানে। শাহী মহলের ভেতরে ও বাহিরে সকলেই নিশ্চিন্তে ও আনন্দে ছিল।

কি এক উপলক্ষ্য নিয়ে সেদিন একটা ঘরোয়া অনুষ্ঠান চলছে শাহী মহলে। মাহমুদ গাওয়ান ও মাহমুদ মনসুরসহ কিছু বিশ্বস্ত ও ঘনিষ্ঠ লোকজন হাজির ছিলেন এই অনুষ্ঠানে। খানা-পিনার সুব্যবস্থাসহ কিছু নাচগানের ব্যবস্থা ছিল প্রাসাদের ভেতরে। নারী পুরুষদের পৃথক পৃথক বসার ব্যবস্থা ছিল এই নাচগানকে ঘিরে। এইসব পৃথক আসনে বসে প্রাসাদের এবং বহিরাগত সকল নারী পুরুষ এই নাচগান উপভোগ করছিলেন। পুরুষ মানুষের সারিতে বসে এই নাচগান উপভোগ করছিল মাহমুদ মনসুরও।

অনেকটা জমে উঠেছে নাচগান। এই সময় শাহজাদীর ঐ আগের বাসার মালী কলিমুদ্দীন এসে মাহমুদ মনসুরকে ডেকে ফাকায় নিয়ে এলো এবং বাঁদী মতিয়া বিবির হাওলা করে দিলো। মতিয়া বিবি মাহমুদ মনসুরকে পৌঁছে দিল শাহজাদী মেহেরুন নেছার কাছে। বিশেষ এক স্থানে আব্রু করে বসে ছিল শাহজাদী। মাহমুদ মনসুর এসে হাজির হলে, পাশের একটি আসন দেখিয়ে দিয়ে শাহজাদী স্মিতহাসে মাহমুদ মনসুরকে বললেন, বসুন।

বসতে বসতে মাহমুদ মনসুর বিস্মিত কণ্ঠে বললো, কি ব্যাপার! আপনি হঠাৎ আমাকে এখানে ডেকে নিলেন যে?

শাহজাদী ফের স্মিতহাস্যে বললো, কথা আছে। তা আপনাকে বিরক্ত করলাম নাতো?

বিরক্ত? কেন?

মৌজ করে বাঈজীদের নাচ দেখছিলেন, গান শুনছিলেন। আমি হঠাৎ ডেকে নেয়ায় আপনার রসভঙ্গ হলো নাতো!

মাহমুদ মনসুরও স্মিতহাস্যে বললো, রসভঙ্গ! না-না, কি এমন রস! ঐ শুক্‌নো আর আটপৌরে নাচগানে আমার দিলে কোন রসের সঞ্চার হয়না।



www.nagorikpathagar.org

সাব্বাস্! এবার একটা রসের খবর দেই তাহলে?

রসের খবর?

হ্যাঁ! খবরটা আমার কাছে রসের। এখন আপনার কাছে কেমন লাগবে-সেটা বলতে পারবো না।

মাহমুদ মনসুর উৎসুক হয়ে বললো, তাই নাকি? তা কি খবর? খবরটা কি, বলুন তো!

মুখ নীচু করে শাহজাদী ঈষৎ হেসে বললো, খবরটা আমার শাদীর!

ফুটে উঠলো মাহমুদ মনসুরের দুইচোখ। বিস্ফারিত নেত্রে চেয়ে মাহমুদ মনসুর প্রশ্ন করলো, শাদীর? আপনার শাদীর?

জি। আমার ভাবী সাহেবা, মানে আমাদের বর্তমান সুলতান মাতা, আমার শাদীর ব্যবস্থাটা অনেকটাই পাকা করে ফেলেছেন।

মাহমুদ মনসুরের মুখের আলো দপ্ করে নিভে গেল খানিকটা। ম্লান কণ্ঠে প্রশ্ন করলো–পাকা করে ফেলেছেন? মানে, আপনার শাদীটা?

হ্যাঁ, পাকাই বলতে পারেন। যদিও বরের সাথে উনি মুখোমুখি কোন কথা বলেননি, তবু উনি জেনেছেন, বরটা নাকি আগ্রহভরে রাজী হবেন?

তাহলে আপনি কি করবেন? আপনিও কি ঐ একই রকম আগ্রহভরে রাজী হবেন এ শাদীতে?

হবোই তো। বরের মুখ থেকে যদিও কোন কথা আমিও অদ্যাবধি শুনিনি, তবে বর রাজী হলে আমি নারাজ হবো কেন? রাজী হবো সানন্দেই।

মাহমুদ মনসুর উদাসকণ্ঠে বললো, ও আচ্ছা।

অত:পর নীরব হলো মাহমুদ মনসুর। মাথা নীচু করে বসে রইলো চুপ্চাপ্। তা দেখে শাহজাদী বললো, কিরকম হঠাৎ চুপ্সে গেলেন যে বড়?

চেতনায় এসে মাহমুদ মনসুর তাড়াতাড়ি বললো–না-না, চুপ্সে, যাবো কেন? এটাতো খুব ভাল খবর। এতদিনে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে আপনার! খুব ভালই থাকবেন আপনি।

শাহজাদী কটাক্ষ করে বললো, খুব ভালই থাকবো আমি?

থাকবেনই তো। আপনার যখন মনে লাগা মানুষ, অর্থাৎ বর রাজী হলে আপনি যখন সাগ্রহে শাদী করবেন তাঁকে, সে অবস্থায় আপনি ভাল থাকবেন না কেন? সুখেই থাকবেন জরুর।

শাহজাদী ভ্রূকুঞ্চন করে বললেন, আচ্ছা! তা ঘ্রাণেই অর্ধভোজন-একথা শুনেছি। কিন্তু শুনেই পূর্ণ বিশ্বাস-এমনটি কখনো শুনিনি। আমার মুখে শুনেই আপনার স্থির বিশ্বাস জন্মে গেল যে, সুখেই থাকবো আমি?



www.nagorikpathagar.org

সঠিক জবাব খুঁজে না পেয়ে মাহমুদ মনসুর জড়িয়ে পেঁচিয়ে বললো, তা ব্যাপারটা হলো, মানে আমি-

শাহজাদী রুষ্টকণ্ঠে বললো, থাক, ব্যাখ্যা আমি চাইনে। বরটা কে, এটা জানারও প্রয়োজন হলো না আপনার?

না, কথা হলো-আমার কাছে সেটা কোন বড় কথা নয়, আপনি সুখে থাকবেন- এইটেই আমার কাছে বড় বিবেচ্য বিষয়।

কিন্তু সে লোক আমাকে সুখ দেয়ার আভাস দিয়ে পরে যদি কেবলই দুখ্ দেয় আমাকে তাহলে আমি সুখে থাকবো কি করে?

কেন, সুখ দেয়ার আভাস দিয়ে দুখ দেবেন কেন? সে লোকটা কি তাহলে বেঈমান?

হলে হতেও পারে। মানুষের মনের মধ্যে কি ঢুকতে পারে কেউ?

মাহমুদ মনসুর এবার ক্ষিপ্তকণ্ঠে প্রশ্ন করলো, তা কে সে লোক বলুন তো? সুখ দেয়ার বদলে দুখ্ দিতেও পারে আপনাকে, এমন বেঈমানটা কে?

নতমস্তকে ঠোঁট টিপে হেসে শাহজাদী বললো, আপনি। চমকে উঠলো মাহমুদ মনসুর। বললো, কি বললেন? আমি?

ভবিষ্যতে আপনি বেইমান হবেন কিনা-জানিনে। হলে সে বেঈমান আপনি।

সে কি! আপনি কি বলতে চান?

বলতে চাই যে, সে বরটা হলেন আপনি।

আমি?

জি-জি। আমার ভাবী সাহেবা আপনাকেই আমার হবু বর হিসাবে পছন্দ করেছেন।

কি অসম্ভব! উনি সেটা কিভাবে করলেন। উনি আমাকে জানলেন না, চিনলেন না, তাঁর সাথে কোন কথাও হলো না আমার, আর উনি আমাকেই আপনার বর হিসেবে পছন্দ করে ফেললেন কি করে? আমার সম্বন্ধে কোন কিছু না জেনেই...

কণ্ঠে জোর দিয়ে শাহজাদী বললো, জেনেই। সব কিছু জেনেই পছন্দ করেছেন উনি। অম্‌নি অম্‌নি নয়।

মাহমুদ মনসুর ফের বিভ্রান্তিতে পড়ে গেল। বললো, একি জট পাকিয়ে ফেলছেন আপনি? আপনার ভাবী সাহেবা আমার সব কিছু জানলেন মানে? কি ভাবে জানলেন? আমার নামটাও হয়তো জানা ছিল না এযাবত তাঁর।

তা না থাকতে পারে। তবে অনেক না জানা জিনিসও তো পরে জানা হয়ে যায় মানুষের। ভাবী সাহেবারও তাই হয়েছে?

তাজ্জব! আপনার ভাবী সাহেবা কি জ্যোতিষী?



www.nagorikpathagar.org

আরে বাবা, জ্যোতিষী হতে যাবেন কেন? ঘটনা চক্রে কোন অজানা বিষয় কি অন্যের মারফত জানতে পারে না মানুষ?

অন্যের মারফত?

জি, অন্যের মারফত। আমার বাঁদী মতিয়া বিবি আপনার অনেক কথা রসিয়ে রসিয়ে শুনিয়েছেন আমার ভাবী সাহেবাকে।

বিস্ময়ের মাত্রা বেড়ে গেল মাহমুদ মনসুরের। বললো, সেকি! মতিয়া বিবি তা বলতে গেল কেন গায়ে পড়ে?

গায়ে পড়ে হবে কেন? বলতে বললে সে বলবে না? আমার ভাবী সাহেবা তাকে বলতে বলেছিলেন বলেই সে বলেছে।

কি মুস্কিল। যার নামই তিনি শুনেন নি, সেই মানুষের সম্বন্ধে, মানে আমার সম্বন্ধে, উনি মতিয়া বিবিকে বলতে বললেন, কেমন? গায়েবী ব্যাপার স্যাপার নাকি?

শাহজাদী বললো, না তাও নয়। কথা প্রসঙ্গে আপনার নাম উঠেছিল বলেই উনি বলতে বলেছিলেন।

কথা প্রসঙ্গে?

সেরেফ কথা প্রসঙ্গে। অনেকদিন ধরেই ভাবী সাহেবা আমার আবার শাদী দেয়ার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছেন। কিন্তু আমার তরফ থেকে এই দ্বিতীয়বার শাদীর ব্যাপারে কোনই সাড়া না পেয়ে, উনি বিভ্রান্তিতে পড়ে গিয়েছিলেন।

সে কি! আপনি কোনই সাড়া দেননি আপনার এই দ্বিতীয়বার শাদীর ব্যাপারে?

বিলকুল না। আমি আমার ভাবী সাহেবাকে সাফ সাফ জানিয়ে দিয়েছি- বিধবার আবার শাদী কিসের? বিধবা হয়েছি, বিধবা হয়েই থাকবো। ওসব শাদী ফাদিতে আর আমি যাবো না।

তারপর?

ভাবী সাহেবা বিশ্বাস করেননি আমার এ অজুহাত। তাঁর ধারণা হয়েছিল, নিশ্চয়ই আমি কাউকে মন দিয়ে বসে আছি বলেই এ সব কথা বলছি।

আচ্ছা।

ঐ ভাবনা ভাবী সাহেবার মাথায় আসার সাথে সাথে তিনি খোঁজ করতে লাগলেন, কি করে আমার মনের কথা জানা যায়! কাকে জিজ্ঞেস করলে উনি পেতে পারেন আমার মনের খবর। ভাবতে ভাবতে তাঁর মাথায় এলো আমার বাঁদী ঐ মতিয়া বিবির কথা। দীর্ঘদিন যাবত সে আমার কাছে আছে আর আমার ঐ বিশেষ আবাসে (অবরুদ্ধ আবাসে) আমার সাথে সে বরাবর থেকেছে। সুতরাং আমার সম্বন্ধে অনেক কিছুই তার জানা থাকা সম্ভব মনে



www.nagorikpathagar.org

করে ভাবী সাহেবা একদিন মতিয়া বিবিকে ডেকে নিয়ে বিষয়টি জানতে চাইলেন।

কি জানতে চাইলেন?

শাহজাদী রুষ্ট কণ্ঠে বললেন, কি জানতে চাইলেন, সেটা বার বার বলতে হবে আপনাকে? আঁটি ভেঙ্গে শাঁস দিতে হবে?

জি?

ভাবী সাহেবা জানতে চাইলেন, আমার মনে লাগা কোন মানুষ এ দুনিয়ায় কেউ কোথাও আছে কিনা! অর্থাৎ মতিয়া বিবি কি জানে, আমার মনে লাগা কোন মানুষ কেউ কোথাও আছে? এইটেই জানতে চাইলেন উনি।

তারপর?

দুহাতের দুই বুড়ো আঙ্গুল বের করে শাহজাদী বললো, অশ্বডিম্ব। এর পরেই তো ঐ মতিয়া বিবি বাধিয়েছে এই ফ্যাসাদ। খুলে দিয়েছে তার ঠাকুর মার ঝুলি।

অর্থাৎ?

হাত পা বিছিয়ে বসে সে রসিয়ে রসিয়ে জানিয়েছে যে, এ দুনিয়ায় একটিই এবং সাকুল্যে একটি মাত্র পছন্দের লোক আছে আমার, যারপর নেই পছন্দের লোক, আর সে লোকটি নাকি আপনি।

সর্বনাশ! আমার কথা বলেছে?

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বলেছে। কিভাবে আপনি আমার ঐ বিশেষ আবাসে গেলেন, কিভাবে থাকলেন, কতদিন থাকলেন, আপনার সেবায় ও সমাদরে কিভাবে আমি আমার জান ছেড়ে দিয়েছিলাম, সঁপে দিয়েছিলাম আমার মনপ্রাণ–সব কথা একটি একটি করে ঐ মতিয়া বিবি সাহেবা শুনিয়ে দিয়েছেন আমার ভাবী সাহেবাকে। ব্যস্! আমার ভাবী সাহেবাকে আর পায়কে! উনি তো আর অদ্‌না আউরাত নন, উনি নিশ্চিতভাবে বুঝে নিয়েছেন যে, কারো মনে লাগা মানুষ হতে এর অধিক আর কিছু লাগে না।

বলেন কি!

কেনই বা বুঝবেন না। মতিয়া বিবি কি শুধু ঐ টুকুই বলেছে? আপনার বীরত্ব, চরিত্র আর চেহারার এত অধিক প্রশংসা করেছে যে, এ বিশ্বের সর্বকালের সকল বীরের চেয়ে আপনি সেরা বীর আর সকল রাজপুত্রের চেয়ে আপনি সেরা রাজপুত্র! ব্যস্! ভাবী সাহেবার মাথাটা গুলিয়ে দিতে আরোও কি বেশী কিছু চাই?

তাজ্জব!



www.nagorikpathagar.org

তাজ্জব তো বটেই। মতিয়া বিবি কাছে আপনার ব্যাপারে এত সব জানার পরে ভাবী সাহেবাকে সামলানো এখন দায় হয়ে উঠেছে আমার। উঠতে বসতে তাঁর ঠাট্টা-বিদ্রূপ আর বাঁকা চাহনী অতিষ্ট করে তুলেছে আমাকে।

তারপর?

তারপরই তো এই আসল সমস্যা। উনি স্থির সিদ্ধান্ত নিয়ে বসে আছেন যে, আমার শাদী উনি দেবেনই আর আপনার সাথেই দেবেন।

সর্বনাশ! এ কথা উনি নিজে আপনাকে বলেছেন?

পই-পই করে বলেছেন। আরো বেশী করে বলবেন আপনার সাথে কথা বলার পরে।

আমার সাথে! আমার সাথে কথা বলবেন উনি?

শাহজাদী দীপ্তকণ্ঠে বললো, বলার জন্যে মুখিয়ে আছেন। আজকেই এই উৎসবের পরে আপনার সাথে কথা বলবেন ভাবী সাহেবা। এই খবর পেয়েই তো আপনাকে আমি ডেকে নিলাম এখানে।

আচ্ছা। তা ডেকে নিলেন কেন?

আপনাকে সতর্ক করে দেয়ার জন্যে। আমাকে আপনার পছন্দ হয় কিনা, সেটা আমি জানিনে। ওদিকে আবার, আপনিই আমার একমাত্র মনে লাগা মানুষ কিনা-সে সব জানারও আপনার প্রয়োজন নেই কিছু। যা বলছি, তাই শুনুন। আমার ভাবী সাহেবার সামনে গিয়ে আপনি এমন কিছু বলবেন না বা এমন ভাব প্রদর্শন করবেন না-যাতে করে আজকেই আমাদের শাদীর বাজনা বেজে ওঠে। আবার এমন নেতিবাচক আচরণও করবেন না-যাতে করে আমার সম্ভাব্য বরের তালিকা থেকে আপনার নামটা উনি আজকেই চিরতরে খারিজ করে দেন। বলা কি যায়-কার সাথে কার শাদীর গিট্‌টা বেঁধে দিয়েছেন ঐ রাব্বুল আলামিন?

ফাঁক পেয়ে মাহমুদ মনসুর ঈষৎ রসিকতা করে বললো, আপনি বিশ্বাস করেন, আল্লাহ তায়ালা আগে থেকেই গিট্‌ বেঁধে রাখেন?

রাখেনই তো। তা না রাখলে একজনের কি অম্‌নি অম্‌নি শাদী হয় আর একজন অচেনা অজানা লোকের সাথে?

আচ্ছা। তাহলে এটাও কি আপনার ধারণা যে, আল্লাহ তায়ালা আপনার শাদীর গিট্‌টা আমার সাথেও বেঁধে রাখতে পারেন?

কথাটা গায়ে না মাখার ভান করে শাহজাদী হাল্‌কা কণ্ঠে জবাব দিলো-পারেনই তো! এটা কি কোন অসম্ভব কথা, না এটা তাঁর কাছে কোন কঠিন কাজ?



www.nagorikpathagar.org

রসিকতার মাত্রা আরো খানিক বাড়িয়ে দিয়ে মাহমুদ মনসুর বললো, ওরে বাবা! তাহলে তো আগে থেকেই সামাল হতে হয় আমাকে।

সামাল?

হ্যাঁ। নসীবের ফেরে যদি আপনার হাতেই পড়তে হয়, তাহলে তো নিজেকে আমার আগে থেকেই তৈয়ার করে নিতে হবে।

তৈয়ার করে নিতে হবে কেমন? কি তৈয়ার করে নেবেন?

কি আবার! শাহজাদীর খসম হওয়ার উপযুক্ত করে নিজেকে আমার তৈয়ার করে নিতে হবে।

বটে!

আমি তো আর কোন শাহজাদা নই, ভবঘুরে এক সওদাগর। শাহজাদার মতো করে নিজেকে তৈয়ার করে না নিলে, শাহজাদীকে নিয়ে ঘর করা কি সহজ হবে আমার পক্ষে? অশেষ নাকানী-চুবানী খেতে হবে না তখন? তাই–

তাই আগে থেকেই নিজেকে তৈয়ার করে নিতে চান?

নিতে তো হবেই। আল্লাহ তায়ালা যদি সেই গিট্ই বেঁধে রেখে থাকেন, তাহলে পরে তো আর সময় পাবো না পর্যাপ্ত।

রসিকতা পরিহার করে শাহজাদী এবার শক্ত কণ্ঠে বললো, থাক-থাক, হয়েছে। গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল। যা বললাম, তা কি বুঝতে পেরেছেন ঠিক ঠিক?

জি, পেরেছি।

কি পেরেছেন?

আপনার ভাবী সাহেবাকে নাচিয়েও তুলবো না, আবার যাতে করে উনি হালটা একদম ছেড়ে না দেন, সেটাও করবো না। অর্থাৎ, গিলবোও না আবার ফেলবোও না-এই তো?

ঠিক এই সময় হঠাৎ করে থেমে গেল নাচগান। পরিবর্তে সেখানে শুরু হলো তুমুল হৈচৈ আর আতংক জনিত শব্দ আওয়াজ। অকস্মাৎ এই শব্দ আওয়াজ শুরু হওয়ায় মাহমুদ মনসুর ও শাহজাদী উৎকর্ণ হয়ে উঠলো। কোলাহলটা ক্রমেই তীব্র হয়ে ওঠায় মাহমুদ মনসুর ব্যস্তকণ্ঠে শাহজাদীকে বললো, যান-যান, আপনি শিগ্গির অন্দর মহলে আপনার কক্ষে চলে যান। কোন দুশমনের হামলা ঘটিত ব্যাপার বলে মনে হচ্ছে ঘটনাটা।

শাহজাদী শংকিত কণ্ঠে বললো, কোন দুশমনের হামলা?

মাহমুদ মনসুর বললো, হ্যাঁ, সেই রকমই মনে হচ্ছে। নইলে কোন ভয়ংকর দুর্ঘটনা ঘটে গেছে কোথাও। আমি গিয়ে দেখি, ঘটনাটা কি! সম্ভব হলে পরে আবার দেখা করবো আপনার সাথে।



www.nagorikpathagar.org

শাহজাদী করুণকণ্ঠে বললো, করবেন তো?

মাহমুদ মনসুর বললো, জি-জি। যদি সুযোগ আর সময় পাই, তাহলে অবশ্যই করবো।

শাহজাদীকে অন্দরে পাঠিয়ে দিয়ে মাহমুদ মনসুর দ্রুত ছুটে এলো নাচগানের স্থানে। এসে সে দেখলো, সত্যি সত্যিই ভেঙে গেছে নাচগানের আসর। উপস্থিত জনতা শব্দ আওয়াজ করতে করতে উৎকণ্ঠার সাথে দ্রুত ত্যাগ করছে আসর। মাহমুদ মনসুর আরো দেখলো, কিছু গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি সুলতান মাতা ও মাহমুদ গাওয়ান সাহেবকে বৃত্তাকারে ঘিরে নিয়ে স্থির নয়নে চেয়ে আছেন তাঁদের মুখের দিকে আর সুলতান মাতা ও গাওয়ান সাহেব ব্যস্তকণ্ঠে একের পর এক প্রশ্ন করছেন গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান আক্তার আলী সাহেবকে। আক্তার আলী সাহেবও ব্যস্তকণ্ঠে জবাব দিচ্ছেন তাঁদের প্রশ্নের।

সুলতান মাতা মাখদুমা জাহান নার্গিস বেগম গোয়েন্দা প্রধানকে প্রশ্ন করলেন, আগে কি আপনারা কোনই আভাস পাননি?

গোয়েন্দা প্রধান আক্তার আলী সাহেব বললেন, জিনা হুজুরাইন। এতবড় একটা ব্যাপক আক্রমণ এতটা অকস্মাৎ আর এমন চুপিসারে কেমন করে হয় আমি তার কারণ খুঁজে পাচ্ছিনে। এটা নিশ্চয়ই কোন ষড়যন্ত্রের ফসল হুজুরাইন।

সুলতান মাতা বিস্মিতকণ্ঠে বললেন, ষড়যন্ত্রের ফসল!

জি হুজুরাইন। ভেতর ও বাহির-উভয়দিকের একটা গভীর ষড়যন্ত্রের ফসল বলেই মনে হচ্ছে এই হামলাকে। বাইরের কোন রাষ্ট্র নিজের তরফ থেকে অন্য কোন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অভিযান চালালে সরবে ও সশব্দে চারিদিকে জানান দিয়ে সে রাষ্টের বাহিনী অগ্রসর হয় আনেক ক্ষেত্রে হুমকি স্বরূপ আক্রান্ত রাষ্ট্রকে আক্রমনকারী রাষ্ট্র জানান দিয়ে আক্রমণ করতে আসে। এছাড়া, এরকম কোন অভিযান চালানোর আগে সে অভিযানের প্রস্তুতি চলে বেশ কিছু দিন ধরে। বিদেশী গোয়েন্দাদের চোখ এভাবে এড়িয়ে যেতে পারে না কেউ।

আলী চাচা!

একমাত্র ষড়যন্তের ক্ষেত্রেই এমনটি হতে পারে। আক্রান্ত রাজ্যের ভেতর থেকে বাইরের শক্তিকে ডেকে নেয়ার ব্যাপার হলে, অর্থাৎ গভীর ষড়যন্ত্রের ব্যাপার হলে, এমনটি ঘটতে পারে।

সুলতান মাতা উদ্বিগ্নভাবে বললেন, কি অসম্ভব! এখানেও কি তেমনটি ঘটেছে বলে মনে করেন আপনি?



www.nagorikpathagar.org

গোয়েন্দা প্রধান বললেন, অসম্ভব নয় আম্মা হুজুর। বর্তমানে কারো সাথে আমাদের কোন বিরোধ নেই, আমাদের উপর কারো কোন আক্রোশ নেই তেমন- অথচ এমন অকস্মাৎ আর গোপনে এত বড় মারাত্মক হামলা...

মাহমুদ গাওয়ান এবার গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, হুঁ, বুঝেছি! আপনি এবাার বলুন, আশে পাশের কোন রাজ্যে এ হামলায় জড়িত আছে, না সেরেফ ঐ উড়িষ্যা থেকেই-

গোয়েন্দা প্রধান বললেন, উড়িষ্যা থেকেই জনাব, উড়িষ্যা থেকেই। তবে, শুধু উড়িষ্যা থেকে হলেও, একক কোন রাজ্য বা রাজার আক্রমণ নয় এটা। উড়িষ্যার মহাপরাক্রম রাজা কপিলেশ্বর সহ উড়িষ্যা প্রদেশের সমুদয় সামন্ত রাজন্য বর্গ এক সাথে ধেয়ে এসেছেন নিজ নিজ বাহিনী নিয়ে।

মাহমুদ গাওয়ান কুণ্ঠিতকণ্ঠে বললো, মূঢ়! মূঢ়েরা জানে না বাহমনী রাজ্যের তরবারির ধার কতটা তীক্ষ্ণ।

গোয়েন্দা প্রধান বললেন, জনাব!

গাওয়ান সাহেব বললেন, আমি আপনার সাথে একমত ভাই সাহেব। এটা একটা স্পষ্ট ষড়যন্ত্রের ব্যাপার। আশপাশের রাজ্যের রাজারা আমাদের তরবারির ধার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞাত বলেই এরা আসেনি। এসেছে সুদূর উড়িষ্যা থেকে। অর্থাৎ, ডেকে আনা হয়েছে।

সুলতান জননী খেদের সাথে বললেন, বেঈমান-বেঈমান। এটা তাহলে নিশ্চয়ই কোন এক বেঈমান বা বেঈমান-গোষ্ঠীর কাজ। তাদের ব্যবস্থা অবশ্যই পরে করবো। এখন বলুন আলী চাচা, এই মুহূর্তে দুশমনেরা কত দূরে রয়েছে।

গোয়েন্দা প্রধান আক্তার আলী সাহেব বললেন, দুরে নয় আম্মা হুজুর, একদম নিকটে। দুশমনেরা আমাদের রাজ্যের সীমান্ত এলাকায় পৌঁছে গেছে। হয়তো বা এতক্ষণে আমাদের সীমানা পেরিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়েছে। প্রায় দশ বারোটি রাজ্যের সম্মিলিত বিশাল বাহিনীটি ঘিরে নিয়েছে আমাদের এই বাহমনী রাজ্যের উত্তর আর পূর্ব সীমানা গোটাই।

আতংকে সুলতান মাতা নার্গিস বেগমের মুখমণ্ডল বিবর্ণ হয়ে গেল। তিনি মাহমুদ গাওয়ানকে উদ্দেশ্যে করে বললেন, চাচাজান, এখন উপায়?

মাহমুদ গাওয়ান সাহেব সাহস দিয়ে বললেন, ভয় নেই আম্মাজান। আপনার এই প্রবীণ চাচাজান যতদিন জীবিত আছেন ততদিন এসব নিয়ে আপনার চিন্তা করার কোন প্রয়োজন নেই। আপনি ভেতরে যান, এদিকটা আমি দেখছি।

নার্গিস বেগম বললেন, জি চাচাজান, আপনি পাশে আছেন বলেই আমি মনোবল হারাইনি তেমন। আপনি তাহলে শিগ্গির ওদিকটা দেখুন। আমি দেখি,



www.nagorikpathagar.org

আমাদের উজিরে আযম সাহেব কোথায় গেলেন! তাঁকে তো আজ দুদিন ধরে দেখছিনে কোথাও।

এই সময় আক্তার আলী সাহেবের এক সহকারী সেখানে এসে দাড়ালো। সুলতান মাতাকে কুর্নিশ করে সহকারী গোয়েন্দাটি বললো-দেখতে আর পাবেন না হুজুরাইন। উনি এখন দুশমনদের শিবিরে।

এ কথায় চমকে উঠলেন উপস্থিত সকলে। গোয়েন্দা প্রধান তাঁর সহকারীকে প্রশ্ন করলেন, সেকি? এ তুমি কি বলছো সদরউদ্দীন? উজিরে আযম দুশমনের শিবিরে মানে?

সদরউদ্দীন বললো, মানে, উড়িষ্যা থেকে আগত ঐ বিশাল বাহিনী আমাদের রাজ্যের উত্তর-পূর্ব সীমানা ঘিরে নিয়ে ছাউনি ফেলেছে লাগাতার। অল্প কিছুক্ষণ আগে আমাদের গোয়েন্দা বাহিনীর আবদুর রহমান আর আবদুস্ সামাদ স্বচক্ষে দেখেছে অনেকগুলো সঙ্গী সাথী সহকারে আমাদের উজিরে আযমকে দুশমনদের ঐ ছাউনির মধ্যে ঢুকতে।

আমাদের উজিরে আযম গিয়ে ঐ দুশমন শিবিরে ঢুকলেন?

কণ্ঠে জোর দিয়ে সদরউদ্দীন বললো, জি জনাব, অনেকগুলো সঙ্গী সাথী সহকারে।

এ খবর শুনে অনেকেই এক সাথে বলে উঠলেন, কি তাজ্জব ব্যাপার! খোদ উজিরে আযম এতবড় বিশ্বাসঘাতক!

গাওয়ান সাহেব গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, আমি এই ধারণাই করেছিলাম। এই অতর্কিত হামলার কথা কানে পড়ার সাথে সাথে আমার মনে হয়েছে, এটা একটা ষড়যন্ত্রের ফলশ্রুতি ছাড়া আর কিছুই নয়। আমার মনে হয়েছে-আমাদের উজিরে আযম সাহেবের এই ষড়যন্ত্রের সাথে জড়িত থাকার সম্ভাবনাই অধিক।

গাওয়ান সাহেবের মুখের দিকে চেয়ে সুলতান মাতা নার্গিস বেগম অসহায় কণ্ঠে আওয়াজ দিলেন, চাচাজান!

গাওয়ান সাহেব সাহস দিয়ে বললেন, না উম্মিদ হওয়ার কিছু নেই আম্মাজান! আল্লাহ তায়ালার উপর ভরসা রাখুন...

বলেই গাওয়ান সাহেব মাহমুদ মনসুরকে লক্ষ করে দীপ্তকণ্ঠে ডাকলেন, মাহমুদ মনসুর!

জবাবে মাহমুদ মনসুর সিনা টান করে বললো, চাচাজান!

গাওয়ান সাহেব বললেন, সেনাছাউনি, এক্ষুনি সেনা ছাউনিতে চলো। যতদ্রুত সম্ভব বাহিনী সাজিয়ে নিয়ে এই মুহূর্তেই আমাদের ছুটতে হবে লড়াইয়ে। দুশমনদের অগ্রগতি থামাতে হবে সত্বর। জলদি চলো...



www.nagorikpathagar.org

ভাতিজা সহকারে বিদ্যুৎ বেগে বেরিয়ে গেলেন মাহমুদ গাওয়ান সাহেব।

সেই যে যুদ্ধে গেলেন তাঁরা, পরের দিন পার হয়ে গেল, আর কোন খবর নেই। তারপরের দিন দুপুর পর্যন্ত সুলতান জননী নার্গিস বেগম কোনই খবর পেলেন না তাদের বা যুদ্ধের। প্রতিদিন সকাল থেকে সন্ধ্যে তক্ সুলতান মাতা একবার ঘর একবার বাহির করতে লাগলেন যুদ্ধের খবর পাওয়ার আশায়। কিন্তু প্রতিনিয়তই হতাশ হতে লাগলেন তিনি। দেশের শাসনকার্য পরিচালনার নিমিত্তে গঠিত প্রতিনিধি সভার অন্যান্য সদস্যবৃন্দ এই বিপদের খবরে কে কোথায় ছিটকে গেলেন তাদেরও আর পাত্তা তিনি পেলেন না। প্রথম দিন সকাল বেলা দুই একজনকে দেখা গেলেও পরে আর দেখা পাননি তাঁদের। দেশের প্রধানমন্ত্রী বিশ্বাসঘাতক! প্রাধানমন্ত্রী শত্রু-শিবিরে! –এ খবরে আঁৎকে উঠে না কে? প্রতিনিধি সভার সদস্যদের এ আচরণের তাৎপর্য বুঝতে পারলেন নার্গিস বেগম। ফলে, যুদ্ধের ব্যাপারে উদ্বিগ্ন নার্গিস বেগম একা একাই অবিরাম ছটফট করতে লাগলেন। হাতের কাছে কাউকে না পেয়ে অবশেষে তিনি পরপর কয়েকজন দ্বারপ্রহরীকে পাঠিয়ে দিলেন যুদ্ধের খবর আনার জন্যে। কিন্তু একে একে সবাই তারা ফিরে এলো ব্যর্থ হয়ে। একে একে সবাই এসে একই খবর জানালো। বললো, এ রাজ্যের সীমান্তে লড়াই চলছে প্রচণ্ড। এত তীব্র আর প্রচণ্ড লড়াই যে, সেখানে কোন সাধারণ মানুষের পক্ষে প্রবেশ করা সম্ভব নয়। নয় তার কাছে-পিঠে ভিড়াও। তাই, ভিড়তে পারেনি তারাও।

অবশেষে খবর এলো শেষ বিকেলের দিকে। শেষ বিকেলের দিকে লড়াইয়ের ময়দান থেকে এসে হাজির হলো এক দূত। দূত মানে, বার্তাবাহক সৈনিক। মাহমুদ গাওয়ান সাহেবই পাঠিয়েছেন দূতরূপী এই সৈনিককে। পাঠিয়েছেন সুলতান মাতার কাছে যুদ্ধের খবর পৌঁছাতে।

দূত এসে সুলতান জননীর সামনে কুর্নিশ করে দাঁড়াতেই সুলতান জননী নার্গিস বেগম ব্যগ্রকণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, তুমি! তুমি কি লড়াইয়ের ময়দান থেকে এসেছো?

দূত বললো, জি হুজুরাইন, সেখান থেকেই আসছি। অরো বেশী ব্যগ্রকণ্ঠে নার্গিস বেগম প্রশ্ন করলেন, খবর কি যুদ্ধের?

দূতরূপী সৈনিকটি প্রশান্ত কণ্ঠে বললো, খবর ভাল হুজুরাইন। যুদ্ধের খবর বর্তমানে খুব ভাল। ছাউনি তুলে নিয়ে দুশমনেরা সীমানা ছেড়ে পিছিয়ে গেছে আর অনেক দূরে গিয়ে ছাউনি ফেলেছে তারা।

সুলতান মাতার বুক থেকে পাথর নেমে গেল। বুকভরে শ্বাস টেনে তিনি বললেন, আলহামদুল্লিাহ। তুমি ঠিক বলছো? দুশমনেরা সত্যি সত্যিই পিছু হটে গেছে?



www.nagorikpathagar.org

জি হুজুরাইন। মাহমুদ গাওয়ান হুজুর, হুজুরাইনকে এই খবর দেয়ার জন্যেই আমাকে পাঠিয়েছেন।

সোবহান আল্লাহ! সোবহান আল্লাহ!

গাওয়ান হুজুরদের প্রচণ্ড হামলার মুখে দুশমনেরা প্রাণপণ চেষ্টা করেও টিকে থাকতে পারেনি। আমাদের সীমানা থেকে ছাউনি তুলে নিয়ে পড়িমরি সরে পড়েছে দূরে।

সাব্বাস।

দুশমনদের অনেক সৈন্যক্ষয় হয়েছে। সে তুলনায় আমাদের সৈন্যক্ষয় নিতান্তই সামান্য।

মারহাবা-মারহাবা!

গাওয়ান হুজুরের প্রথম ধাক্কাতেই বন্দি হয়েছেন আমাদের উজিরে আযম সহ আমাদের কয়েকজন বেঈমান সেনাপতি আর সেনানায়ক।

নার্গিস বেগম বিপুল বিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন, কি রকম? আমাদের উজিরে আযম–

হুজুরাইন হয়তো ইতিমধ্যেই জেনেছেন যে, আমাদের উজিরে আযম বিশ্বাস ঘাতকতা করেছেন? দুশমনদের শিবিরে এসে তিনি যোগ দিয়েছেন দুশমনদের সাথে?

হ্যাঁ-হ্যাঁ, জেনেছি। জেনেছি মানে শুনেছি।

দুশমনদের যে সব শিবিরে তিনি আর তাঁর সঙ্গীরা ছিলেন, সন্ধান চালিয়ে চালিয়ে আমাদের গাওয়ান হুজুর আর তাঁর ভাতিজা প্রচণ্ড হামলা চালিয়েছেন অতর্কিতে আর হামলা চালিয়ে বন্দি করেছেন তাঁদের। উজিরে আযম আর তাঁর সঙ্গীদের ছাউনিতে ফেলে রেখেই পালিয়ে গেছেন তাঁদের উড়িষ্যা দেশের মিত্রেরা। উজিরে আযম আর তাঁর সঙ্গীরা পাশাপাশি কয়েকটা ছাউনিতে ছিলেন। গাওয়ান হুজুরেরা তাদের সবাইকে বন্দি করে পুড়িয়ে দিয়েছেন সে সব ছাউনিগুলো।

উল্লসিত নার্গিস বেগম বিভ্রান্তকণ্ঠে বললেন, দাঁড়াও-দাঁড়াও। উজিরে আযমের সঙ্গী মানে? তারা কারা? বেঈমান সেনাপতি আর সেনানায়ক বলতে তুমি কাদের বোঝাচ্ছো?

দূতটি বললো, আমাদের কিছু বেঈমান সেনাপতি আর সেনানায়কদের হুজুরাইন। উজিরে আযমের সঙ্গী বলতে আমি তাদের কথাই বলছি।

সেকি! আমাদের সেনাপতি আর সেনা নায়কেরাও বেঈমানী করেছে?

সবাই নয়, তবে বেশ কয়েকজনই করেছে হুজুরাই।

বেশ কয়েকজনই করেছে?



www.nagorikpathagar.org

কেন, হুজুরাইন কি শুনেননি, গাওয়ান হুজুরেরা লড়াইয়ের ময়দানে আমাদের সমুদয় সেনাপতি সেনানায়ক আর সেপাই সৈন্যদের পাননি?

নার্গিস বেগম রুদ্ধশ্বাসে বললেন, নাতো! এই এখনই শুনছি শুধু।

উজিরে আযমের প্ররোচনায় আমাদের কয়েকজন সেনাপতি আর সেনানায়ক তাঁদের অধীনস্ত অনেকগুলো সেপাই সৈন্যদের নিয়ে এসে যোগ দিয়েছে দুশমনদের সাথে। ঐ সব সেপাই-সৈন্যেরা মিশে গেছে দুশমনদের সেপাই সৈন্যের সাথে আর দুশমনদের পক্ষ হয়ে লড়াই করছে আমাদের বিরুদ্ধে।

বেঈমান-বেঈমান! বেঈমানেরা তো তাই করবে। আর সেনাপতিরা? ঐ বেঈমান সেনাপতি সেনানায়কেরা?

দূত বললো, তারা দুশমনদের শিবিরে বসে আনন্দফুর্তি করছিলো। গাওয়ান হুজুরদের অতর্কিত হামলায় তারা বন্দি হয়েছে সবগুলোই।

মারহাবা-মারহাবা!

সেপাই সৈন্যেরা দুশমনদের বাহিনীর মধ্যে মিশে যাওয়ার ফলে, তাদের বিরুদ্ধে অবশ্য কোন ব্যবস্থা নেয়া সম্ভব হয়নি এখনো।

দরকার নেই-দরকার নেই। আমার দরকার ঐ বেঈমান সেনাপতি আর সেনানায়কদের।

তাদের সবাইকে বন্দি করা হয়েছে হুজুরাইন। তাদের সাথে বন্দি করা হয়েছে ঐ বেঈমান উজিরে আযমকেও।

সাব্বাস!

তবে ঐ সব সেনাপতি আর সেনানায়কদের তেমন একটা দোষ নেই হুজুরাইন। আসল দোষী ঐ উজিরে আযম। ক্ষমতার ভয় দেখিয়ে উজিরে আযম ঐ সব সেনাপতি আর সেনানায়কাদের তাঁর সঙ্গী হতে বাধ্য করেছেন।

তা করুক। শয়তানের সঙ্গীরা শয়তানই। তাদের জন্যে বিশেষ কোন অনুকম্পা নেই।

জি হুজুরাইন।

কোথায় সেই বন্দিরা? কোথায় সেই বেঈমানেরা?

তাদের সবাইকে এনে কারাগারে ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে হুজুরাইন।

কারাগারে?

গাওয়ান হুজুরেরা তাদের ব্যবস্থা ঐ ময়দানেই করতে পারতেন। কিন্তু বিচারের ক্ষমতা নিজের হাতে না নিয়ে তারা বন্দিদের কারাগারে পাঠিয়েছেন হুজুরাইনের সিদ্ধান্তের অপেক্ষায়। অর্থাৎ, বিচারের ক্ষমতা তাঁরা হুজুরাইনের হাতে রেখেছেন।



www.nagorikpathagar.org

নার্গিস্ বেগম দাঁত পিষে বললেন, শূলে চড়াবো, সব ক'টাকে শূলে চড়াবো আমি। কিন্তু কারাগার থেকে পালিয়ে যাবে না তো তারা?

জি না হুজুরাইন। গাওয়ান হুজুরেরা সেদিকে অত্যন্ত সজাগ। যাতে করে তারা কেউ পালিয়ে যেতে না পারে, সে ব্যাপারে গাওয়ান হুজুরেরা কড়া ব্যবস্থা নিয়েছেন।

নিলেই ভাল। যে ধূরন্ধর লোক ওরা!

হোক ধূরন্দর। ওরা বুনো ওল হলেও, গাওয়ান হুজুরেরা একদম বাঘা তেঁতুল। কড়া পাহারা বসিয়ে ওদের এমন জায়গায় তুলেছেন যে , ওদের আর এ দুনিয়ার আলো দেখার উপায় নেই। কয়েদ খানার পাশ দিয়েই এসেছি। দেখে এসেছি সে ব্যবস্থা।

সাব্বাস! তারপর? এখন কি করছেন গাওয়ান চাচারা?

লড়াই করছেন হুজুরাইন। পরিস্থিতি ভাল আর আমাদের আয়ত্বে হলেও, লড়াই তো শেষ হয়ে যায়নি। দূরে সরে গিয়ে ছাউনি ফেললেও, পালিয়ে যায়নি দুশমনেরা। পুনরায় সামনে আসার জন্যে তারা আমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করছে সমানে।

সুলতানা মাতা বললেন, আমাদের বিরুদ্ধে মানে গাওয়ান চাচা আর তাঁর ভাতিজার বাহিনীর বিরুদ্ধে?

সেইটাই অবশ্য বলা যায়। কিন্তু তাঁরা তো দু'জন শুধু লড়ছেন না। তাঁদের সাথে যোগ দিয়ে লড়ছেন আমাদের বিশ্বস্ত সকল সেনাপতি, সেনানায়ক আর সেপাই সৈন্য। বিশ্বাসঘাতকতা করেছে যারা, তাদের সংখ্যা অতি সামান্য হুজুরাইন। বিশ্বস্ত যারা আছেন, তাদের সংখ্যা ঢের ঢের বেশী।

আলহামদুলিল্লাহ! আল্লাহতায়ালা তাদের সহায় হোন। যাও, সৈনিকরা তাঁদের মুখ চেয়েই আছেন।

তাই হবে হুজুরাইন। আপনার দোয়া আর প্রতীক্ষার সব কথাই তাঁদের আমি জানাবো। আল্লাহ হাফেজ।

দ্রুতপদে বিদায় হলো দূতরূপী সৈনিকটি। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে সুলতান মাতা নার্গিস বেগম অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়েই প্রবেশ করলেন অন্দরে।

## ১০

যুদ্ধের পরিস্থিতি বাহমনীর অনুকূলে। উড়িষ্যার রাজন্যবর্গ কোণঠাসা হয়ে পিছু হটতে বাধ্য হয়েছেন। এই খবর পাওয়ার পরে স্বস্তির হাওয়া ফিরে এলো উদ্বিগ্ন



www.nagorikpathagar.org

শাহী মহলে। নাবালক সুলতান নিজাম শাহ, তথা সুলতান জননী নর্গিস বেগম, অনেকটাই চিন্তা মুক্ত হলেন। আশ্বস্ত হলেন মহলের শুভাকাঙ্ক্ষী সকলেই।

কিন্তু দুশ্চিন্তা দূর হলো না শাহজাদী মেহেরুন-নেছার। মনে তার স্বস্তিও ফিরে এলোনা বড় একটা। বাহমনী রাজ্যের সেনা সৈন্যেরাই লড়াইয়ে এগিয়ে আছেন- শাহজাদীর কাছে এটা খুশীর সংবাদ হলেও অধিক খুশীর নয়। এটা অধিক খুশীর হতে পারে তখনই যদি এর সাথে সংবাদ আসে মাহমুদ মনসুর নিরাপদে আছে আর যুদ্ধ জয় করে সে প্রাসাদে ফিরে আসছে সম্পূর্ণরূপে অক্ষত অবস্থায়।

সেই যে একান্তে আলাপ ফেলে উঠে গেল মাহমুদ মনসুর, নাচগানের আসরে হৈচৈ শুরু হওয়ায় সেই যে সে ব্যস্ত হয়ে ছুটে গেল সেখানে, এরপর আর কোন খবর নেই তার। 'পরে আবার দেখা করবো সুযোগ পেলেই'–এই ওয়াদা করে উঠে গেল সে। কিন্তু আর ফিরে এলো না। তার অর্থ, ফিরে আসার সুযোগ নিশ্চয়ই আর সে পায়নি। ওয়াদা করে যাওয়ার পরে সুযোগ হাতে থাকলেও ফিরে আর আসবে না সে, এমন দায়িত্বহীন মানুষ নয় মাহমুদ মনসুর। এক্ষণে খবর, লড়াইয়ে গেছে সে। লড়াইয়ে যাওয়া মানেই–হয় সে স্বেচ্ছায় ছুটে গেছে লড়াইয়ে, নয় তার চাচাজান তাকে টেনে নিয়ে লড়াইয়ে গেছেন এক সাথে। সে আর ফিরে আসবে কি?

শাহজাদীর দুশ্চিন্তাটা এখানেই। লড়াইয়ে অবতীর্ণ হওয়ার পরতো এক সাথে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থেকে লড়াই করবেন না তাঁরা? নিজ নিজ সেপাই দল নিয়ে লড়াইয়ের এ মত্ত তরঙ্গে কে কোন্‌দিকে ছিটকে যাবেন, তা কে বলতে পারে? দূরে কোথাও ছিটকে যাওয়ার পরে মাহমুদ মনসুর আহত কিংবা নিহত পর্যন্ত হলেও তো, তখনই সে ব্যাপারটা জানাজানি হবে না। সংগে সংগে সে খবর পৌছবেনা সবার কানে। পৌছবে শুধু লড়াইয়ের জয়পরাজয়ের পরে। তার আগে এখবর তার চাচার কানেও যাবে না। তার চাচা মাহমুদ গাওয়ান সাহেব এ লড়াইয়ের প্রধান সেনাপতি। তাঁর কিছু হলে অবশ্য সে খবর ছড়িয়ে পড়বে সংগে সংগে আর তৎক্ষণাৎ তা জানাজানি হয়ে যাবে সবার মাঝে। প্রধান সেনাপতি হতাহত হওয়া মানে বাহিনীর মধ্যে হাহাকার পড়ে যাওয়ার বিষয়। তাই, তাঁর খবর না পাওয়া নিয়ে দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই। কিন্তু ভাতিজা হলেও মাহমুদ মনসুরের ব্যাপারটা তো আলাদা। সে এমন কি মহাজন এখানে? তার কি পাত্তা আছে এ অবস্থায়? সে প্রধান সেনাপতিও নয়, একজন পূর্ণ সেনাপতিও নয়। সে একজন সেনানায়ক। একজন দুর্ধর্ষ সেনানায়ক। নির্ভীক আর অতি উৎসাহী যোদ্ধা। এর বাইরে আর কি পরিচয় আছে তার? কাজেই, কোন দুর্ঘটনা ঘটলেও তার সংবাদ তাড়াতাড়ি বাইরে আসবে কি করে?



www.nagorikpathagar.org

শাহজাদীর বড় চিন্তা মাহমুদ মনসুরের এই নির্ভীকতা নিয়ে। তার এই অতি উৎসাহ নিয়ে। প্রাণের মায়া ত্যাগ করে তার মরিয়া হয়ে লড়াই করার স্বভাবটা নিয়ে। তুমুল লড়াই হচ্ছে সীমান্তে– এ কথা সবাই বলছে। বলছে ছোট বড় বারোটা রাজার বাহিনী এক হয়ে এসে ঘিরে ধরেছে বাহমানী রাজ্যটাকে। বলছে– বাহমানী রাজ্যের অনেক সেনাসৈন্যই বেঈমানী করে গিয়ে যোগ দিয়েছে দুশমনদের দলে আর লড়াই করছে বাহমনী বাহিনীর বিরুদ্ধে। সব কিছু মিলে একদম বাঘের মাথায় গোস্তের ডালি। এমতাবস্থায় মাহমুদ মনসুরের মাথায় যে আগুন ধরে যাবে-এতে কোনই সন্দেহ নেই। বেঈমান সেনাসৈন্যদের শায়েস্তা করতে যে সে মার মার রবে ঢুকে পড়বে দুশমন বাহিনীর একদম পেটের মধ্যে-ঢুকে পড়বে তলোয়ার হাতে একা একাই-এটা বিচিত্র কিছুই নয়।

শাহজাদীর বড় দুশ্চিন্তা এখানেই। লড়াইয়ে বাহমনী রাজ্যের বাহিনী সুবিধাজনক অবস্থানে আছে, গাওয়ান সাহেব বীরত্বের সাথে লড়ছেন-এ কথা মাঝে মাঝেই শোনা যাচ্ছে ইদানিং। কিন্তু কেউ বলছেনা মাহমুদ মনসুরের কথা। মাহমুদ মনসুর বীরত্বের সাথে লড়ছে, না হাত-পা ভেঙ্গে পড়ে আছে ময়দানে-এসব কথা বলছেনা কেউ কিছুই। চাচার সাথে ভাতিজার কথা দূতের মুখে দুই একবার উচ্চারিত হলেও, কারো কাছে তেমন কোন গুরুত্ব পায়নি সে কথা। কাজেই, শাহজাদীর কানে তা পৌঁছবে কেমন করে? মাহমুদ মনসুরের ব্যাপারে তাই নিঃসীম অন্ধকারেই রয়ে গেছে শাহজাদী।

এ অবস্থায় শাহজাদীর লাচার হয়ে পড়াটাই খুব স্বাভাবিক। মুখ না ফুটলেও, মাহমুদ মনসুরই এ জীবনে তার একমাত্র লোক, যাকে নিয়ে অবিরাম বুক ফাটে শাহজাদীর। শাহজাদীর একমাত্র ভরসা, অবলম্বন আর স্বপনে ও জাগরণে তার একমাত্র ধ্যানের মানুষ এই মাহমুদ মনসুর।

একা একাই এ কয়দিন ছটফট করার পর আজ শাহজাদী তার মালী কলিমুদ্দীনকে পাঠিয়ে দিলো গাওয়ান সাহেবের বাসায়। হুকুম করলো, মুর্দা খাঁকে ধরে আনার। বড়ই প্রভুভক্ত চাকর এই মুর্দা, ওরফে মোমিন খাঁ। মাহমুদ মনসুরকে সে ইতিমধ্যেই জব্বোর ভালবেসে ফেলেছে। মাহমুদ মনসুরের খবর হয়তো তার কাছে থাকতেই পারে কিছু কিছু। আর কেউ না পেলেও, মাহমুদ মনসুরের বাড়ির লোকেরা অবশ্যই পেতে পারে তার খবর। অন্য কথায়, মাহমুদ মনসুর বা গাওয়ান সাহেব তাঁদের বাড়িতে পাঠাতেই পারেন কুশলাকুশল তাঁদের।

ডুবন্ত মানুষ আঁকড়ে ধরে খড়কুটো। তাই মাহমুদ মনসুরের কোনই খবর না-জানা শাহজাদী কলিমুদ্দীনকে পাঠিয়ে দিলো মোমিন খাঁকে ধরে আনতে। মোমিন খাঁ কোন খবর দিতে পারে যদি!



www.nagorikpathagar.org

মোমিন খাঁ এসে হাজির হলে শাহজাদী তাকে সরাসরি প্রশ্ন করলো, তোমার মুনিব মাহমুদ মনসুর সাহেব এখন কোথায়?

মুর্দা ওরফে মোমিন খাঁ করুণ কণ্ঠে বললো, মালুম না আছে হাজুরাইন।

শাহজাদী ফের চাপ দিয়ে প্রশ্ন করলো, মালুম না আছে কি রকম? উনি নাকি লড়াইয়ে গেছেন?

হাঁ হাজুরাইন, উও বাত তো ঠিক। হাজুর সিধা লড়াইমে চলি গৈল। লেকেন আখুন হাজুর কোন মুলুক্‌কা রানুবালা–আসমানকা, না জমিনকা,-ইবাত্ তো হামি কুছু জানিলোনা বটে।

আসমানকা জমিনকা মানে?

জিন্দা রহিবেক তো জমিন মে রহি যাইবেক, মুর্দা হো যাইবেক তো আসমানে চলি যাইবেক–হামি তো কুছু জানিলনা আভিতক্।

কিছু জানো না? লড়াইয়ে গিয়ে উনি মরে গেছেন, না বেঁচে আছেন–এ খবরটাও জানো না?

লাই হাজুরাইন, আভিতক্ জানিতে পারিলেক লাই কুছু।

তাজ্জব! তোমার দুঃখ হচ্ছে না এতে?

হাইরে বা! দুখ্ হইবেক লাইকেনে? উতো হামার বহুত পেয়ারকা মুনিব আছে বটে। জব্বোর দুখ্ হইচেঁ হাজুরাইন।

কি আশ্চর্য! তুমি জানোনা তো জানে কে?

আল্লাহ্ তায়ালা হাজুরাইন। উও পরোয়ারদেগার। উ পরোয়ারদেগার ঠিক ঠিক জানে বটে। লেকেন, হামারে জানিতে দিলেক লাই।

শাহজাদী রোষভরে বললো, থামো! অপদার্থ কাঁহাকার।

হাজুরাইন!

ঘরে বসে থেকে শুধু পরোয়ারদেগারকে দোষ দিলেই চলবে? পুরুষ মানুষ তুমি। লড়াইয়ের ময়দানের দিকে একটু এগিয়ে গিয়ে নিজে খবরটাতো যোগাড় করে আনতে পারো!

মোমিন খাঁ ভীতকণ্ঠে বললো, কিয়া কাহা? হামি উও লড়াইকা ময়দানমে যায়েগা?

যাবে। খোঁজটাতো আনতে হবে।

মরি যাইবেক, হামি সাফ সাফ মরি যাইবেক হাজুরাইন। হামি ফৌজী আদমী না আছে। সেরেফ একঠো বাবুর্চি আছে বটে। মামুলী আদমী। হামি উধার যাইবেক তো সিধা খতম হো যাইবেক।



www.nagorikpathagar.org

শাহজাদী ফের রুষ্টকণ্ঠে বললো, খামুশ। মুনিব তোমার মারা গেল, না বেঁচে রইলো, সে খবর করার চেয়ে তোমার মউতের ভয়টাই বড় হলো? এই তোমার মুনিবের প্রতি দরদ?

হাজুরাইন!

তোমার মুনিব যদি মরে গিয়েই থাকে, তবু সে খবরটা তুমি নেবে না?

মোমিন খান চমকে উঠে বললো, বুলবেক লাই হাজুরাইন, উবাত্ বুলবেক লাই বটে। মরিয়া যাইবেক তো দিলে হামার চোট্ লাগি যাইবেক। জব্বোর দুখ্ হইবেক।

শাহজাদী ঠেস্ দিয়ে বললো, জব্বোর দুখ্ হইবেক? তোমার দিলে? সে নমুনাটা তো দেখতেই পাচ্ছি।

হাজুরাইন!

তোমার দিলে কোন দুঃখই থাকবে না। তোমার মনিব মরে গেলে তোমার কোনই দুঃখ হবেনা।

মোমিন খাঁ ফের ব্যস্ত কণ্ঠে বললো, হইবেক-হইবেক, দিলে হামার বহুত দুখ হইবেক হাজুরাইন। ছাথ্ ছাথ্ উও আদমীকো দিল মে জিয়াদা দুখ্ থাকিয়া যাইবেক।

উও আদমী কোন্ আদমী? তোমার মুনিব?

ওহি-ওহি।

মরে গেলে আবার তার দিলে দুঃখ থাকবে কিসের?

ছাদীর হুজুরাইন, ছাদীর। ছাদী করনেকে লিয়ে দিলে উহার জব্বোর একঠো খাহেছ-হ্যায়, হুজুরাইন। আখুন মরিয়া যাইবেক তো উও খাহেছ উহার পূরণ হইবেক লাই। ইস্ লিয়ে দিলে উহার জিয়াদা দুখ্ থাকিয়া যাইবেক জরুর।

শাহজাদী উপেক্ষা ভরে প্রশ্ন করলো, বটে! জিয়াদা দুখ্ থাকিয়া যাইবেক? তা সে কথা তুমি জানলে কি করে?

হাজুর হামারে কাহ্ দিয়া হুজুরাইন। হামারে ছুনাই দিয়া।

শাহজাদী এবার অনেকটা উৎকর্ণ হয়ে বললো, আচ্ছা! তোমার হুজুর তোমাকে শুনিয়ে দিয়েছে? তা কাকে ছাদী করার খাহেশ ছিল দিলে তার? সংগে সংগে মোমিন খাঁ ঝট্পট্ জবাব দিলো, আপকো। হাপ্নারে ছাদী করার জব্বোর খাহেছ থা উহার দিলে ।

এবার চমকে উঠলো শাহজাদী। চমকে তাকে উঠতেই হলো। বিস্ফারিত নেত্রে চেয়ে সে প্রশ্ন করলো কাকে? কাকে শাদী করার খাহেশ ছিল দিলে উহার?

হাপ্নারে হাজুরাইন। হাপ্নারে ছাদী করিতে বহুত খাহেছ করিল মুনিব হামার।



www.nagorikpathagar.org

সেকি! আমাকে?

খোদ হাপনারে হাজুরাইন, সেরেফ হাপ্‌নারে।

মোমিন খাঁর মুখের দিকে কিছুক্ষণ স্থির নয়নে চেয়ে থাকার পর, শাহজাদী বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করলো, তাজ্জব! সেটা তুমি জানলে কি করে? এটাও কি তোমার মুনিব তোমাকে শুনিয়ে দিয়েছে?

হাঁ হাজুরাইন, হামার হাজুর হামারে ছুনাই দিছে, হামারে কহি দিছে বটে।

সেকি! এটাও তোমার হুজুর তোমারে কয়ে দিলো?

জি হাজুরাইন, ঝুটমুট কহি দিলো।

কি তাজ্জব! তোমার মনিব সে কথা বলার আর লোক পেলোনা? তোমারে বললো?

হঁ হাজুরাইন। হামি জানিতে চাহিল আওর হাজুর হামারে বিলকুল ছুনাই দিলো।

তুমি জানতে চেয়েছিলে? কি জানতে চেয়েছিলে?

এক রোজ হামি হামার মুনিবরে কহিল, 'হাজুর, আপ্ ছাদী-উদি করবেক লাইরে বা? আওর কুচু দিন যাইবেক তো, বালে হাপ্‌নার পাক ধরি যাইবেক জরুর।"

আচ্ছা। তা জবাবে উনি কি বললেন?

হাজুর কাহা, ছাদী তো হামি করিতে চায় ঠিক-ঠিক, লেকেন কাহারে হামি ছাদী করিবেক, বাতাও? হামি যাহারে ছাদী করিতে চায়-উ লড়কী রাজী না হইবেক তো ছাদী হইবেক ক্যাম্‌নে, কহো?

তারপর?

হামি কাহা, হাইরে বা! আপ ছাদী করিবেক তো লড়কী রাজী হইবেক লাই? ই বাত্ তো বিলকুল তাজ্জব বাত আছে বটে। আপ ছাদী করিতে চাহিবেক তো হাজার লড়কী ছাথ্-ছাথ্ রাজী হো যাইবেক। জানান দেনা তো পড়েগা আগারী! আপ্ আগারী জানন দে দো, ব্যস্ ছাথ্ ছাথ্ হাজার লড়কী লাফাই লাফাই আছি যাইবেক আওর আপকো ছাদী করনে কে লিয়ে বাধাই দিবেক, হাজুর কাহা, লাইরে মোমিন খাঁ, হামি হাজার লড়কিরে ছাদী করিবেক লাই। সেরেফ একঠো লড়কীরে ছাদী করিবেক বটে।

আচ্ছা। এর পর তুমি কি বললে?

হামি কাহা, 'হাঁ হাজুর, একঠো লড়কী কো ছাদী করিবেক-উও বাত্ ঠিক। ওহি হাজার লড়কী কি অন্দরছে একঠো লড়কীরে আপ্ পছন্দ্ করি লইবেক, ব্যস-ছব ঠিকঠাক।' হাজুর ফিন কাহা, 'লাই-লাই, ওহি হাজারকা-বাজারকা কুয়ী লড়কী



www.nagorikpathagar.org

হামার পছন্দ্ না আছে। একঠো লড়কী হামার পছন্দ আছে বটে। উও লড়কী হামার বহুত পিয়ারা লড়কী আছে বিলকুল। হামার উও পেয়ারা লড়কী হামারে ছাদী করিতে রাজী হইবেক তো, উহারে হামি ছাদী করি লইবেক ছাথ্-ছাথ্।

তখন তুমি কি বললে?

হামি কহিল, হাইরে বা আপকা পেয়ারকা লড়কী! তব্ ওহি লড়কী কৌন্ আছেরে বা? হাজুর কাহা, উও ছাহজাদী। ছাহজাদী মেহেরুন নেছা আছে বটে। হামি কাহা, কি তাজ্জব। আপ ছাহজাদী মেহেরুন নেছাকো পেয়ার করে হাজুর। হাজুর কাহা, জব্বোর পেয়ার করে। উহারে হামি বহুত বহুত মুহব্বত করে। উও ছাহজাদী রাজী হো যাইবেক তো হামি উহারে খুছিছে ছাদী করি লইবেক। ইবাত ছুনি হামি কাহা, ছাহজাদী রাজী লাই হইবেক তো আপ কাহারে ছাদী করিবেক হাজুর? হাজুর বহুত আফছোছ করি কাহা, করিবেক লাই, ছাহজাদী মেহেরুন নেছা হামারে ছাদী করিতে চাহিবেক লাই তো, হামি আওর কুয়ী লড়কী কো ছাদী করিবেক লাই, এহি জিন্দেগী মে করিবেক লাই। জিন্দেগী হামার বিরান হো যাইবেক তো যাইবেক, দুসরা আওর কুয়ী লড়কী কো ছাদী করিবেক লাই বিলকুল। হামি ফিন কাহা, হাইরে বা? ছাহজাদীরে আপ এত্তা জিয়াদা পেয়ার করে হাজুর? হাজুর কাহা, এত্তা-এত্তা। উও ছাহজাদী হামার বহুত বহুত পেয়ারের লড়কী আছেরে মোমিন খাঁ, হামার বহুত পছন্দ্ আওর পেয়ারকা লড়কী আছে।

এসব কথা শুনে শাহজাদী মেহেরুন নেছার অন্তরে খুশীর প্রমত্ত তরঙ্গ প্রবাহিত হতে লাগলো। মোহাবিষ্ট অবস্থায় কিছুক্ষণ নীরব থাকার পরে শাহজাদী আনন্দের সাথে কি একটা কথা বলতে যেতেই, বাঁদী মতিয়া বিবি ছুটে এসে বললো, গজব হয়ে গেছে হুজুরাইন, লড়াইয়ের ময়দানে জব্বোর গজব নেমে এসেছে।

মুখের কথা মুখে চেপে চমকে উঠলো শাহজাদী। অতঃপর সে রুদ্ধশ্বাসে প্রশ্ন করলো–গজব মানে? আমাদের পক্ষের কেউ কি হতাহত হয়েছে? মাহমুদ মনসুর, গাওয়ান হুজুর-এঁরা কেউ?

মতিয়া বিবি বললো, না হুজুরাইন তাঁরা কেউ হতাহত হোননি বটে, তবে এ লড়াইয়ে তাঁরা বিলকুল হেরে যাচ্ছেন। আমাদের এই দেশটা দুশমনেরা দখল করে নিচ্ছে। আমাদের পক্ষের কেউই সেটা ঠেকাতে পারছেন না।

সেকি!

আমাদের গোয়েন্দা বিভাগের লোক এই মাত্র ছুটে এসেছেন আমাদের সুলতান মাতা নার্গিস বেগম সাহেবার কাছে। সেখানে সে সব খবর বয়ান করছেন। শুনবেন তো আসুন শিগ্গির....



www.nagorikpathagar.org

–বলেই মতিয়া বিবি যেভাবে এসেছিল, আতংকগ্রস্ত অবস্থায় সেই ভাবেই সে সেখান থেকে চলে গেল। দিশেহারা শাহজাদীও দৌড় দিলো তার পিছে পিছে।

যুদ্ধের পরিস্থিতি বাহমনীর অনুকুলে-উড়িষ্যার রজন্যবর্গ পিছু হটে গিয়ে ছাউনি ফেলেছে দূরে। গাওয়ান সাহেব প্রেরিত দুত মারফত এই খবর পেয়ে সুলতান জননী নার্গিস বেগম আপাতত অনেকটাই চিন্তামুক্ত হলেন এবং স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে প্রবেশ করলেন অন্দরে।

কিন্তু কয়েকটা দিনও স্থায়ী হলো না নার্গিস বেগমের এই স্বস্তি। মাত্র দুই তিন দিন অন্তরই আবার দুঃশ্চিন্তার মহাসাগরে নিপতিত হলেন তিনি। পড়ে গেলেন সীমাহীন উৎকণ্ঠা আর আতংকের উত্তাল তরঙ্গে।

উস্কো-খুস্কো বেশে গোয়েন্দা প্রধান আক্তার আলী সাহেব এসে নার্গিস বেগম সাহেবাকে করুণ কণ্ঠে বললেন, সব শেষ হয়ে গেল আম্মা হুজুর। আমাদের এত আয়োজন-এত জয়জয়কার-সব কিছু মিথ্যা হয়ে গেল।

আক্তার আলী সাহেবের উস্কোখুস্কো চেহারা দেখেই শংকায় শুকিয়ে গিয়েছিল নার্গিস বেগমের বুক। তার কথা শুনে এবার কম্পন শুরু হলো তাঁর দেহে-মনে-সর্বাঙ্গে। কম্পিতকণ্ঠে তিনি প্রশ্ন করলেন, সেকি আলী চাচা! আপনি একথা বলছেন কেন? লড়াইয়ের ময়দানে কি কোন বিপর্যয় ঘটেছে?

আক্তার আলী সাহেব বললেন, মহা বিপর্যয় ঘটেছে আম্মাহুজুর। বাহমনী রাজ্যের গৌরবোজ্জ্বল স্বাধীনতা এতদিন পরে ভুলুণ্ঠিত হয়ে যাচ্ছে। এই দেশ চলে যাচ্ছে দুশমনের দখলে আর দুশমনের হাতে জিম্মি হতে চলেছি আমরা সকলেই।

আর একদফা চমকে উঠে নার্গিস বেগম প্রশ্ন করলেন–তার অর্থ? উড়িষ্যার রাজন্য বর্গকি আমাদের বাহিনীকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করেছে? আমাদের সেনাসৈন্যদের পরাভূত করে কি তারা এই বাহমনী রাজ্যটাকে দখল করতে বসেছে?

না আম্মা হুজুর। উড়িষ্যার রাজারা এখনও আমাদের কোন বিপর্যয় ঘটাতে পারেনি। বরং আমাদের সেনাসৈন্যদের দুর্বার আক্রমণে তারাই বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। আমাদের বিপদ উত্তর-পূর্ব দিক থেকে আসেনি। আমাদের বিপদ এসেছে সরাসরি উত্তর থেকে। এই বাহমনী রাজ্যের উত্তর সীমানা দিয়ে। আমাদের রাজ্যের উত্তর সীমানা, এখনই এই এলাকা দুশমন কর্তৃক আক্রান্ত হয়ে পড়বে। হয়তো বা পড়েছেই ইতিমধ্যে। আমার খবর গতকালের।



www.nagorikpathagar.org

বলেন কি! কে এই নয়া দুশমন?

এই নতুন দুশমন মালবের অধিপতি মাহমুদ খল্‌জী। আমাদের এই বাহমনী রাজ্য থেকে অনেকখানি দূরে এই মালবরাজ্যের অবস্থান। আমাদের সুলতানের নাবালকত্বের সুযোগ নিয়ে আর আমাদের দেশদ্রোহী কতিপয় বেঈমানের আমন্ত্রণে মাহমুদ খলজী সুদূর মালব থেকে প্রচণ্ড বেগে ছুটে এসেছে বিশাল বাহিনী নিয়ে।

বিশাল বাহিনী নিয়ে?

অন্তত আমাদের বাহিনীর কম্‌ছে কম তিনগুণ বড় বাহিনী নিয়ে। শক্তি সামর্থ আর সম্পদও তার আমাদের চেয়ে অনেক বেশী।

হতাশায় নার্গিস বেগমের মুখ মণ্ডল বিবর্ণ হয়ে গেল। তিনি করুণ কণ্ঠে বললেন, কি গজব! তাকে ঠেকানোর শক্তি কি তাহলে আমাদের নেই?

নেই আম্মা হুজুর। স্বাভাবিক অবস্থায় হলে আর আমাদের সুলতান হুজুরদের জীবিত কালে হলে পরিস্থিতি অন্যরকম হতো। তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা হতো উভয় পক্ষের মধ্যে। কে হারতো কে জিততো–তা অগ্রিম বলা সম্ভবপর ছিল না। কিন্তু এখন তা অগ্রিম আর নিশ্চিত ভাবে বলা যায়। বলা যায়, আমাদের পরাজয় মৃত্যুর চেয়েও নিশ্চিত। জয়ের আশা তিল পরিমানও নেই। আগ্রাসী মালব অধিপতিকে ফিরিয়ে দেয়ার কোন সাধ্যই এখন নেই আমাদের।

আলী চাচা।

একমাত্র গাওয়ান হুজুরের মুখের দিকে চেয়ে আছে গোটা এই দেশ। কিন্তু বর্তমান অবস্থায় কতটুকুই বা করতে পারবেন তিনি? তিনি সুলতানও নন, প্রধানমন্ত্রীও নন, তিনি একজন পরদেশী। নির্মল চরিত্র আর পবিত্র মানসিকতার দ্বারা তিনি এদেশবাসীর অধিকাংশের বিপুল শ্রদ্ধা অর্জন করেছেন বটে। কিন্তু বেতনভূক্ত কর্মচারী না হলেও বর্তমানে অবস্থা তাঁর একজন বেতনভূক্ত কর্মচারীর মতোই। সুলতানের কথার মতো তাঁর কথার মূল্য যে সকলেই সমভাবে দেবেনা- এটা তো নিশ্চিত। এমতাবস্থায় তাঁর পক্ষে কি এই মহা বিপর্যয় সামাল দেয়া সম্ভব?

নার্গিস্ বেগম ব্যস্তকণ্ঠে বললো, পারবেন না, গাওয়ান চাচাজানও তাহলে পারবেন না? তিনি তো শুনেছি একজন অতুলনীয় যোদ্ধা আর দেশ বিখ্যাত বীর? তিনিও কি পারবেন না ঐ মাহমুদ খল্‌জীকে প্রতিহত করতে?

দ্বিধাজড়িতকণ্ঠে আক্তার আলী সাহেব বললেন–হয়তো পারতেন। কিন্তু দেশটাতো একদিক দিয়ে আক্রান্ত নয় আম্মা হুজুর, এক শক্তির দ্বারাও নয়। গোটা উড়িষ্যার সম্মিলিত শক্তি মরণ কামড় হেনেছে দেশের উত্তর-পূর্ব সীমান্তে। প্রচণ্ড মার খাওয়ার পরও কামড় তারা ছাড়ছে না। পুনঃপুন হামলা চালাচ্ছে ওদিকের ঐ



www.nagorikpathagar.org

সীমান্তে। এর সাথে উত্তর দিক থেকে এসেছে এমন এক দুশমন, যে উড়িষ্যার চেয়ে পঞ্চগুণে অধিক শক্তিশালী। গাওয়ান হুজুর এখন কোন্‌দিক সামলাবেন, বলুন? তদুপরি, অধিক অংশ না হলেও আমাদের বাহিনীর কিছু অংশ বিশ্বাস ঘাতক। তারা যোগ দিয়েছে দুশমণদের সাথে। এই বিভক্ত বাহিনী নিয়ে, যতবড় বীরই হোন না কেন, গাওয়ান হুজুরের কি সাধ্য আছে সকল দিক ঠেকান?

আলী চাচা!

আর কোনই আশা নেই আম্মাহুজুর। আসন্ন মহামুসিবতের অগ্রিম আভাসটা দিয়ে গেলাম। সবাইকে নিয়ে প্রাণ আর মান-সম্মান রক্ষে করার চিন্তা ভাবনাটা এখন থেকেই করতে শুরু করুন। আগে থেকেই মানসিকভাবে তৈরি না থাকলে, হয়তো চরম মুহূর্তে কোন কিছুই স্থির করতে পারবেন না।

নার্গিস বেগম পুনরায় রুদ্ধকণ্ঠে বললো, আলী চাচা!

এদের সামনে দাঁড়ানো সৈনিকটিকে এভাবে আসতে দেখেই গোয়েন্দা প্রধান সন্ত্রস্তকণ্ঠে প্রশ্ন করলো, তুমি কোন্‌ ময়দান থেকে এলে? উত্তর পূর্ব দিক থেকে কি?

সৈনিকটি হাঁপাতে হাঁপাতে বললো, জি না হুজুর, আমি আসছি আমাদের উত্তর সীমান্ত থেকে।

গোয়েন্দা প্রধান আক্তার আলী সাহেব চমকে উঠে প্রশ্ন করলো, উত্তর সীমান্ত থেকে মানে? সেখানেও কি লড়াই শুরু হয়েছে?

জি হুজুর।

মালব অধিপতি মাহমুদ খলজী সীমান্তে এসে পৌঁছে গেছে তাহলে?

পৌঁছে গেছে আর দুরন্ত আঘাত হেনেছে আমাদের রাজ্যের উত্তর সীমান্তে।

তারপর?

আমাদের সীমান্তরক্ষীরা মুহূর্ত কয়েক তাকে ঠেকানোর চেষ্টা করেছেন বটে, কিন্তু তা ঐ কয়েক মুহূর্তই। এরপর তাঁরা তুলোর মতো উড়ে গেছেন মালব বাহিনীর আক্রমণের সামনে।

আলী সাহেব বিভ্রান্ত কণ্ঠে ঐ একই প্রশ্ন করলেন, তারপর?

আগন্তুক সৈনিকটি বললো-তারপর বাহিনী নিয়ে দুরন্ত বেগে ছুটে এলেন আমাদের গাওয়ান হুজুর। ইতোমধ্যেই সংবাদটা তাঁর কানে গিয়ে পৌঁছেছিল। এসেই তিনি দুর্বার বেগে পাল্টা হামলা চালালেন মালব বাহিনীর উপর।



www.nagorikpathagar.org

এতেই অনেকটা থমকে গেছে মালব বাহিনী আর মালব অধিপতি। ঐ ভাবেই লড়বে, না আপাতত ছাউনি ফেলে বসবে–এই নিয়ে এখন দোটানায় আছে তারা।

এ খবরে দম সরলো আক্তার আলী সাহেব ও নার্গিস বেগম সাহেবার। তাঁরা এক যোগে প্রশ্ন করলেন–এ্যাঁ, গাওয়ান হুজুর এসে গেছেন?

সৈনিকটি বললো, জি, অনেকক্ষণ আগেই তিনি এসে গেছেন।

নার্গিস বেগম তখনই আবার প্রশ্ন করলেন, তাহলে উত্তরপূর্ব সীমান্তের খবর কি? ওদিকটা কি উড়িষ্যা বাহিনীর হাতে ছেড়ে দিয়ে উনি এদিকে এসেছেন? অর্থাৎ ওদিকটা উড়িষ্যার রাজারা তাহলে দখল করে নিয়েছে?

না হুজুরাই, ওদিকেও প্রচণ্ড লড়াই চলছে।

সেকি! কে চালাচ্ছে সে লড়াই?

মাহমুদ মনসুর সাহেব। আমাদের বাহিনীর অর্ধেকটা মাহমুদ মনসুর সাহেবের হাতে ন্যস্ত করে গাওয়ান হুজুর আর অর্ধেকটা নিয়ে এই উত্তর সীমান্তে এসেছেন।

তার অর্থ, উত্তর পূর্ব দিকে বাহিনীর নেতৃত্ব দিচ্ছেন সেনানায়ক মাহমুদ মনসুর? পূর্ণ কোন সেনাপতি নন?

জি না। গাওয়ান হুজুর বললেন, বাহিনীর প্রধান হিসাবে তাঁর ভাতিজী মনসুর সাহেবকেই খোশদিলে মেনে নিয়েছেন সকলেই।

শাহাজাদী উদগ্রীব কণ্ঠে বললেন, কি রকম?

সৈনিকটি বললো, রকমটা হলো, পূর্ণ সেনাপতি তো বাহিনীর দুইভাগেই কয়েকজন করে আছেন। উত্তর-পূর্ব সীমান্তে যে কয়জন আছেন, তাদের মধ্যে যে কোন একজনকে নেতৃত্ব দিতে গিয়ে গাওয়ান হুজুর মুসিবতে পড়েছিলেন। তিনি দেখলেন, প্রত্যেকটি সেনাপতিই বাহিনীর নেতৃত্ব পেতে যতটা আগ্রহী, অন্যকোন সেনাপতির অধীনে লড়াই করতে ততটাই অনাগ্রাহী। এক কথায়, নেতৃত্ব চান সকলে। তাই গাওয়ান হুজুর মাহমুদ মনসুর সাহেবকে নেতৃত্বে আনতে বাধ্য হলেন।

বলো কি! অন্যান্য সেনাপতিরা তা মেনে নিলেন? তিনি তো একজন সেনানায়ক পর্যায়ের লোক?

খোশদিলেই মেনে নিয়েছেন। সেনানায়ক পর্যায়ের লোক হলেও তিনি যে লড়াই পরিচালনায় আমাদের যে কোন সেনাপতির চেয়ে অধিক দক্ষ আর তিনি যে তাঁদের চেয়ে বহুতগুণে নির্ভীক আর দুর্ধর্ষ লড়াইয়া-এটা তো সকল সেনাপতিরই জানা। তার সমকক্ষ লড়াকু তো একমাত্র গাওয়ান হুজুর ছাড়া আমাদের বাহিনীতে আর একজনও নেই।



www.nagorikpathagar.org

সুলতান জননী তবু ইতস্তত করে বললেন, তবু একজন সেনানায়ক পর্যায়ের লোককে...

কথা শেষ করতে না দিয়ে সৈন্যাধ্যক্ষটি বললো, তবু মাহমুদ মনসুর সাহেব বা গাওয়ান হুজুর আপনাদের বেতনভুক্ত কোন সেনাপতি বা সেনানায়ক নন। কোন কর্মচারী নন এরাজ্যের। তাঁরা হলেন এ রাজ্যের সম্মানিত মেহমান। বিগত সুলতান বাহাদুরেরাও নাকি নিজেদের চেয়েও অধিক সম্মান দিতেন তাঁদের।

হ্যাঁ-হ্যাঁ, তা অবশ্য দিতেন।

এ কথা আমাদের বাহিনীর সকলেই জানেন। আর এ কারণেই এই দুই চাচা-ভাতিজাকে আমাদের বিশ্বস্ত সেনাসৈন্যেরা এরাজ্যের সম্মানিত মেহমান হিসেবেই দেখেন আর সে হিসেবেই সম্মান করেন। এঁদের নেতৃত্বে লড়তে গর্ববোধ করা বই, কেউ নিজেকে খাটো বোধ করেন না।

সাব্বাস! তা তুমি তো একজন সাধারণ সৈনিক। এত খবর তুমি জানলে কি করে?

গাওয়ান হুজুর আমাকে এসব কথা বুঝিয়ে বলেছেন হুজুরাইন। মনসুর সাহেবকে নেতৃত্ব দেয়ার কথা শুনে আপনারা প্রশ্ন তুলতে পারেন বুঝেই, গাওয়ান হুজুর এসব কিছু ব্যাখ্যা করেছেন আমার কাছে।

নার্গিস্ বেগম খোশদিলে আওয়াজ দিলেন, মারহাবা-মারহাবা! গাওয়ান চাচাজান শুধু একজন বীরই নন, অত্যন্ত বিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিও বটেন।

আগন্তুক দূতটি ফের বললো, গাওয়ান হুজুর বললেন, কে বড় কে ছোট-সে বিচার পদবী দিয়ে হয় না। দক্ষতা দিয়ে হয়, মুখোমুখি লড়াইয়ে দুশমনকে পরাভূত করে হয়। উড়িষ্যার বাহিনীকে পরাভূত করার শক্তি আর সাহস একমাত্র ঐ মাহমুদ মনসুরেরই আছে।

আচ্ছা!

একথা গাওয়ান হুজুর একাই নন, উপস্থিত সকলেই একথা এক বাক্যে স্বীকার করলেন আমার সামনেই। সবাই বললেন, চাচার চেয়েও যে মারমুখো বীর ঐ ভাতিজাটা, তাতে উড়িষ্যার রাজারা এবার টের পাবেন, তুফান কাকে বলে।

বাঁদী মতিয়া বিবির পেছনে পেছনে এসে মতিয়া বিবির সাথে শাহজাদী মেহেরুন নেছাও একপাশে দাঁড়িয়ে ছিল সেখানে অনেকক্ষণ আগে থেকেই। দূতরূপী সৈনিকের মুখে এসব কথা শুনে নিজের অজ্ঞাতেই ডুকরে উঠলো শাহজাদী। স্থান কাল পাত্রের কথা ভুলে গিয়ে শাহজাদী মেহেরুন নেছা সশব্দে বলে উঠলো-মারা যাবেন-এবার নির্ঘাৎ মারা যাবেন মাহমুদ মনসুর সাহেব। যে রকম মারকুটে যোদ্ধা আর অকুতোভয় মানুষ, তাতে নিজের হাতে নেতৃত্ব পেয়ে



www.nagorikpathagar.org

এবার উনি মারমার রবে ঢুকে পড়বেন দুশমন বাহিনীর অভ্যন্তরে আর বেঘোরে মারা পড়বেন সেখানে। হায়-হায়-হায়!

চমকে উঠে উপস্থিত সকলেই এবার শাহজাদীর দিকে তাকলেন। এমন দুঃসময়েও শাহজাদীর দিকে রসিকতা পূর্ণ নয়নে চেয়ে রইলেন নার্গিস বেগম।

এক্ষণে কথা বললেন গোয়েন্দা প্রধান আক্তার আলী সাহেব। শাহজাদী মেহেরুন নেছাকে লক্ষ্য করে তিনি বললেন, না উম্মিদ হবেন না আম্মাজান। মাহমুদ মনসুর সাহেব একজন প্রকৃত বীর। বীর বীরের মতো লড়ে যদি শহীদও হন, তা শত গৌরবের। মৃত্যুভয়ে কাপুরুষের মতো আড়ালে লুকিয়ে থেকে প্রাণ বাঁচানোর মধ্যে কোনই গৌরব নেই। মাহমুদ মনসুর সাহেব একজন বিচক্ষণ নওজোয়ান। আমার বিশ্বাস, বেঘোরে প্রাণ দেয়ার লোক তিনি নন। এ লড়াইয়ে গাজীই তিনি হবেন, ইনশাআল্লাহ!

জবাবে শাহজাদী কিছু বলতে চাইতেই নার্গিস বেগমের দৃষ্টি আকর্ষণ করে দূতরূপী সৈনিকটি ব্যস্তকণ্ঠে বললো, আমার সময় নেই হুজুরাইন। আমাকে এখনই ফিরে যেতে হবে। গাওয়ান হুজুর আমাকে যে কারণে পাঠিয়েছেন, সে কথাটা শুনুন আগে।

নার্গিস্ বেগম আগ্রহ ভরে বললেন, হ্যাঁ-হ্যাঁ, সেই কথাই বলো। গাওয়ান চাচা কি বলে পাঠিয়েছেন?

গাওয়ান হুজুর বলে পাঠিয়েছেন যে, খণ্ডিত বাহিনী নিয়ে মালব অধিপতিকে এই ভাবে কিছুদিন ঠেকিয়ে রাখা গেলেও অধিকদিন ঠেকিয়ে রাখা যাবে না। এ রাজ্য সে দখল করে নেবেই। ওদিকে আবার মাহমুদ মনসুরেরাও যে উড়িষ্যার ঐ বিশাল বাহিনীকে কতদিন ঠেকিয়ে রাখতে পারবে-তাও এক প্রশ্নবোধক ব্যাপার। হাজার-হোক উড়িষ্যার সেনাসৈন্যেরাও তো সংখ্যায় অসংখ্য। কাজেই, বাইরের কোন শক্তির সাহায্য নেয়া আমাদের এখন একান্তই প্রয়োজন।

শুনে নার্গিস্ বেগম ফের জিজ্ঞাসুকণ্ঠে বললেন–বাইরের শক্তির সাহায্য?

জি হুজুরাইন। গাওয়ান হুজুরের অভিমত-দেশকে বাঁচানোর জন্যে বাইরের কোন শক্তির সাহায্য নেয়াটা অনৈতিক বা অযৌক্তিক কিছু নয়। এব্যাপারে হুজুরাইনকে তিনি চিন্তাভাবনা করতে বলেছেন। লড়াইয়ের এক ফাঁকে গাওয়ান হুজুর নিজে এসে কথা বলবেন হুজুরাইনের সাথে।

নার্গিস্ বেগম বললেন, এই কথা বলে পাঠিয়েছেন গাওয়ান চাচাজান?

সৈনিকটি বললো, এই কথাই–এই কথাই। এটাই এখন অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কথা। অগ্রিম চিন্তাভাবনাটা করে রাখুন হুজুরাইন, গাওয়ান হুজুরকে এনিয়ে যেন অধিক সময় নষ্ট করতে না হয়।



www.nagorikpathagar.org

নার্গিস বেগম বললেন, আচ্ছা ঠিক আছে-ঠিক আছে!

সৈনিক বললো, আমি যাই হুজুরাইন, আমার অনেক দেরী হয়ে গেছে– বলেই সৈনিকটি দৌড়ের উপর অদৃশ্য হয়ে গেল।

জিজ্ঞাসুনেত্রে চেয়ে নার্গিস্ বেগম আলী সাহেবকে বললেন, আলী চাচা!

গোয়েন্দাপ্রধান আলী সাহেব বললেন, হ্যাঁ আম্মাজান, এমন চিন্তা আমার মাথাতেও ঘুরপাক খাচ্ছে প্রথম থেকেই। এনিয়ে এখন সত্যিই চিন্তা ভাবনা করার দরকার।

নার্গিস বেগম বললেন, তাহলে আসুন চাচা। গাওয়ান চাচা নেই, শাসন পরিচালনা সভার সদস্যেরাও সব ভয়ে পালিয়েছে আপনিই আসুন আমার সাথে। আপনাকে নিয়েই আসুন মন্ত্রণাকক্ষে বসি আর ভেবে দেখি, সত্যিই এ কাজটি করা সঙ্গত হবে কিনা, আর হলে, বাইরের কোন শক্তির দিকে হাত বাড়াতে পারি আমরা।

আম্মা হুজুর।

বিষয়টি আসলেই জটিল। আপনি আসুন চাচা...

আক্তার আলী সাহেবকে নিয়ে মন্ত্রণাকক্ষে যাওয়ার আগে নার্গিস বেগম শাহজাদী মেহেরুন নেছাকে কটাক্ষ করে বললেন, চোখের পানির কোন দাম নেই বহিন। মাহমুদ মনসুরের যদি সত্যিই কোন কল্যান চাও, তাহলে চোখের পানি মুছে ফেলে নিজের ঘরে ফিরে যাও। সেখানে গিয়ে জায়নামাজ বিছিয়ে একান্ত চিত্তে হাত তোলগে আল্লাহ তায়ালার দরবারে। কাজ হলে তাতেই কিছু কাজ হবে, অশ্রুপাতে নয়।

পরের দিনই লড়াইয়ের এক ফাঁকে ময়দান থেকে প্রাসাদে ছুটে এলেন মাহমুদ গাওয়ান সাহেব। এসেই তিনি সুলতান জননী মাখদুমা জাহান নার্গিস বেগমকে প্রশ্ন করলেন, দূত মারফত যে বিষয়ে চিন্তা ভাবনা করার কথা বলে পাঠিয়ে ছিলাম, সে বিষয়ে কি কিছু চিন্তা ভাবনা করেছেন আম্মাজান? ঐ বাইরের শক্তির সাহায্য নেয়ার ব্যাপারে?

জবাবে নার্গিস বেগম বললেন, জি চাচাজান, করেছি। আমাদের গোয়েন্দা প্রধান আক্তার আলী সাহেবের সাথে বসে আমরা একমতে পৌছেছি যে, বর্তমান অবস্থায় বাইরের রাষ্ট্রের সাহায্য আমাদের একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু কোন্ রাষ্ট্রের বা কোন্ রাজ্যের সাহায্য নেবো আমরা-এ ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্তেই পৌছতে পারিনি এখন পর্যন্ত।

আম্মাজান!



www.nagorikpathagar.org

আমাদের চারপাশে প্রায় সবই হিন্দুরাজ্য। হিন্দুরা চিরকাল আমাদের সাথে শত্রুতা করে আসছে আর বাহমনী রাজ্যটার অস্তিত্ব নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার চিন্তাভাবনা করছে। তারা তো আমাদের কোনই সাহায্য করবেনা। কাছে কোলে অন্য কোন মুসলমান রাষ্ট্রও নেই, যে আমাদের সাহায্যে এসে মাহমুদ খলজীকে পরাভূত করবে।

গাওয়ান সাহেব প্রত্যয়ের সাথে বললেন, আছে আম্মাজান, কিছুটা দূরে হলেও, এমন এক মুসলিম রাষ্ট্র আছে যে মালবের শক্তিকে তুলোর মতো উড়িয়ে দিতে পারে। মালবের চেয়ে কম্‌ছে কম্‌ দুগুণ অধিক শক্তিশালী সে রাষ্ট্র।

কোন্‌ সে রাষ্ট্র চাচাজান, কে সে শক্তিধর?

সে রাষ্ট্র গুজরাট আম্মাজান, আর সে শক্তিধর গুজরাটের সুলতান মাহমুদ বাগেরা সাহেব।

নার্গিস বেগম সাগ্রহে বললেন, হ্যাঁ-হ্যাঁ, আক্তার আলী সাহেবও বলেছিলেন, গুজরাটের সুলতানের সাহায্য পেলে মালবের অধিপতিকে অনায়াসেই বিতাড়িত করা যায়। গুজরাটের সুলতানের সামনে মালবের মাহমুদ খলজী বাঘের সামনে শৃগাল সমতুল্য। কিন্তু গুজরাটের সুলতান আমাদের সাহায্য করতে রাজী হবেন কেন? অকারণে কেন এ ঝামেলা ঘাড়ে নেবেন তিনি?

গাওয়ান সাহেব মৃদু হেসে বললেন, নেবেন-নেবেন। আমার বিশ্বাস, আমি চাইলে উনি খুশী হয়েই এ ঝামেলা ঘাড়ে তুলে নেবেন।

নার্গিস বেগম উৎফুল্লকণ্ঠে বললেন, তাই কি? কেন আপনার এই বিশ্বাস চাচাজান?

তাঁর সাথে আমার একটা হৃদ্যতা সৃষ্টি হয়ে আছে। সুলতান মাহমুদ বাগেরা একজন মস্তবড় ঈমানদার ব্যক্তি। কৃতজ্ঞতার ঋণ তিনি ভুলে যাবেন না এত সহজেই। আমার বিশ্বাস আমার বিপদকে নিজের বিপদ বলেই মনে করবেন তিনি। আপনি অনুমতি দিলে আমি তাঁর সাথে কথা বলতে পারি।

পরিতৃপ্ত অন্তরে নার্গিস বেগম বললেন, আলহামদুলিল্লাহ-আলহামদু লিল্লাহ। তাহলে আর দেরী করবেন না চাচাজান। শিগ্গির তাঁর কাছে লোক পাঠিয়ে দিন।

না আম্মাজান, গুজরাট বাহমনীর কোন অনুগত রাষ্ট্র নয়। গুজরাটের সুলতানের সাথে আমার খানিকটা হৃদ্যতা আছে বটে। কিন্তু সেই সুবাদে লোক পাঠালেই তিনি ছুটে আসবেন এই বাহমনী রাজ্যের সাহায্যার্থে-এমন কোন বাধ্য বাধকতা তাঁর নেই।

তাহলে?



www.nagorikpathagar.org

হৃদ্যতা তাঁর আমার সাথে। আমি গিয়ে তাঁকে সমঝালে, অর্থাৎ, বাহমনীর পক্ষ হয়ে আমি খানিকটা ওকালতি করলে, তবেই তিনি বাহমনী রাজ্যের মিত্র হতে পারেন, অন্যথায় নয়।

দ্বিধাগ্রস্ত কণ্ঠে নার্গিস বেগম বললো, আপনি গিয়ে?

গাওয়ান সাহেব বললেন, হ্যাঁ আমি নিজে গিয়ে। লোক পাঠালে হবে না।

তা তো বুঝলাম কিন্তু আপনি গেলে উত্তর সীমান্তে মাহমুদ খলজীকে ঠেকাবে কে?

মাহমুদ মনসুরকে এনে সেখানকার নেতৃত্ব তার হাতে দিয়ে যাবো, এরকমই চিন্তাভাবনা করেছি। মাত্র কয়েকদিনের ব্যাপার। মাহমুদ মনসুর এ কয়দিন মালব বাহিনীকে ঠেকাতে পারবে নিশ্চয়ই।

সেকি! তাহলে উড়িষ্যার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নেতৃত্ব দেবেন কে?

ওখানে অবস্থিত সকল সেনাপতিই নেতৃত্ব দেবেন সে যুদ্ধে। তাঁরা সকলেই নেতৃত্বে থাকবেন না। নিজ নিজ বাহিনীর অর্থাৎ সেনাসৈন্যদের নেতৃত্ব দিয়ে সকলে একযোগে লড়াই করবেন উড়িষ্যা বাহিনীর বিরুদ্ধে। কিভাবে তা করতে হবে–সেটা তাঁদের শিখিয়ে দিয়ে যাবো আমি।

তাই কি? সাব্বাস-সাব্বাস! তাহলে আর কালক্ষয় না করে আপনি সেই ব্যবস্থা করুন আর গুজরাট যাত্রা করুন।

মাহমুদ গাওয়ান সাহেব বললেন, তাই করবো আম্মাজান। আপনার অনুমতিটাই দরকার ছিল আমার। আর আমার ভাবনা নেই। চলি আম্মাজান, আল্লাহ হাফেজ–

নার্গিস বেগম হাত তুলে বললেন, আল্লাহ হাফেজ।

আপোষের মাধ্যমে বিরোধ নিরসন আর সমঝোতা তথা সমঝানোর মাধ্যমে অপর শক্তিকে নিজের মিত্রে পরিণত করা-মাহমুদ গাওয়ান সাহেবের চিরন্তন নীতি। গুজরাটে এসে এই নীতি প্রয়োগ করে তিনি অনায়াসেই গুজরাটকে বাহমনী রাজ্যের এক ঘনিষ্ঠ ও দীর্ঘস্থায়ী মিত্রে পরিণত করলেন। ফলে, গুজরাটের সুলতান মাহমুদ বাগেরা সাহেব সংগে সংগে বাহিনী সাজিয়ে নিয়ে ছুটে এলেন বাহমনীর সাহাযার্থে।

আর যায় কোথায়? গুজরাট বাহিনী এসে পৌছলে ফাটা বাঁশের মধ্যে অর্থাৎ যাঁতাকলে পড়ে গেলেন মালব অধিপতি মাহমুদ খলজী ও তাঁর বাহিনী। সামনে মাহমুদ গাওয়ানদের দ্বারা পরিচালিত বাহমনীর লড়াকু সেনা সৈন্য পেছনে দুর্ধর্ষ গুজরাট বাহিনী। দুই দিকের প্রচণ্ড মার খেয়ে একদিনের মধ্যেই মালব বাহিনী ঝাঁঝরা হয়ে গেল। প্রায় অর্ধেকটা সেনাসৈন্যই তাঁর লাশ হয়ে পড়ে গেল



www.nagorikpathagar.org

ময়দানে। অবশেষে বাদবাকী সৈন্যসহ নিজের প্রাণটা বাঁচানোও দায় হয়ে উঠলো দেখে ছাউনি-তাঁবু ও অনেক অস্ত্রশস্ত্র ফেলে অবশিষ্ট সেনাসৈন্য সহ এই যাঁতাকল থেকে কোন মতে বেরিয়ে এলেন তিনি এবং প্রাণপণে ছুটতে লাগলেন নিজ রাজ্য মালবের উদ্দেশ্যে। কিন্তু পালিয়ে যেতে গিয়েও পুরোপুরি রেহাই তিনি পেলেন না। গুজরাটের পুরো বাহিনী। পিছু নিলো তাঁর আর তাঁকে ও তাঁর বাহিনীকে ধাওয়া করে নিয়ে বহুদূর পর্যন্ত এগিয়ে এলো তারা। এর ফলে মাহমুদ খলজীর বাদবাকী সেনাসৈন্যেরও বিপুল অংশ লাশ হয়ে পড়ে গেল পথেই। শেষ পর্যন্ত হাঁপাতে হাঁপাতে তিনি যখন মালব রাজ্যে পৌছলেন, তখন চেহারা তার ঝড়ের কাকের চেয়েও করুণ আর তাঁর বাহিনী ঝড়ে ভাঙা কলা গাছের মতোই বিধ্বস্ত।

মালব বাহিনী বিতাড়িত হলে বাহমনী বাহিনীর উদ্যম বেড়ে গেল দুগুণ। মালব বাহিনীর পরিত্যক্ত অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এবার দুই চাচা-ভাতিজা মার মার রবে সসৈন্যে ছুটে এলেন উত্তর-পূর্ব সীমান্তে। উড়িষ্যার বাহিনীকে তখন পর্যন্ত কোন মতে ঠেকা দিয়ে যাচ্ছিল এ এলাকায় অবস্থিত বাহমনীর সেনা সৈন্য। সসৈন্যে এসে দুই চাচা-ভাতিজা তাদের সাথে যোগ দেয়ায় এবার তারাও জ্বলে উঠলো আগুনের মতো। মালব বাহিনীর পরিণতি দেখে মানসিকভাবে অনেকটাই দুর্বল হয়ে পড়েছিল উড়িষ্যার সম্মিলিত বাহিনী। এবার বাহমনীর পূর্ণ বাহিনীর দুর্বার আক্রমণের সামনে ভগ্নোদ্যম উড়িষ্যার সেনা সৈন্য বেশীক্ষণ টিকে থাকতে পারলো না। ছত্রভঙ্গ হয়ে তারা যে দিকে পারলো পালাতে শুরু করলো। এ প্রক্রিয়ায় উড়িষ্যার কেন্দ্রীয় শক্তি রাজা কপিলেশ্বর বন্দি হলেন গাওয়ান সাহেবের হাতে। এতে করে হাহাকার পড়ে গেল পলায়নরত উড়িষ্যার সেনা সৈন্যদের মাঝে। প্রাণ নিয়ে এলোপাতাড়ি পালাতে গিয়ে প্রাণ দিলেন উড়িষ্যার সামন্ত রাজারা অনেকেই। তাদের সৈনাসৈন্যেরাও অধিকাংশ লাশ হয়ে পড়ে গেল পলায়নরত অবস্থায়। শেষ অবধি যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি পূরণে প্রভূত অর্থ প্রদান করে প্রাণভিক্ষা পেলেন রাজা কপিলেশ্বর। অন্য কথায়, উড়িষ্যার শত্রুরাও ফানা ফানা হয়ে গেল শেষ পর্যন্ত। বাহমনীর ত্রিসীমানা থেকে বিতাড়িত হলো তারা চিরতরে।

দেশ বিদেশী দুশমনমুক্ত হওয়ার পর নাবালক সুলতান নিজাম শাহর মাতা নার্গিস বেগম এবার বন্দী বেঈমানদের বিচারে বসলেন। বিচার শেষে তিনি বেঈমান উজিরে আযম খাজা জাহানকে ফাঁসীকাষ্ঠে ঝুলালেন তাঁর অন্যান্য বেঈমান সঙ্গী সাথী সহকারে।

এতে করে দেশ আপাতত মুক্ত হলো। আপদ মুক্ত হলো, শত্রুমুক্ত হলো এবং পূর্ণ শান্তি ও স্বস্তি ফিরে এলো সারাদেশে। আর এগুলো সব কিছুই যে একমাত্র মাহমুদ গাওয়ান সাহেবের বদৌলতেই সম্ভবপর হলো একথা স্মরণে দেশের



www.nagorikpathagar.org

সর্বসাধারণ গাওয়ান সাহেবের প্রতি শ্রদ্ধায় অবনত হয়ে গেল। শ্রদ্ধায় গদগদ হয়ে গেল শাহী পুরুষসহ শাহী মহলের ছোট বড় সকলেই। মাহমুদ গাওয়ান সাহেবের এতবড় অবদানের জন্যে তাকে পুরস্কৃত না করে স্থির থাকতে পারলেন না সুলতান মাতা নার্গিস বেগম সাহেবা। অর্থ সম্পদ তাঁকে কবুল করানো সম্ভব নয় বিধায়, দেশের উজিরে আযমের শূন্য আসন গ্রহণ করার জন্যে নার্গিস্ বেগম গাওয়ান সাহেবকে বিশেষভাবে সাধাসাধি করতে লাগলেন। গাওয়ান সাহেব প্রথম দিকে এ পদ গ্রহণে কিছুতেই সম্মত হলেন না। কিন্তু সুলতান জননী ও সর্বসাধারণের নিরতিশয় পীড়াপীড়ির কারণে অবশেষে আর অগত্যা এপদ গ্রহণ করলেন তিনি।

এতে করে গাওয়ান সাহেবের দায়িত্ব ও কর্তব্য আরো অনেকগুণে বেড়ে গেল। দেশের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পাশাপাশি দেশের উন্নয়ন মূলক কাজে তাঁকে আত্মনিয়োগ করতে হলো। আত্মনিয়োগ করতে হলো দেশে সুশাসন ও সুবিচার প্রতিষ্ঠায়। দেশে আর আপাতত: যুদ্ধ বিগ্রহ না থাকায়, দেশের অভ্যন্তরীন কাজে নিজেকে সঁপে দিলেন তিনি।

## ১১

যুদ্ধ বিগ্রহ শেষ হওয়ার পর থেকে মাহমুদ মনসুরের সাথে আর সরাসরি সাক্ষাৎ নেই শাহজাদী মেহেরুন নেছার। লড়াইয়ের ময়দান থেকে ফিরে আসার পর থেকেই তাকে ঘিরে রেখেছেন সুলতান মাতা, তথা শাহজাদীর ভাবী নার্গিস বেগম সাহেবা। মাহমুদ গাওয়ান সাহেবের সাথে মাহমুদ মনসুরের তারিফে মুখর আছেন নার্গিস বেগম। লড়াইয়ের ময়দান থেকে ফেরার পর সামান্য যে কয়বারই মাহমুদ মনসুর শাহী মহলে এসেছে সেই কয়বারই সখী সাথী সহকারে নার্গিস বেগম ছুটে এসে ঘিরে ধরেছেন তাকে আর তার আদর-আপ্যায়নে নিজে তিনি ব্যস্ত হয়ে থেকেছেন। শাহজাদী মেহেরুন নেছা পাত্তাই পায়নি সেখানে। জোর করে এসে মাহমুদ মনসুরের সমাদরে নিয়াজিত হবে–এমন কোন মওকাও নেই মেহেরুন নেছার। তাহলে তার ভাবী সাহেবার ঠাট্টা আর বিদ্রূপে জারেজার হতে হবে তাকে।

মাহমুদ মনসুরের সাথে তার তেমন কোন সম্পর্কই নেই–ভাবী সাহেবার সামনে বরাবর এমন ভাবই প্রদর্শন করে এসেছে শাহজাদী। মাহমুদ মনসুরের কোন



www.nagorikpathagar.org

ব্যাপারে তার কোন আগ্রহই নেই– এমনই ভাব দেখিয়ে গেছে এযাবত। আজ আর মাহমুদ মনসুরের কাছে সে ছুটে আসে কোন মুখে। ফলে মাহমুদ মনসুর শাহী মহলে এলেও তার সামনা সামনি যেতে পারেনি শাহজাদী। দুর্বার আবেগ আর আগ্রহ বুকে চেপে রেখে দূর থেকে মাহমুদ মনসুরকে শুধু দেখেই গেছে সে। মনের আবেগ প্রকাশ করার জন্যে একটা কথাও বলতে পারেনি।

এসবও এখন পুরানো হয়ে গেছে। লড়াই শেষ হওয়ার অব্যবহিত পরে সেই যে কয়েকবার শাহী মহলে এসেছিল মাহমুদ মনসুর, তারপরে আর একবারও আসেনি। ইতিমধ্যে অনেকদিন বিগত হয়ে গেছে, কিন্তু মাহমুদ মনসুরের আর কোন খবর নেই। আর সে শাহী প্রাসাদেই আসেনি। তাকে নিয়ে এক্ষণে আর তেমন কোন আলোচনাও নেই। হঠাৎ কেমন যেন সে সবার কাছে উহ্য হয়ে গেছে।

এমনটি মেনে নেয়া সম্ভব নয় শাহজাদীর পক্ষে। স্বাভাবিক অবস্থাতেই মাহমুদ মনসুরের কয়েক দিনের অদর্শনে কাতর থাকে শাহজাদী। এখন তো তার তারিফে আর গৌরব-গাথায় চারদিক মুখরিত। এ অবস্থায় মাহমুদ মনসুরকে কাছে না পাওয়ায় আর অন্তরের পুঞ্জিভূত আবেগ ও উচ্ছ্বাস মাহমুদ মনসুরের সামনে প্রকাশ করতে না পারায়, শাহজাদীর দম প্রায় বন্ধ হয়ে এসেছে। এর উপর আবার মাহমুদ মনসুরের ইদানিং কোনই সাড়া শব্দ না থাকায়, শাহজাদী আর চুপ থাকতে পারলো না। সে কলিমুদ্দীনকে ফের গাওয়ান সাহেবের মকানে পাঠিয়ে দিলো– এবার মুর্দা খাঁকে নয়, খোদ মাহমুদ মনসুরকে ধরে আনার জন্যে।

কলিমুদ্দীনকে পাঠিয়ে দিয়ে শাহজাদী অধীর আগ্রহে পথ চেয়ে রইলো। কিন্তু ঐ পথ চেয়ে থাকাটাই সার হলো তার, কিন্তু মাহমুদ মনসুর এলোনা। কিছুক্ষণ পরে কলিমুদ্দীন একা একাই ফিরে এলে, শাহজাদী তাকে বিস্মিতকণ্ঠে প্রশ্ন করলো, কি ব্যাপার? তুমি একা একাই ফিরে এলে যে? মাহমুদ মনসুর সাহেব এলেন না?

কলিমুদ্দীন বিষণ্ন কণ্ঠে বললো, না।

শাহজাদীর বিস্ময় বেড়ে গেল। সে ফের প্রশ্ন করলো, না মানে? উনি আসতে চাইলেন না?

তাও জানিনে।

জানিনে কেমন? আমার কথা তাকে বলেছিলে? আমি যে ডেকে পাঠিয়েছি তাঁকে, সে কথা কি তাঁকে বলেছিলে?

কলিমুদ্দীন একই রকম বিমর্ষকণ্ঠে বললো, জি না।



www.nagorikpathagar.org

রুষ্ট হলো শাহজাদী। রুষ্টকণ্ঠে বললো, খবরদার! সেরেফ মা-না করবে না! আমার কথাটা কেন বলোনি তাঁকে? আমি যে তাঁকে ডেকে পাঠিয়েছি- একথাটাও বলার খেয়াল ছিল না তোমার?

খেয়াল তো ছিল ঠিকই হুজুরাইন, কিন্তু বলবো কাকে?

কেন ঐ মাহমুদ মনসুর সাহেবকে।

তাঁর দেখা পেলে তো বলবো! তার কাছে তো যেতেই আমি পারলাম না।

যেতে পারলে না কি রকম? তিনি কি বাসায় নেই?

আছেন। তিনি তাঁর খাস কামরায় আছেন। কিন্তু সেখানে তো যেতেই আমাকে দিলোনা।

দিলোনা। কে দিলোনা?

ঐ মুর্দা খাঁ, না মোমিন খাঁ, কি যেন নাম? ঐ ব্যাটাই যেতে দিলোনা আমাকে। লাঠি হাতে কুকুর তাড়া করে দূর দূর করে আমাকে বের করে দিলো বাসা থেকে।

তাড়িয়ে দিলো! কেন-কেন?

সেটা আর কি বলবো! ঐ সাহেব নাকি অসুস্থ। আট দশ দিন হলো ঘরের বাইরে আসেননি। তাই-বাইরের লোক দুইবেলা দেখা করতে এসে তাঁকে জ্বালাতন করছে বলে, বাইরের লোকদের তার কাছে যাওয়াটা একদম বন্ধ করে দিয়েছে। কাউকেই তাঁর কাছে যেতে দিচ্ছেনা ঐ মুর্দা খাঁ।

শাহজাদী চঞ্চল হয়ে উঠলো। বললো, সেকি!

তাইতো মুর্দা খাঁ বললো। সত্যি না মিথ্যা, তা আমি বলতে পারবো না হুজুরাইন।

তাজ্জব! আমি যে তোমাকে তাঁর কাছে পাঠিয়েছি-একথা মুর্দা খাঁকে বলোনি?

বলেছিলাম তো জরুর। ঐ কথা বলার জন্যেই তো মুর্দা খাঁ একদম তেড়ে মারতে এলো আমাকে।

মারতে এলো?

জি। বললো, খবরদার! কোন জেনানার কথা খবরদার বলবেনা। কোন জেনানার নাম শুনলেই আগুনের মতো জ্বলে উঠছেন আমার মুনিব।

তারপর?

আমি বললাম, অন্য কোন মেয়ে নয়, শাহজাদী আমাকে তাঁর কাছে পাঠিয়েছেন। খোদ সুলতান বংশের মেয়ে। একথায় মুর্দা খাঁ আরো তেরিয়া হয়ে বললো, তবেরে। সুলতান বংশের মেয়ে বলে কি সে জেনানা নয়? সে কি একজন মর্দানা? ভাগো-ভাগো, জেনানা মর্দানা যে-ই হোক, কারো কথাই বলা যাবেনা আমার মুনিবের কাছে। কারো সাথেই দেখা করবে না মুনিব আমার। তুমি দুর হও।



www.nagorikpathagar.org

বলো কি! এই ঘটনা?

কোন তুচ্ছ ঘটনা নয় হুজুরাইন! নেশা করে আছে, না কি করে আছে ঐ মুর্দা খাঁ-তা জানিনে। আর দুই এক কথা বললে সে মেরেই বসতো আমাকে। লাঠি হাতে যেভাবে তেড়ে এলো সে, তা আর কি বলবো? দৌড়ে পালিয়ে না এলে, লাঠিটা তার আমার মাথাতেই এসে পড়তো!

শাহজাদীর কাছে ব্যাপারটা বড়ই দুর্বোধ্য হয়ে উঠলো। একদিকে মনের আবেগ চেপে রাখা দুঃসাধ্য হওয়ায় আর অন্যদিকে মাহমুদ মনসুর অসুস্থ-এ খবর পাওয়ায়, শাহজাদীর পক্ষে ধৈর্য ধরা সম্ভবপর হলো না। এবার সে নিজেই গাওয়ান সাহেবের বাসায় যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো। সেই উদ্দেশ্যে যথাযথ আব্রু করে এবং ফের কলিমুদ্দীনকে ডেকে নিয়ে রওনা হলো শাহজাদী।

শাহজাদী এসে গাওয়ান সাহেবের বাসায় পৌছলে, তার দিকে দ্রুতপদে এগিয়ে এলো মুর্দা, ওরফে মোমিন খাঁ। সে শাহজাদীকে উদ্দেশ্য করে বললো, সেলাম হাজুরাইন, সেলাম। কি তাজ্জব কাবাত্। আপ হিঁয়াপর আসি গৈল্-ইয়ে তো এক আজব বাত্ আছেরে বা!

শাহজাদী স্মিতহাস্যে বললো, তাই নাকি? তা তোমার মুনিব মাহমুদ মনসুর সাহেব নাকি অসুস্থ?

মোমিন খাঁ ভারী গলায় বললো, হঁ হাজুরাইন। হামার মুনিব থোড়া থোড়া বিমার আছে বটে।

থোড়া থোড়া বিমার? বেশী বিমার নয়?

লাই হাজুরাইন। আগারী বেছী বিমার থা। আখুন বেছী বিমার লাই আছে।

শাহজাদী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললো—আলহামদুলিল্লাহ। আচ্ছা যাই দেখি উনি কেমন আছেন।

শাহজাদী অগ্রসর হলো। চমকে উঠলো মোমিন খাঁ। সে ছুটে এসে শাহজাদীর পথ আগলে দাঁড়ালো এবং বললো, লাই হাজুরাইন, হুকুম লাই আছে।

থমকে দাঁড়িয়ে গিয়ে শাহজাদী বললো, হুকুম লাই আছে! সেকি!

কোয়ী জেনানা হামার হাজুরকা পাস্ যাইতে পারবেক লাই, হাজুরাইন।

কেন, পারবেনা কেন?

হামার হাজুরকা বারণ আছে বটে। হামার হাজুর কাহা, কোয়ী জেনানা আদমীকো হামারা পাছ্ ভেজিয়া দিবেক লাই, কভ্ভি দেবেক লাই।

শাহজাদী ঈষৎ রুষ্টকণ্ঠে বললো, থামো! জেনানা আদমী যাবে না বেশ। কিন্তু আমি শাহজাদী মেহেরুন নেছা। খোদ শাহজাদী। আমাকে চিনতে পারছো না নাকি?



www.nagorikpathagar.org

পারছি তো জরুর হাজুরাইন। লেকেন, ছাহজাদী তো ভি একঠো-জেনানা আদমী আছে। কুয়ী মর্দানা আদমী লাই আছে বটে।

মোমিন খাঁ।

হামারে মাফ করি দিন হাজুরাইন। আপ্ জেনানা আদমী। ইস্ লিয়ে আপকো হামি হামার হাজুরকো পাছ্ যাইতে দেবেক লাই। হামার হাজুরকা হুকুম।

সত্যি সত্যিই শাহজাদীর এবার বিস্ময়ের অবধি রইলোনা। কিছুক্ষণ-নীরবে চেয়ে থাকার পরে সে বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করলো, একি তাজ্জব কথা আমাকে শুনাচ্ছো তুমি মোমিন খাঁ? কেন তোমার হুজুর এমন হুকুম দিলেন?

মোমিন খাঁ বললো, উও ছব্ লড়কীকো নিয়ে। ঝাঁক ঝাঁক লড়কী হাজুরাইন, ঝাঁক ঝাঁক লড়কীকো লিয়ে।

শাহজাদী ফের বিস্মিতকণ্ঠে বললো, ঝাঁক ঝাঁক লড়কী! কোন্ লড়কী?

এহি মুলুক্কা তামাম ডপ্‌কি ডপ্‌কি লড়কী। ছাহেব-ছবাকা ডপ্‌কি ডপ্‌কি লড়কীরে বা! তামাম ছাহেব-ছুবাকা লড়কী। ইয়া বড়া-বড়া হঁ।

সেকি! তারা এখানে এসেছিল?

আছি গৈল্-আছি গৈল্, লাফাই লাফাই আসি গৈল্। হামার মুনিব মাহমুদ মনছুর হাজুর থোড়া থোড়া বিমারী থা। লেকেন ওহি ঝাঁক ঝাঁক লড়কী আছি উহারে জব্বোর বিমারী বানাই দিলেক বটে।

বলো কি! তা ঐ সব মেয়ে কেন এখানে এসেছিল?

মুর্দা খাঁ ক্ষোভের সাথে বললো, বুল্‌বেক লাই-বুল্‌বেক লাই। ওহি ছব লড়কীকো মতলব বহুত খারাপ থা। উও ছব লড়কী হামার মনিবকো ছাদী করনেকে লিয়ে আয়া থা।

শাদী করার জন্যে?

ছাদী! ঝট্‌পট্ ছাদী করনেকে লিয়ে ওহি ছালী লড়কী ছব্ হুটপাট্ লাগাই দিলেক বটে। জব্বোর খাহেশ।

কি তাজ্জব! তা তোমার মুনিবকে শাদী করার জন্যে হঠাৎ ওদের এত খাহেশ পয়দা হলো কি কারণে?

তারিফ ছুনি। বাহাদুরীকা তারিফ। হামার হাজুর আওর উন্‌কা চাচা গাওয়ান হাজুর বহুত বড়া বাহাদুর আদমী হ্যায় না? উহারা তামাম দুশমন লোগ্‌কো ভাগাই দিলেক বিলকুল। ইস্ লিয়ে সবাই উহাদের দুরমার তারিফ লাগাই দিছে। ওহি তারিফ ছুনি তামাম লড়কী আওয়ারা বনি গৈইছে বটে।

তাই নাকি?



www.nagorikpathagar.org

হঁ হাজুরাইন। গাওয়ান হাজুর বুঢ়া আদমী। উহারে ছাদী করবেক লাই। লেকেন হামার হাজুর একদম কটি আদমী আছে, তরতাজা নওজোয়ান। উহার খুবছুরাত্ ভি বহুৎ উমদা আছে! ব্যস্ আওর কিয়া চাই, কহো? উও তামাম লড়কী হামার মুনিবকো ছাদী কর্নেকে লিয়ে দিউয়ানা বনি গৈল্ বিলকুল।

আচ্ছা!

হাজুর হামার একঠো। লেকেন উধার হাজার হাজার ডপ্কি ডপ্কি লড়কী। এক হুজুর হাজার লড়কীরে একছাথ ছাদী করেগা কৈঁইছে, বাতাইয়ে?

ব্যাপারটা সমঝে গিয়ে শাহজাদী বললো, হ্যাঁ-হ্যাঁ, এবার সব বুঝেছি। এখন যাও, আমাকে যদি তোমার হুজুরের ঘরে যেতে না দাও তো যাও-আমি এসেছি, এখবরটা গিয়ে তোমার হুজুরকে দিয়ে এসো–

এ কথায় মোমিন খাঁ ফের কাঁচুমাচু করে বললো, হাজুরাইন!

আমি এসে ফিরে গেলে তোমার মুনিব কিন্তু তোমাকে আস্তো রাখবেন না-এ কথা খেয়াল রেখো।

হুঁশে এলো মোমিন খাঁ। সে চমকে উঠে বললো, হঁ হাজুরাইন হঁ-হঁ! ইয়ে বাত্তো ঠিক! তব্ ঠিক হ্যায়। হামি আভ্ভি এহি খবর হামার হাজুর কো জানাই দিবেক বটে......

বলেই মাহমুদ মনসুরের কক্ষের দিকে দৌড় দিলো মোমিন খাঁ এবং একটু পরেই সে আবার পড়িমরি ফিরে এসে কাঁপতে কাঁপতে বললো, হামার কসুর হো গৈল্, হাপনারে আটকাই দি' হামার গুনাহ্ হো গৈল্। হামারে মাফ করিয়া দিন হাজুরাইন। আপ যাইয়ে-জলদি জলদি হামার হাজুরকা কামরামে যাইয়ে।

শাহজাদী মুচকি হেসে বললো, যাবো?

একই রকম ব্যস্তকণ্ঠে মোমিন খাঁ বললো, যাইয়ে-যাইয়ে। আওর দেরী হইবেক তো হামার হাজুর হামারে কতল করি দিবেক বিলকুল।

মাহমুদ মনসুর শুয়েছিল। শাহজাদী এসে ঘরে ঢুকতেই সে ধড়মড় করে উঠে বসতে গেল। শাহজাদী বাধা দিয়ে বললো, থাক-থাক, উঠবেন না-কাহিল শরীর নিয়ে উঠবেন না। আপনি শুয়ে থেকেই কথা বলুন।

ফের শুয়ে পড়ে মাহমুদ মনসুর বললো, জি-জি, এখনও অনেকখানি দুর্বল আছি বটে। গায়ে শক্তি নেই। দশ বারো দিন হলো হঠাৎই জ্বর এলো গায়ে। সেটা আর পুরোপুরি নামছে না। আরে দাঁড়িয়ে রইলেন কেন বসুন, ঐ যে ওখানে কুর্সিটা....

মাহমুদ মনসুরের বিছানার একপাশে বসতে বসতে শাহজাদী বললো, চিকিৎসার ব্যবস্থা কিছু করেননি এ জ্বরের?



www.nagorikpathagar.org

করেছি তো বটেই। হেকিম সাহেব লেগেই আছেন পেছনে। তিনি বলেছেন, অসুখটা পুরোপুরি সারতে আরো কয়েকটা দিন লাগবে।

ও আচ্ছা। তা হঠাৎ এ ব্যবস্থা কেন? কোন জেনানাকে যে ঢুকতে দিচ্ছেন না ঘরে?

মাহমুদ মনসুর ঈষৎ হেসে বললো, ও এই কথা! সে আর বলবেন না। হঠাৎ করেই একটা উট্‌কো ঝামেলায় পড়ে গেছি আমি। লড়াইয়ে চাচাজানের সাথে আমারও কিছুটা সুখ্যাতি ছড়িয়ে গেছে চারদিকে। বাহাদুরীর সুখ্যাতি। ঐ সুখ্যাতি শুনে এই রাজধানীর বেশ কিছু খানদানী ঘরের মেয়েরা আকস্মিক ভাবে ছুটে এসে আমার সাথে প্রেম পাতানোর কসরত শুরু করেছিল। একজন দুইজন নয়, প্রায় ডজন দেড়েক জোয়ান জোয়ান মেয়ে। ওরা প্রায় একসাথে এসে আমার সাথে প্রেম জমানোর জন্যে মরিয়া হয়ে উঠেছিল। এতটা চাপ শরীরে আর কি করে সয়, বলুন? প্রেমের এই তুফান তরিয়ে উঠি কি করে?

হাসতে লাগলো মাহমুদ মনসুর। সেই হাসিতে যোগ দিয়ে শাহজাদী প্রশ্ন করলো, তা তাদের মধ্যে কোন সুন্দরী মেয়ে ছিল না?

জি-জি, ছিল তো বটেই। তাদের মধ্যে তিন চারটে মেয়ে সত্যি সত্যিই খুব সুন্দরী ছিল। আর এতে করে তাদের জুলুমটাই ছিল অত্যধিক। তাদের ধারণা রূপ দেখেই তাদের প্রেমে মগ্ন হয়ে যাবো আমি আর নেচে উঠে তাদের শাদী করতে চাইবো।

আরেক দফা হেসে নিয়ে শাহজাদী বললো, বেশ তো, তাদের একজনকে শাদী করে নিলেই তো পারতেন। তাতে করে ঐ উট্‌কো ঝামেলাটা আর থাকতো না।

এ কথার জবাবে মাহমুদ মনসুর অনেকটা বিষণ্নকণ্ঠে বললো, কি যে বলেন! আমি শাদী করবো ওদের? এম্‌নিতেই এ জীবনে কাউকে শাদী করবো না বলে স্থির সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমি, তার উপর ফের ঐ উট্‌কো মেয়েদের শাদী করতে যাবো? খেয়ে দেয়ে আমার বুঝি আর কাম কিছু নেই?

সুযোগ পেয়ে শাহজাদী জোর দিয়ে বললো, সে কি! একি উল্‌টো কথা বলছেন আপনি? কোন্ এক মেয়েকে নাকি শাদী করার দুর্বার একটা খাহেশ আছে দিলে আপনার?

মনে মনে চমকে উঠলো মাহমুদ মনসুর। সচকিতকণ্ঠে সে প্রশ্ন করলো, কি রকম? আপনাকে কে বললো সে কথা?

আপনার বাবুর্চি মুর্দা ওরফে মোমিন খাঁ।

সে বলেছে? কখন?



www.nagorikpathagar.org

আপনি যখন লড়াইয়ে ছিলেন, তখন। তখন সে বলেছে, লড়াইয়ে যদি আপনি মারা যান তাহলে মস্তবড় একটা দুঃখ বুকে নিয়েই মারা যাবেন আপনি। কোন্ যেন একটা মেয়েকে শাদী করার নাকি এত বেশী আগ্রহ আছে দিলে আপনার যে, সে আগ্রহ মানে সে সাধ, পূরণ হওয়ার আগেই আপনার মৃত্যু ঘটলে, মরার পরও আপনার আত্মা নাকি হাহাকার করে ফিরবে!

শাহজাদীর মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলো মাহমুদ মনসুর। এরপরে টেনে টেনে বললো, এই কথাই বলেছে মোমিন খাঁ?

জি এই কথাই।

হঠাৎ মোমিন খাঁ একথা বলতে গেল-মানে গায়ে পড়ে-ব্যাপারটা তো বুঝলাম না?

গায়ে পড়ে বলবে কেন? আমি তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম বলেই বলেছে। আপনি এতদিন শাদী করেননি কেন, এ প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়েই কথায় কথায় ঐ কথাটা বলে ফেলেছে সে।

কথায় কথায় বলে ফেলেছে?

কথায় কথায় বললেও একথাটা সে অত্যন্ত প্রত্যয়ের সাথে, অর্থাৎ আত্মবিশ্বাস নিয়েই বলেছে। আপনি এবার বলুন-কথাটা কি ঠিক?

কোন জবাব না দিয়ে মাহমুদ মনসুর চুপ করে রইলো।

শাহজাদী চাপ দিয়ে বললো, কি হলো, কথাটা কি ঠিক? চুপ করে রইলেন কেন?

খানিকটা ইতস্তত করে মাহমুদ মনসুর অস্ফুটকণ্ঠে বললো, জি, ঠিক।

উৎফুল্ল হয়ে উঠে শাহজাদী বললো, ঠিক? আল্‌হামদুলিল্লাহ! তাহলে বলুন দেখি কে সে মেয়ে?

জি?

ঐ ভাগ্যবতী মহিলাটি কে?

আবার নীরব হলো মাহমুদ মনসুর। আবার তার উপর চাপ সৃষ্টি করলো শাহজাদী তাকিদ দিয়ে বললো, কি ব্যাপার, কথা বলছেন না যে? কে সে মেয়ে, বলুন? আমাকে সে কথা বলতে এত ইতস্তত করছেন কেন? বললে কি আপনাকে খেয়ে ফেলবো আমি?

জি?

শাহজাদী এবার ধমকের সুরে বললো, কে সে মেয়ে? অগত্যা বালিশে মুখ গুঁজে মাহমুদ মনসুর নিম্নকণ্ঠে বললো, আপনি!

মনপ্রাণ ভরে গেল শাহজাদীর। সে ভাব গোপন করে সে ফের প্রশ্ন করলো, কি বললেন?



www.nagorikpathagar.org

মাহমুদ মনসুর এবার মুখ তুলে স্পষ্ট কণ্ঠে বললো, সে মেয়ে আপনি।

ওমা, সেকি! আমি?

কসুর আমার হয়েছে ঠিকই। তবু একমাত্র আপনাকেই মনে মনে আর গভীরভাবে ভালবেসে ফেলেছি আমি।

শাহজাদীও সরব হলো এবার। আবেগের সাথে বললো, ওম্মা! এই ঘটনা?

জি, সত্যটা গোপন না করলে, এইটেই ঘটনা।

সোবহান আল্লাহ! তাইতো লোকে বলে-খড় আগুন পাশাপাশি রাখাটা বিপজ্জনক। তাতে যে কোন সময় অগ্নিকাণ্ড ঘটতে পারে।

হেসে কুটি কুটি হতে লাগলো শাহজাদী। মাহমুদ মনসুর প্রশ্ন করলো, অর্থাৎ?

বুঝলেন না? দীর্ঘদিন আপনি পাশে ছিলেন আমার। আপনি এক উদীয়মান যুবক আর আমি এক বিকশিত যুবতী। বলতে পারেন জ্বলন্ত আগুন। ব্যস্! এ দুজন পাশাপাশি থাকার ফলেই এই ঘটনা ঘটে গেছে। মানে আগুন ধরেছে খড়ে।

মাহমুদ মনসুর উদাসকণ্ঠে বললো, তাতে আগুনের আর কি এসে যায়, বলুন? নির্বোধ খড় আগুনের পাশে থাকতে গিয়েই তো পুড়ে ছারখার হতে হচ্ছে তাকে।

আড়চোখে চেয়ে শাহজাদী বললো, আর আগুনের বুঝি তাতে কোন ক্ষয়ক্ষতি নেই? খড়টা পুড়ে যদি ছাই হয়েই যায়, তাহলে আগুন আর বাঁচবে কি করে? খড়টা পুড়ে ছাই হওয়া মাত্রই তো নিভে যাবে আগুন। তারও কোন অস্তিত্বই আর থাকবে না।

শাহজাদী।

আগুন যখন জ্বলেছে, এ আগুন জ্বলতেই থাকবে চিরকাল। খড়টাকে পুড়ে কখনোই ছাই হতে দেবেনা এ আগুন। কারণ, ঐ খড়টাই যে আগুনের অবলম্বন। অবলম্বন ছাড়া কি আগুন কখনো বাঁচে।

অর্থাৎ?

আমিও যে ঐ একইভাবে আপনাকে ভালবেসে ফেলেছি সওদাগর। নিজের অজান্তে দিনে দিনে আপনাকেই আমি আমার একমাত্র অবলম্বন বানিয়ে নিয়েছি। চূড়ান্ত অবলম্বন। আপনাকে ছাড়া যে এখন আমার জিন্দেগীটাও একদম মিথ্যা হয়ে যাবে।

এই সময় বাইরে গাওয়ান সাহেবের গলা শুনা গেল। মোমিন খাঁ ছুটে এসে মাহমুদ মনসুরকে বললো, হাপনার চাচাজান আছি গৈল্ হাজুর। ওহি হাজুর হাপনার খবর জানতি চাইছেন বটে।

একসাথে চম্‌কে উঠে মাহমুদ মনসুর ও শাহজাদী-দুজনই। মাহমুদ মনসুর সন্ত্রস্তকণ্ঠে শাহজাদীকে বললো, আপনি এখন যান, দয়া করে এক্ষুনি আপনি



www.nagorikpathagar.org

আপনাদের মহলে চলে যান। হায়-হায়-হায়! চাচাজান আপনাকে সরাসরি আমার ঘরে দেখলে, মহা কেলেংকারী হয়ে যাবে। যান, পরে আমি গিয়ে দেখা করবো আপনার সাথে।

দিশেহারা শাহজাদী ইতস্তত করতে লাগলো। মাহমুদ মনসুর পুনরায় বললো, চাচাজান আমাদের এ অবস্থায় দেখলে, না আপনি-না আমি; কেউই তাঁর কাছে মুখ দেখাতে পারবোনা। যান শিগ্গির-

শাহজাদীও এই কথাই ভাবছিল। তাই আর দ্বিরুক্তি না করে সে বেরিয়ে এলো মাহমুদ মনসুরের ঘর থেকে এবং কলিমুদ্দীনকে ডেকে নিয়ে শাহী মহলের পথ ধরলো দ্রুত পদে।

ডাঙ্গায় বাঘ জলে কুমির। বাঘের নজর অর্থাৎ গাওয়ান সাহেবের নজর এড়িয়ে এসে শাহজাদী তার ভাবী সাহেবার মুখে পড়ে গেল। ফিরে আসার কিঞ্চিৎ পরেই তার ভাবী সাহেবা নার্গিস্ বেগম সামনে এসে শাহজাদীকে ধমকানোর ভঙ্গিতে বললো, ছি:-ছি:-ছি:! লাজ লজ্জার মাথা খেয়ে একদম মাহমুদ মনসুর সাহেবের বাসায় গেলে তুমি? গিয়ে সরাসরি ঘরে ঢুকলে তার?

লজ্জায় চুপ্‌সে গিয়ে শাহজাদী বললো, না-মানে-

নার্গিস বেগম কপটরোষে বললেন, না মানে কি? যাওনি তুমি সেখানে? যাওনি তাঁর ঘরে? কিছুই আমি জানিনে ভেবেছো? কলিমুদ্দীনের মুখ থেকে কি সব কথা বের করে নেইনি আমি?

ভাবী!

প্রেমের এতটাই আকর্ষণ! মহল থেকে বেরিয়ে শাহী মহলের মেয়ে বাইরের কারো বাড়িতে গিয়ে ঘরে ঢুকে- বাইরের লোকের-এমন কথা জনমেও শুনিনি! এতবড়ই জোরদার প্রেম তোমাদের?

শাহজাদী মাথা নীচু করে রইলো। নার্গিস বেগম এবার হেসে উঠে বললো, শরম পাবার কি আছেরে পোড়ামুখী! মাহমুদ মনসুর সাহেবের লড়াইয়ে থাকার কালে তার বিপদের কথা চিন্তা করে সবার সামনে যেদিন ডুক্‌রে উঠেছিলে তুমি, সেই দিনই আমি ধরে ফেলেছি-কতটা গভীর মুহব্বতে হাবুডুবু খাচ্ছো তোমরা দুইজন।

ভাবীর হাসি দেখে দম সরলো শাহজাদীর। মাটির দিকে চেয়ে সে স্মিতকণ্ঠে আওয়াজ দিলো, ভাবী!

নার্গিস বেগম বললো, কোন চিন্তা করতে হবেনা আর। এক্ষুনি আমি গাওয়ান সাহেবের সাথে যোগাযোগ করে তোমাদের শাদীটা যত শিগ্গির সম্ভব সম্পন্ন করে দেবো। এভাবে আর লুকোচুরি খেলতে দেবো না তোমাকে।



www.nagorikpathagar.org

তাই করলেন নার্গিস বেগম সাহেবা। শিগ্গিরই কথাটা তিনি গাওয়ান সাহেবের কাছে উত্থাপন করলেন। প্রস্তাব শুনে গাওয়ান সাহেবও সানন্দে রাজী হলেন এদের এই শাদীতে। সাব্যস্ত হলো, আগামী-সপ্তাহেই সম্পন্ন করা হবে এ শাদী। সেই মোতাবেক শুরু হলো আনযাম ও আয়োজন।

কিন্তু নসীব যাদের বিড়ম্বিত তাদের নসীবে সরাসরি এতটা সুখ আসে কি করে? এলো না। শাদীর আনযাম আয়োজন শুরু হওয়ার পরে কয়েকটা দিন না যেতেই অকস্মাৎ ঘটে গেল বিনামেঘে বজ্রপাতের ঘটনা। মাত্র তিন দিনের জ্বরেই হঠাৎ করে ইন্তেকাল ফরমালেন বাহমনী রাজ্যের নাবালক সুলতান নিজাম শাহ। হাহাকার পড়ে গেল শাহী মহলে ও সারাদেশে। পুত্র শোকে অজ্ঞান হয়ে শয্যা নিলেন নিজাম শাহের আম্মা নার্গিস বেগম। তৈরি হওয়া শাদী তাদের বন্ধ হয়ে গেল। শাহজাদী ও মাহমুদ মনসুরের ঘর বাঁধার স্বপ্ন হঠাৎ করেই তলিয়ে গেল গভীর তিমিরে।

# ১২

নাবালক সুলতান নিজাম শাহর ইন্তেকালের পরে বাহমনী রাজ্যের মসনদে এলেন তাঁরই এক জ্ঞাতিভাই মুহাম্মাদ শাহ। তৃতীয় মুহাম্মাদ শাহ। তিনি অতি কম বয়সের মানুষ। একেবারেই এক তরুণ। স্বভাবে এই তৃতীয় মুহাম্মাদ শাহ ছিলেন আমোদ প্রবণ, বিলাসী, ব্যভিচারী, হুজুগে লোক। অতি অল্পতেই রক্ত উঠে যায় তাঁর মাথায়। এর সাথে বিচার বিবেচনা করে না দেখেই পরের কথা বিশ্বাস করা ছিল তাঁর আর একটা বদগুণ। এই সব কিছুই ছিল বাহমনী রাজ্যের ভবিষ্যতের ব্যাপারে এক অশনিসংকেত। এই সব বদগুণ বাদ দিলে, তৃতীয় মুহাম্মাদ শাহ ছিলেন একজন স্বল্পবুদ্ধির সরল মানুষ। মাহমুদ গাওয়ান সাহেবের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ছিল অগাধ এবং মাহমুদ গাওয়ান সাহেবের হাতে রাজ্যের দায় দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে আমোদ-প্রমোদে দিন কাটাতেই অধিক আগ্রহী ছিলেন তিনি।

এদিকে দেশের উজিরে আযমের পদ গ্রহণ করায় ঈমানদার গাওয়ান সাহেবের ঈমানী চেতনা আরো জোরদার হয়ে উঠে। তার এই পদের যথাযথ মর্যাদা রাখতে গিয়ে তিনি প্রয়োজনের অতিরিক্ত খায় খাটুনিতে নিজেকে নিয়োজিত করেন। নাবালক সুলতান নিজাম শাহর মৃত্যুর জন্যে দেশের উন্নয়ন ও গঠন মূলক কাজ তাঁর কিছুটা স্থবির ও শ্লথ হয়ে এলেও, শাহী প্রাসাদে ও সারাদেশে নিজাম শাহর



www.nagorikpathagar.org

মৃত্যুঘটিত কারণে সৃষ্ট শোকাচ্ছন্ন পরিবেশ ক্রমেই প্রশমিত হয়ে এলে এবং তৃতীয় মুহাম্মাদ শাহর মসনদ গ্রহণ সুসম্পন্ন হলে, গাওয়ান সাহেব আবার কর্মতৎপর হয়ে উঠেন।

তাঁর নিরলস চেষ্টায় অচিরেই দেশে সুশাসন ও সুবিচার প্রতিষ্ঠিত হয়। নির্মিত হয় রাস্তা-ঘাট, অফিস-আদালত ও ইমারত-উদ্যান। গাওয়ান সাহেব একজন খাঁটি মুসলমান ছিলেন। ইসলামের প্রচারে ও প্রসারে তার প্রচেষ্টা ছিল চিরস্মরণীয়। দেশের সর্বত্র তিনি অসংখ্য মাদ্রাসা ও মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন, ঈদগাহ নির্মাণ করেন, ইসলামী জালসা জমায়েত জোরদার করেন। শিক্ষার প্রসারে তিনি স্থাপন করেন অনেক বিদ্যাপীঠ। একটি মহাবিদ্যালয় ও একটি বিশাল আকারের গ্রন্থাগারও প্রতিষ্ঠা করেন তিনি।

বৈদেশিক নীতিরও বিপুল উন্নতি ঘটে গাওয়ান সাহেবের প্রচেষ্টায়। 'বিরোধ দূরীকরণ ও সমঝোতা নীতি' অনুসরণ করে তিনি বাইরের অনেক দেশকে বাহমনী রাজ্যের অন্তরঙ্গ মিত্রে পরিণত করেন। বাহমনী রাজ্যের সকল দুশমনদের পরাভূত করে তিনি রাজ্যের সীমানা এতটাই বৃদ্ধি করেন যে, বাহমনী রাজ্যের এতটা বিস্তার বিগত কোন সুলতানের আমলেই আর ঘটেনি। তৃতীয় মুহাম্মাদ শাহর আমলে আর গাওয়ান সাহেবের চেষ্টায় বাহমনী রাজ্যের সীমানা পূর্বে বঙ্গোপসাগর ও পশ্চিমে আরব সাগরের তীর পর্যন্ত প্রসারিত হয়। তৃতীয় মুহাম্মাদ শাহর আমলে বাহমনী রাজ্য উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করে আর এর সমুদয় কৃতিত্বই ছিল মাহমুদ গাওয়ান সাহেবের, তৃতীয় মুহাম্মাদ শাহর তেমন কিছুই না। গাওয়ান সাহেবের বদৌলতেই দেশের এই অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত হয়।

এই সমস্ত কাজের পাশাপাশি তিনি দেশের সমস্ত জমি জরিপ করেন, প্রজাদের কর প্রদান সহজ করেন জমিদার ও জায়গীরদারদের দৌরাত্ম্য খাটো করেন এবং রাজ্যের ন্যায্য প্রাপ্য নিশ্চিত করেন। দিল্লীর সম্রাট আকবর শাহর মন্ত্রী টোডরমলের আগেই জমি জরিপের এই দৃষ্টান্তটি স্থাপন করেন মাহমুদ গাওয়ান সাহেব। তাঁর চেষ্টায় ও দক্ষতায় বেশ কয়েকটি রাজ্যে বাহমনী রাজ্যের মুদ্রা চালু হয় এবং জুমআর নামাজের খুতবায় বাহমনী সুলতানের নাম উল্লেখিত হয়।

ব্যক্তিগত জীবনে মাহমুদ গাওয়ান সাহেব ছিলেন নিরঙ্কুশভাবে একজন ঈমানদার ও পাক পবিত্র মানুষ। আল্লাহ তায়ালার প্রতি তাঁর ভক্তি ও বিশ্বাস ছিল অপরিসীম। তাঁর জীবনযাত্রা ছিল একান্তই অনাড়ম্বর ও সাদাসিধে। শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রতি তাঁর অনুরাগ ছিল প্রবল। আলেম-ওলামা ও শিক্ষিত লোকের সঙ্গ ছিল তাঁর অধিক প্রিয়।



www.nagorikpathagar.org

কিন্তু সকলই গরল ভেল। এতদসত্ত্বেও মিথ্যা হয়ে গেল গাওয়ান সাহেবের পরিশ্রম। তাঁর অবদানের কোন মুল্যায়নই হলো না। এ দুনিয়ায় সৎ লোকের দুশমন মাটি ফুড়ে গজিয়ে ওঠে। সৎ লোকের উন্নতি ও তারিফে সর্বকালেই গাত্রদাহ শুরু হয় একদল অসৎ ও পরশ্রীকাতর লোকের। মাহমুদ গাওয়ান সাহেবের বেলায় হিংসুটে ও অসৎ লোকদের এ গাত্রদাহ প্রথম থেকেই অধিক মাত্রায় ছিল। একজন নবাগত পরদেশীর এত কদর আর এত তারিফ হীনমন্য বেঈমানদের অধিক মাত্রায় অসহ্য ছিল মাহমুদ গাওয়ান সাহেবের এদেশে আগমনের এবং সুলতানের সুনজরে পড়ার কিছুদিন পর থেকেই। তারা জ্বলে পুড়ে মরছিল। তাদের এই জ্বলন-পুড়ন কালক্রমে অধিক থেকে অধিকতর এবং অবশেষে অধিকতম হয়ে গেল। এই অসৎ আর হিংসুটে লোকেরা আর কেউ নয়, 'দখিনী' নামের ঐ শয়তান চক্রটি।

শয়তান দলের নেতারা চালাক হয় বরাবরই। ঈমান আর বিবেক বলে কিছুই তাদের না থাকায়, প্রতিটি বিপদ-মুসিবতে আর ঝুঁকিপূর্ণ কাজে সঙ্গী সাথীদের তারা লেলিয়ে দেয় কায়দা করে আর নিজেরা থাকে নিরাপদ দূরত্বে। এমনই দূরত্বে ছিল দখিনীদের দলপতি হাসান নিজামুল মুল্‌ক্‌ বাহরী ও তার কতিপয় নিকটতম সঙ্গী। বেশ কিছু সঙ্গী সাথীদের মৃত উজিরে আযম খাজা জাহানের দুষ্কর্মে লেলিয়ে দিয়ে কয়েকজন সঙ্গী নিয়ে বাহ'রী ছিল আড়ালে। উজিরে আযম খাজা জাহান সহ ঐ সব বেয়াকুফ সঙ্গী-সাথীরা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলেও, সুকৌশলে টিকে ছিল হাসান নিজামুল মুল্‌ক্‌ বাহ'রী এবং তার কয়েকজন গোপন সঙ্গী। আড়ালে লুকিয়ে থেকে উজিরে আযম খাজা জাহান ও তাদের ঐ লেলিয়ে দেয়া সঙ্গীদের শোচনীয় পরিণতি সে দেখ্‌ছিল এবং ক্রোধে সাপের মতো ফুঁশ্‌ছিল। পরিস্থিতি অত্যন্ত প্রতিকুল হওয়ায়, আড়াল তথা গর্ত থেকে বেরিয়ে আসার সাহস তখন পায়নি তারা। তারা সুযোগের অপেক্ষায় ছিল।

বাহ'রী গোত্রের সেই সুযোগ এসে গেল এই বুদ্ধিহীন সুলতান তৃতীয় মুহাম্মাদ শাহ্‌র মসনদে আরোহন করার পরে পরেই। সঙ্গীদের হারানো শোকের উপর মাহমুদ গাওয়ান সাহেবের এন্তার তারিফ পথেঘাটে জনপদে-সর্বত্র ধ্বনিত হওয়ায়-সেই ধ্বনী বাহ'রীদের কানে এসে বিঁধ্‌ছিল জ্বলন্ত লৌহ শলাকার মতো। এতে করে গর্তের মধ্যে আর লুকিয়ে না থেকে গর্ত ছেড়ে বেরিয়ে এলো তারা আর সুলতানকে অল্পবুদ্ধির লোক দেখে তারা ভিড়ে গেল তাঁর পেছনে। সুলতানের চারপাশে তারা ঘুর ঘুর করতে লাগলো এবং সুলতানের মনোরঞ্জনে তারস্বরে সুলতানের স্তুতি গাইতে লাগলো।



www.nagorikpathagar.org

সুলতান ক্রমেই তাদের বিশ্বাস করতে শুরু করলে বাহ'রীর নেতৃত্বে দখিনীরা আবার এক গভীর ষড়যন্ত্র পাকিয়ে তুললো। প্রথমে তারা গাওয়ান সাহেবের বিশ্বস্ততা নিয়ে সুলতানের কানে একটানা কুমন্ত্রণা দিতে লাগলো। মাহমুদ গাওয়ান সাহেব এ সময় পশ্চিমাঞ্চলের কিছু বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করছিলেন। গাওয়ান সাহেব যুদ্ধে যাওয়ার পর থেকেই বাহ'রীর দল সুলতানের কানে কুমন্ত্রণা দিচ্ছিল এবং গাওয়ান সাহেবের এই অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে এক্ষণে তারা চক্রান্তটিকে চরম পর্যায়ে নিয়ে গেলো। হাসান নিজামুল মুল্‌ক্‌ বাহ'রী গাওয়ান সাহেবের ব্যক্তিগত হাবসী সচিবকে এই সময় কড়া মদ্যপানে বেহুঁশ করলো এবং এক খণ্ড কাগজে গাওয়ান সাহেবের সীলমোহরের ছাপ মেরে নিলো। অত:পর ষড়যন্ত্রকারীরা উড়িষ্যার রাজার উদ্দেশ্যে লিখিত গাওয়ান সাহেবের সীল মোহর মারা কাগজে একটি জালপত্র তৈয়ার করলো। গাওয়ান সাহেবের নাম দিয়ে এই মর্মে সেই পত্রে লেখা হলো যে, দাক্ষিণাত্য তঁথা বাহমনীরাজ্য আক্রমণের এখনই উপযুক্ত সময়। এখনই বাহমনী রাজ্য আক্রমণ করতে হবে এবং বাহমনীর সুলতানকে হত্যা করে বাহমনীর মসনদটা গাওয়ান সাহেবকে দিলে আশাতীত অর্থ ও প্রভূত ধনসম্পদ উড়িষ্যার রাজাকে প্রদান করা হবে।

এরপর সুলতান মুহাম্মাদ শাহর এক ক্ষিপ্ত মুহূর্তে ঐ জাল পত্রটি এনে সুলতানের হাতে দিলো ষড়যন্ত্রকারীরা। সুলতান অন্য কারণে ক্ষিপ্ত ছিলেন। এই সময়, ঐ জাল পত্রটি পাঠ করার সাথে সাথে মাথায় তার রক্ত উঠে গেল। তিনি চিৎকার দিয়ে বলে উঠলেন–কি, আমাকে হত্যা করবে? নিমকহারাম! বেঈমান!

ঐ জালপত্রটিকেই সঠিক পত্র মনে করে তিনি জ্বলতে লাগলেন অগ্নিকুণ্ডবৎ। ষড়যন্ত্রকারীরা সুলতানকে আরো বোঝালো, এই রাজ্যের উন্নতির জন্যে গাওয়ান সাহেবের এত দরদ-এত চেষ্টা বিনা উদ্দেশ্যে নয়, হুজুর। এই রাজ্যটি ভবিষ্যতে তার নিজের হবে-এই জন্যেই গাওয়ান সাহেবের এই দরদ। মাহমুদ গাওয়ান সাহেব আসলেই সততার মুখোশ পরা এক শয়তান।

সেই কথাই বিশ্বাস করলেন সুলতান তৃতীয় মুহাম্মাদ শাহ। কোন বিচার বিবেচনা না করেই তিনি ছুটে এলেন দরবার কক্ষে এবং ভরা দরবারে সগর্জনে ঘোষণা দিলেন, বেঈমান মাহমুদ গাওয়ানকে এই মুহূর্তেই মৃত্যুদণ্ড প্রদান করলাম আমি। লড়াই থেকে সে ফিরে আসার সাথে সাথে তার এই মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হবে। আমি সবার সামনে প্রতিজ্ঞা করছি– এর কোন ব্যতিক্রম ঘটবে না। আল্লাহর কসম, ঐ বেঈমানের কোন নামগন্ধ আমি এই বাহমনী রাজ্যে রাখবো না।



www.nagorikpathagar.org

সঙ্গে সঙ্গে চারদিকে ছড়িয়ে গেল সুলতানের এই ঘোষণা। সুলতানের এই প্রতিজ্ঞা মাহমুদ মনসুরেরও কানে গেল সঙ্গে সঙ্গে। গাওয়ান সাহেবের ভাতিজা হেতু তার জীবনও যে বিপন্ন, মাহমুদ মনসুর বুঝতে পারলো সেটা। বুঝতে পেরেও সে না পালিয়ে রাজধানীতেই রয়ে গেল। কারণ, এই সময় এখান থেকে পালিয়ে গেলে, তার চাচা এসে বিপদে পড়বেন ভেবে চাচাকে সতর্ক করে দেয়ার উদ্দেশ্যে সে নিজেকে আড়ালে আবডালে লুকিয়ে রাখলো এবং চাচার ফিরে আসার অপেক্ষা করতে লাগলো।

কয়েকদিন পরেই ফিরে এলো তার চাচাজান। উড়ো উড়ো ভাবে সুলতানের এ ঘোষণা তার চাচা গাওয়ান সাহেবের কানেও এসেছিল। কিন্তু সুলতানের এত বড় মতিভ্রম হবে, এটা গাওয়ান সাহেব বিশ্বাস করতে পারেননি। তিনি নির্দ্বিধায় রাজধানীর দিকে চলে এলেন। কিন্তু মাহমুদ মনসুর তাঁর আগমন পথ পাহারা দিচ্ছিল। গাওয়ান সাহেব ফিরে আসতেই মাহমুদ মনসুর ছুটে এসে পথেই তাঁকে আটকালো এবং সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করে শুনালো। অত:পর রাজধানীতে প্রবেশ না করে পথ থেকেই মাহমুদ গাওয়ান সাহেবকে পালিয়ে যাওয়ার অনুরোধ জানালো মাহমুদ মনসুর।

সব কিছু শোনার পর গাওয়ান সাহেব মুহূর্ত-খানেক বিষয়টা বিবেচনা করে দেখলেন। এরপর ভাতিজাকে বললেন, না, পথ থেকে আমার পালিয়ে যাওয়াটা মোটেই যুক্তিসঙ্গত হবে না। পালিয়ে গেলে আমি যে সত্যিই একজন বেঈমান- এটাই প্রমাণিত হবে। তাছাড়া সুলতান একজন আবেগপ্রবণ ব্যক্তি। এটা যে একটা ষড়যন্ত্র-সে কথাটা বুঝিয়ে দিতে হবে তাঁকে। এই ষড়যন্ত্রটা সবার সামনে উম্মুক্ত করে দিতে হবে। আমি পালিয়ে গেলে এটা আর কখনোই উদ্‌ঘাটিত হবে না। ফলে, সবার কাছে চিরকাল আমি বেঈমানই থেকে যাবো।

মাহমুদ মনসুর বললো, কিন্তু চাচাজান, সেটা উদ্‌ঘাটন করার সুযোগ তো সুলতান আপনাকে নাও দিতে পারেন? আপনি তার সামনে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যদি....

হাত তুলে ভাতিজাকে থামিয়ে দিয়ে গাওয়ান সাহেব বললেন, সম্ভব নয়। একেবারেই কোন কিছু জিজ্ঞাসা না করে আর আমার মুখ থেকে কোন কিছুই না শুনে সুলতান আমাকে হত্যা করবেন, এটা আমি বিশ্বাস করিনে।

মাহমুদ মনসুর তবু জিদ্ ধরে বললো, যদি তাই করেন, তাহলে বুঝবো- এটাই আমার নসীব লিখন। হায়াত মউতের মালিক আল্লাহ তায়ালা। তিনি যদি আমার মউত এভাবেই লিখে রেখে থাকেন, তাহলে তাই হবে। আমি বাধা দেয়ার কে! আর বাধা দিয়েই কি তা রোধ করতে পারবো? কাজেই,



www.nagorikpathagar.org

অবিশ্বাসীদের মতো আল্লাহ্ তায়ালার ইচ্ছাকে এড়িয়ে যাওয়ার অনর্থক চেষ্টা করতে যাবো কেন আমি?

ভাতিজার আপত্তিতে কান না দিয়ে সরাসরি রাজধানীতে ফিরে এলেন মাহমুদ গাওয়ান সাহেব। মাহমুদ মনসুরও অগত্যা রাজধানীতে ফিরে এলো তাঁর পেছনে পেছনে। রাজধানীতে পৌছেই গাওয়ান সাহেব সবার আগে সুলতানের সাথে সাক্ষাৎ করতে এলেন।

'সুখ-দুখ্ কপালের লেখা। এটা মরণ লেখা। নসীবের এ লিখন খণ্ডাবে কে? মাহমুদ গাওয়ান সাহেব সুলতানের সাথে সাক্ষাৎ করতে আসা মাত্রই সুলতান তাঁকে তুলে দিলেন ঘাতকের হাতে এবং সুলতানের নির্দেশে ঘাতক তৎক্ষণাৎ মাহমুদ গাওয়ান সাহেবের পবিত্র শির খাঁড়ার আঘাতে নামিয়ে দিলো জমিনে। কারো কিছুই বলার অপেক্ষা রইলো না। রইলো না আসামীর আত্মপক্ষ সমর্থন করার অবকাশ।

আকস্মিক এই ঘটনায় চমকে উঠলো মাহমুদ মনসুর। গাওয়ান সাহেবের কোন নামগন্ধ এ রাজ্যে রাখবেন না সুলতান, এ ঘোষণা অজানা ছিল না তার। আজই ঘাতকের খাঁড়ার ঘা যে অত:পর তার ঘাড়ে এসে পড়বে-এটা বুঝতে পেরেই মাহমুদ মনসুর তৎক্ষণাৎ রাজধানী থেকে পালিয়ে যেতে উদ্যত হলো। কিন্তু পালিয়ে যেতে গিয়েও শাহজাদী মেহেরুন নেছার কথা মনে আসায়, সে ঐভাবেই পালিয়ে যেতে পারলো না। পালিয়ে যাওয়ার আগে সে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে শাহী প্রাসাদের এলো এবং সংবাদ পাঠিয়ে শাহজাদীকে ডেকে আনলো জেনানা মহলের ফটকের বাইরে।

শাহজাদী মেহেরুন নেছাও এই দুর্ঘটনা সম্বন্ধে অবহিত ছিল। মাহমুদ মনসুর এদেশ থেকে পালিয়ে যাচ্ছে-এ কথা মাহমুদ মনসুরের মুখ থেকে শুনে বেদনাসিক্ত কণ্ঠে শাহজাদী বললো, আমাকে ফেলে আপনি একাই পালিয়ে যাবেন মানে, এই পাপ পুরীতে তো আমিও আর থাকবোনা। আপনাকে নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার কথা এতক্ষণ আমিও বসে বসে ভাবছিলাম। কাজেই, আর কথা নয়। আমিও আপনার সাথে পালিয়ে যাবো এখান থেকে। আমাকেও সঙ্গে নিন আপনি!

অধিক বাক্যালাপের সময় তখন ছিলনা। মাহমুদ মনসুর তাই ব্যস্তকণ্ঠে বললো, আপনাকে সঙ্গে নিয়ে কোথায় যাবো আমি, বলুন? আমাকে পালাতে হবে এখনই আর পালিয়ে গিয়ে আপাতত: হয়তো বনে জঙ্গলেই আত্মগোপন করতে হবে আমাকে। বনে-জঙ্গলে গিয়ে আপনি কেমন করে থাকবেন?

শাহজাদী বললো, জাহান্নামে হলেও আপনার সাথেই থাকবো আমি, বন-জঙ্গল কোন ছার। আপনার সঙ্গ আমি কিছুতেই ছাড়বোনা, কোন সুখের লোভেই নয়।



www.nagorikpathagar.org

মাহমুদ মনসুর ফের ব্যস্তকণ্ঠে বললো, যদি এইটেই আপনার অন্তরের কথা হয়, তাহলে আসুন। এইভাবেই আসুন আমার সাথে। অতি সন্তর্পনে এক্ষুণি এই রাজধানী থেকে বেরিয়ে যেতে হবে আমাদের। সুলতানের নজরে পড়লে আর কারোই আমাদের রেহাই থাকবেনা।

চঞ্চল হয়ে উঠে শাহজাদী বললো, এইভাবেই। এক দৌড়ে ঘরে গিয়ে কিছু সোনাদানা আনবোনা? এই ভাবেই আর একদম রিক্ত হস্তে পালিয়ে যাবো?

শাহজাদীর একথার জবাব দিলেন শাহজাদীর গৃহশিক্ষক মাওলানা শামসুল আরেফিন সাহেব। আকস্মিক এই দুর্ঘটনার খবরে মাহমুদ মনসুর আর শাহজাদীকে হেফাজত করার উদ্দেশ্যে মাওলানা সাহেব তাদের খোঁজে এই সময় এই জেনানা মহলের ফটকের কাছে এসেছিলেন এবং তাদের শেষের কথা সবগুলোই শুনেছিলেন। শাহজাদীর কথার জবাবে মাওলানা শামসুল আরেফিনও তাই ব্যস্তকণ্ঠে বললেন, হ্যাঁ আম্মাজান, আপাততঃ রিক্তহস্তেই পালাতে হবে তোমাদের। ঐ উন্মাদ সুলতানের খপ্পর থেকে এখনই সরে পড়তে হবে।

শাহজাদী অসহায়কণ্ঠে বললো, হুজুর!

মাওলানা সাহেব বললেন, এই রাজ্যের এক-তৃতীয়াংশের মালিক তুমি, আম্মাজান! তবু আজ রিক্তহস্তেই পালাতে হবে তোমাকে। তবে তোমাকে আশ্বাস দিচ্ছি–তোমার হিস্যা আমি তোমার জন্যে আদায় করে তবেই ছাড়বো। এখন এসো। শিগ্গির আমার সাথে এসো তোমরা!

শাহজাদী প্রশ্ন করলো, কোথায় হুজুর?

মাওলানা সাহেব বললেন, আমার বাসায়। সেখানে তোমাদের নিয়ে গিয়ে এখনই শাদী পড়িয়ে দেবো তোমাদের। এই বেগানা অবস্থায় একসাথে থাকা তোমাদের চলবেনা।

শাহজাদী ফের প্রশ্ন করলো, তারপর?

মাওলানা সাহেব বললেন, তারপর এমন এক নিভৃত জায়গায় লুকিয়ে রাখবো তোমাদের যে, ঐ দুর্বৃত্ত সুলতান প্রাণপাত করেও আর খুঁজে পাবেনা তোমাদের।

হুজুর।

এরপরে এ রাজ্যের তামাম সৎ সভাসদ আর আপামর জনসাধারণকে ঐ অকৃতজ্ঞ সুলতানের বিরুদ্ধে এমনভাবে ক্ষেপিয়ে তুলবো আমি যে এ রাজ্যের



www.nagorikpathagar.org

তোমার অংশ তোমাকে বুঝিয়ে দিয়ে তার অপকর্মের জন্যে তোমাদের কাছে করজোড়ে ক্ষমাভিক্ষে করতে দিশে পাবে না সে। কিন্তু আর কথা নয়, এসো শিগ্গির.....

শাহ্জাদী ও মাহমুদ মনসুরকে তাড়া দিয়ে নিয়ে তৎক্ষণাৎ সেখান থেকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন মহাপ্রাণ মাওলানা শামসুল আরেফিন সাহেব।

মাওলানা শামসুল আরেফিন সাহেবকে কিছুই করতে হলো না। মাহমুদ গাওয়ান সাহেবের মতো একজন মহৎ মানুষও বাহমনী রাজ্যের অকৃত্রিম বন্ধুকে এমন বর্বরভাবে হত্যা করার ঘটনায় সৎ সভাসদগণ সহ গোটা দেশের মানুষ মহারোষে ফুঁশে উঠলো আপছে আপ্! সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে সবাই সমস্বরে আওয়াজ তুললো, নামিয়ে আনো, ঐ অকৃতজ্ঞ আর অবিচারক সুলতানকে নামিয়ে আনো মসনদ থেকে।

এতক্ষণে হুঁশে ফিরে এলেন সুলতান তৃতীয় মুহাম্মাদ শাহ। নেশাটা তার টুটে গেল এতক্ষণে। হুঁশে এসেই গাওয়ান সাহেবের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের সত্যতা খুঁজতে গেলেন তিনি। সত্যতা খুঁজতে গিয়েই আছাড় খেয়ে পড়লেন তিনি জমিনে। দেখলেন, অভিযোগটা সম্পূর্ণ মিথ্যা। দেখলেন, বাহ'রীদের দ্বারা তৈরি নির্জলা একটা ষড়যন্ত্র এটা। দেখলেন, উড়িষ্যার রাজাকে লেখা পত্রটি একটা সম্পূর্ণ জালপত্র। গাওয়ান সাহেবের হাতের লেখা নয় এটা, স্বাক্ষরটি নিজে করেননি গাওয়ান সাহেব। সীল মোহরের ব্যাপারটা জানতে চাইলে গাওয়ান সাহেবের হাবসী সচিব জানালো, নেশা করিয়ে তাকে বেঁহুশ করে রেখে ঐ সীলমোহর ব্যবহার করেছে 'দখিনী' নামের ঐ দুর্বৃত্তেরা। সচিব বা গাওয়ান সাহেব কেউই ঐ পত্রে এই সীলমোহর মারেননি।

অত:পর বাহ'রীদের খোঁজ করতে গিয়ে সুলতান দেখলেন, হাসান নিজামুল মুল্‌ক্ বাহ'রীসহ ঐ দুর্বৃত্ত গোত্রের কেউ আর এদেশে নেই। তাদের প্রতিহিংসা চরিতার্থ হওয়ার সাথে সাথে তারা এদেশ থেকে পালিয়েছে। কারণ তারা জানে, এই জালিয়াতির ব্যাপারটা ফাঁশ হয়ে যাবেই একদিন।

সুলতান এরকম আরো যতভাবেই খোঁজ নিলেন সকল ক্ষেত্রেই দেখলেন, গাওয়ান সাহেব আসলেই নির্দোষ। একেবারেই অন্যায়ভাবে আর চরম অকৃতজ্ঞের মতো তাঁকে হত্যা করেছেন সুলতান। এটা বুঝতে পেরেই সুলতান অর্ধোন্মাদ হয়ে গেলেন। কিভাবে এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করা যায়, সেই পথ খুঁজতে লাগলেন তিনি। গাওয়ান সাহেবের ভাতিজা মাহমুদ মনসুরের কাছে



www.nagorikpathagar.org

ক্ষমা চেয়ে নিয়ে মাহমুদ মনসুরকে দেশের উজিরে আযমের পদে ভূষিত করার জন্যে সুলতান তার খোঁজে ছুটলেন। কিন্তু দেখলেন, মাহমুদ মনসুরও নেই, শাহজাদী মেহেরুন নেছাও নেই। তাদের খোঁজে সুলতান অত:পর মাওলানা শামসুল আরেফিন সাহেবের শরণাপন্ন হলেন এবং মাওলানা সাহেবের কাছে মনের ভাব ব্যক্ত করলেন সুলতান। মাওলানা সাহেব এপ্রেক্ষিতে সুলতানকে প্রথমত খানিকটা ভর্ৎসনা করলেন এবং পরে জানালেন, সুলতানের সে ইচ্ছা পূরণ হওয়ার আর কিছু মাত্র অবকাশ নেই। এই পাপের কিছুটা প্রায়শ্চিত্ত করার জন্যে মাওলানা সাহেব অত:পর শাহজাদীর প্রাপ্য সম্পত্তি শাহজাদীকে লিখে দেয়ার জন্যে সুলতানকে পরামর্শ দিলেন। অনুতপ্ত সুলতান সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যের এক তৃতীয়াংশের মালিকানা শাহজাদীর নামে লিখে দিলেন এবং এ পাপের আরো কিভাবে প্রায়শ্চিত্ত করা যায়-সেই পথ খুঁজতে লাগলেন।

কিন্তু প্রায়শ্চিত্ত করার অধিক অবকাশ তিনি পেলেন না। মাহমুদ গাওয়ান সাহেবকে হত্যা করার এক বছরের মধ্যেই, শোকে দুঃখে অর্ধোন্মাদ সুলতান তৃতীয় মুহাম্মাদ শাহ ইন্তেকাল ফরমালেন হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে।

এই সাথেই বিলুপ্ত হয়ে গেল দোর্দণ্ড প্রতাপশালী বাহমনী রাজ্যের অস্তিত্ব। পরবর্তী কোন সুলতানই আর বাহমনী রাজ্যটাকে টিকিয়ে রাখতে পারলো না। বেঈমানদের প্ররোচনায় ঈমানদার মাহমুদ গাওয়ান সাহেবের প্রতি এই অবিচারের ফলে সারাদেশ বিদ্রোহে ফুঁশে উঠলো আর এর ফলে অচিরেই বাহমনী রাজ্যটা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। বাহমনী রাজ্য বিলুপ্ত হয়ে সেখানে সৃষ্ট হলো বিদর, রেরার, আহমদনগর বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা নামের পাঁচ পাঁচটি পৃথক পৃথক রাষ্ট্র।

সমাপ্ত

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

শফীউদ্দীন সরদার ১৯৩৫ সনে নাটোর জেলার নাটোর থানার হাটবিলা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বর্তমানে নাটোর জেলা সদরের শুকুলপট্টিতে সপরিবারে বসবাস করছেন।

পারিবারিক পরিবেশে তাঁর শিক্ষাজীবন শুরু। তিনি ১৯৫০ সনে মেট্রিকুলেশন পাস করেন। অতঃপর আই.এ; বি.এ. (অনার্স); এম.এ. (ইতিহাস); এম.এ. (ইংরেজী); বি.এড. (ঢাকা); ডিপ-ইন-এড লন্ডন থেকে উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন।

কর্মজীবনে তিনি অধ্যাপক, অধ্যক্ষ ও প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। এছাড়া তিনি মঞ্চাভিনেতা, নাট্যপরিচালক ও রেডিও বাংলাদেশের নাট্যকার, নাট্যশিল্পী ও প্রযোজক ছিলেন।

তিনি একাধারে উপন্যাস, গল্প, কবিতা, নাটক, রম্য, শিশু সাহিত্য, রূপকথা প্রভৃতি রচনা করেছেন। বলা যায় সাহিত্যের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁর পদচারণা অত্যন্ত সাহসী ও নির্ভীক। তবে কথা সাহিত্যিক হিসাবে তিনি সমধিক খ্যাতি লাভ করতে সক্ষম হয়েছেন। তিনি বর্তমান সময়ের জনপ্রিয় ও আলোচিত ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিক। বাংলাদেশ ও ভারতের কোলকাতা থেকে এ পর্যন্ত তার প্রায় ২৮টি ঐতিহাসিক উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে। বিভিন্ন প্রকাশনী থেকে তাঁর যে সমস্ত বই প্রকাশিত হয়েছে তার একটি তালিকা এখানে তুলে ধরা হলো :

১. বাংলা সাহিত্য পরিষদ, ঢাকা থেকে শফীউদ্দীন সরদারের যে সমস্ত ঐতিহাসিক উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে তা হচ্ছে : বিদ্রোহী জাতক, রোহিনী নদীর তীরে, ঝড়মুখী ঘর, দখল, ঈমানদার ও গুনাহগার।

২. আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়েছে : গৌড় থেকে সোনার গাঁ, বার পাইকার দুর্গ, রাজবিহঙ্গ, প্রেম ও পুর্ণিমা, বিপন্ন প্রহর, বৈরী বসতি, অন্তরে প্রান্তরে, দাবানল, ঠিকানা।

৩. মদীনা পাবলিকেশন্স, ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়েছে : বখতিয়ারের তলোয়ার, যায় বেলা অবেলায়, শেষ প্রহরী, বারো ভূইয়া উপখ্যান, অবৈধ অরণ্য, দুপুরের পর, রাজ্য ও রাজ কন্যারা, থার্ড পণ্ডিত ও মুসাফির।
এছাড়া অন্যান্য প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত উপন্যাসের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে : সূর্যাস্ত, পথহারা পাখী, অপূর্ব অপেরা, পাষণী প্রভৃতি।

'ঈমানদার' শফীউদ্দীন সরদারের লেখা সম্পূর্ণ ভিন্ন স্বাদের আরও একটি নতুন ঐতিহাসিক উপন্যাস। এ বইটিও পাঠকপ্রিয়তা পাবে বলে আমরা আশা করছি।

বাংলা সাহিত্য পরিষদ

ISBN-984-485-111-4